বিপত্তি

শৈলবালা ঘোষজায়া

সরস্বতী, সাহিত্য-ভারতী, রত্নপ্রভা

ন্যাশনাল

১৬, শিবপুর রোড হাওড়া

স্বর্গগত দেবর ৺করুণাময় ঘোষ, এম-এ, বি-এল

ও

তদীয় সহধর্মিণীকে

এবং

সুদূরে বসে, যে মহান্ জ্ঞান-তপস্বী, বাণীর বরপুত্র, এই অপরিচিতা লেখিকার অন্যমনস্কতাগত ভাষার ভুল পরম আগ্রহে লক্ষ্য করেছিলেন এবং ভুল সংশোধনে সাহায্য করে, ধন্যবাদের উত্তরে,—একান্ত স্নেহে আমাকে কন্যাত্বে বরণ করেছিলেন, আমার সেই পূজ্যপাদ সাহিত্য-গুরু, পিতৃ-প্রতিম,

বাংলার পরম গৌরব

ডাঃ রায় যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুরের

সদ্যঃ লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশে

সাশ্রু-নয়নে "বিপত্তি"

ভক্তি-অর্ঘরূপে

উৎসর্গ করলাম।

মেমারি
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

শ্রদ্ধাবনতা—
লেখিকা

"বিপত্তি"র লেখিকা শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া। ইহার উপাধি, সরস্বতী। "বিপত্তি"তে সরস্বতী মূর্তিমতী দেখিতেছি। ধন্য সাধনা! এমন একটানা ওজস্বীভাব ত দেখি না! সুর সপ্তমে বাঁধা, বিষাদে ভরা, কিন্তু কৃত্রিম নয়। "বিপত্তি"র ভাষা শুদ্ধ বাংলা, জাত্য বাংলা বলিতে পারি। ইহাতে বাক্যের ঘূর্ণিপাক নাই, ইংরেজীর তর্জমা নাই, খাঁটি বাংলায় বড় বড় তত্ত্বের আলোচনা আছে। লেখিকা একাগ্রমনে লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাকরণ-ভুল নাই! "বিপত্তি"র রচনা সার্থক হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

* গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যান্য বই *

অনন্তের পথে	২·৫০
ইমানদার	৩·৫০
অভিশপ্ত সাধনা	৩৲
মঙ্গল মঠ	২·৫০
নমিতা	২৲
মনীষা	২৲
সেখ আন্দু	২·৫০
আড়াই চাল	১·৫০
জন্ম অভিশপ্তা	১·৫০
শান্তি	১·৫০
অবাক	১·৫০
পাহাড় গড়	৩·৫০

এক

বৈশাখ মাস। শুক্লা চতুর্দশীর সন্ধ্যা। চারিদিকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রালোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আকাশ নির্মল নীল। কোথাও এতটুকু মেঘ-মলিনতার চিহ্ন নাই। শুধু পেঁজা-তুলার মত দু' একখণ্ড শুভ্র লঘু মেঘ আকাশের এপ্রান্তে ওপ্রান্তে লুকোচুরী খেলিয়া বেড়াইতেছে। স্নিগ্ধ-মধুর দক্ষিণে বাতাস থাকিয়া থাকিয়া—যেন কোন এক আকস্মিক আনন্দের ঝোঁকে হু-হু রবে বহিয়া যাইতেছে।

ক্ষীরগ্রামের পল্লী-প্রান্তে, বসতি-বিরল স্থানে একটি সদ্যঃ-সংস্কৃত পুরাতন বাড়ী। প্রাচীন আমলের পাকা ইমারৎ, গাঁথনি অত্যন্ত দৃঢ়। বাড়ীর চারিদিকে পাকা পাঁচিল,—মাঝখানে উঠান। উঠানের এক পাশে রান্নাঘর ও সরু বাবান্দাযুক্ত দু'খানি পূজাব ঘর। উঠানের অন্য পাশে গরুর গোয়াল, এক সুবৃহৎ আমগাছ এবং শৌচাগার ও ছেঁচা-বাঁশে-ঘেরা কুয়াতলা। মাঝখানে পুবাতন আমলের একতলা তিনখানি ঘর, খিলানযুক্ত খোলা বারান্দা, বারান্দার কোলে প্রশস্ত রোয়াক। পূজার ঘরের সামনে গোটাকতক ফুলগাছ।

খোলা রোয়াকে কম্বল বিছাইয়া গৈরিক-বস্ত্রধারী এক যুবক শুইয়া ছিলেন। যুবকের আকৃতি সুদীর্ঘ, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন পশ্চিমা মল্লবীরের মত বলিষ্ঠ, পেশী সবল, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট নয়, কিছু কৃশ। মুখ ক্ষৌরমার্জিত; মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে চন্দনের ত্রিপুণ্ড্র-রেখা। যুবকের ললাট প্রশস্ত, মুখশ্রী সুগঠিত সুশ্রী ছাঁদের, প্রশস্ত আয়ত দৃষ্টিতে শান্ত সৌম্য ভাবের সহিত একটা অস্পষ্ট বিরক্তি-রূঢ় ভাব মিশিয়া রহিয়াছে।

যুবকের পাশে একটা সেতার ছিল। সেতাবেব কাণের দিকটা কাঁধের উপর রাখিয়া ডান হাতে সেতারটা জড়াইয়া ধবিয়া যুবক উর্ধদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন। মাঝে মাঝে সেতারের তাবে টোকা মারিয়া মৃদু টুং-টাং শব্দ তুলিতেছিলেন।

বাড়ী নিস্তব্ধ; শুধু পূজার বারান্দায় বাঁ পাশের ঘরখানিতে প্রদীপের আলো দেখা যাইতেছিল। ধূপ-ধুনা গুগ্‌গুলের স্নিগ্ধ-সৌরভ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

অল্পক্ষণ পরে পূজাব ঘরে সুমিষ্ট কোমল নারী-কণ্ঠের সংস্কৃত স্তবপাঠ-ধ্বনি শোনা গেল। গৈরিকধারী চকিত উৎকর্ণ হইয়া সেই দিকে কাণ পাতিলেন,—প্রথমে মৃদু, তার পর স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতব স্বরে ধ্বনিত হইল—

"জন্মোর্ম্মি সঙ্ঘসহিতে যোষিন্ন ক্রৌব সঙ্কুলে
রতিস্রোতঃ সমাযুক্তে গম্ভীরে ঘোর এব চ।
প্রথমামৃতরূপে চ পরিণাম বিষালয়ে
যমালয়—প্রবেশায় মুক্তিদ্বারাতি বিস্মৃতৌ।"

অজ্ঞাতেই গৈরিকধারীব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক থাকিয়া তিনি আবার কাণ পাতিলেন। শুনিলেন গভীর আবেগে, ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে প্রার্থনা ঝঙ্কৃত হইতেছে—

"ন কর্ম্মক্ষেত্রমেবেদং ব্রহ্মলোকহয়মীপ্সিতঃ।
তথাপি নঃ স্পৃহা কামে তদ্ভক্তি ব্যবধায়কে॥"

গৈরিকধারী আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন। উদাস দৃষ্টিতে দূর-দিগন্ত-প্রান্তে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পবে স্তবপাঠ-ধ্বনি থামিয়া গেল। গৈরিক-বস্ত্রধারিণী এক অল্পবয়স্কা সুন্দবী পূজার ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। রোয়াকে আসিয়া, যুবকের পায়ের দিকে দাঁড়াইলেন; স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "ব্রহ্মচারি, দয়া করে একবার উঠে বোসো!"

ব্রহ্মচারী আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন, "প্রয়োজন?"

একটু হাসিয়া গৈরিকধারিণী বলিলেন, "প্রয়োজনটা ত দু'বেলাই শ্রীচরণে নিবেদন করা হয়ে থাকে, বাচনিক চীৎকারটা নেইবা করলুম! ওঠো, একটু পরোপকার করো।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন—"অর্থাৎ প্রণামের সঙ্গে তোমার খানিকটা পাপ আমায় গ্রহণ করতে হবে, আর পায়ের ধুলোর সঙ্গে আমার খানিকটা শক্তি তোমায় দান করতে হবে! চমৎকার দেনা-পাওনার ব্যবস্থা! সরে পড়ো দেবি, এবার নিজের পথ ভাখো।"

"তাই ত দেখতে এসেছি। ওঠো।"

"দু'বেলাই ত বিনামূল্যে পায়ের ধুলো খয়রাৎ করছি, মূল্য পাব ?"

"আঃ, আগে মনঃস্থির করে প্রণামটা সেরে নিতে দাও।"

"আহা, মনটা অস্থিরই হোক্ না! প্রণামের মূল উদ্দেশ্যটা তা'হলে ভুলে যেতে পারবে, তাতেও আমার লাভ। স্বীকার কর, এ দুনিয়ায় কিছু পেতে হ'লে, তার ন্যায্য মূল্যও দিতে হয়।"

গৈরিকধারিণী মৃদু হাসিলেন। স্নিগ্ধ-বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "অস্বীকার ত করছি নে। এত দিনের পর, এত দূরে এসে দুনিয়াদারির ব্যাপারে নজর পড়ল! লক্ষণ শুভ বটে!—কিন্তু সংসারত্যাগী বৈরাগীদের কাছে জগৎ ব্যাপার ত তুচ্ছ বস্তু, এখন আর দোকানদারির সাধ কেন ?"

ব্রহ্মচারী সেতারের তারে মৃদু আঘাত করিয়া, সনিঃশ্বাসে বলিলেন, "মানুষের জীবনে একঘেয়েমি অসহ্য! বৈরাগ্য নিয়ে এত দিন যথেষ্ট মাতামাতি করেছি, লাভ কি হোল? শ্রান্ত হয়ে পড়ছি যে! গুরু কি করলেন বল দেখি? উঃ!"

গৈরিকধারিণী অন্য দিকে চাহিয়া মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া কি যেন ভাবিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপাততঃ, একবার ওঠো।"

ব্রহ্মচারী এবার উঠিয়া বসিলেন। যুক্তচরণ সামনে একটু আগাইয়া দিয়া, হাঁটুর পাশে সেতারটা ঠেসাইয়া নিজ মনেই করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "বাস্তবিক এত দিন ধরে এই যে এত খাটলুম, এ সবই যদি ভূতের ব্যাগার হয়ে দাঁড়ায়, তা'হলে ধৈর্য থাকে? এর চাইতে যদি তন্ত্রোক্ত উপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণ করতুম, তা'হলে হয় ত ঢের সহজে কৃতকার্যতা লাভ করতুম!"

ব্রহ্মচারিণী নিঃশ্বাস ছাড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে অতি মৃদু হাসির রেখাও তাঁর অধর-প্রান্তে বিদ্যুচ্চমকের মত ক্ষণিকের জন্য খেলিয়া গেল। প্রণাম করিয়া ব্রহ্মচারীর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিলেন।

ব্রহ্মচারী নতশিরে চোখ মুদিয়া প্রণতার উৎসর্গিত প্রণাম ভগবানের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দিলেন। চোখ মেলিয়া হঠাৎ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পরিহাস-চপল কণ্ঠে বলিলেন, "পালিও না, পালিও না,—আমার প্রাপ্য ?"

গৈরিকধারিণী চলিয়া যাইতেছিলেন, ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। স্তব্ধ হইয়া ক্ষণেক ব্রহ্মচারীর পায়ের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সেটা গুরুদেবের কাছে জিজ্ঞাস্য।"

"শিব, শিব,—" বলিয়া ব্রহ্মচারী চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। ক্ষণেক

নিঃশব্দ থাকিয়া অস্ফুট অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "পাষণ্ড কোথাকার! গুরুদেবকে এর মধ্যে টানা কেন?"

রোয়াকের পৈঠায় উঠিতে উঠিতে গৈরিকধারিণী বলিলেন, "শিষ্যের বাচালতার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে।"

ব্রহ্মচারী উত্তেজিত ভাবে মাথা তুলিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া গৈরিকধারিণী স্মিতমুখে পুনশ্চ বলিলেন, "কথাটার গৌণ অর্থ নিয়ে মারামারি করতে উদ্যত হোয়ো না। সাধক তুমি, ওর মুখ্য অর্থের দিকে চোখ দাও। উগ্র ক্রোধও যেমন হানিকারক, বাচালতার আতিশয্যও তেমনি আশঙ্কাজনক। আত্মানুশীলনে একটু মন দাও, উপকার পাবে।"

ব্রহ্মচারী শুইয়া পড়িলেন। চোখ বুজিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন।

গৈরিকধারিণী তুলসীমূলে প্রদীপ জ্বালিয়া, প্রণাম করিয়া, ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ দেখাইয়া, চৌকাঠে জল ছড়াইয়া, আবার আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে বলিলেন, "এখনো শুয়ে রয়েছ, আহ্নিক করবে কখন?"

ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন, "যুগান্তার মন্দিরে সেরে এসেছি।"

গৈরিকধারিণী আর একটা কম্বল আনিয়া অদূরে বারান্দার প্রান্তে পাতিলেন। থামে ঠেস দিয়া বসিয়া বলিলেন, "তুমি দেবী দর্শনে গিয়েছিলে? একদিন সকাল সকাল কাজ সেরে, সন্ধ্যার পর আমাকে সঙ্গে নিয়ে দর্শন করিয়ে আনবে?"

ব্রহ্মচারীর অভ্যন্তরে অলক্ষিতে যে নিগূঢ় ক্রোধের বাষ্পটুকু জমিয়াছিল, এই সূত্রে সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! মাথা তুলিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমায় সঙ্গে নিয়ে—"

তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু উত্তেজনার মাথায় সহসা অসাবধানে সেতারের তারে করাঘাত করিলেন, মুহূর্তে একটা প্রবল বেসুরা ঝঙ্কারে তারগুলো আর্তনাদ করিয়া উঠিল! মুখের কথা অসমাপ্ত রাখিয়া ব্রহ্মচারী বিরক্তভাবে "আঃ" বলিয়া তারগুলো চাপিয়া ধরিলেন, সেতার নিস্তব্ধ হইল!

সেতারটা দূরে ঠেলিয়া দিয়া ব্রহ্মচারী উঠিয়া বসিলেন। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এটা তুলে রাখ।"

গৈরিকধারিণী নিঃশব্দে মৃদু হাসিয়া সেতারটা কোলের উপর টানিয়া

লইলেন। শিক্ষিত নিপুণ অঙ্গুলির দ্রুত স্পর্শে সেতারের তারে একটা মিষ্ট সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া মৃদু মৃদু গাহিলেন—

"আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতঃ প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তিগতাঃ পুনর্ণদিবসাঃ কালোজগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়-তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং।
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষোধুনা।"

ব্রহ্মচারী মুগ্ধকণ্ঠে অজ্ঞাতেই বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, সেতারেও বেশ মিলে যাচ্ছে ত!"

গৈরিকধারিণী সেতার থামাইয়া, স্নিগ্ধ-হাস্যে বলিলেন, "ব্রহ্মচারি! ক্রুদ্ধ-মনের রুদ্র আঘাত সকলকেই ক্ষুব্ধ অতিষ্ঠ করে তোলে! কিন্তু দরদী প্রাণের ডাক শুন্‌লে দেবতাও সাড়া দিতে বাধ্য হন, এটা ত সামান্য সেতার! রাগের ঝোঁকে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত কর্‌লে,—সেতারও সুর দেয় না, তপস্যারও শ্রীবৃদ্ধি হয় না।"

ব্রহ্মচারীর মুখে একটু অপ্রস্তুতের হাসি ফুটিয়া উঠিল। দৃঢ় বাহুবেষ্টনে জানুদ্বয় ছাঁদিয়া তার উপর মুখ গুঁজিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "হুঁ, পাঁচজনের অভিশাপের দেনায় তপস্যা আমার দেউলে হ'তে বসেছে! মস্তিষ্ক কি সাধে উত্তপ্ত হয়? উঃ, তোমায় গলায় গেঁথে দিয়ে গুরুজনেরা আমার কি সর্বনাশ করেছেন!"

উত্তেজিত হইয়া আক্রোশ-তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "যদি কখনো তোমায় হাতে পাই তা'হলে এ সব অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়ে তবে কথা!"

গৈরিকধারিণী শান্ত-হাস্যে মৃদু-ব্যঙ্গভরে বলিলেন, "অর্থাৎ হাতে পাও নি এখনো? হায় ব্রহ্মচারি! অগ্নি, ব্রাহ্মণ, দেবতা সাক্ষী করে' আত্মীয়-বন্ধু গুরুজনদের সামনে পাণিগ্রহণ করলে, সেটা কি নিতান্তই মিথ্যা?"

ব্রহ্মচারী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "সত্য বলে স্বীকার করত কে? গুরুদেব যদি সদয় থাকতেন—তবে তোমায় দেখে নিতাম! এমন করে গলায় পাথর বেঁধে অগাধ সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে মর্‌তাম কি? আগে তোমায় গলা টিপে সাবাড় করে তার পর—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া গৈরিকধারিণী সবিদ্রূপে বলিলেন, "তার পর সকলের আগে শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরের চেলা হয়ে 'দূতীযাগ' সাধনার হুজুগে মাততে। কেমন? এই ত কথা?"

ব্রহ্মচারী হঠাৎ যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিস্ফারিত চক্ষে গৈরিকধারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণেক অবাক হইয়া রহিলেন। রুষ্টস্বরে বলিলেন, "দুতীযাগ সাধনার কথা তুমি জান্‌লে কি করে? আমাদের পিছনে গুপ্তচর লাগিযেছ বুঝি?"

গৈরিকধারিণী হাসিলেন। সেতারটি পাশে রাখিয়া স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "ধরা পড়েছ ব্রহ্মচারি! তুমি নেহাৎ কাঁচা সাধক। কথাটা দেখছি, সত্যিই তোমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে,—ভাল। কিন্তু সামান্য বিদ্রূপের আঘাতে সেটা প্রকাশ করে, ভাল করলে না। তন্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালী কি ভাবে গোপন রাখতে হয়, তাও শেখো নি? অথচ তন্ত্র নিয়ে বীর-মাতুনী করবার লোভে অস্থির হয়ে উঠেছ!"

হতবুদ্ধির মত ক্ষণেক নির্বাক থাকিয়া ব্রহ্মচারী রাগত ভাবে বলিলেন, "বল, আজ বিকালে যুগাদ্যার মন্দিরে কাকে পাঠিয়েছিলে?"

"কাকে পাঠাব? গুপ্তচর, প্রকাশ্য চর, সেপাই-শান্ত্রী কে ক'জন আছে আগে বল?"

একটু নীরব থাকিয়া গৈরিকধারিণী স্নিগ্ধ-হাস্যে পুনশ্চ বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, তোমার পিছনে গুপ্তচর লাগিয়ে তোমার সাধন-ভজনের খবর নেব, আমি এমনি অধম?"

সংশয়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "নাঃ, উত্তম জীব তুমি! ও-খবর পেলে কোথা শুনি? দেখি তোমার বিদ্যের দৌড়!"

সেতারটা পুনশ্চ টানিয়া লইয়া, নতমুখে সুর বাঁধিতে বাঁধিতে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ক্ষমা কর। বিদ্যাই নেই, তার দৌড় দেখবে কি? তবে সংসর্গ অনুসারে মানুষের প্রকৃতিতে নানা দোষ-গুণেব রঙ ধরে যায়। যে সব চর্চা তোমার পক্ষে হানিকারক, সেগুলো নেই-বা কবলে।"

আকাশ-প্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তার পর চিন্তাকুল মুখে নিজ মনেই বলিলেন, "তোমাকে সঙ্গে না আনাই উচিত ছিল। তোমায় এ পথ দেখিয়ে ভাল করি নি।"

মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমি সন্ন্যাসটা মাটী করবে দেখছি! কেবল অহং-জ্ঞানের উপাসনা! ও কি হচ্ছে?"

ব্রহ্মচারী বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্বাক হইযা রহিলেন।

গৈরিকধারিণী স্মিতমুখে বলিলেন, "পথ কে কাকে দেখায়? পথ দেখাবার

মালিক ভগবান! উপলক্ষকে বড় দেখে লক্ষ্যহারা হ'তে বসেছ যে। এগুলো ভাল হচ্ছে কি?"

ব্রহ্মচারী একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "মন্দটা অস্বীকার করছি নে। কিন্তু সত্যি বল ত, তোমার কি বিশ্বাস? তোমার আত্মোন্নতি সাধনের জন্তেই আমি হতভাগা এই পাপচক্রে জড়িয়ে পড়েছি? মিছেই ভূতের-ব্যাগার খেটে মর্‌ছি?"

গৈরিকধারিণী সহাস্তে বলিলেন, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশীঃ—ব্যাপারটা ভূতের-ব্যাগার যদি মেনে নাও তা'হলে শেষ পর্যন্ত ভূতের-ব্যাগার হয়েই দাঁড়াতে পারে। কাজ কি তাতে? অহং-জ্ঞানটা ছেড়ে দিয়ে সাত্বিক জ্ঞানটাই বাড়াও না।"

রুষ্টস্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন—"তোমারও অহঙ্কার কম নয়। সবতাতেই আমার ওপর টেক্কা দিতে চাও। 'ভগবান তোমার পথ-প্রদর্শক'? দেখব একবার শত্রুতা করে?"

শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে সেতারে সুর বাঁধিতে বাঁধিতে গৈরিকধারিণী বলিলেন, "ঠক্‌বে তাতে নিজেই! সত্বগুণ বিরোধী চিন্তাগুলোয় চিত্তশুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায় ব্রহ্মচারি,—আমার ওপর রাগ করে নিজের ক্ষতিটা নেই-বা কর্‌লে।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কিন্তু তোমার ক্ষতি যে করা চাই। তুমি যে গুরুমারা বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করছ, এটা ত সহ্য হচ্ছে না।"

"অসহ্য হয় তুমিও এগিয়ে পড়।"

"এগোব কি করে? তোমায় গায়ের জোরে দাবিয়ে না রাখলে আমার এগোবার সুবিধা হচ্ছে না!"

গৈরিকধারিণী মাথা তুলিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "মনে আছে—সিদ্ধ সাধকের কবুল জবাব?—

সাচ্ কহো, লাগ রহো, ছোড়ো পর ধন কি আশ
ইস্‌মে না হবি মিলে ত, জামিন তুলসী দাস।"

ব্রহ্মচারী অপ্রস্তুত হইয়া হাসিলেন। কপট কোপে বলিলেন, "হুঁঃ! তাই 'হরি মেলাবার জন্তে' বীরপুরুষ স্ত্রীকে ত্যাগ করে চম্পট দিয়ে বেঁচেছিলেন! কই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সাধন-ভজন করবার সাহস ত হয় নি! দেখ্‌তুম তা'হলে তুলসীদাস কত উন্নতি কর্‌তেন!"

গৈরিকধারিণী নত মুখে মৃদু স্বরে বলিলেন, "কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, তিনি পরশ্রীকাতব ছিলেন না। অপরের সাধন-শক্তিকে গায়ের জোরে দাবিয়ে রাখলেই তাঁব নিজেব আত্মোন্নতি চট্‌পট্ হয়ে পড়বে, এ কথাও তিনি বিশ্বাস করতেন এমন সাক্ষ্য কোন ইতিহাস দেয় না। ক্ষমা কোরো ব্রহ্মচাবি, তোমায় বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সংসর্গ দোষে তুমি নিজের বিশেষত্ব হারাতে বসেছ, সাধনাকে অপমান করতে উদ্যত হয়েছ।"

একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিলেন, "যোগমার্গ,—এও তো ভোগ-লালসাত্যাগী, পুরুষকার-উপাসক, বীর-সাধকের পথ। যা ধবেছ, বীরেব মত তা সাধন কর, তাতেই ত পুরুষার্থ লাভ হবে!"

ব্রহ্মচাবী মাথায় হাত দিয়া চুপ কবিয়া বসিয়া রহিলেন। বিচিত্র ভাব-দ্বন্দ্ব-সংঘাতে তাঁর মুখে একটা গভীব বিষাদবহ উন্মনা-ব্যাকুলতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল!

ব্রহ্মচারিণী সেতাবে সুর বাঁধিয়া নিজ মনেই একটা গানের মাঝখান হইতে গৎ বাজাইতে লাগিলেন—

"লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ
পথিকের করে সর্বস্ব লুণ্ঠন
পবম যতনে বাথ বে প্রহরী শম দম দুইজনে।"

ব্রহ্মচারী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বোযাকে পায়চারী করিতে করিতে সজোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "বাস্তবিক আমি আজকাল সাধনাকে ফাঁকি দিয়ে সস্তায় সিদ্ধি চাইছি। বহু সংসর্গে মিশলে কাঁচা সাধকদের যা হয়ে থাকে, আমারও তাই হচ্ছে,—মতদ্বন্দ্বেব হট্টগোলে কেবল চিত্তচাঞ্চল্য, কেবল অপবাধ, কেবল শক্তিহানি। আজ মন্দিরে গিয়ে জপে বসেছিলাম, কিন্তু কাজ হোল—স্রেফ 'গোলে হরিবোল!' পাঁচজনে দেখে গেল ব্রহ্মচাবী পদ্মাসনে বসে ধ্যানস্থ,—ব্যস্! মন-বানর সেই ফাঁকির জাঁকেই পরম পুলকিত! কিন্তু মনেব বাঁদরামো ত নিজের অগোচর নেই!"

ব্রহ্মচারী আসিয়া গৈরিকধাবিণীব সামনে দাঁড়াইলেন। সবেগে মাথা ঝাঁকাইয়া বলিলেন, "উঃ, আমার মাথা গবম হয়ে উঠেছে। আমি আর একবার স্নান করে আসনে বসতে চল্লুম;—শোনো, তুমি ভোগ নিবেদন করে আমার ঘরে বেখে প্রসাদ পেয়ে শুয়ে পড়ো, কাজ সেরে উঠতে আমার দেরি হবে।"

গৈরিকধারিণী বলিলেন, "আবার আসনে বসবে? রাত্রি এক প্রহর হতে চলেছে, প্রসাদ পেতে তা'হলে—"

বিরক্তি-রূঢ় স্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বাধা দিও না, তর্ক করো না। তোমার পিছু ডাকেই আমার সব চেষ্টা পণ্ড হয়ে যায়। দোহাই তোমার, খাওয়াব জন্যে আমায় উত্ত্যক্ত করো না।"

পরমুহূর্তেই তিনি আত্মদমন করিলেন। সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "আমার রূঢ়তা ক্ষমা করো। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অপ্রিয় ব্যবহার করছি, কাজ সেরে এসে আমি প্রসাদ নেব, তুমি আমার অপেক্ষায় জেগে থেকো না।"

তিনি গামছা লইয়া কূয়াতলায় ঢুকিলেন। দৈনিক তিনবার স্নান তাঁর অভ্যস্ত ছিল, অতিরিক্ত গ্রীষ্মেব সময় আরও দু'একবাব বেশী স্নান করিতেন।

স্নানান্তে পূজাগৃহে ঢুকিয়া বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া তিনি আবার বাহিরে আসিলেন। উঠানের দড়িতে ভিজা কাপড় ও উত্তরীয় শুকাইতে দিয়া আবার পূজাগৃহে ঢুকিলেন। ধূপ-ধুনার সৌরভ ও আচমন মন্ত্রের পবিত্র ধ্বনিতে পূজাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বাহিরে গৈবিকধাবিণী স্তব্ধভাবে সেইখানে বসিয়া প্রশান্ত স্থির দৃষ্টিতে উর্দ্ধে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তাঁর শ্বেত-মর্ম্মর-নিন্দিত শুভ্র প্রশস্ত ললাটদেশ আলোকিত হইয়া উঠিল। মুখে চোখে এক অপরূপ দিব্য-শ্রী-সম্পন্ন প্রশান্ত তন্ময়তার ভাব ফুটিল!

অনেকক্ষণ পরে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিলেন। ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া অসমাপ্ত গৃহকার্য সারিতে আরম্ভ করিলেন।

দুই

রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় ব্রহ্মচারী পূজাগৃহের বাহিরে আসিলেন। ধূপ-ধুনা-চন্দনের স্নিগ্ধ-সৌরভে তাঁর সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত, কপাল বাহিয়া ঘাম ঝরিতেছে, দৃষ্টিতটে পবিত্র আনন্দাবেগ-সঞ্জাত অশ্রুবিন্দু চকচক্ করিতেছে। মুখভাব অতি শান্ত প্রসন্ন।

বহুক্ষণ একাসনে স্থির ভাবে বসিয়া থাকিয়া সমস্ত দেহেন্দ্রিয় আড়ষ্ট অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, পায়ের প্রত্যেক গ্রন্থিতে ঝিন্‌ঝিনি ধরিয়াছিল।

বহুক্ষণের অনাহার, অনিয়মিত রাত্রি-জাগরণ এবং অভ্যস্ত নিয়মের অতিরিক্ত যৌগিক ক্রিয়াদির ফলে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ঘটিয়া মস্তিষ্ক-যন্ত্রে অস্বাভাবিক বিকলতা বোধ হইতেছিল। অবসাদ-স্খলিত চরণে ব্রহ্মচারী ধীরে উঠানে নামিয়া চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন—জ্যোৎস্নালোকিত রোয়াকের এক প্রান্তে তাঁর কম্বল বিছাইয়া উপাধান ও গৈরিক গাত্রাবরণখানি রাখা হইয়াছে। রোয়াকেব অন্য প্রান্তে আর একখানি কম্বল বিছাইয়া আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া গৈরিকধাবিণী ঘুমাইতেছেন।

শ্রান্ত ব্রহ্মচারী আসিয়া বোয়াকের পৈঁঠার কাছে দাঁড়াইলেন। স্নিগ্ধ মুক্ত বাতাস তাঁর ক্লান্তি-বিকল দেহে স্নেহেব স্পর্শদানে শ্রান্তি হ্রাস করিয়া দিল। ব্রহ্মচারী আকাশের দিকে চাহিয়া, রাত্রির পরিমাণ অনুভব করিবার চেষ্টা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাই তুলিয়া, মাথাব উপর দু'হাত উঠাইয়া, অন্যমনস্কতার ঝোঁকে সজোবে আলস্য ভাঙিলেন।

মুহূর্তে বোঁ করিয়া মাথা ঘুরিযা গেল, দৃষ্টি-শক্তি ঝাপ্সা হইয়া আসিল! ঘোলাটে দৃষ্টিব সামনে উঠান, রোযাক, ঘর, দ্বাব, গাছ, পালা, আকাশ, চন্দ্র,—সব দৃশ্য অস্বাভাবিক গতিতে বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। ঘূর্ণমান মস্তিষ্কে, টলিতে টলিতে ব্রহ্মচারী সশব্দে রোয়াকেব পৈঁঠার উপর বসিয়া পড়িলেন।

শব্দ মাত্রেই গৈরিবধারিণীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। সুপ্তি-জড়িত চক্ষু মেলিয়া,—ত্রস্তে মাথার কাপড় টানিয়া উঠিয়া পডিলেন। তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বলিলেন, "কি হোল?"

দু'হাতে মাথা চাপিযা ধরিয়া অস্ফুট জড়িত স্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হঠাৎ মাথা ঘুরে গেছে। কম্বলটা এখানে সরিয়ে আনো, শোব।"

কম্বলের শয্যা টানিয়া আনিয়া গৈরিকধারিণী নিকটে পাতিয়া দিলেন। কাছে আসিয়া ধীরে বলিলেন, "অনুমতি দাও, ধবে শুইয়ে দিই।"

ব্রহ্মচারী কথা বলিতে পারিলেন না, চোখ চাহিতে পারিলেন না। সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়িয়া, ক্লান্ত ভাবে বাঁ-হাতটা শুধু বাড়াইয়া দিলেন। গৈবিকধারিণী নমস্কাব করিয়া সাবধানে ব্রহ্মচারীকে ধবিয়া সরাইয়া আনিলেন। ব্রহ্মচারী অবসন্ন দেহে শয্যার উপব লুটাইয়া পড়িলেন।

গৈবিকধারিণী এক ঘটি জল, গামছা ও পাখা লইয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারীর মাথা, গলা, কাণ, কপাল, চোখে, মুখে জল দিয়া, মাথায় সজোরে

বাতাস করিতে লাগিলেন। অর্ধ-সংজ্ঞাহীন ব্রহ্মচারী অভিভূতের মত নিস্পন্দ স্থির হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারীর গায়ে জড়ানো উত্তরীয়খানা বাঁ-কাঁধের উপর দিয়া বুক, পিঠ বেষ্টন করিয়া বুকে ফাঁস দিয়া বাঁধা ছিল। গৈরিকধারিণী সাবধানে উত্তরীয় স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিপন্নভাবে ডাকিলেন, "ব্রহ্মচারি—"

চোখ বুজিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কেন ?"

"উত্তরীয়খানা ঘামে ভিজে গেছে, ওটা বদলে ফেল্‌তে হবে। বিছানার চাদরটা গায়ে ঢাকা দিচ্ছি, ওটা খুলে ফেল।"

উত্তরীয়ের ফাঁস খুলিতে খুলিতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চাদরটা ঢেকে দাও।"

ব্রহ্মচারীর গায়ের উপর চাদর টানিয়া দিয়া গৈরিকধারিণী নতমুখে তাঁর মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী ভিতর হইতে উত্তরীয়খানা টানিয়া বাহির করিয়া দিয়া ক্লান্ত স্বরে বলিলেন, "মাথায় আরও জল দাও। এখনও মাথা ঘুরছে।"

বালিশের উপব হইতে মাথা সরাইয়া তিনি শানে রাখিলেন। গলার রুদ্রাক্ষমালা অসাবধানে পিঠে ফুটিল; তিনি আবার মাথা তুলিলেন, রুদ্রাক্ষমালা খুলিলেন। হাত বাডাইয়া মালাটা গৈরিকধারিণীব কাঁধের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এটা তোমাব গলায় বাখো।"

গৈরিকধারিণী নমস্কার করিয়া মালাটা কণ্ঠে ফেলিলেন। ব্রহ্মচারীর মাথায় জল দিয়া, পুনরায় বাতাস করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বলিলেন, "তোমাব বিশ্রামের ব্যাঘাত করলুম, আর না। এবার ঘুমোও গে, আমি সুস্থ হয়েছি।"

গৈরিকধারিণী উঠিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারীর শোবার ঘরেব দুয়ার খুলিয়া, পাথরের রেকাবিতে সাজানো ফল, মিষ্ট, এক বাটি দুধ লইয়া আসিয়া সামনে রাখিলেন। ব্রহ্মচারী চাহিয়া দেখিলেন, দ্বিধাভবে বলিলেন, "এত রাত্রে? দুপুব বোধ হয় উৎরে গেছে।"

"তা হোক। ওঠো সমস্ত নিবেদন করে রাখা হয়েছে।"

ব্রহ্মচারী উঠিয়া বসিলেন। আচমন করিয়া নীরবে আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। নর্দমার কাছে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিলেন। দু'কুচা

হরিতকী মুখে দিয়া শুইয়া পড়িলেন। চাদরটা ছড়াইয়া আপাদমস্তকে ঢাকা দিতে দিতে বলিলেন, "আমায় ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়ে দিও। এবার থেকে বিধি নির্দিষ্টভাবে কাজ করব।"

উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে করিতে গৈরিকধারিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যেমন আজ করেছ! কাজ করবে না যখন, তখন 'দায়ের পাট সারা' ছাড়া কিছুই করবে না।—আর করবে যখন, তখন একেবারে লাফিয়ে মগ ডাল ধরবে! যে যে অবস্থায় জপাহ্নিক ক্রিয়া নিষিদ্ধ—সেই অবস্থাগুলোই তোমার কাছে কার্যসিদ্ধির সময়! রাগ করো না,—কতখানি ক্ষিদে তেষ্টা অবসন্নতা নিয়ে আজ আসনে বসেছিলে বল ত?"

ডান হাতটা তুলিয়া কপাল ও চোখে চাপা দিয়া একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যদি জানতেই পেরেছিলে, বারণ কর নি কেন?"

গৈরিকধারিণী বলিলেন, "শুনছে কে? ইঙ্গিত মাত্রেই কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খাবার যোগাড় করলে, কাজেই থেমে যেতে হোল। ভাবলুম, দেবতার দৌড়টাই দেখা যাক্!"

"অ! তাই এমন হোঁচট্ খেতে হোল! যাক্, নেহাৎ এখন ঠাণ্ডা মেজাজে রয়েছি, দন্ত নিষ্পেষণটা তাই সামলে নিচ্ছি, নইলে শুনতে কিছু! জিজ্ঞাসা করি—দেবতার দৌড়ের সঙ্গে দেবীরও যে কর্ম্মসূত্র গাঁথা, তাঁকেও যে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখভোগ করতে হয়, সেটা মনে থাকে না কেন?"

গৈরিকধারিণী বলিলেন, "মাথাটা এখন কেমন?"

"ভালই। ব্রাহ্মমুহূর্তে আমায় উঠিয়ে দিও, ভুলে যেও না।"

উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলো তুলিয়া কুয়াতলায় রাখিয়া আসিয়া, গৈরিকধারিণী পৈঠার কাছে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা বলতে হচ্ছে—দেবতার দৌড়ের সঙ্গে দেবীরও কর্ম্মসূত্রই গাঁথা, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখভোগটা তাঁকেও করতে হয়—সব সত্যি। কিন্তু দেবতা যেখানে খেয়ালি, তপস্যা যেখানে উগ্র জেদের রুদ্র তাণ্ডব—বাধা দেওয়ার ফল যেখানে উগ্র জেদের উগ্রতা বাড়ানো মাত্র, সেখানে চুপই ভাল!"

ব্রহ্মচারী চোখ বুজিয়া বলিলেন, "সঙ্গে থেকে দুঃখ ভোগ ত করতে হয়?"

"নিজের জন্যে শোকার্ত হবার সময় নেই; কিন্তু সত্যি ব্রহ্মচারী, তোমার স্বেচ্ছাচার তপস্যার কাঠিন্য দেখে সময় সময় আমায় চমকে যেতে হয়। সত্যি বল, আজ ক্রিয়ায় গোলমাল করেছ?—"

অপ্রস্তুত হাস্যে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বুঝতেই ত পারছ, আবার জিজ্ঞাসা করা কেন? নিয়মের ব্যতিক্রম না হলে কি দণ্ড পেতে হয়?"

· গৈরিকধারিণী বলিলেন, "আবার পাঁচ সাত দণ্ড পরে উঠে তুমি কাজ করতে চাইছ? তোমার কাজ তাতে কি কতদূর হবে তুমিই বোঝ—কিন্তু মস্তিষ্ক-বিকলতা তাতে বাড়বার আশঙ্কা। সৎকাজে বাধা দিয়ে আমি অপরাধের ভাগী হতে চাইনে · কিন্তু মনে পড়িয়ে দিচ্ছি, সাধন-ভজন গায়ের জোরে গোঁয়াতুর্মির কাজ নয়। ওটা রীতিমত সংযম নিয়মের ব্যাপার।"

ব্রহ্মচারী চোখ বুজিয়া নিরুত্তর রহিলেন। গৈরিকধারিণী গিয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে উচ্ছিষ্ট পাত্র হাতে সেখান হইতে বাহির হইয়া কুয়াতলায় গিয়া হাত মুখ ধুইয়া ফিবিলেন। সাবধানে নিঃশব্দ পদে রোয়াকে উঠিয়া নিজের কম্বলখানি গুটাইয়া লইযা নিজের ঘরের দিকে চলিলেন।

ব্রহ্মচারী কপালের উপর বাহু রাখিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন। সেই অবস্থাতেই তন্দ্রালস-জড়িত কণ্ঠে ব'ললেন, "এতক্ষণে খাওয়া হোল! টের পাচ্ছি সব। যার নিজের শবীরে অমন শূল-ব্যাধি আশ্রয় নিয়েছে, তার পক্ষে অসময়ে খাওয়া যে কোন্ দেশি সুনিয়ম, তা ত বুঝতে পাবিনে।"

গৈরিকধারিণী দাঁড়াইলেন; মৃদু স্বরে বলিলেন, "অভিভাবকদের দৃষ্টান্ত দেখেই অধীনরা নিয়ম পালন করতে শেখে; কিন্তু এখন সে কথা থাক, ঘুমোও। কাল পূর্ণিমা, ব্যায়াম করো না।"

"আচ্ছা। কাল সকালে বেরুবাব সময় ফল টল আনবার কথা মনে করিয়ে দিও। বিকালে শক্ত্যানন্দ স্বামী এখানে পায়ের ধুলো দেবেন, তাঁর জন্যে কিছু ক্ষীর-ছানার ভোগ তৈরী করে রেখো।"

হঠাৎ হোঁচট খাইয়া গৈরিকধারিণী থমকিয়া দাঁড়াইলেন। অজ্ঞাতেই তাঁর ললাটদেশে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল, - বিচলিত অধরোষ্ঠ অস্বস্তিভরে কাঁপিয়া উঠিল! কিন্তু সে মাত্র মুহূর্তের জন্য। তৎক্ষণাৎ আত্মদমন করিয়া ধীরে বলিলেন, "কাল আসবেন? কখন বলে?"

"বিকালের দিকে।"

"আচ্ছা। তুমি ঘুমোও।"

"হাঁ। তুমিও ঘুমোও গিয়ে! আমার জন্যে জেগে থেক না; আমি ভালই আছি, ঘুম এসেছে।"

"ভাল।—" বলিয়া গৈরিকধারিণী নিজের শোবার ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিলেন।

গ্রীষ্মকালে ব্রহ্মচারী বাহিরে রোয়াকে ঘুমাইতেন। শেষ রাত্রে বেশী ঠাণ্ডা পড়িলে কোন কোন দিন উঠিয়া গিয়া নিজের স্বতন্ত্র শয়নকক্ষে আবার ঘুমাইতেন, নচেৎ শয্যাত্যাগ করিয়া নিজের সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইতেন। তবে ইদানিং প্রায়ই তাহা ঘটিয়া উঠিত না! গ্রীষ্মাধিক্য ও অন্যান্য কারণে ঘুমাইতে বিলম্ব করিতেন বলিয়া সকালে জাগিতেও তাঁর বিলম্ব হইত।

তিন

ব্রহ্মচারীর পূর্ব-জীবনের ইতিহাস একটু বৈচিত্র্যপূর্ণ। সংসারাশ্রমে ব্রহ্মচারীর নাম ছিল রমাপ্রসাদ মিত্র। ইঁহার পিতামহ বহু কাল পূর্বে সরকারী চাকরী উপলক্ষে জন্মভূমি ছাড়িয়া পাটনায় গিয়া বসবাস করেন এবং সেইখানেই একটি ছোটখাট তামাকের ব্যবসায় ফাঁদিয়া তিনি পুত্রদের ব্যবসায়ে লাগাইয়া দেন। পুত্রদের পরিশ্রম ও বুদ্ধিগুণে অল্প দিনেই ব্যবসায়টি ফাঁপিয়া উঠিল। ক্রমে তামাকের ব্যবসায়ের সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের ব্যবসায় সুরু হইল। প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। পাটনায় বাড়ী ঘর জমি জায়গা খরিদ হইল। দেশের সহিত সম্পর্ক লোপ পাইল। মিত্র পরিবার স্থায়ী ভাবে পাটনার অধিবাসী হইলেন।

যথাসময়ে পুত্রদের বিবাহ হইল, সন্তানাদি হইল। ভাগ্যবতী মিত্র-গৃহিণী সকলকে রাখিয়া পরলোকে গমন করিলেন। বিপত্নীক বৃদ্ধ পিতামহ কর্ম-জীবনে অবসর গ্রহণ করিলেন, পুত্রদের উপর সংসারের ভার দিয়া ধর্মচর্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁর অবসর সময়ের সঙ্গী হইল নাতি-নাতিনীর দল। তার মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র জানকীনাথের পুত্র রামপ্রসাদ ছিল বৃদ্ধ পিতামহের বিশেষ ভক্ত এবং সকলের ছোট বলিয়া,—বৃদ্ধের বিশেষ প্রিয়পাত্র।

শিশুরা স্বভাবতঃই অনুকরণ-প্রিয়। পিতামহের প্রভাবে নাতি-নাতিনীরা সকলেই ধর্মচর্চার বেশ একটু পক্ষপাতী হইল। তার মধ্যে রমাপ্রসাদের ধর্মানুরাগের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত রকম হইয়া পড়িল। তার আহার ব্যবহার,

শুচিতা অশুচিতার বাছ-বিচার, নীতি-দুর্নীতির সূক্ষ্ম বিচার-বোধ সমস্তই পিতামহের অনুকরণে বাড়িয়া চলিল। পিতামহ সেতার বাজাইয়া ধর্ম-সঙ্গীত গাহিতে ভালবাসিতেন বলিয়া আট বছর বয়স হইতে তারও সেতার বাজাইবার ঝোঁক চাপিল। পিতামহ তাকে সেতারের প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়গুলো দেখাইয়া দিলেন। একদিন সেতারে সুর সাধিবার সময় বালক-সুলভ দুর্বলতা বশে সে কি-একটা ভুল করায়, পিতামহ পরিহাস করিয়া বলিলেন, "সেতার বাজাতে হলে গায়ে জোর চাই রে প্রসাদ; আগে গায়ে জোর কর্‌ তার পর সেতার শিখিস্‌।"

প্রসাদ পরদিন হইতেই বাড়ীর দ্বারবানের কাছে ব্যায়াম শিক্ষা আরম্ভ করিল।

প্রসাদ যখন দশ বছরের, তখন তার পিতা জানকীনাথ বাতশ্লেষ্মা রোগে অকালে পরলোকে গমন করিলেন। প্রসাদের পর আর দু' তিনটি ভাই বোন হইয়াছিল; কিন্তু দু' দশ মাস বয়সেই তারা ইহলোক ত্যাগ করে। জানকীনাথের একমাত্র পুত্র প্রসাদকে শোকার্ত পিতামহ অধিকতর আগ্রহে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন। পিতৃ-শোকের বেদনা বালক কতক বুঝিল, কতক বুঝিল না। কিন্তু পুত্র-শোকার্ত পিতামহের মর্মন্তুদ যন্ত্রণা ও বিধবা-জননীর হৃদয়ভেদী হাহাকার তার কিশোর-চিত্তকে অত্যন্তই আলোড়িত করিয়া তুলিল। পিতামহ সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করিয়া সাধন-ভজনে ডুবিলেন, প্রসাদের চিত্তও অজ্ঞাতে পিতামহের অনুসরণ করিল। জ্যাঠাদের শাসনে পড়াশুনায় অবহেলা করিল না বটে, কিন্তু কাঁচা বয়সেই নশ্বর জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরত্ব সে বুঝিল।

পনের বছর বয়সে প্রসাদ যখন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে, তখন পিতামহ দেহত্যাগ করিলেন। প্রসাদও সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া এক সন্ন্যাসীর দলে মিশিল। কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই জ্যাঠারা ধরিয়া আনিলেন। বিধবা জননীর কান্নায়, রাশভারি প্রতাপশীল জ্যাঠামহাশয়দের শাসন তিরস্কারে প্রসাদের ধর্মোৎসাহকে দিন কতকের জন্য দমাইয়া দিল। আবার পড়াশুনায় মন দিল, এবং যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ধর্মানুরাগের নেশা ঘুচিল না; কিছুদিন পরে আবার সুযোগ পাইয়া গোপনে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করিল!

কথাটা গোপন রহিল না। বিধবা জননী একমাত্র পুত্রের মতিগতির দুরবস্থা দেখিয়া ভয়ে নৈরাশ্যে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিলেন। গুরুজনগণ অবাধ্য

ছেলের অকাল-বৈরাগ্য সংশোধনের জন্য অব্যর্থ মুষ্টিযোগ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। কালাশৌচ শেষ হইলে গোপনে সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির করিয়া হঠাৎ একদিন প্রসাদের বিবাহ দিয়া ফেলিলেন।

প্রসাদের বয়স তখন সতের বছর, বধূর বয়স তের বছর। বধূর পিতা পরলোক-গত, বিধবা জননীর সে-ই একমাত্র কন্যা। প্রসাদের বড় জ্যাঠাইমার পিত্রালয়ের সহিত বধূর মাতার কি একটু দূর সম্পর্ক ছিল; সেই সম্পর্কের অনুরোধে অর্থ-সম্পদহীনা বিধবার সুন্দরী কন্যাকে তাঁরা বিনাপণে বধূত্বে বরণ করিয়া লইলেন।

জবরদস্ত মুরুব্বিদের এই অত্যাচারের মধ্যে কোথাও একটুকু অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না। প্রসাদ কোনরূপেই ফাঁকি দিয়া পলাইবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিল না। কড়া পাহারার মধ্যে বন্দী হইয়া সে গুরুজনদের নির্দেশমত বরসজ্জা পরিল, বিবাহ করিতে গেল, এবং যথারীতি মন্ত্র পাঠ করিয়া বধূব পাণিগ্রহণ করিল। কিন্তু নিষ্ফল ক্ষোভে সমস্তক্ষণ সে মনে মনে দগ্ধ হইল এবং গুরুজনদের এই নিষ্করুণ অত্যাচারের কঠোব প্রতিশোধ লইবার পন্থাও মনে মনে স্থিব করিযা ফেলিল। বিবাহ-অন্তে নববধূ লইয়া বাড়ী ফেরা হইল। বৈরাগ্য-উৎসাহী ছেলেব বিষদাঁত ভাঙিয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত বর-কর্তারা প্রহরার ব্যবস্থা শিথিল করিলেন। প্রসাদ সুযোগ পাইল। সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া হাতের সুতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে নিশ্চিহ্ন-রূপে গা-ঢাকা দিল। ফুলশয্যার দিন, তাকে কোথাও খুঁজিযা পাওয়া গেল না।

চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়িল। অনেক টাকাব শ্রাদ্ধ করিয়া দেশ দেশান্তরে লোক পাঠান হইল, বিস্তর সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ খোঁজা হইল, —দিনের পর দিন কাটিল, মাসের পর মাস কাটিল, ক্রমে বৎসর ঘুরিল —প্রসাদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দারুণ মনোভঙ্গের ব্যথায় বিধবা জননী কঠিন সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইলেন, চির-জীবনের মত তাঁর দক্ষিণাঙ্গ অবশ হইয়া গেল। আত্মীয়গণ প্রমাদ গণিলেন।

অনেক সন্ধানের পর হরিদ্বারে কোন পাহাড়ে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে প্রসাদকে পাওয়া গেল। নাম-ধাম গোপন করিয়া, নিজেকে পিতৃমাতৃহীন অবিবাহিত বলিয়া পরিচয় দিয়া সে যথাশাস্ত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য অবলম্বন কবিয়াছে। কিন্তু তাতেও সে সন্তুষ্ট হয় নাই। গোড়া হইতেই গেরুয়া-বস্ত্র ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার সখ তার অত্যন্ত বেশী, গুরুর কাছে গৈরিক-বস্ত্রের জন্য

উমেদারী করে। অভিজ্ঞ গুরু সে আবদার প্রত্যাখ্যান করেন। অগত্যা আসল গৈরিক-বস্ত্রের অভাবে, লট্‌কনে রঙাইয়া নকল গৈরিক-বস্ত্র ধারণ করিয়া যথানির্দিষ্ট সাধন-ভজন ও শাস্ত্রাভ্যাস করিতেছে।

সংবাদ পাইয়া জ্যাঠামহাশয়রা তার গুরুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া প্রসাদের সংসার ত্যাগের অযৌক্তিকতা নিবেদন করিয়া যথোচিত প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন।

গুরু শিষ্যকে বলিলেন, "করিয়াছ কি বৎস? ধর্মের জন্য এত বড় অধর্ম করিয়া তুমি আমাকেও মহাপাতকের ভাগী করিলে! বিধবা জননীর একমাত্র সন্তান তুমি, তোমার হঠকারিতা দোষে তিনি আজ দারুণ রোগে জীবন্মৃত, এজন্য প্রকারান্তরে তুমিই অপরাধী—নিমিত্তের হেতু! এই একমাত্র কর্মদোষেই যে তোমার সমস্ত সাধনা পণ্ড হইবার আশঙ্কা। যাও, আগে প্রাণপণ যত্নে মাতার সেবা করিয়া অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর। যে পর্যন্ত তিনি দেহ রক্ষা না করেন, সে পর্যন্ত তোমার গৃহত্যাগের অধিকার নাই। তারপর বিবাহ যখন করিয়াছ—"

ব্যাকুল উদ্‌ভ্রান্ত শিষ্য, গুরুর পায়ে ধরিয়া এইখানে তাঁকে নিরস্ত করিতে চাহিল। গুরু বলিলেন, "তা হইবে না পুত্র,—বিবাহ যখন করিয়াছ, তখন নিরপরাধা ধর্মপত্নীকে ত্যাগ করিতে পাইবে না। ধর্ম বরং না হয়, নাই হইবে, কিন্তু বিনা অপরাধে একটি বালিকার জীবন যে তুমি ব্যর্থ করিবে, এত বড় অধর্ম আমি কিছুতেই সমর্থন করিব না। ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছ, তাঁর প্রতি কর্তব্য পালনে যদি পরাঙ্মুখ হও, তবে আত্মীয় গুরুজনদের মনোব্যথার দ্বারা অভিশপ্ত হইবে এবং আমার অভিশাপও তোমায় গ্রহণ করিতে হইবে!—"

সন্ন্যাসের প্রচণ্ড উৎসাহে মন যত সপ্তমেই বাঁধা থাক্, গুরুর শেষ কথায় শিষ্যকে শিহরিয়া উঠিতেই হইল। তবু সাহসে ভর দিয়া সংসারের সংস্রব ত্যাগের পক্ষে যথাসাধ্য যুক্তি-তর্ক চালাইল; কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত গুরুর শাণিত যুক্তি-বলে সে যুক্তি খণ্ডিত হইয়া গেল! গুরু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সো নেই হোগা বেটা! সাদি যব্ কিয়া তব্ ছোড়্‌নে নেই সেকোগে!"

তারপর গুরু আরও বলিয়া দিলেন,—"সংসার-ধর্মে যদি একান্তই তোমার স্পৃহা না থাকে, উত্তম, স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসের পথে আসিও। কিন্তু

মাতার সেবাশুশ্রূষা ও শেষকার্য সমাধা না হওয়া পর্যন্ত তোমায় সংসারের সংস্রবে বাস করিতেই হইবে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া প্রসাদ গৃহে ফিরিল,—দুই সর্তে। প্রথম সর্ত, মাতার সেবার জন্য সে সংসারে বাস করিবে বটে, কিন্তু তার সাধন-ভজনের নিয়ম রক্ষায় কেহ বাধা দিতে পারিবে না। দ্বিতীয় সর্ত, সে যত দিন গৃহে বাস করিবে, তত দিন তাব স্ত্রীকে পিত্রালয়ে রাখিতে হইবে।

জ্যাঠামহাশয়রা প্রথম সর্ত মানিয়া লইলেন, কিন্তু দ্বিতীয় সর্তে আপত্তি করিলেন। বধূ শুধু প্রসাদের স্ত্রী মাত্র নয়, সে শ্বশুর-শাশুড়ীদের পুত্রবধূ, সংসারে আর পাঁচটি বধূর সমকক্ষ। সেও সংসাবেব একজন। বধূ সংসারেব জীব, সংসারের মধ্যে বাস করিবে, তাতে অসংসারী প্রসাদের আপত্তি করা অনধিকার-চর্চা। তা'ছাড়া লোক-সমাজ বলিয়া একটা বস্তু আছে। ঘবের বধূকে চিবকাল পরের বাড়ীতে ফেলিয়া রাখিলে, লোকে কর্তাদের বলিবে কি? তাঁবা বিবাহ যখন দিয়াছেন, তখন বধূব ভরণপোষণের ভাব তাঁরা গ্রহণ না করিলে ধর্মের কাছে তাঁহাদেব পতিত হইতে হইবে যে!

এ সংবাদে প্রসাদ আবাব বাঁকিয়া বসিবার উপক্রম কবিতেছে দেখিয়া, গুরুদেব ইঙ্গিতে কর্তাদের নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "বধূমাতা এখন পিত্রালয়ে আছেন, আপাততঃ সেখানেই থাকুন। তাঁর পিত্রালয়ের ঠিকানা আমাব কাছে রাখিয়া যান, ভবিষ্যতে হয় ত প্রয়োজন হইবে। উপস্থিত প্রসাদ যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, তাহাই করুন।"

প্রসাদের জেদ বজায় রহিল। বাড়ী ফিরিয়া সে বহির্বাটীর এক নির্জন প্রকোষ্ঠে আসন পাতিল, ধুনি জ্বালিল। গেরুয়া পরিয়া রহিল, স্বপাক হবিষ্য করিতে লাগিল। রাত্রেও সেই বাহিরের ঘরে কম্বলের শয্যায় পড়িয়া স্বচ্ছন্দে ঘুমাইয়া কাটাইতে লাগিল। পীড়িতা জননী ব্যথিত হইয়া কাঁদিলেন, আত্মীয়-স্বজনগণ ক্ষুণ্ণ হইলেন। অপর লোকেরা তার নিয়ম-কানুনগুলো নিছক বুজরুকি বলিয়া হাসিয়া উড়াইল! প্রসাদ নীরবে সব সহ্য করিল। নির্দিষ্ট নিয়মের কড়া গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আট্‌কাইয়া রাখিয়া পীড়িতা জননীর যথারীতি সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এমনিভাবে কিছুকাল নিরুপদ্রবে কাটিল।

সহসা প্রসাদ এক বিভ্রাট বাধাইল। ব্রহ্মচর্যের অনুমোদিত কঠোর আহার, সংযম ও সুকঠিন সাধন-ভজনের মধ্যে শরীরকে যথেষ্ট পরিমাণে কৃশ করিয়াও

মল্লবিদ্যার ঝোঁকটা ছাড়িতে পারে নাই। ব্যায়াম করিয়াই শুধু ক্ষান্ত থাকিত না, মাঝে মাঝে দু' একজন মল্লবীরের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিয়া, নিজের শক্তি-সামর্থ্যের পরিমাণ পরীক্ষাও করিত।

একদিন একজন অতি বলশালী মল্লবীরের সহিত জেদের মাথায় অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগে মল্লযুদ্ধ করিয়া হঠাৎ তার রক্ত-বমন হইতে আরম্ভ হইল। কবিরাজগণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইহা উরুঃক্ষত অধিকার।"

সংবাদ পাইয়া প্রসাদের গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধারণের অজ্ঞাত প্রণালীতে নানাবিধ রোগের চিকিৎসা তিনি জানিতেন। তিনি প্রসাদের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। গুরুর নির্দেশ মত প্রসাদের আহারের ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইল, ঔষধপত্র চলিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদও সত্বর সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। ডাক্তার কবিরাজগণ আশ্চর্য হইয়া স্বীকার করিলেন,—"চিকিৎসায় আশাতীত সাফল্যলাভ হইয়াছে, প্রসাদ নির্দোষভাবে আরোগ্যলাভ করিয়াছে।"

উদ্বেগ-কাতর আত্মীয়-স্বজনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। গুরু বলিলেন, "কিন্তু আর ভোগী হওয়া চলবে না। ভোগী হতে গেলে আবার রোগী হওয়ার আশঙ্কা। এখন যদি রোগীর মত সংযম নিয়ম পালন করে যোগী হয়ে জীবন যাপন করতে পার, তাহ'লে স্বাস্থ্যও অব্যাহত থাকবে, পরমায়ুও দীর্ঘ হবে। স্বপাক হবিষ্যাদি করে অগ্নিতাপ ভোগ করা এখন প্রসাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। বৌমাকে এবার আনান হোক, তিনিই এখন থেকে প্রসাদের হবিষ্যাদি প্রস্তুত করে দেবেন।"

প্রস্তাব শুনিয়া প্রসাদ লাফাইয়া উঠিল!—স্ত্রীলোকের হাতে, বিশেষতঃ অদীক্ষিতের হাতে সে জল-গ্রহণে অসমর্থ।—যার তার হাতে হবিষ্য গ্রহণ করিবে কি?—এ কি মদ্য-মাংসভোজী যথেচ্ছাচারীদের সখের হবিষ্য যে ভাড়াটে বামুন চাকর অপবিত্র অবস্থায়, অনাচারে রাঁধিয়া দিলেই চলিবে? শাস্ত্রমতে স্বপাক হবিষ্য শ্রেষ্ঠ বস্তু,—প্রসাদ অন্য কাহারও প্রস্তুত হবিষ্য গ্রহণ করিবে না।

গুরু স্মিতমুখে বলিলেন, "অন্য কেউ হলেও, তিনি তোমারই ধর্মপত্নী। দীক্ষাও তাঁর বহুকাল হয়ে গেছে।—"

ধর্মের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠতাই থাক, ধর্মপত্নীর কোন খবর সে রাখিত না। কিন্তু গুরু তার খবর রাখেন দেখিয়া বিস্মিত হইল। একটু ইতঃস্তত করিয়া বলিল, "দীক্ষা হয়ে গেছে? কখন? কার কাছে?

গুরু বলিলেন, "আমার কাছে। তুমি আমার আশ্রম থেকে চলে আসার পর আমি তাঁর পিত্রালয়ে গিয়ে উপস্থিত হই। পরীক্ষায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে আমি স্বেচ্ছায় তাঁকে দীক্ষা দিয়েছি।"

প্রসাদ দমিয়া গেল! হায়, গুরুর অদৃষ্টে এত দুর্ভোগ ছিল যে, সেই গয়না-কাপড়-মোড়া, অপোগণ্ড অনধিকারিণী, মূর্খ, শাস্ত্রজ্ঞানহীনা বালিকাকে দীক্ষাদানের জন্য আসন ছাড়িয়া অত দূরে যাইতে হইল!—সেই মূর্খ নির্বোধ জীবটি এই সব দেব-দুর্লভ ব্রত,—যোগী-ঋষির আরাধ্য সাধন-ভজনের অর্থ কি বুঝিবে? সেই মূর্খটাকে এত বড় অধিকার গুরুদেব কেন দিলেন? প্রসাদ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "আমাকে কিছু জানান নি ত!"

গুরু বলিলেন, "পত্নী-বিদ্বেষীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাবার জন্য কোন সংবাদ দেওয়া আবশ্যক বোধ করি নি। কিন্তু তোমার আর তাঁর আত্মীয়-অভিভাবকেরা সকলেই এ সংবাদ অবগত আছেন।"

জ্যাঠারা নিকটেই উপস্থিত ছিলেন; তাঁরা স্বীকার করিলেন, তাঁহাদেব অনুমতি লইয়া বধূমাতা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া প্রসাদ বলিল, "কোন্ পন্থায় দীক্ষা হোল?"

গুরু স্মিতমুখে বলিলেন, "নিশ্চিন্ত থাক। তোমার বিরোধী পন্থায় তাঁর দীক্ষা হয় নি। তুমি নিজের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য নিয়েছ, তোমার ব্রতরক্ষার ভার তোমার ওপর। কিন্তু যে কারণেই হোক—তোমার স্ত্রীর দায়িত্ব আমাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে হয়েছে। প্রসাদ, তোমার ব্রত যদি তুমি স্বেচ্ছায় ভঙ্গ কর, তবেই ব্রত ভঙ্গ হবে, কিন্তু স্ত্রীর দ্বারা তোমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। যদি তাঁর মর্যাদা রক্ষা করে চলতে পার, তবে ধর্ম-জীবনের উন্নতি-সাধনে স্ত্রীব দ্বারা বিশেষ উপকৃত হবে। তোমার স্ত্রীর অন্তর্প্রকৃতি তোমার চেয়ে উৎকৃষ্ট উপাদানে নির্মিত। তুমি ভাগ্যবান, তাই অমন পত্নী লাভ করেছ।"

প্রসাদ মর্মাহত হইল! তার জীবনের সকল উন্নতির প্রতিবন্ধক, পরম শত্রুটিকে গুরুদেব কি না নিজে গিয়া স্বেচ্ছায় পদাশ্রয় দান করিলেন! তাকে না হইল আত্মীয়-স্বজনের অভিশাপ মাথায় লইয়া গোপনে দেশত্যাগ করিতে, না হইল পাহাড় পর্বত বন জঙ্গলে ঘুরিতে—না হইল গুরুলাভের জন্য প্রসাদের মত একটা উৎকট কষ্ট ভোগ করিতে! আবার শক্তি-সামর্থ্যেও তাকে কি না গুরু প্রসাদের উপর উঠাইয়া দিতেছেন। গুরুর পক্ষপাতিত্বে ক্ষুব্ধ ব্যথিত

প্রসাদ মনে মনে গুরুর উপর বেশ একটু অভিমান বোধ করিল এবং সেই মূর্খ স্ত্রীটার উপর তার রাগও হইল অনেকখানি! প্রসাদ বৈরাগ্যের সুখ বুঝিয়াছে, অনিত্য মায়াময় জগৎ-ব্যাপারে তার আস্থা নেই। কাজেই সাধন-লাভের ব্যাকুলতায় গুরুকে মিথ্যা কথা বলিয়া ভুলাইবার অপরাধ সে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সেই গয়না-কাপড়ে ভোগাসক্ত, মূঢ় জীবটা কোন্ সাহসে এ সব পথের সন্ধান লইয়া বসিল? গুরুদেব নিষ্কপট সরল সাধু-সন্ন্যাসী ব্যক্তি; উনি ত অধিকাংশ সময়ই ব্রহ্মানন্দে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া আছেন। বোধ হয় সেই ফাঁকেই মূর্খ জীবটা গুরুদেবকে ঠকাইয়া কার্যোদ্ধার করিয়া লইয়াছে! কি নিদারুণ স্পর্ধা!

চার

প্রসাদ গুম্ হইয়া রহিল।

গুরু ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বলিলেন, "স্ত্রী বলে তাঁর ওপর বিদ্বেষ পোষণ করে রেখেছ? আমাব মা বলে কি তাঁকে শ্রদ্ধা সম্মান করতে পারবে না? তুমি আমার কাছে সন্তানত্ব স্বীকাব কবেছ, কিন্তু আমায় যে তাঁর কাছে সন্তানত্ব স্বীকার কবতে হয়েছে বাবা!"

এ সংবাদে প্রসাদেব চিত্ত জ্বলিয়া গেল। বলিল, "আপনার মা ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত মাতৃজাতি। তাতে তাঁর বিশেষত্ব কি?—"

গুরু উত্তর দিলেন, "আছে প্রসাদ, বিশেষত্ব আছে। যাঁর সম্পর্ক-বন্ধনের সংশ্রব মাত্রেই তোমার জীবনে এত বড় পরিবর্তন ঘটে গেল, তাঁর বিশেষত্ব কিছু আছে। সেই বিশেষত্বের টানেই, আমায় মাতৃ-লাভের জন্যে আসন ত্যাগ করে লোকালয়ে ছুটতে হয়েছিল।"

প্রসাদ এ যুক্তি মোটেই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিল না। গুরু যে তাঁকে কৃপা করিতে ছুটিয়াছিলেন, সে তো প্রসাদেব সঙ্গে সে পাপটার সম্পর্ক-বন্ধনের জন্যই। প্রসাদ যদি তাঁকে বিবাহ করিতে বাধ্য না হইত, তবে গুরুও তাঁকে কৃপাও করিতেন না। এও ত হইতে পারিত!

গুরু বলিলেন, "এখন বল, সব তো ত্যাগ করতে বসেছ,—আমার মার সম্বন্ধে বিদ্বেষটা ত্যাগ করতে পারবে না?"

প্রসাদ বলিল, "যদি পারি, তা'হলে 'আপনার মা' বলেই বিদ্বেষ ত্যাগ করব, অন্য কোন খাতিরে নয়। কিন্তু বারণ করে দেবেন,—এই সব সংসারীদের পরামর্শে আমায় যেন সংসারের দিকে না টানেন।"

গুরু স্মিতমুখে বলিলেন, "নিজের মনই যদি তোমায় সংসারের দিকে টানে ?"

প্রসাদ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "সে টানের আশঙ্কা করি না। আপনার মাকে বুঝিয়ে দেবেন, নিজের মান যেন নিজে বাঁচিয়ে চলেন। যদি তাঁর ঘটে এতটুকুও বুদ্ধি থাকে, তা'হলে আশা করি নির্বোধের মত যা তা কাণ্ড করে, আমাকেও গৃহত্যাগী হতে বাধ্য করবেন না, নিজেও অপমানিতা হবেন না।"

গুরু মৃদু হাসিয়া আবার চোখ বুজিলেন। উত্তব দিলেন না।

প্রসাদের সম্মতি জানিয়া অভিভাবকরা তার পরদিন কলিকাতায় লোক পাঠাইয়া বধূকে আনাইলেন।

ভোরে বধূ অন্তঃপুরে ঢুকিল ; প্রসাদ সোজা বাগানে গিয়া গুরুর কাছে গাছতলায় স্থান লইল। গুরু সন্ন্যাসী, কাহারও গৃহে বাস করিতেন না। প্রসাদের বাড়ীর পাশে বাগানে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

সেদিন একাদশী, নিজের হবিষ্য নাই, মাকে ঔষধপত্র খাওয়াইবার হাঙ্গামা নাই ; প্রসাদ নির্ঝঞ্ঝাটে বাহিরে রহিল।

বৈকালে গুরু শিষ্যকে লইয়া অন্তঃপুরে চলিলেন। আসন ছাড়িয়া সুদীর্ঘকাল স্থানান্তরে বাস করা নিয়ম-বিরুদ্ধ ; এবার স্বস্থানে ফিরিবেন। অন্তঃপুরে প্রসাদের পীড়িতা জননীকে দেখিয়া, বিদায় লইতে চলিলেন।

মাকে দেখা হইল, সকলকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় লওয়া হইল। গুরু শিষ্যকে লইয়া অন্তঃপুরেব এক নির্জন ঘরে বসিলেন। নববধূকে ডাকিয়া পাঠাইয়া, শিষ্যকে নিভৃতে কি সব উপদেশ দিতে লাগিলেন।

মন্ত্রমুগ্ধ শিষ্য বসিয়া গুরুর উপদেশ শুনিতে লাগিল। তার মন তখন বিদ্রোহ-ত্যাগী, উদাস।

একটু পরে দুয়ারের কাছে মৃদু শব্দ হইল। প্রসাদ ঘাড় ফিরাইয়া অভ্যস্ত নিয়মানুসারে আগন্তুকের পায়ের দিকে চাহিল। মাতৃস্থানীয়া ছাড়া সকলের পায়ের দিকে চাহিয়া চলাই তার ব্রতের নিয়ম ছিল, সুতরাং বাড়ীর মেয়েদিগের পাগুলো সে ভালরূপেই চিনিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ঐ যে চৌকাঠের কাছে

সত্তআলতাপরা টুকটুকে সুন্দর পা দু'খানি দেখা গেল, ও পা দু'খানা সম্পূর্ণ অপরিচিত ; যদি বা জীবনে কোনও দিন উহা দেখিয়া থাকে, তাও আজ মনে পড়ে না। প্রসাদ বুঝিল, জীবটি কে।—মুহূর্তে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া মাথা হেঁট করিল।

বধূ দুয়ারের কাছ হইতে গুরুর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, নীরবে ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। গুরু আশীর্বচন উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "এস মা ভিতরে এস। এখানে ব্রহ্মচারী রয়েছেন।"

পরিচয়টা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "প্রসাদ, তুমি এস।"

অবগুণ্ঠনাবৃতা বধূ আসিয়া গুরুর পায়ের কাছে দাঁড়াইলেন। গুরু অর্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছিলেন ; উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "বস মা, আসন নাই এখানে ?"

প্রসাদ নিজের কম্বল ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যোড়হাতে গুরুর উদ্দেশে বলিল, "অনুমতি দিন, মাকে দেখে আসি। তাঁর কাছে বোধ হয় কেউ নেই।"

গুরু বধূর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মার কাছে কেউ নেই ?"

বধূ নতমুখে মৃদুস্বরে বলিলেন, "বড়-মা আছেন, ঝি-মা আছে।"

গুরু প্রসাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তবে আর কি ? তুমি বস। আমার কম্বলে এস।" বধূব দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওই কম্বলে বস মা।"

গুরুর সঙ্গে একাসনে বসা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, ক্ষণেকের জন্য ইতঃস্তত করিয়া প্রসাদ গুরুর দু'ভাঁজ করা কম্বলের একটা কোণের ভাঁজ খুলিয়া উল্টাইয়া দিয়া নীচেব কম্বলটায় বসিল। গুরু চাহিয়া দেখিলেন, স্নিগ্ধ-কোমল, হাসির রেখা তাঁর অধরপ্রান্তে দেখা গেল। গুরু প্রসাদের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আমার মাথায় একটু বাতাস কর ত, বাবা—"

প্রসাদেব চিত্ত সহসা অভাবনীয় আনন্দ ও বিহ্বলতায় অভিভূত হইয়া পড়িল ! এভাবে গুরু-সেবার সৌভাগ্য তার জীবনে কখনও হয় নাই। ধর্ম-জীবনে অতি উচ্চ অবস্থাপন্ন শিষ্যগণ ব্যতীত গুরু কাহারও সেবাগ্রহণ করিতেন না ! প্রসাদ নিজেকে রাগ-রোষের বশীভূত, অপবিত্র, মলিন, অশুচিভাবাপন্ন, অতি নিম্ন অবস্থার সাধক বলিয়া বেশ জানিত,—সেজন্য ভয়ে ভয়ে গুরুর সম্বন্ধে একটু তফাৎ হইয়া চলিত। তার মত অপোগণ্ড অনধিকারীর উপর

দয়ালু গুরুর এই আকস্মিক কৃপাবর্ষণে মন অভিভূত হইয়া পড়িল! সম্মুখে উপস্থিত পরম শত্রুটির অস্তিত্বটা মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া গেল! সযত্নে গুরুর মাথা কোলে লইয়া হেঁটমুখে অতি সন্তর্পণে বাতাস করিতে লাগিল।

বধূ কখন যে তার ত্যক্ত কম্বল টানিয়া লইয়া অদূরে গুরুর পায়ের কাছে বসিয়াছিলেন, প্রসাদ টের পায় নাই। গুরু তন্দ্রাবিষ্টভাবে চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সেই অবস্থাতেই বলিলেন, "ব্রহ্মচারি! আমার মার সঙ্গে শিষ্টালাপ কর। জিজ্ঞাসা কর, উনি কেমন আছেন?"

ব্রহ্মচারীর চমক ভাঙিল। গুরুকৃপায় আনন্দে আত্মহারা হইয়া ক্ষণেকের জন্য নিজেব যে স্বভাবটি ভুলিয়াছিলেন, সে স্বভাব আবার দেখা দিল। এতক্ষণ ধরিয়া গুরুর যতগুলি উপদেশ শুনিলেন, তার কতক মনে পড়িল, কতক মনে পড়িল না।—যে স্ত্রীকে তিনি জানেন না, চেনেন না, শুধু অন্ধ-সংস্কারবশে, মাত্র সম্পর্ক-বন্ধনের অপরাধে যাঁকে মহাশত্রু স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, সে স্ত্রীর সঙ্গে সসৌজন্য শিষ্টালাপ করা যে কত বড় বিপদ, তা বুঝিলেন!—নতশিরে মৃদুস্বরে বলিলেন—"ওই ত জিজ্ঞাসা করা হোল, উনি জবাব দিন না।"

গুরু পুনশ্চ বলিলেন, "না। তুমি নিজে জিজ্ঞাসা কর।"

ঢোক গিলিয়া, অতি তিক্ত বিস্বাদ ঔষধ পান করার মত মহাকষ্টে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কেমন আছ?"

বধূর মুখের উপব ঘোমটা টানা ছিল। নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, ভাল আছেন।

গুরু পূর্ণ বিস্তৃত দৃষ্টিতে দু'জনের দিকে চাহিলেন; বলিলেন, "সঙ্কোচই মৃত্যু। আসক্তি, বিরক্তি দু'য়ের বাইরে যেতে হবে। মনকে কুণ্ঠাহীন কর। সকলের সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ, সরল করে নাও।"

বধূর দিকে চাহিয়া অতি স্নেহময় কণ্ঠে বলিলেন, "কেউ কুশল প্রশ্ন করিলে তাঁকে পাল্টে কুশল প্রশ্ন করতে হয়। ব্রহ্মচারীকে ওঁর কুশল জিজ্ঞাসা কর, মা।"

তিনি আবার তন্দ্রাচ্ছন্নের মত চক্ষু অর্ধমুদ্রিত করিলেন।

বধূ নত দৃষ্টিতে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আপনি এখন বেশ সুস্থ হয়েছেন?"

ব্রহ্মচারীর কান লাল হইয়া উঠিল! এ প্রশ্ন কেন? তাঁর অসুস্থতার খবর তাহা হইলে এই নগণ্য বধূটা রাখে? এ মূর্খটার এত খবর রাখিবার দরকার কি? সম্পর্কের দাবী জ্ঞাপন করা হইতেছে? স্পর্ধা ত কম নয়! ব্রহ্মচারী

সুস্থ থাকুক, অসুস্থ থাকুক, তাতে ও-পাপটার কি আসিয়া যায়? উহার অনধিকার-চর্চার ধৃষ্টতা কেন?

ব্রহ্মচারী অপ্রসন্ন মুখে মৌন রহিলেন।

গুরু বলিলেন, "উত্তর দাও ব্রহ্মচারী, কথা বল।"

হায় গুরুদেব! বিপন্ন শিষ্যকে যেন আবার গলা টিপিয়া অতি বিস্বাদ ঔষধ পান করান হইল। কপালের ঘাম মুছিয়া স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, এখন আমি ভাল আছি। সেখানকার খবর সব ভাল? মা,—সেখানকার মা কেমন আছেন?"

বিবাহের সময় শ্বশুরবাড়ীর একটি মাত্র প্রাণীকে তিনি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন এবং শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের সহিত আজও তাঁহাকে স্মরণ রাখিয়াছিলেন,—তিনি বিধবা শাশুড়ী।

বধূ মৃদুস্বরে সংক্ষেপে বলিলেন, "তিনি সুস্থ নাই।"

ব্রহ্মচারী এবার সহজভাবেই বলিলেন, "কি হয়েছে তাঁর?"

বধূ গুরুর মুখপানে চাহিয়া নীরব রহিলেন। গুরু তন্দ্রাচ্ছন্নের মত থাকিয়া বলিতে লাগিলেন "তাঁর অসুস্থতার মূল কারণ মানসিক ক্লেশ, অশান্তি। সংসারী জীবদের জীবন যে যে কারণে বিষাদবহ হতে পারে, তাঁর সে সবই কারণ বর্তমান। জন্মান্তরীন্ কর্ম! তার ওপর তোমার ব্যবহারে তাঁকে বিষম মনোকষ্ট পেতে হয়েছে; তাতেই আরও শরীর ভেঙে পড়েছে। প্রসাদ, তোমার রক্ত-বমন হয়েছিল বাহ্যদৃষ্টির বিচারে তাব স্থূল কারণ—মল্লযুদ্ধ। কিন্তু দৃষ্টি যদি কখনো খুলে যায়, দেখবে শুধু স্থূল কারণগুলোই সব নয়। লোকচক্ষুর অগোচর অনেক সূক্ষ্ম কারণ আছে, যার দ্বারা এ জগতের সমস্ত ঘটনাই অতি ভয়ঙ্করভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কারুর প্রাণে ব্যথা দিও না বাবা, তার দণ্ড বিষম, সাবধান! মুক্তির পথ মুক্ত করতে গিয়ে, কর্মদোষের দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ করো না। সংসারের সব বাহ্য বন্ধনকে স্বীকার করে সতর্কভাবে কর্ম কাটিয়ে চলো।"

ব্রহ্মচারী স্তম্ভিত, নিস্পন্দ, মুহ্যমান! সত্যই কি তাই? আত্মীয় গুরুজনদের মনোকষ্টের অভিশাপেই কি তাঁকে এই জীবন-সংশয়কারী দারুণ রোগের ভোগ ভুগিতে হইল? অপরের বুকে ব্যথা দেওয়ার জন্যই কি বুকের ব্যথায় এত কষ্ট পাইতে হইল?

চিরাভ্যস্ত নির্মম ঔদ্ধত্য সঙ্গে সঙ্গেই মনের ভিতর মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল,—কষ্ট পাইতে হইয়াছে, হইয়াছেই! তাতে কি আসে যায়? নতমুখে বেশ একটু

জোরের সহিত ব্রহ্মচারী বলিলেন "আত্মীয় গুরুজনদের স্বার্থহানি করেছি, তাঁরা অভিশাপ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। সে ত ভালই, আমার শাপে বর হয়েছে। শরীরে অমন একটা ব্যাধি থাকলে, মৃত্যু-চিন্তাটা সহজ হয়ে পড়ে, সাধন-ভজনের তাতে সুবিধাই হয়! মাকে জলসই করে, নিজেও কায়া পরিবর্তনের সুযোগ পেলে ত বেঁচে যাই।"

গুরু একটু হাসিলেন। বধূর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইনি বিষম উদ্ধত। এঁর কথাবার্তায় মনে দুঃখ করো না মা।"

বধূ নতমুখে মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

এইভাবে গুরুর মধ্যস্থতায় দম্পতির মধ্যে প্রথম পরিচয় ঘটিল।

গুরু দু'জনকে আরও কি কতকগুলো উপদেশ দিয়া আশীর্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

গুরুর উপদেশ প্রভাবেই হউক বা যে কারণেই হউক, ব্রহ্মচারী প্রথম দিনকতক দিব্য শান্ত শিষ্ট হইয়া রহিলেন। বধূর সম্বন্ধে তাঁর আসক্তি বা বিরক্তির কোন চিহ্ন দেখা গেল না, দেখা গেল শুধু ঔদাসীন্য। নিজের সাধন-ভজন, নিয়ম-নিষ্ঠার কড়া গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আগলাইয়া রাখিয়া সংসারের সংস্রব হইতে যেমন তফাতে ছিলেন, তেমনি তফাতে রহিলেন,—শুধু মার শুশ্রূষার জন্য অন্তঃপুরে আসিবার সময় একটু বেশী সতর্ক সাবধান হইলেন। মার সেবার জন্য বধূ যতক্ষণ মার ঘরে থাকিতেন, ব্রহ্মচারী সেদিক মাড়াইতেন না এবং ব্রহ্মচারী যতক্ষণ মার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, বধূর ততক্ষণ সে ঘরে যাইবার অধিকার রহিল না। ব্রহ্মচারীর হবিষ্যাদিও বধূ প্রস্তুত করিয়া, সমস্ত গুছাইয়া দিয়া, দূর হইতে সরিয়া যাইতেন,—ঝি-চাকরের কাছে খবর পাইয়া ব্রহ্মচারী আসিয়া হবিষ্যের ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিতেন। হবিষ্য গ্রহণের সময় তিনি মৌন থাকিতেন, সে সময় সে ঘরে কাহারও উপস্থিতি নিষিদ্ধ ছিল।

সংসারে অর্থের অভাব থাকিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু পিতামহের উইলের বলে, ব্রহ্মচারী তিন অংশের এক অংশের পাকা অংশীদার ছিলেন। ধর্মভীরু সুবিবেচক জ্যাঠামহাশয়গণ তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য তাঁকে মিটাইয়া দিবার জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত ছিলেন। ব্রহ্মচারী অবশ্য বিষয় সম্পত্তির ঝক্কি পোহাইতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং জ্যাঠামহাশয়গণ কি করিতেছেন, না করিতেছেন, তার কোন সংবাদও রাখিতেন না। কিন্তু পাকা সংসারী জ্যাঠারা

সংসারের সব খবরই রাখিতেন। ব্রহ্মচারীর হবিষ্যের আলোচাল, গাওয়া-ঘি, খাঁটি দুধ, প্রাত্যহিক ফলমূল হইতে মায় নূতন গেরুয়া বস্ত্রের আবশ্যক কখন হইবে না হইবে, তার সন্ধান নিজেরা লইতেন এবং প্রয়োজনের পূর্বেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আনাইয়া দিতেন। পীড়িতা মাতার রোগের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা পথ্যাদিতে যেরূপ ব্যয়-বাহুল্যের আয়োজন দেখা যাইত, তাতে ব্রহ্মচারীর এতটুকু দুশ্চিন্তা বা অসন্তোষের অবসর ছিল না। সুতরাং চারিদিকেই বেশ নির্ঝঞ্ঝাট শান্তি!

দিন কাটিতে লাগিল।

পত্নীর জন্য ব্রহ্মচারী চিন্তার কোন আবশ্যকতা দেখিলেন না, তাঁর অভাব অভিযোগ বলিতে কিছু থাকা সম্ভব বলিয়াও মনে করিলেন না।—কারণ শ্বশুর শাশুড়ীদের স্নেহ যত্নের বাহুল্যে সে জীবটি নির্ভাবনায় বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তা' স্পষ্ট বোঝা গেল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁহাদের 'ছোট বৌমা'র সম্বন্ধে যেন অযথা পক্ষপাতিত্বের পক্ষপাতী। ভ্রাতৃজায়ারা 'ছোট বৌ'কে দলে টানিয়া লইয়া সম্ভবতঃ কোন গোপন ষড়যন্ত্রের আয়োজনে নিযুক্ত, অন্ততঃ ব্রহ্মচারীর এইরূপ সন্দেহ! মোটের মাথায় সেই সংসারী জীবটি, ঘোর সংসারী। তার পর জ্যাঠামহাশয়দের আদরের আতিশয্যে সে জীবটির বস্ত্র-আভরণের বিলাস-বাহুল্য, দূর হইতে যতটা দেখা যাইত, তাতে বৈরাগ্য-পন্থী ব্রহ্মচারীর চিত্ত মোটেই সুস্থ স্বচ্ছন্দ থাকিত না। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে সবের প্রতিবাদ করিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপশীল জ্যাঠামহাশয়রা পাণ্টা তর্জন করিয়া উঠিবেন, পীড়িতা জননী কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিবেন, সে সব বিভ্রাট মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, কাজেই ব্রহ্মচারীকে অপ্রসন্নচিত্তে প্রথম প্রথম মৌন থাকিতে হইত। শেষে দেখিলেন, প্রবলদের সহিত পারিয়া উঠিবার যো নাই, কিন্তু ওই দুর্বল বধূটাকে বেশ নিরাপদেই দু' কথা শোনানো চলে, অবশ্য গুরুজনদের কান বাঁচাইয়া!

সুযোগ মিলিল! সেদিন সকালে নিজের আহ্নিক পূজা সারিয়া, ব্রহ্মচারী মার ঘরে যাইতেছিলেন,—বারান্দায় তাঁর খড়মের শব্দ পাইয়া বধূ ঘোমটা টানিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন। ব্রহ্মচারী চকিতে চাহিয়া দেখিলেন, বধূর পরণে এক চওড়া জরিপাড়ওলা রঙিন্ শাড়ী, ভিতরে জামা সেমিজ ও কি কি আছে বোধ হইল! আর গয়নাগাঁটির আড়ম্বর,- সে ত চক্ষু বুজিয়া নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে, নাই-বা চোখ তুলিয়া দেখা হইল!—

ব্রহ্মচারী বারান্দার মাঝখানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। নিম্নস্বরে নতমুখে বলিলেন, "একবার দাঁড়াও ত।"

বধূ জড়সড় হইয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারী অধিকতর নিম্নস্বরে বলিলেন, "ওই সব ঝম্‌ঝমে গয়নার বাণ্ডি, আর রঙ্‌চঙে কাপড়,—এগুলো না হলে কি চলে না?"

বধূ ঘোমটার ভিতর হইতে নিম্নস্বরে বলিলেন, "মাথার ওপর যাঁরা আছেন, তাঁদের ইচ্ছার ফরমাস খাটছি। আমার ত স্বাধীনতা নাই।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন—"থাকলে কি কর্‌তে শুনি?"

বধূ বলিলেন—"শুনে এখন লাভ নাই। মা একা রয়েছেন। তাঁকে ওষুদ খাইয়ে এসেছি।"

বলিয়াই বধূ দ্বিতীয় প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া পাশের দুয়ার দিয়া দ্রুত অন্তর্ধান করিলেন। এই বিনা অনুমতিতে বিদায় গ্রহণের স্পর্ধা দেখিয়া, মূর্খ জীবটিকে কিঞ্চিৎ ভদ্রতা শিক্ষা দিতেই ব্রহ্মচারীর ইচ্ছা হইল। কিন্তু পরমুহূর্তে অন্য দিকে দুয়ারের কাছে জুতার শব্দ পাইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, বড় জ্যাঠামহাশয়ের ছেলে, বড়দা' বারান্দায় ঢুকিতেছেন!

ব্যস্ত হইয়া ব্রহ্মচারী মা'র ঘরের দিকে চলিলেন। অভদ্র বধূর সতর্কতার জন্য মনে মনে কৃতজ্ঞতা বোধ করিলেন। ভাগ্যে বধূ পলাইয়াছিল, আর একটু বিলম্ব হইলেই ব্যাপারটা বড়দা'র চোখে পড়িত!

বড়দা' ডাকিয়া বলিলেন, "কে, প্রসাদ? ছোটমা আজ কেমন আছেন ভাই? নতুন উপসর্গ কিছু হয় নি ত?"

ব্রহ্মচারী শশব্যস্তে বলিলেন—"নতুন উপসর্গ? কই? শুনি নি ত। দেখতে যাচ্ছি।"

বড়দা' বলিলেন, "আচ্ছা, চল্, আমিও যাই। একেবারে কব্‌রেজ মশাইকে খবর দিয়ে যাব।"

ব্রহ্মচারী ভাবিলেন এইখানেই বুঝি ব্যাপারটার যবনিকা পতন হইল! কিন্তু না, তা নয়! পরদিন দুপুরে মধ্যাহ্নের আহ্নিক পূজা সারিয়া ব্রহ্মচারী যখন মা'র তত্ত্বাবধানের জন্য অন্তঃপুরে আসিলেন, তখন বড়দা'র ঘরের মধ্যে একটা ঘোরালো তর্কবিতর্কের মধ্যে নিজের নাম শুনিতে পাইলেন। বড় বৌদি কি একটা ব্যাপারে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিতে

চাহিতেছেন, আর বড়দা তাঁকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া তিরস্কার করিতেছেন,—"তুমি যখন সকলের বড়, তখন তোমাকেই ও-সব দেখতে হবে! 'বড়' কাজে হতে হবে! প্রসাদ বেহ্মচারী হোক, বেহ্মদত্যি হোক, তা'তে ছোট বৌমার কি? তিনি সংসারের বৌ, তাঁকে সংসারীদের মত খেতে পরতে হবে। তিনি কি না ময়লা ছেঁড়া খেটের-কাপড় পরে বেড়ান, আর তোমরা বসে বসে তাই দেখবে?"

বড় বৌদি বলিলেন, "কি জ্বালা গা! আমি পাঁচবার বললুম, 'নীলিমা, আমার গরদের শাড়ীখানা পরে হবিষ্যি তৈরী করগে,'—সে বল্লে 'না, আপনার গরদের শাড়ীখানা ফর্সা রয়েছে, রান্নাঘরের ধোঁয়ায় ময়লা হয়ে যাবে'—

বড়দা' বাধা দিয়া বলিলেন, "যায় যাবে, সে আমি বুঝব। যাও ওই ফর্সা শাড়ীখানা তাঁকে দিয়ে এস; বলগে, তার ভাশুরের হুকুম, এখনি তাঁকে এই কাপড় পরতে হবে। ছেঁড়া ময়লা খেটের-কাপড় পরা তাঁর চলবে না, যাও।"

বৌদি বলিলেন, "যাচ্ছি। খোকাকে শুইয়ে দিই।"

বড়দা' বললেন, "তাই যদি তাঁর স্থতোর কাপড় পরে হবিষ্যি রাঁধতে অসুবিধে হয়,—আমায় আগে বল নি কেন? আমি তাঁর জন্যে আলাদা গরদের শাড়ী আনিয়ে দিতাম।—"

বৌদি বলিলেন, "তার নিজেরও ত গরদের শাড়ী রয়েছে, তা সেটা রঙিন। নীলিমা বলে 'আমার রঙিন পরতে লজ্জা করে!' বড়দা' বলিলেন এক ফোঁটা কচি বৌ, তাঁর আবার রঙিন পরতে লজ্জা? না, না, তাঁকে পোষাক-আষাকটুকু ভাল রাখতে বলো। এখন না পরলে, পরবেন কবে? প্রসাদ কিছু বলে নি ত?"

বৌদি বলিলেন, "তা কি করে জানব?"

বাহিরে ব্রহ্মচারীর প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গেল! যাঃ, তাঁর গোপন কর্তৃত্ব প্রচেষ্টাটুকু এইবার বুঝি সাড়ম্বরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে!

আর শুনিবার ভরসা হইল না। সেইখানেই খড়ম ছাড়িয়া নিঃশব্দ-পদে হবিষ্যের ঘরের দিকে চলিলেন। সাড়াশব্দ না দিয়া হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "হবিষ্যের কত দেরি?—"

বধূ সত্যই এক জীর্ণ মলিন খেটের-কাপড় পরিয়া হবিষ্য চাপাইয়া, উনানে কাঠ দিতেছিলেন। আকস্মিক প্রশ্নে চমকিয়া চাহিয়া মাথায় ঘোমটা টানিলেন। নিম্ন স্বরে বলিলেন, "আর দেরি নেই।"

ব্রহ্মচারী ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কাল তোমায় গয়না কাপড়ের কথা যা বলেছিলাম, কাউকে বলেছ কি ?"

বধূ মাথা নাড়িলেন—"না।"

অধিকতর ব্যগ্রকণ্ঠে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কাউকে কিছু বলো না, লক্ষীটি ! এঁরা যেযা তোমায় পরতে বলেন তাই পোরো,—যে যাতে সন্তুষ্ট হয়, তাই করো।

বধূ পুনশ্চ মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, তথাস্তু।"

ব্রহ্মচারী আর দাঁড়াইলেন না। ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিতেই দেখিলেন, লালপাড় গরদের শাড়ী হাতে কে একজন সামনে আসিতেছেন। ব্রহ্মচারী তাঁর শ্রীচরণ-যুগলের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেই চিনিলেন, স্বয়ং বড় বৌদি ! তিনি ভয়ানক ব্যস্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

বৌদি প্রীতি স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "ওমা ! কে বলে গা আমার ছোট ঠাওর কথা বলতে জানে না ? এই ত বাপু, দিব্বি মুখে খই ফুট্‌ছে ! চল্লে কোথা ? এস লক্ষ্মী দাদা আমার, ঘরে এস।"

বিপন্ন ব্রহ্মচারী কি করিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না। ব্যস্ততার মাথায় হঠাৎ কৈফিয়ৎ দিলেন, "হবিষ্যি নেমেছে কি না দেখতে এসেছিলুম।"

বৌদি বলিলেন, "আহা, কে বলছে গা, তুমি নীলিমাকে দেখতে এসেছিলে ? কেমন চট পরে, বড়াই-বুড়ি সেজে—"

অধীর হইয়া ব্রহ্মচারী যোড়হাতে বলিলেন, "আপনার পায়ে পড়ছি, সরুন। মা একা রয়েছেন, পথ ছাড়ুন, ছাড়ুন—"

এই অতি তুচ্ছ কথাটির মধ্যে অকস্মাৎ ব্রহ্মচারীর কণ্ঠে এমন আর্ত কাতর স্বর ফুটিয়া উঠিল যে, ভ্রাতৃজায়াকে সত্যই চমকিয়া উঠিতে হইল ; শশব্যস্তে পথ ছাড়িয়া দিতে পথ পাইলেন না। এই চির-উদাসীন, সংসার-বিরাগী যুবার প্রতি সংসার-জীবনে সৌভাগ্যশালীদের ক্ষোভ দুঃখবোধ যতই থাক, ভোগের অজস্র উপকরণ সত্বেও ইঁহার এই যে ভোগ-বিতৃষ্ণা,—ইহাতে করুণা বোধ করিতেন না, এমন লোক এ সংসারে অতি বিরল ছিল।

ভ্রাতৃজায়ার পরিহাস বেদনাময়-গাম্ভীর্যে পরিণত হইল। তিনি নীরবে পাশ কাটাইয়া হবিষ্যের ঘরে ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারী সে অঞ্চল ছাড়িয়া পলাইলেন।

পাঁচ

বাহিরের দিকে সব গোলমাল সেইখানেই থামিয়া গেল বটে, কিন্তু ব্রহ্মচারীর মনের ভিতর অশান্তি-বিক্ষেপ জাগিল, উঃ, সংসারীদের তুচ্ছ সংস্রবেই যখন এতদূর অশান্তি, তখন সংসারের গভীরতর সংস্রবে আসিতে হইলে না জানি কি ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ই তাঁর জীবনে আসিবে!

ব্রহ্মচারী প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর তিনি কাহারও কোন কথায় থাকিবেন না! বধূর সহিত এবং সংসারের সকলের সহিত তাঁর সুদূর দূরত্বের ব্যবধান বাড়িল। বাড়ীর লোকে বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিল, ব্রহ্মচারীর বধূর সম্বন্ধে পূর্বাপেক্ষা সতর্কতার সহিত যেমন শতহস্ত ব্যবধান মাপিয়া চলিতেছেন, বধূও তেমনি আজকাল অতি সন্তর্পণে সহস্র হস্ত ব্যবধান মাপিতে শিখিয়াছে!—

কিছুদিন নিরুপদ্রবে কাটিল। মাতার রোগের উপদ্রব সহসা বাড়িয়া উঠিল! রোগ-যন্ত্রনা ব্যাপারটি পদার্থ-বাচক বিশেষ্যই হউক, গুণ-বাচক বিশেষ্যই হউক, ব্রহ্মচারী বিপন্ন হইয়া দেখিলেন, তা'র মধ্যে ব্যাকরণ-সম্মত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব যথেষ্ট! দিন নাই, রাত্রি নাই, সে যখন ইচ্ছা বাড়িয়া উঠে, যখন ইচ্ছা কমিয়া যায়। কাজেই তার খেয়ালের অত্যাচারে সাধন, ভজন, আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম কিছুরই নিয়ম রহিল না। ব্যস্ত বধূ ও বিব্রত ব্রহ্মচারী স্বামীর মধ্যে সুদূর দূরত্বের ব্যবধান হ্রাস হইল; এমন কি অতর্কিতে বারকতক উভয়ের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকিও হইল; ক্ষুণ্ণ অপ্রস্তুত হইয়া দু'জনেই বিনাবাক্যে সরিয়া পলাইলেন। ঘটনাচক্রে সহসা একদা ব্রহ্মচারী উপলব্ধি করিতে বাধ্য হইলেন যে, আধিভৌতিক উপদ্রবই শুধু সাধন-ভজনের বিঘ্নকারী নয়; জগতে আধিদৈবিক উপদ্রবও অনেক রকম আছে। তা'র তাল সামলানো দুষ্কর। বধূ যথেষ্ট ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের সহিত দূর হইতে ব্রহ্মচারীর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর অল্পবয়স্কতা-সুলভ স্বাভাবিক বাহ্য-সৌন্দর্য এবং অন্তরের মাধুর্যশক্তি ওই যে একান্ত সেবানিষ্ঠা, সর্বদা নম্র সৌজন্যশীল অথচ প্রশান্ত গম্ভীর চাল-চলন, উহা বার বার ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিকে অপরাধী করিতে লাগিল।

কিন্তু ব্রহ্মচারী হটিবার পাত্র নহে। সঙ্কল্প-দৃঢ়তা তাঁর অসাধারণ! আত্ম-সংশোধনের জন্য শাস্ত্র নির্দিষ্ট উপায়গুলি কঠোরতরভাবে অবলম্বন

করিলেন। বাড়ীর লোক আপত্তি করিল, কেহ বাধা দিল, কেহ ব্যঙ্গ করিল,—প্রতিবন্ধকতার আক্রমণে ব্রহ্মচারী ব্যতিব্যস্ত হইলেন এবং ফল হইল এই যে, সংসার শুদ্ধ সকলের উপর তাঁর মন দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল! সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল রোগভোগ করিয়া জননী পরলোক গমন করিলেন। ব্রহ্মচারী যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ-শান্তি করিয়া নিজের তল্পি গুটাইয়া গৃহত্যাগের উদ্যোগ করিলেন। এবার গোপনে নয়, প্রকাশ্যেই আয়োজন হইল।

মাতার মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচারী যে গৃহে বাস করিবেন না, সেটা সকলেরই জানা ছিল। মৃত্যুকালে মা বড় ভাশুরকে ডাকাইয়া তাঁর শ্রীচরণে পুত্র ও পুত্রবধূর ভার সঁপিয়া দিয়াছিলেন। জ্যাঠামহাশয়রা নিষ্ফল জানিয়াও শেষ চেষ্টা ছাড়িলেন না,—ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ছোট-বৌমার ব্যবস্থা কি করছ?"

ব্রহ্মচারী প্রস্তুত ছিলেন; বলিলেন, "ঠাকুদ্দার সম্পত্তির আয় রইল, আপনারা রইলেন,—আপনারা ওঁর তত্ত্বাবধান করবেন।"

তুমুল তর্ক বাধিল। বংশলোপকারী পাষণ্ডের উদ্দেশে জ্যাঠারা গালাগালিও অনেক দিলেন। ব্রহ্মচারী নতশিরে ধৈর্য ধরিয়া শুনিলেন, কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

জ্যাঠারা বলিলেন, "সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা সহজ, সেটা আমরা করব। তোমার সম্পত্তি তোমারই রইল, যখন যা প্রয়োজন সম্পত্তির আয় থেকে নিও। যখন ইচ্ছা সম্পত্তির অংশ বুঝে নিয়ে সংসারী হোয়ো, বাড়ীতে থেকে যে ভাবে ধর্মচর্চা করছ এইভাবে কর, আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তুমি যদি ওই ছেলে-মানুষ বৌকে ফেলে গৃহত্যাগী হও, তা'হলে বৌমার কোন দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করব না। ধর্মার্জন করতে হয় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কর; না হয়, স্ত্রীর সম্বন্ধে যা হয় সুব্যবস্থা করে যাও।"

ব্রহ্মচারী বিপাকে পড়িলেন। ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষে বিধবা শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কাছে গিয়া ধর্না দিলেন; বিষয়-সম্পত্তির আয় সহ পত্নী তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণের অনুরোধ জানাইলেন।

শাশুড়ী কাঁদিলেন। নিজের ও কন্যার মৃত্যু কামনা করিয়া বিলাপ-পরিতাপ করিলেন! শেষে বলিলেন, "মেয়ে তোমাকে দান করেছি বাবা, তুমি ওকে নিয়ে যা করতে হয় করো। গৃহত্যাগ না করলে যদি তোমার ধর্ম না হয়, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গৃহত্যাগী হও। তুমি তাকে সঙ্গে রাখলে কেউ

কোন কথা বলবে না। কিন্তু আমি যদি ওই রূপের-ডালি ছেলেমানুষ মেয়েকে কাছে রাখি, তা'হলে এখনি পাঁচজন লোক পাঁচ কথা কইবে। আমার এ মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা আর দিও না।"

ব্রহ্মচারী বুঝিলেন সকল দিক হইতে তাঁকে জব্দ করিবার ষড়যন্ত্র পাকা হইয়া গিয়াছে। এ দেশের সমাজ-ধর্মের মহিমাময় আবহাওয়া,—না ধর্মে, না কর্মে কোন দিকেই মানুষকে সুস্থ-স্বচ্ছন্দভাবে অগ্রসর হইতে দিতে ইচ্ছুক নয়! শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর উপর রাগ করা চলে না, তিনি ঠিকই বলিয়াছেন।

হতাশভাবে ব্রহ্মচারী বাড়ী ফিরিলেন। সমস্ত সংবাদ নিবেদন করিয়া গুরুর উদ্দেশে পত্র লিখিলেন। এই সব আত্মীয়-স্বজনদের সংস্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা-ব্যাকুলতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিল; কিন্তু লুকাইয়া পলাইলে আত্মীয়রা আবার উত্ত্যক্ত করিবেন, গুরুও সে ব্যবহার ক্ষমা করিবেন না। অগত্যা গুরুর কাছেই পরামর্শ চাহিলেন।

কয়দিন পরে গুরুর নিকট হইতে পত্রের উত্তর আসিল। পত্রে কি সংবাদ ছিল বাড়ীর কেহ জানিতে পারিল না। পত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মচারী বিমর্ষ হইয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সেদিন একাদশী। একাদশীর দিন ব্রহ্মচারী সন্ধ্যার পর একবার মাত্র দুধ ও ফল গ্রহণ করিতে বাড়ীর ভিতর যাইতেন। সেদিন তাও গেলেন না। সন্ধ্যার নিত্যক্রিয়া সারিয়া, বাহিরের ঘরে কম্বলে পড়িয়া রহিলেন।

নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বাড়ীর পুরাতন দাসী ঝি-মা আসিয়া দুয়ারের বাহির হইতে বলিল, "আহ্নিক-পূজো সারা হয়েছে?"

ব্রহ্মচারী চোখের উপর গৈরিক-উত্তরীয় চাপা দিয়া চুপ চাপ শুইয়াছিলেন। ঝি-মা'র প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলিলেন, "হুঁ।"

ঝি-মা বলিলেন, "তা'হলে এস। সমস্ত দিন উপোস করে রয়েছ, বড়গিন্নি ডেকে পাঠালেন। ছোট-বৌমা ফল দুধ সব গুছিয়ে নিয়ে বসে আছে।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এইখানেই দিযে যেতে বলো। আজ আর উঠ্‌তে পারছি নে বাপু, শরীর বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছে।"

সহানুভূতি-বিগলিত কণ্ঠে ঝি-মা বলিল, "আহা মরে যাই, বাছারে! উপোসে উপোসে শরীরটা গেল, কি ধম্মোই যে তুমি করছ বাবা!—তা' ছোট বৌমাই এখানে এসে দিয়ে যাবে, না ঠাকুর দিয়ে যাবে?"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ঠাকুর? তাঁর ত ঢুকু ঢুকু সুধাপান চলে!

তার ছোঁয়া খাওয়া ত আমার শরীরে সইবে না, ঝি-মা— কালই অসুখ করবে। সাধন-ভজনের ব্যাঘাত ঘটবে। বড়মাকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি যদি বলেন, তা'হলে তোমাদের ছোট-বৌমাকেই দিয়ে যেতে বলো।"

ঝি-মা বলিল, "আমিই ছোট-বৌমাকে নিয়ে আসছি। সদরে এখন ত চাকর-গুলো ছাড়া কেউ নেই, কর্তারা বেরিয়েছেন। এলই বা ছোট-বৌমা এখানে।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বড়মাকে জিজ্ঞাসা করো আগে।"

একটু পরে ঝি-মা আলো হাতে করিয়া পুনশ্চ দুয়ারের সামনে দেখা দিল। বধূ ফলের পাত্র, দুধ ও জল লইয়া ঘোমটা টানিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারীর কম্বলের কাছে জিনিসগুলো নামাইয়া দিয়া, নিঃশব্দে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রহ্মচারী উঠিলেন। আলস্য ভাঙিয়া হাই তুলিয়া পরস্পর-বদ্ধ বাহুদ্বয় হাঁটুর উপর রাখিয়া তা'র মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিলেন। ঝি-মা একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "নাও বাবা, নিবেদন করো।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কর্‌ছি। একটু বসো না তোমরা।"

তোমরা!—বহু বচনটার অর্থ বুড়ি ঝি-মার হৃদয়ঙ্গম হইল! শশব্যস্তে বলিল, "তা ছোট-বৌমা ততক্ষণ বসুক; আমি কুটনোগুলো ঠাকুরকে ধুয়ে দিয়ে আসি, ঠাকুর তরকারী চাপাতে পারছে না। আমি একটু পরে এসে বৌমাকে নিয়ে যাব।"

পাছে ব্রহ্মচারী তাঁর চিরভ্যস্ত আপত্তির সুর তোলেন, সেই ভয়ে ঝি-মা তাড়াতাড়ি ফিরিল। বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে একজন চাকরকে ডাকিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ওরে ভিকু, তুই এইখেনে বসে থাক। ছোটবাবুর ঘরের দিকে এখন কেউ না যায় দেখিস্।"

ঝি-মার সাংসারিক বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া ব্রহ্মচারীর উপবাস-শুষ্ক মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল! হায় বদ্ধ-জীবের দল, তোমরা কি বুঝিবে মুমুক্ষুদের অন্তরের অবস্থা! বন্ধনের আয়োজনকে তা'রা দূর হইতে নমস্কার করিয়া অব্যাহতি পাইতেই ব্যাকুল! তোমাদের করুণার আড়ম্বর ত তাহাদের কল্যাণকর নয়।

ব্রহ্মচারী ক্লেশভরে একটা নিঃশ্বাস মোচন করিলেন। মুখ তুলিয়া, জীবনে আজ প্রথম—পূর্ণ-বিস্তৃত-দৃষ্টিতে অসঙ্কোচে বধূর দিকে চাহিলেন। শ্বেত পাথরে

গড়া, স্নিগ্ধ লালিত্য-মণ্ডিত, মনোরম দেবী-প্রতিমা। উজ্জ্বল আলোকে প্রতিফলিত এই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রূপের জ্যোতিঃ চোখকে যেন ঠিক্‌রাইয়া দেয়! ব্রহ্মচারী স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া, অন্তরের অন্তঃস্থলে আত্ম-পরীক্ষা করিতে লাগিলেন —চোখে নেশা লাগে কি? মনে সত্যই বিকার আসে কি? না, বরঞ্চ মনে হইতেছে, এমন চমৎকার সৌন্দর্যের যিনি স্রষ্টিকর্তা, তিনি নিজে কত সুন্দর, কত মধুর, কত আনন্দময়! ওঃ, বুক ভরিয়া উঠে!

বধূও অন্যমনস্ক! ব্রহ্মচারীর আহ্নিক-পূজার আসবাব-পত্র ও ঘরের কোণে টেবিলের উপর স্তূপীকৃত শাস্ত্রগ্রন্থরাশির দিকে চাহিয়া অন্যমনে কি যেন ভাবিতেছিলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দাঁড়িয়ে কেন? কি ভাবছ?"

বধূ ঊর্ধ্বে দৃষ্টি তুলিয়া দেয়ালের গায়ে টাঙানো সাধক মহাপুরুষদের ছবিগুলো দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "ঘরে ভারি সুন্দর একটা পবিত্র-সত্তা বিরাজ করছে। যেখানে সাধন, ভজন, উপাসনা, আরাধনা ঠিক ভাবে হয়, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেই প্রাণে এমনি একটা আশ্চর্য আনন্দ বোধ হয়। ভারি সুন্দর লাগছে।"

ব্রহ্মচারী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "অনুভব শক্তিটাকে মরচে ধরিয়ে ভোঁতা কর নি দেখ্‌ছি, ভাল। ওই কম্বলটা টেনে নিয়ে বসো।"

"এটা কার কম্বল?"

"অতিথিদের জন্যে রাখা হয়েছে।"

"থাক্। আমি মাটীতেই বসছি।"

বধূ মাটীর উপর বসিলেন। আহার্য পাত্রের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "দুধটা জুড়িয়ে যাচ্ছে যে, নিবেদন করে নিন্।—"

ব্রহ্মচারী দৃষ্টি নামাইলেন। বলিলেন, "নিচ্ছি। আপনি, মশাই, আজ্ঞে, হুজুর— নয়। গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করছি, অসঙ্কোচে তার জবাব দাও দেখি, পারবে?"

দেয়ালে টাঙানো গুরুর প্রতিমূর্তির দিকে চাহিয়া বধূ বলিলেন, "বলুন।"

"আবার আপনি আজ্ঞে? তুমি বল্‌তে পার না?"

"আচ্ছা তাই, তুমি! তা'র পর?—"

"প্রথমে বল, সংসারে এঁদের সংস্রবে তুমি যে অবস্থায় বাস করছ, তাতে কি তুমি সুখী?"

বধূ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন। কাঁচা ঘুমের মাঝে অকস্মাৎ তাড়া খাইয়া জাগিয়া উঠিলে মানুষের চোখে মুখে যে রকম উত্তেজিত বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠে, বধূর চোখে মুখে সেই ভাব। চকিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্রহ্মচারী বিস্মিত হইয়া দৃষ্টি নামাইলেন!

ছয়

দু'জনেই কয় মুহূর্তের জন্য নির্বাক্।

ব্রহ্মচারী নতমুখে ক্লান্ত স্বরে বলিলেন, "চুপ করে রইলে যে? বল,—আমায় সন্তুষ্ট করবার জন্যে যে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বল্‌বে তা হবে না। স্পষ্ট করে সত্যি কথা বল।"

বধূ ধীরে বলিলেন, "আচ্ছা, একটু ভেবে নিই। চারিদিকের মতবিরোধ, তোমার বিরুদ্ধে সকলের বিরক্তি-উত্তেজিত মনোভাব, তোমার নিঃশব্দ-বিদ্রোহ,—এই সব নানা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে তোমার স্ত্রীর আভ্যন্তরিক অবস্থাটা কি হয়ে দাঁড়াতে পারে, একটু তলিয়ে ভাবতে দাও। তুমি ততক্ষণ আচমন করে—"

"ভাল, ভাব।"—বলিয়া ব্রহ্মচারী হেঁট হইয়া আচমন নিবেদন করিয়া ফল ও দুধ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি এত অন্যমনস্ক ছিলেন যে কি খাইতেছেন, সেদিকে তাঁর লক্ষ্যই ছিল না। সহসা সচেতন হইয়া আহার্য পাত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ কি? দু'টো সন্দেশ দিয়েছ? বেশী মিষ্টি খাওয়া যে আমার নিষেধ! জানো না?"

বধূ অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "জানি। মেজ-মা আজ তোমার জন্যে ছানা কেটে নিজে সন্দেশ তৈরী করেছেন। মায়েদের যত্নের দান, শুদ্ধাচারে তৈরী, ওটাতে তোমার কিছু হানি হবে না বোধ হয়।"

অপ্রসন্ন-ভাবে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "শ্রদ্ধার দান, প্রত্যাখ্যান করলেও কষ্ট পেতে হয়। কিন্তু এই জন্যই সংসারীদের সংস্রব ছাড়া আমার বড় দরকার হয়ে পড়েছে। এঁরা ত বোঝেন না, এঁদের স্নেহ-যত্নের অত্যাচারে আমাদের কি রকম কাজের ব্যাঘাত হয়। এই নিবেদন করা জিনিস,—ফেল্‌তেও পারিনে, কাউকে উচ্ছিষ্ট দেওয়াও নিষেধ, করি কি?—"

বধূ ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "আজকের মত খাও। না খেলে মেজ-মা'র মনে দুঃখু হবে।"

ব্রহ্মচারী একটু ভাবিলেন। মিষ্টি দু'টা তুলিয়া মুখে ফেলিলেন; তা'র পর মুখ ধুইবার জন্য বাহিরে গেলেন।

একটু পরে আসিয়া নিজের কম্বলে বসিলেন। বলিলেন, "কই, বল এবার। যে অবস্থায় এঁদের সংস্রবে রয়েছ, তাতে তুমি সন্তুষ্ট?"

বধূ ধীরে ধীরে বলিলেন, "ছাখো, বাইরের অবস্থা,—ওটা বাইরেই আছে। সাধ করে পায়ের কাদা গায়ে মাখা,—মস্ত ভুল। ভগবান যে অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই ভাল। নিজের জন্যে সুখ অসুখ বলে কোন নালিশ আমার নেই। তবে আমি যে অবস্থায় রয়েছি, সে অবস্থাটা নিয়ে এঁরা সবাই যেন কেমন অস্বস্তি ভোগ করছেন, তাতে সময় সময় আমারও একটু অশান্তি বোধ হয়।"

—"এ অবস্থার পরিবর্তন চাও?"

—"কি রকম পরিবর্তন?"

"ধরো,—স্বামী-পুত্র নিয়ে আর পাঁচজন মেয়ে যে ভাবে আমোদ-আহ্লাদে সাধারণ সাংসারিক সুখময় জীবন-যাপন করেন, সেই রকম পরিবর্তন চাও?"

বধূ নতমুখে ম্লানহাস্যে বলিলেন, "যদি তাই চাই, তা'হলে?"

ব্রহ্মচারী বসিয়া ছিলেন, এবার শুইয়া পড়িলেন। গায়ে জড়ানো উত্তরীয়-প্রান্তটা টানিয়া চোখে ঢাকা দিয়া তা'র উপর বাহু স্থাপন করিয়া ঈষৎ তীব্র-স্বরে বলিলেন, "তা'হলে আমায় আত্মহত্যা করতে হয়।"

বধূ প্রতিধ্বনির মত বলিল, "আত্মহত্যা?"

অধিকতর তীব্রস্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তা নয় ত কি? এই পবিত্র সাধন-নিষ্ঠ জীবনকে ধ্বংস করা—এ তো আত্মহত্যা ছাড়া কিছুই নয়! শুধু তাই? এই সব কাজের জোরে যে ঘুণ-ধরা স্বাস্থ্যটা টিকিয়ে রেখেছি, সে স্বাস্থ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। দেহটার অকাল-মৃত্যুর পণে হয় ত একটা অভিশপ্ত বংশও সৃষ্টি হবে। সে সব চিররুগ্ন, চির-অকর্মণ্য, সংসার-সমাজের গলগ্রহ, হতভাগ্য সন্তান নিয়ে তোমাকেও যাবজ্জীবন যন্ত্রণাভোগ করতে হবে, আমাকেও সকলের অভিশাপ কুড়াতে হবে। ইন্দ্রিয়াসক্ত অনাচারী পশু সন্তানের হাতে পিণ্ডি না খেলে যদি তোমার একান্তই স্বর্গে পৌঁছুনো না হয়, তোমার জ্যাঠশ্বশুরদের যখন এইটেই একান্ত বিশ্বাস, তখন—"

বাধা দিয়া বধূ মৃদুস্বরে বলিলেন, "কিন্তু এই যে হবে, এ ছাড়া অন্য কিছু মঙ্গলময় ব্যাপার যে হ'তে পারে না, তাই বা কে বল্‌তে পারে।"

"আমি পারি!—" উত্তেজিত ভাবে কথাটা বলিয়াই ব্রহ্মচারী সহসা থামিলেন। আত্মদমন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু থাক সে কথা। সংসারে আবদ্ধ, পার্থিব প্রলোভনে আসক্ত জীব তোমরা, সংসার-সুখের বাইরে কি আছে, না আছে—তা তোমাদের ধারণার অতীত,—বুদ্ধি অগোচর!"

ঈষৎ হাসিয়া বধূ বলিলেন, "কিন্তু আমি ত সংসারের মধ্যে নেই ব্রহ্মচারি! সংসার-সুখের মধ্যে কি আছে, তা' পাঁচ রকম অবস্থায় পাঁচ জনের দিকে চেয়ে বুঝতে পারছি, সংসাব-সুখের বাইরে কি আছে গুরুদেবের শ্রীচরণাশীর্বাদে তাও হয় ত কিছু উপলব্ধি-গোচর হয়েছে। ক্ষমা কব আমায়,—আত্মার বাঞ্ছিত উন্নতির পথ রুদ্ধ কবে কতকগুলো কলুষিত মনোবৃত্তির সেবায় আত্ম-বলিদান দিতে কে চায়? কিন্তু নিজেদের ইচ্ছাটাই ত সবচেয়ে বড় কথা নয়, গুরুজনদের সন্তুষ্ট করাও কর্তব্য। এমন কি সাময়িক ক্ষতি স্বীকার করেও যদি সেটা করা চলে ত, করা হোক।—এঁদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে এটুকু বল্‌তে হচ্ছে।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আসক্তির খোঁটায় বাঁধা পড়ে সংসাবের জাব থাওয়া,—আর সাংসারিক স্বার্থ, বৈষয়িক স্বার্থ নিয়ে মারামারি করে বেড়ানো, ও আমার দ্বারা হবে না। আমার ঢের কাজ আছে।"

"অন্ততঃ যে ক'দিন কর্তারা আছেন, সে ক'দিন যেভাবে বাড়ীতে বাস করছ, এইভাবে বাস কর; নেই-বা সংসাব-ধর্ম করলে।"

"সংসারের সংশ্রবে বাস করব, অথচ সংসার-ধর্ম করব না, এ চুক্তি আর যার সঙ্গে চলে চলুক, আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বিষয়বুদ্ধিশীল গুরুজনদের সঙ্গে চল্‌বে না। আমার সে ধৃষ্টতা তাঁরা সহ্য করবেন না। এ অবস্থায় হয় গৃহত্যাগ, নয় দেহত্যাগ, দু'য়ের একটা পথ আমাকে গ্রহণ করতে হবে। এতদিন মা'র জন্যে এই সংসারীদের সঙ্গে বাস করবার যন্ত্রণাভোগ করেছি। ভগবান সে বন্ধন ছিঁড়ে দিয়েছেন, এখন আর এক বন্ধন তুমি—"

"আমি বন্ধন? বেঁধেছি তোমায়?"

"তুমি বাঁধ নি, কিন্তু ধর্মের শপথ আমায় বেঁধে রেখেছে। তোমার সম্বন্ধে যথাসম্ভব কর্তব্য পালন না করে গেলে ধর্মের কাছে আমায় পতিত হ'তে হবে; উচ্চস্তরের ধর্মসাধনার পথে অগ্রসর হবার পক্ষে ভয়ানক বিঘ্ন ঘটবে।"

"এ অবস্থায় এ বন্ধন থেকে তোমার মুক্তি পাওয়ার উপায় কি বল? আমার সাধ্য থাকে, তোমার পথ রোধ করব না।"

"করবে না?"

"না।"

"করবে না?"

"না।"

"ভাখো এখনও সময় আছে, ভেবে বল।"

"যা' ভাববার, আগেই ভেবে রেখেছি। স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কখনো তোমার উচ্চ সাধন-পথের প্রতিবন্ধকতাচরণ করব না—কথা দিলাম। কিন্তু একটা প্রার্থনা আছে।"

ব্রহ্মচারী চোখের আবরণ সরাইয়া চাহিলেন। বলিলেন, "প্রার্থনা? আমার কাছে? কি চাও?"

বধূ শান্ত-স্বরে বলিলেন, "তুমি যে পথ অবলম্বন করেছ, সেই পথে যাবার জন্যে আমাকেও সঙ্গে নাও।"

ব্রহ্মচারী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "তুমিও ওই কথা বলছ? দোহাই ধর্ম, বল তো কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে যেতে চাইছ?"

অধিকতর শান্তস্বরে বধূ বলিলেন, "তুমি যে পথ অবলম্বন করেছ, সেই পথে যাবার জন্যে। আমার সম্বন্ধে যথাসম্ভব কর্তব্য পালন না করলে তোমার ধর্মের কাছে পতিত হতে হবে, এ বিশ্বাস তুমি রাখো। আমিও ধর্মের নামে এই কর্তব্যটা পালনের অনুরোধ তোমায় জানাচ্ছি।"

ব্রহ্মচারী স্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "এ কি জ্যাঠামশাইদের শিক্ষা?"

একটু হাসিয়া বধূ বলিলেন, "তা'হলে কথাটা খুলেই বলতে হোল। তাঁদের শিক্ষামত যা' বলবার জন্য আদেশবদ্ধ হয়েছিলাম, সেটা প্রথমেই বলেছি। সে হচ্ছে তোমায় সংসারে টেনে আনবার চেষ্টা। কিন্তু ভাল লাগে না ব্রহ্মচারি, আমার নিজেরই ভাল লাগে না এই সব সংসার, সাংসারিকতা,—তা' তোমায় টানব কি? এঁরা আমায় ভালবাসেন, কি করব? এঁদের মনে দুঃখ দিলে ভগবানের কাছে অপরাধী হতে হবে, কাজেই সাংসারিকতার মুখোস পরে এঁদের খুসি করে চলছি। কিন্তু ভাল লাগে না! এ সব আমার মোটে ভাল লাগে না! এ সব হট্টগোলের বাইরে গিয়ে যদি

পবিত্র সুন্দর আনন্দময় শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের সুযোগ পাই, তা'হলে বেঁচে যাই।—এই মুহূর্তে সেটা পেলে, পরমুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করি নে।"

ব্রহ্মচারী বিস্মিত ভাবে একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তা'র পর আত্মদমন করিয়া শুষ্ক-হাস্যে বলিলেন, "এ সব ত হচ্ছে শ্মশান-বৈরাগ্য! সাধনার পথে গিয়ে কালই আবাব হয় ত তোমার মন সাংসারিক ভোগ-সুখের জন্য হাহাকার করবে, তখন ত সমস্ত সাধন-ফলই পণ্ড হয়ে যাবে। এ সব ভাবোচ্ছ্বাস ত সংসারীদের জীবনে চিরস্থায়ী হয় না।"

বধূ আবার মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, "অনধিকার-চর্চাকারী ভোগাসক্ত জীবদের জীবনে, বৈরাগ্যের নেশা যদি চিরস্থায়ী হোত, তা'হলে কি রক্ষা ছিল? ভয় নেই, ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার ঠিক আছে। অনধিকার-চর্চাকারী অজ্ঞানীদের কাণ ধরে ফিরিয়ে দেবার জন্য, জ্ঞানের যিনি পরম—অতি-পরম শত্রু তিনি পথের মোড়ে ঠিক পাহারায় আছেন। চালাকির দ্বারা ত আত্মজ্ঞান লাভ হয় না।"

কথা বলিতে বলিতে বধূ কেমন যেন আত্মবিস্মৃতের মত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্ষণেকের জন্য নির্বাক অন্যমনস্ক থাকিয়া নিজ মনেই আবার বলিয়া উঠিলেন, "ধর্মকে জীবনে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন না করলে ধর্মভাব যে স্থায়ী হয় না, এটা খুব ঠিক কথা। আর, সাধনার সময় ত এই! বুড়ো বয়সে শক্তিহীন বিকল দেহ-মন নিয়ে কি আর কাজ করবার উৎসাহ থাকে, না সামর্থ থাকে? কিন্তু—"

হঠাৎ বধূ যেন সুপ্তোত্থিতের মত চমকিয়া চাহিলেন! একটু সলজ্জ অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া ক্ষমাপ্রার্থী-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"আমার কথাগুলো বোধ হয় অসংলগ্ন হয়ে পড়ছে? নয়?"

ব্রহ্মচারী সুদক্ষ পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি উদ্যত করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া ছিলেন; বধূর শেষ কথায়, দৃষ্টি নামাইলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হুঁ। অন্ততঃ সংসারীরা শুন্‌লে মনে কর্‌বে তুমি তাদের জাত থেকে আলাদা হয়ে পড়েছ! সংসারের মধ্যে বাস কর্‌ছ, একটু সাবধান হয়ে চল। উদাসীর ভাষা উদাসীরাই বোঝে। সংসারীদের কাছে এ সব প্রকাশ করা নিরাপদ নয়।"

তা'র পর একটু হাসিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য! আমার মাথা ত আমার ঠাকুর্দা খেয়ে গেছেন, তোমার মাথাটি এমন করে খেলে কে? আমি ত নয়-ই—গুরুদেব কি?"

প্রশ্নটা করিয়া তা'র উত্তর শুনিবার অবকাশ হইল না। হঠাৎ অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "গুরু কি তোমায় কোন চিঠিপত্র লিখেছেন? তাঁর ইচ্ছা কিছু জানিয়েছেন?"

"তিনি ত আমায় চিঠি লেখেন না।"

"তুমি তাঁকে কিছু লিখেছিলে?"

বধূ করুণভাবে বলিলেন, "আমি তাঁর আশ্রমের ঠিকানা জানি নে। আর জানলেই বা কি হোত? আমার সত্যকার অভাব-অভিযোগ কোথায় আমি নিজেই জানি নে, তা' তাঁকে জানাব কি?"

ব্রহ্মচারী গুম্ হইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। হাতের উপর কপাল চাপিয়া ধরিয়া কি যেন একটা জটিল সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"কি জানি, কিছুই বুঝ্‌তে পারছি নে। যুক্তি তর্কের অনেক ব্যাপারই এ জগতে আছে, বৈজ্ঞানিকের ক্ষুরধার বুদ্ধিও যেখানে গাঁজার ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। আচ্ছা, তুমি এখন বাড়ীর মধ্যে যাও, কই ঝি-মা এখনো এল না যে! ভিকে—" বাহিরেব দিকে চাহিয়া তিনি উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন "ভিকে—"

দুয়ারের সামনে আসিয়া ঝি-মা বলিল, "এই যে বাবা, আমি এখানে রয়েছি। তোমার খাওয়া হয়েছে? বাসন তুলে নিই?"

"নাও, এঁকে বাড়ীতে পৌছে দাও। আমি এবার নিজের কাজে বসব। চাকরদের বলে দাও যেন ওখানে গোলমাল না করে।"

ঝি-মা বাসন ও বধূকে লইয়া প্রস্থান করিল।

পবদিন ব্রহ্মচারী জ্যাঠামশায়দের সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি বধূকে সঙ্গে লইয়াই গৃহত্যাগ কবিবেন। বধূব গহনাপত্র কাপড়-চোপড় কিছুই সঙ্গে লইবার সুবিধা হইবে না, সে সব যেন জ্যাঠামশায়দের জিম্বায় থাকে। তিনি শুধু হরিদ্বার পর্যন্ত পৌছিবার রেলভাড়াটি মাত্র লইবেন।

সন্ধ্যায় বড় জ্যাঠামহাশয়ের ঘরে ব্রহ্মচারীর ডাক পড়িল। ব্রহ্মচারী আসিতেই তিনি বলিলেন, "ছোট-বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই স্থির কর্‌লে?"

"তা' ভিন্ন উপায় কি?" ব্রহ্মচারীর স্বর উদাস-গম্ভীর।

"ভাল। ওঁকে নিয়ে গিয়ে কোথা রাখবে?"

"আপততঃ গুরুর আশ্রমে।"

"সেখানে না হয়ে দু' চার দিন থাকা হোল। বৈরাগীর আড্ডায় ত বারমাস বাস করার সুবিধা হবে না।"

এ সব তর্কযুক্তি ব্রহ্মচারীর অপ্রীতিকর। তিনি যখন গৃহত্যাগ করিতেছেন তখন গৃহীদের কাছে সাধারণের উপযোগী সুবিধা অসুবিধার বিধান লইয়া কি করিবেন? বিরক্ত চিত্তে চুপ করিয়া রহিলেন।

জ্যাঠা বলিলেন, "উনি তোমার কাছে থাকলেই আমরা সব চেয়ে সন্তুষ্ট হব। নিয়ে যাচ্ছ সঙ্গে, খুব ভাল কথা, কিন্তু বরাবর নিজের সঙ্গে রাখবে, এটুকু স্বীকার করো।"

"আশ্রমে—"

"আশ্রম-ফাশ্রম ও-সব—হয় ত খুব ভাল জিনিস। কিন্তু আমরা সংসারী জীব, ও-সবের মানে বুঝি নে। আমাদের মনে হয় তোমার কাছে থাকাই ওঁর পক্ষে সব চেয়ে নিরাপদ, আমরাও তাতে নিশ্চিন্ত।"

যন্ত্রণা-কণ্টকিত-চিত্তে ব্রহ্মচারী চুপ করিয়া রহিলেন। গুরুর আশ্রমের নিরাপদ পবিত্রতায় তিনি নিজে জীবনে উপকৃত হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তবু এই অবজ্ঞাসূচক উক্তি সহ্য করিতে হইল, কারণ বক্তা স্বয়ং জ্যাঠামহাশয়।

জ্যাঠা পুনশ্চ বলিলেন, "কথা দাও, বৌমাকে সঙ্গে রাখ্‌বে ত?"

আত্মদমন করিয়া ব্রহ্মচারী ধীরে বলিলেন, "তা এখন থেকে কি করে সত্যবদ্ধ হই? কখন কি রকম অবস্থায় পড়তে হবে, তা' ত আগে থেকে বলা যায় না। সব রকম অবস্থার জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।"

কতকটা হতাশ হইয়া নিষ্ফল ক্ষোভের সহিত জ্যাঠা বলিলেন, "তা'র মানে? ওঁকে গাছতলায় একা বসিয়ে রেখে তুমি যেখানে খুসী ব্যোম্ ব্যোম্ করে ঘুরবে, তাও হতে পারে? না প্রসাদ, দরকার নাই। তা'র চেয়ে উনি ঘরের বৌ, ঘরেই থাকুন, তুমি একা যা' খুসী করগে। জেনে শুনে ঘরের লক্ষ্মীর এ লাঞ্ছনা ঘটতে দিলে, এ-ভিটের কল্যাণ থাকবে না। ওঁকে এইখানেই রেখে যাও।"

ব্রহ্মচারী দেখিলেন তাঁর আত্মোন্নতি-পথের চির-প্রতিবন্ধক দুর্দান্ত জ্যাঠাটি এবার রীতিমত 'ঘায়েল' হইয়াছেন। প্রতিশোধ লইবার সুযোগ পাইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, সে ব্যবস্থায় যখন সকলেই অনিচ্ছুক, তখন সে কথা আর না তোলাই ভাল। সঙ্গে নিয়ে যাব, যখন স্থির করতে হয়েছে, গুরুও তাই অনুমতি দিয়েছেন তখন সঙ্গেই চলুন। তা'র পর যার যা' কর্মে আছে, তা হবে।"

বিস্ময়ের সহিত জ্যাঠা বলিলেন, "গুরু অনুমতি দিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ, তা'হলে আর কথা নাই। তিনি মহাপুরুষ, তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য। কিন্তু তোমাকে ত বিশ্বাস নাই, তুমি ভয়ানক বাউণ্ডুলে। ভাগ্যে ছিল সদ্‌গুরু লাভ করেছ--কিন্তু তোমার নিজের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান বা বুদ্ধি—এখনও হয় নি। বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ ভাল ; আমাকে দু'টি বিষয়ে কথা দাও,—এক, যত্ন-মমতা করে সঙ্গে রাখবে, অসদ্ব্যবহার করবে না। দ্বিতীয় কথা, ভিক্ষা করতে পারবে না, অন্ততঃ আমরা যে ক'দিন বেঁচে আছি। সন্ন্যাসের দোহাই দাও, আর ভিক্ষান্নের পবিত্রতার সাফাই গাও,—আমার বাপের বংশধর হয়ে, তোমার নিজের মাসে পাঁচশো টাকা আয়ের সম্পত্তি থাক্‌তে তুমি যে ভিক্ষা করে খাচ্ছ, এ তো আমি সহ্য করতে পারব না।"

তীব্র অভিমানে, ক্ষোভে, ব্যথায় বুড়াব চোখে জল আসিয়া পড়িল। একটু থামিযা বলিলেন,—"জবাব দাও প্রসাদ, মাসে মাসে তোমাদের খরচের টাকা পাঠাব, বল সেটা নেবে ?"

বুড়ার রাগ বরং সহ্য হয়, কিন্তু চোখের জল ত সহজ ব্যাপার নয়। ব্রহ্মচারী ভয় পাইলেন, নবম হইয়া বলিলেন, "আপনারা যদি তাতে সন্তুষ্ট হন, তা'হলে কি বল্‌ব ? কিন্তু টাকাকড়ি নেওযা আমার নিষিদ্ধ—"

"ভাল, বৌমার নামে পাঠাব, ওঁকে নিতে দিও। ছাখো তাতে বাধা দেবে না ত ?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আচ্ছা তাই পাঠাবেন। কিন্তু বেশী দেবেন না—ঠিক যেটুকু দরকার, সেইটুকু দেবেন।"

"তাই হবে ; আর বৌমাকে সঙ্গে রাখবে ত ?"

মাথা হেঁট করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "অগত্যা।"

"তা'হলে ত গুরুর আশ্রমে থাকাব সুবিধা হবে না। অন্য কোথাও স্থান নিতে হবে। কোথা থাকবে ?"

"দেখি গুরুর কি মত হয়।"

বড়-মা নিকটেই ছিলেন, তিনি বললেন, "কাটোয়ার পৈতৃক ভিটে ত বনস্পুরী হয়ে পড়ে রয়েছে, সেখানে গিয়ে সাধন-ভজন কর না বাবা। কেউ একজন বাস করলে ভিটেয় সন্ধ্যের দীপটাও জ্বালা হয়, ভিটেয় ভগবানেব নাম হলে সেটাও সকলের কল্যাণ !"

অনেক অনুরোধ উপরোধের দায়ে ঠেকিয়া ব্রহ্মচারী অগত্যা কিছুকালের জন্য পৈতৃক ভিটেয় বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন ; জ্যাঠারা পরদিনই কর্মচারী পাঠাইয়া বাড়ী মেরামত ও নূতন কূপ নির্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। একজন গিন্নি-বান্নি গোছ ঝি ও একজন বিশ্বাসী চাকর ও একটি দুগ্ধবতী গাভীও পাঠান হইল। এইরূপে গৃহ ও গৃহিণীরূপ বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া ব্রহ্মচারীর নিরুদ্দেশ প্রস্থানের পথ বন্ধ করিয়া, পাকা-সংসারী জ্যাঠারা মনে মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আমূল পরিবর্তনের আশা পোষণ করিয়া গোপনে দুষ্ট-হাসি হাসিলেন।

ব্রহ্মচারীর সস্ত্রীক গৃহত্যাগ ব্যাপারটা সকলের চোখেই একটা ঠাট্টা-তামাসার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, এবং ইহার পরিণাম যে অচিরেই সর্বজন-মনোহর হাস্যোদ্রেকের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে, সে বিষয়ে কাহারও লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না। দম্পতী গুরুর আশ্রমোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

গুরুর আশ্রমে গিয়া তাঁহারা যে কি তন্ত্রমন্ত্র উপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিলেন, কেহ জানিতে পারিল না। মাসখানেক পরে তাঁহারা যখন ফিরিয়া কাটোয়ার ক্ষীরগ্রামের বাটীতে পৌছিলেন, কর্মচারী ও দাসী চাকর বিস্মিত হইয়া দেখিল, ব্রহ্মচারী যা' ছিলেন তাই আছেন বটে, কিন্তু তাহাদের পরিচিতা ছোট-বৌমা আর সে ছোট-বৌমা নাই। তাঁর আকৃতি প্রকৃতিতে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং তিনি গৈরিক ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারীর মত চালচলন উপাসনা-আরাধনা মায় আহার পর্যন্ত ধরিয়াছেন। এখন তিনি ব্রহ্মচারিণী।

কাহারও সেবা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মচারী-দম্পতী সবিনয়ে দাস-দাসীর সেবা প্রত্যাখ্যান করিলেন ; বাড়ী মেরামত শেষ হইয়া গিয়াছিল, কেবল কুয়াতলায় পাচিল ঘিরিতে বাকী ছিল, ব্রহ্মচারী তাও অনাবশ্যক বোধে বন্ধ করিয়া দিলেন। সেখানে ছেঁচা-বাঁশের বেড়া পড়িল। অগত্যা নিরস্ত হইয়া ভগ্নদূতের দল কেবলমাত্র গরু-বাছুর রাখিয়া পাটনায় ফিরিয়া কর্তাদের কাছে সব নিবেদন করিল।

হতভাগা ছেলের ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া কর্তারা আবার একচোট গালাগালি দিলেন।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিল। ব্রহ্মচারী লোকসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধন-ভজন শাস্ত্রাভ্যাস লইয়া নির্জনে দিন কাটাইলেন। স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক রহিল পূর্ববৎ, শুধু গুরুর আদেশ বলিয়া প্রতিদিন সাধন-ভজনের পর সন্ধ্যার বিশ্রামের অবসরে স্ত্রীকে শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি পাঠ করাইতেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা

দিতেন। কালে-ভদ্রে কখনও কখনও সেতার শিক্ষা দেওয়াও চলিত। এই শিক্ষার পদ্ধতিও ছিল কিঞ্চিৎ অভিনব অদ্ভুত। মাঝখানে ছোট চৌকীর উপর আলো ও গ্রন্থ থাকিত, দু'পাশে শিক্ষক ও ছাত্রীর স্বতন্ত্র কম্বল পাতা হইত। শিক্ষক নিজের কম্বলে বসিয়া ছাত্রীকে একবার মাত্র শিক্ষণীয় বিষয়টি বুঝাইয়া দিয়া, দূরে গিয়া পায়চারি করিতেন, ছাত্রী ঘাড় হেঁট করিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন। শিক্ষক দূরে পায়চারি করিতে করিতে, ছাত্রীর ভুল সংশোধন করিতেন, উচ্চারণ ও অর্থাদি বুঝাইয়া দিতেন এবং অভ্যস্ত পাঠ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া যথারীতি পরীক্ষা লইতেন। শিক্ষকের সৌভাগ্যবশতঃ নিজের স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর, এবং ছাত্রীকেও স্মৃতিশক্তিহীনতা, অধ্যবসায়-শৈথিল্য বা মনোযোগের অভাব, কোন কিছু ত্রুটির ছুতা লইয়া তিরস্কারের সুযোগও প্রায় ঘটিত না। সুতরাং পঠন-পাঠন নিরাপদেই চলিত; সেতার শিখাইবার সময়ও এইরূপ ব্যবস্থা চলিত। বৃথা বাক্যালাপ ব্রহ্মচর্যাশ্রমীদের পক্ষে নিষিদ্ধ, সুতরাং এই শিক্ষার সময় ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে দু' একটা কথা বলা ছাড়া দু'জনেই মৌন হইয়া যে যার নিজের নির্দিষ্ট কাজ করিয়া যাইতেন।

এক বৎসর পরে কলাশৌচ শেষ হইলে ব্রহ্মচারী যথারীতি স্বর্গীয়া জননীর শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ, গয়ায় পিণ্ড দান সারিয়া, গুরুর আশ্রমে যাইবার আয়োজন করিলেন। উদ্দেশ্য,—নিজের আরব্ধ সাধনার ক্রমানুসারে পরবর্তী বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণ করিবেন। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, এমন সময় গুরু সংবাদ পাঠাইলেন, 'তিনি হিমালয়ে চলিলেন, যথা সময়ে ফিরিয়া সংবাদ দিবেন, তা'র পর ব্রহ্মচারী প্রার্থিত সাধন পাইবেন। আপাততঃ ব্রহ্মচারী সস্ত্রীকে যে ভাবে সাধন করিতেছেন, সেই ভাবে করুন, এখন আসন স্থানান্তরিত করা নিষেধ।' অধিকন্তু কুপিত-গ্রহের সাময়িক প্রকোপ শান্তির জন্য বর্তমানে এমন কিছু উপাসনা-পদ্ধতি অবলম্বনের উপদেশ দিলেন,—যা' ব্রহ্মচারীর একান্তই রুচি-বিরুদ্ধ !

ব্রহ্মচারী হতাশ হইয়া পড়িলেন। আর ত ধৈর্য থাকে না ! যে গুরুর আজ্ঞা নির্বিচারে পালন করিবার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিলেন, সেই গুরু কি না,—ব্রহ্মচারীর সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগের মুহূর্তে এমনি ভাবে সরিয়া পড়িলেন ! এর পর আবার সাধনলাভের সুযোগ পাওয়া যাইবে, সিদ্ধিলাভের জন্য পরিশ্রম করিবার সামর্থ ও অবকাশ পাওয়া যাইবে, সে ভরসায় আর বিশ্বাস কি ?

নৈরাশ্যের ব্যথায় ব্রহ্মচারীর মন যখন বিভ্রান্ত ব্যাকুল,—সেই সময় স্থানীয় ৺যুগাদ্যা দেবীর মন্দিরে এক অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত সাধুর আবির্ভাব হইল। ইনি তান্ত্রিক-সন্ন্যাসী। আলাপ পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারী বিপুল আগ্রহে সন্ন্যাসীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীও পরম প্রীতি-স্নেহভরে ব্রহ্মচারীকে 'পাইয়া' বসিলেন!

নিস্পৃহ, ত্যাগী, লোকসঙ্গ-বিমুখ, ব্রহ্মচারীকে পল্লীসমাজের অনেকেই দূর হইতে নীরবে শ্রদ্ধা করিয়া চলিত। সেই ব্রহ্মচারীকে সহসা একজন অপরিচিত সন্ন্যাসীর বিশেষ ভক্ত হইয়া উঠিতে দেখিয়া পল্লীসমাজও নির্বিচারে সন্ন্যাসীর মহাভক্ত হইয়া উঠিল। অচিরাৎ চারি দিকে সন্ন্যাসীর নাম ছড়াইয়া পড়িল! এই সন্ন্যাসীর নামই শক্ত্যানন্দ স্বামী।

সাত

অসুস্থ ব্রহ্মচারী শেষ রাত্রে ঠাণ্ডা বোধ করিয়া ঘরে গিয়া শুইয়াছিলেন। নিদ্রা-জড়তা অতিরিক্ত পরিমাণে ছিল, সুতরাং পুনশ্চ গাঢ় ঘুমে মগ্ন হইয়াছিলেন। যখন ঘুম ভাঙিল, তখন রৌদ্র উঠিয়াছে।

বিরক্তিতে চিত্ত ভরিয়া উঠিল! শশব্যস্তে স্নানাদি সারিয়া নিজের আসনে বসিতে ছুটিলেন।

পূজার ঘরের বারান্দায় ঢুকিতে উদ্যত হইয়াছেন, দেখিলেন, সদ্যঃস্নাতা ব্রহ্মচারিণী নিজের নিত্যক্রিয়াদি শেষ করিয়া বাহিরে আসিতেছেন।

ব্রহ্মচারীর মুখ অধিকতর অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। মাথা হেঁট করিয়া নিঃশব্দে পিছু হটিয়া পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রহ্মচারিণী বাহিরে আসিয়া প্রণামোদ্যত হইতেই ব্রহ্মচারী ব্যস্তভাবে যোড়হাতে নীরব সঙ্কেতে প্রত্যাখ্যান জানাইলেন। ব্রহ্মচারিণী সংশয়ান্বিত কণ্ঠে বলিলেন, "শরীর ভাল আছে ত?"

গম্ভীরস্বরে "হুঁ"—জানাইয়া ব্রহ্মচারী বারান্দার দিকে পা বাড়াইলেন। ব্রহ্মচারিণী নিজের গলা হইতে আর একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "তোমার মালা নিয়ে যাও।—"

চলিতে চলিতেই দু' হাত পাতিয়া ব্রহ্মচারী অস্পষ্ট-স্বরে বলিলেন, "আল্‌গোছে ফেলে দাও।"

মালা লইয়া ব্রহ্মচারী দ্রুতপদে নিজের নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকিলেন।

যথাসময়ে নিত্যক্রিয়াদি সারিয়া ব্রহ্মচারী বাহিরে আসিলেন। অন্যমনস্ক ভাবে রোয়াকের পৈঠায় উঠিতে উঠিতে সামনে বারান্দায় দৃষ্টি পড়িল। বারান্দার মাঝখানে আসন পাতিয়া, পিতলের ঢাকা চাপা দিয়া তাঁর জলখাবার রাখা হইয়াছে। অদূরে, থামের আড়ালে কম্বলে বাঁ-হাতের উপর মাথা রাখিয়া, ডান-হাতে মালা ধরিয়া ব্রহ্মচারিণী আড় হইয়া তুই পা মুড়িয়া শুইয়া আছেন। তিনি ঘুমাইতেছেন কি জাগিয়া আছেন বোঝা গেল না, কারণ মুষ্টিবদ্ধ ডান-হাতটা কপালে ঠেকাইয়া, কম্বলে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিলেন।

ব্রহ্মচারী অভ্যাসবশে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদু কাশিলেন। ব্রহ্মচারিণী তথাপি নিস্পন্দ; অগত্যা স্পষ্ট-স্বরে বলিলেন, "এ কি? এমন অসময়ে ঘুম হচ্ছে না কি?—"

ব্রহ্মচারিণীর নিদ্রা ছুটিয়া গেল; মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিয়া বসিলেন। সুপ্তিভারাক্রান্ত একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মালাটা কম্বলে রাখিলেন। তু' হাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলেন, "এস, আসনে বসো।"

ব্রহ্মচারী আসিয়া আসনের উপর দাঁড়াইলেন। ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "জপ করতে করতেই যোগনিদ্রা? ইষ্টদেবতার বরাত ভাল!—বেশ হয়েছে! যেমন হিংসুটেপনা করে আমায় ঠিক সময়ে উঠিয়ে দাও নি, তেমনি প্রতিফল হয়েছে!"

ব্রহ্মচারিণী কিছু বলিলেন না।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এমন অসময়ে শুয়ে পড়েছিলে কেন? অম্বলের ব্যথা জাগ্‌ল না কি?"

ব্রহ্মচারিণী অন্যমনে বলিলেন, "না, রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি, তাই বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল। তোমার মাথা এখন কেমন?"

ব্রহ্মচারীর স্মরণ হইল গত রাত্রে মাথাঘোরার উৎপাতে তাঁকে কিছুক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছে এবং সঙ্গের এই জীবটি সেজন্য বেশ একটু বেগ পাইয়াছেন। এ সব তুচ্ছ দৈহিক সুখ-দুঃখ ব্রহ্মচারী গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না এবং যখনকার ঘটনা—তখনই স্মরণ থাকে, তারপর সে স্মৃতি সঙ্গে সঙ্গেই মন হইতে বিদায় করিয়া দেন। ব্রহ্মচারিণীর প্রশ্নে চকিতে গত রাত্রের ঘটনাগুলো আগাগোড়া মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই কি একটা সন্দেহের আভাস বিদ্যুদ্বেগে চিত্তপটে খেলিয়া গেল! অকস্মাৎ দৃপ্ত-দৃষ্টি তুলিয়া উষ্ণ-স্বরে বলিলেন, "আমার

মাথা যেমনই হোক! তুমি ত সেই হুজুগে সারারাত ঘুমোও নি? হাঁা, তুমি নিশ্চয় জেগে ছিলে!"

ব্রহ্মচারিণী শুষ্কমুখে নিঃশব্দে একটু হাসিয়া আবার দু' হাতে চোখ রগড়াইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী কুপিতকণ্ঠে বলিলেন, "আর চোখ ঢাকা দিতে হবে না— দেখ্‌তে পাচ্ছি, চোখের কোল বসে গেছে, দু'চোখ গাঁজাখোবের মত রাঙা হয়ে উঠছে! তোমার মত হুজুগে মানুষেব পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আশা— সুদূরপরাহত! বুঝলে?"

"বুঝেছি; বলিয়া ব্রহ্মচারিণী উঠিয়া গিয়া কুয়াতলায় ঢুকিলেন।

একটু পরে আঁচলে জলসিক্ত চোখ মুছিতে মুছিতে ফিরিলেন। ব্রহ্মচারী জল-খাবারেব ঢাকা খুলিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া-ছিলেন। মুখ না তুলিয়াই অপ্রসন্ন ভাবে বলিলেন—"ননীর মাত্রা আজ বেড়ে গেছে, তোল।"

ব্রহ্মচারিণী অনুনয়ের স্বরে বলিলেন—"কাল তোমার মাথা ঘুরেছিল; খাটুনি বাড়াচ্ছ, খাওয়া কমাচ্ছ,—ও তো ঠিক হচ্ছে না। ওটুকু ননী থাক, নিবেদন করো।—"

"দ্যাখো, তর্ক-বিতর্ক কর্‌তে গেলে আমার মাথা আগুন হয়ে ওঠে।"

"তর্কে দরকার কি? আমাব অনুবোধ বলে আজকেব মত কথাটা শোনো।"

"ফের জ্বালাতন কব্‌বে? নাঃ, তোমাকে তোমাব সেই আহ্লাদে গোপাল জাঠশ্বশুরের কাছে ফেবৎ পাঠানই ঠিক। খাওয়ার জন্যে এই সব আদর-আবদার তাঁরা ভালবাসেন, তাঁদেব ভাল করে খাওয়াও-গে। আমি সন্ন্যাসী, আমাব কি এ সব উৎপাত সহ্য হয়? এতটুকু খাওয়াব অনাচাবে আমার কাজের কত ক্ষতি হয়, তুমি কি জানবে?"

"খাওয়াব অনাচার তোমাব নেই, থাকলে আমি নিজেই সেটা সংশোধন করে দিতাম।"

"ওঃ, ভাবি মাতব্বব মুরুব্বি? তুল্‌বে না ননী?"

"আজ নয়।—আজকের মত ক্ষমা কর।"

"আচ্ছা, আজকের মত যা' হোল, তা' হোল, কাল যদি ফেব মাত্রা বাড়াতে দেখি তা'হলে বিনা বাক্যে তোমার সব জিনিস টেনে ওই উঠোনে ফেলে দেব, মনে রেখ।"

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মচারিণী কম্বলের উপর হইতে মালা তুলিয়া

লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিলেন। অগত্যা কথা বন্ধ করিয়া ব্রহ্মচারী চোখ বুজিয়া যথারীতি ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিয়া আচমন নিবেদনান্তে জলযোগ করিলেন।

একটু পরে ব্রহ্মচারিণী আসিয়া ব্রহ্মচারীর ঘরের দুয়ারের সামনে দাঁড়াইলেন। তাঁর হাতে ছোট ফর্দ ও দু'টি টাকা। ব্রহ্মচারী মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"কি চাই ?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আজ একবার বাজার যেতে হবে।"

দু'টিমাত্র প্রাণীর হবিষ্যের আয়োজন, তা'র জন্য সব দিন বাজার-হাট করিবার প্রয়োজন হইত না। মাসকাবারী বাজার করাই থাকিত; শুধু ফল-মূল ইত্যাদির জন্য তিন চারদিন অন্তর একবার বাজার করিলেই চলিত।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কাল থেকে বলে রেখেছ বটে, ভুলে গেছি।"

ব্রহ্মচারিণী ঘরে ঢুকিয়া কম্বলের উপর ফর্দ ও টাকা ফেলিয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী ফর্দের উপর চোখ বুলাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কিস্‌মিস্‌, বাদাম, পেস্তা,—এ সব কি হবে ?"

ব্রহ্মচারিণী ততক্ষণে পুনশ্চ ফিরিয়া চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নেই, তোমার জন্যে নয়। আজ শক্ত্যানন্দ ঠাকুর আসবেন, তাঁর জলখাবার যোগাড় চাই। তিনি তান্ত্রিক লোক, তাঁর—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যাঃ ভুলেই গেছি! বিকালেই তিনি আসবেন ত বটে! তা,—এতো কিস্‌মিস্‌, বাদাম, পেস্তা হলো, আর ?—"

"আর কি চাই ? পঞ্চ-মকার ?"

ব্রহ্মচারী এবার হাসিলেন; বলিলেন, "তুমি বেজায় বেয়াড়া হয়ে পড়ছ! তা' কর না যোগাড়,—পারবে ?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমার দৌড় হবিষ্য পর্যন্ত। তন্ত্রের রাজকীয় আসবাব-পত্র, বিলাস-বৈভব আমি বুঝি না, ও-সব বোঝ তুমি। যোগাড় কর।"

কথার সূত্র ধরিয়া সহসা গত রাত্রের আলোচনার স্মৃতি ব্রহ্মচারীর মনে পড়িল। ঔৎসুক্য-উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা, কাল যে তুমি দূতীযাগ সাধনার কথা তুললে, -কথাটা পেলে কোথা বল ত ?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "কথা পাবার ভাবনা কি ? আমার মামার বাড়ীর গোষ্ঠিতে কেউ শাক্ত, কেউ বৈষ্ণব, কেউ ব্রাহ্ম,—অনেকেই অনেক রকম হয়েছেন। মামার বাড়ীতে থাকার সময় দু'একখানা তন্ত্রটন্ত্র উল্টে পাল্টে দেখেছিলুম।"

কৌতূহলী-দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বটে! আচ্ছা, পঞ্চ-মকারের অর্থ-টা কি, আমায় বোঝাও ত।"

দু'হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "কাপালিক-ধর্মীরা তা'র স্থূল অর্থ যা করেন, তাকে নমস্কার করছি। রসনা কলুষিত করে অপরাধী হ'তে ইচ্ছা নাই,—তবে ও ব্যাপারের সূক্ষ্ম অর্থ একটা আছে, সেটা বুঝেছিলেন ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংস, সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত,—এঁদের মত তান্ত্রিকরা। করেও গেছেন তাঁরা অসাধ্য সাধন। তোমাদের যোগমার্গের মধ্যেও ত সে ব্যাপারের সূক্ষ্ম তত্ত্ব রয়েছে। সেই যে একটা গান শুনেছি—

"জাগো জাগো জননী।
মূলাধারে নিদ্রাগত কত কাল গত
হলো কুলকুণ্ডলিনী।
স্বকার্য সাধনে চল মা শিরোমধ্যে
পরম শিব যথা, সহস্রদল পদ্মে—"

মনে আছে?"

ব্রহ্মচারী চিন্তা-গম্ভীর মুখে, স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারিণী একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "এই রকম—শুনেছি মদ, মাংস ইত্যাদির সাঙ্কেতিক অর্থ অতি উচ্চস্তরের ব্যাপার। তবে 'মহাজনগণ-কথা, সূক্ষ্ম সূত্রে স্থূল গাঁথা, সূক্ষ্মে সাধু—স্থূলটি ইতরে' জানো ত? সকলের ত সব বিষয় বোঝবার ক্ষমতা নাই। ইতররা ইতর-তত্ত্ব ছাড়া কিছুই বুঝতে পারে নি, পারবেও না। সাধুরা সূক্ষ্ম-তত্ত্বটাই ধরেন, আর তাঁরাই ঠিক কাজ করে যান।"

একটু থামিয়া অন্যমনস্কভাবে পুনশ্চ বলিলেন, "আর্যমিশনের গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাটা ভাল করে দেখে নিও ত। ওটা দেখা তোমার দরকার হয়েছে। আর—"

কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়া ব্রহ্মচারিণী বাহিরের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ঘরের ভিতর চাহিলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মচারী মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাঁর মুখপানে চাহিয়া আছেন। দৃষ্টি বিনিময় হইবামাত্র ব্রহ্মচারী সন্ত্রস্ত, চকিত হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। ব্রহ্মচারিণী একটু চমকিত হইলেন;—বাঁ-হাতে নিজের কপালটা চাপিয়া গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সে কথা এখন থাক্। উঠে পড়। রোদ চড়ে যাচ্ছে, বাজার যাও।"

তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন। ব্রহ্মচারী উঠিলেন, কম্বলের উপর দাঁড়াইয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া অভ্যাসবশে বলিলেন, "জয় গুরু!"

পরক্ষণে ক্ষুব্ধস্বরে নিজের মনেই বলিলেন, "উঃ, গুরু আমার কি সর্বনাশই করলেন!"

চলিয়া যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারিণী অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তা' বই কি, গুণধর শিষ্যরা নিজেদের সর্বরক্ষার জন্যে সচেতন হয়ে রয়েছেন, কাজেই গুরু সর্বনাশ করছেন! তাঁর ত আর কাজ নেই।"

শ্লেষটুকুর মর্ম উপলব্ধি করিতে ব্রহ্মচারীর বিলম্ব হইল না, তিনি অপ্রস্তুতভাবে হাসিলেন। ব্যস্তভাবে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে আসিতে বলিলেন, "শোন, শোন, দাঁড়াও ত একবার।"

ব্রহ্মচারিণী দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "কেন?"

হাসিমুখে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "একবার চাও ত আমার দিকে। দেখি, পদ্মপলাশলোচন এখনও রক্তজবা মূর্তি ধরে আছে কি না? হুঁ,—ক'ছিলিম টেনেছ?"

অকস্মাৎ বিষম বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আর ত কিছু পারলে না, এবার আমায় গাঁজা টান্‌তে দেখবে বই-কি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ওঃ, তোমারও রাগ আছে তা'হলে? আমি ভাবতাম, তুমি রাগ করতে জানো না।"

"নাঃ, রাগটা শুধু শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের চেলাদের একচেটে সম্পত্তি!—" ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিয়া ব্রহ্মচারিণী বাসন গুছাইতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী বারান্দায় দাঁড়াইয়া, ক্ষণেক কি ভাবিলেন, নিম্নস্বরে বলিলেন, "কি এমন মহা অপরাধী বাক্যটা বলেছি যে এত চটে গেলে?"

ব্রহ্মচারিণী উত্তর দিলেন না। বাসনগুলো লইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিলেন।

ব্রহ্মচারী পুনশ্চ বলিলেন, "তা'র চেয়ে স্পষ্ট করেই বল না, আমার অসুখের ছুতোয় সারারাত জেগেছ, কাজেই মাথাটা গরম হয়ে আছে।"

ব্রহ্মচারিণী নিরুত্তরে একটু হাসিলেন মাত্র।

ব্রহ্মচারী সেটুকু লক্ষ্য করিলেন, অলক্ষিতে তাঁর অধরপ্রান্তে প্রসন্নস্মিত হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কপট-গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, "না, নিজের অন্যায় রাগটুকু হেসে উড়িয়ে

দিলে চল্‌বে না। পরের রাগের সম্বন্ধে যেমন তীব্র সমালোচনা করা হয়, নিজের রাগের সম্বন্ধেও সে হিসেবটা ঠিক রাখা উচিত। নিজের দোষগুলির বেলা এক-চোখো-পনা করা ত ঠিক নয়।"

ব্রহ্মচারিণী উঠানের মাঝে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। অনুযোগ-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "বৃথা বাক্য, কলহ, ক্রোধের উপাসনা—এইগুলো কি তোমার ব্রত ব্রহ্মচারি? যাদের একটা নিঃশ্বেস বাজে-খরচ করা নিষিদ্ধ, তাদের এত বাজে কথা কেন?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দায়ে পড়ে।—আমাব মাথা ঘুরেছিল, আমারই ঘুরেছিল, তুমি তার জন্যে কেন রাত জাগলে?"

"ঝক্‌মারি হয়েছে,—স্বীকার কবলুম! আব কথা আছে?"

"আছে বই কি! ভোবে আমায় উঠিযে দেবাব জন্যে বলে রেখেছিলুম, কেন উঠিয়ে দেওয়া হয় নি?"

"তুমি নিজেই ভোরে উঠে ঘরে ঢুক্‌লে, আবার শুলে, ঘুমুলে। যে মানুষ একবার জেগে উঠে আবার ঘুমোয়, তাকে ডেকে জাগানো সহজ নয়। তবু ডাকাডাকি কবেছিলুম, জাগলে না,—কি আর করব?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এত ঘুমিয়ে পড়েছিলুম? ভাল, দুয়ার ত খোলাই ছিল, ঘবে ঢুকে মাথা ঠেলে জাগিয়ে দিলে না কেন?"

"তা'র পর? কাঁচা-ঘুমে জেগে,—রাগের ঝোঁকে আমার মাথা ভাঙবার বায়না নিতে ত?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "তাই-বা মন্দ কি? মাথাটা ভাঙতে পাবলে ত একটা কাজ হোত! ভাঙবও একদিন—এবার যেদিন প্রণাম করতে আসবে, সেই দিন একটি ঘুষিতে মস্তকটি চূর্ণ করবার ইচ্ছা আছে!"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমি সেটা পছন্দ করিনে। মাথা নিয়েই সব কাজ। অসময়ে মাথাটা চূর্ণ হলে, আমার কাজের অসুবিধে হবে। কিন্তু বাজার কি যাবে না?"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, আচ্ছা ব্যস্তবাগীশ! ধৈর্য সহিষ্ণুতা বলে একটা জিনিস শরীরে নাই!"

"আহা কি অপরূপ ধৈর্যশীলতা! বৃথা বাক্যে আলস্য-চর্চায় সময় নষ্ট করার

নাম সহিষ্ণুতা ?—রক্ষে কর, অমন সহিষ্ণুতায় আমার কাজ নেই ! বাজার যাও, চট্ করে জিনিসগুলো এনে দাও।"

তিনি রান্নাঘরে ঢুকিলেন। বাসন রাখিয়া ফিরিয়া আবার ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিতে যাইতেছেন, ব্রহ্মচারী নিজের ঘরের ভিতর হইতে ডাকিলেন, "শোনো।"

ব্রহ্মচারিণী ফিরিয়া চাহিলেন।

দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মচারী একটা নামাবলী লইয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিতেছিলেন ; রোদের সময় বাহিরে যাইতে হইলে এইরূপ পাগড়ী ও খড়ম ব্যবহার করাই তাঁর বিধি ছিল।

পাগড়ীর প্রান্তটা ঠোঁটে চাপা দিয়া অস্পষ্ট স্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "গীতার কোন্ অধ্যায়টা দেখতে বল্‌ছিলে ?"

ব্রহ্মচারিণীব মুখের ভাব অকস্মাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, "আমার কথায় ত কাণ দাও না, কেবল অন্যমনস্ক হয়ে হাঁ করে—"

ঢোক গিলিয়া বাকী কথাটা তিনি সামলাইয়া লইলেন। অন্যদিকে মুখ ফিরাইযা বলিলেন, "কথায় যখন কাণ দাও নি, তখন যা' দেখতে বলেছি তাও মন দিয়ে দেখবে না, মিথ্যে বলে কি হবে ? যখন দায়ে ঠেক্‌বে তখন নিজের গরজে দরকাবী জিনিস খুঁজে নেবে। এখন বলাবলি বৃথা।—"

তিনি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিলেন।

নিজের ঘর হইতে রুষ্টস্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "অন্যমনস্ক শুধু আমি একা নই, আরও অনেকে অন্যমনস্ক হতে জানে। আমারও চোখ আছে,—অতিশয় উগ্র সাবধানীদের আকস্মিক বিপত্তি আমারও চোখে ঠেকেছে ! সে সব বল্‌তে গেলে ঝগড়ার কথা হয়ে দাঁড়ায়, অনেকের অপমানের আশঙ্কাও আছে। আমার তুচ্ছ ত্রুটি যদি এত বড় হয়েই কারুর চোখে লেগে থাকে, ভাল ! আমিও এবার থেকে পরচ্ছিদ্রান্বেষী হব, তা' বলে বাখছি।"

ভাঁড়ার ঘরের ভিতর হইতে ব্রহ্মচারিণী স্নিগ্ধ হাস্যময় কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি স্বচ্ছন্দে যত পাব,—পরচ্ছিদ্রান্বেষী হও।—আমি যত অন্যমনস্কই হই, আমার অন্যমনস্কতা আলাদা জাতের,—সেটা আমার জানা আছে। তা'হলেও কেউ ত্রুটি সংশোধনের জন্যে সতর্ক থাক্‌লে আমি কৃতজ্ঞ হব।"

ব্রহ্মচারী খড়ম পায়ে দিয়া বাহিরে যাইতে যাইতে বলিলেন, "বটে, আচ্ছা! অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকা গেল। দেখা যাবে কা'র কৃতজ্ঞতার দৌড় কতটা!"

আট

ব্রহ্মচারী চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারিণী সদর দুয়ারে খিল বন্ধ করিয়া আসিয়া পুনশ্চ স্নান করিয়া পূজার ঘরে ঢুকিলেন। দৈনিক ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক-পূজাবিধি তিনিও পালন করিতেন।

যথাসময়ে আহ্নিক-পূজা সারিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। সদর দুয়ারের শিকল নাড়িয়া কে ডাকিল, "বাবাঠাকুর—"

ব্রহ্মচারিণী গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন। নিম্নশ্রেণীর এক প্রৌঢ়া নারী ভিতরে ঢুকিল। এই স্ত্রীলোকটি গরু-বাছুরের সেবা করে এবং গাই দোয়। ইহারা ব্রহ্মচারীদের বহুকালের প্রজা, বাড়ীর নিকটেই ইঁহাদের জমিতে বাস করে। সাধারণের কাছে প্রৌঢ়া—'গোবরের-মা' নামে পরিচিত।

গোবরের-মা বাড়ী ঢুকিয়াই বিনা প্রশ্নে কৈফিয়ৎ দিতে আরম্ভ করিল, "বেলা হয়ে গেল, তোমার গরু বাছুর ছট্‌ফট্ করছে, কি করি মা, পাঁচ জায়গায় কাজ! আমি ধড়্‌ফড়িয়ে সারা হয়ে যাচ্ছি। বোক্‌নো দাও, বাছুর খুলে দিই।"

ব্রহ্মচারিণী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বোক্‌নো বাহির করিয়া দিলেন।

গোবরের-মা নিজের কাজ করিতে করিতে বিনা প্রশ্নেই পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল, ও-পাড়ার মুখুজ্জেদের মেজ-ছেলের আগামী মাসে বিবাহ হইবে,—বিবাহ-উৎসবের জন্য বিস্তর ভাতের চাল, মুড়ির চাল তৈয়ার হইতেছে। গোবরের-মা সেখানে ধান ভানিতে গিয়াছিল, এতক্ষণে ঢেঁকি হইতে নামিয়া আসিতেছে। এর পর দত্তদের বাড়ী গাই দুইতে হইবে, চরণের-মা'র বাড়ী বাসন মাজিতে হইবে, তবে নিস্তার,—ইত্যাদি ইত্যাদি বিস্তৃত বিবরণের পর সে তা'র চিরাভ্যস্ত বুলিটি আওড়াইল "শরীল্ আর বইছে না মা, মরণটা হলে বাঁচি!"

প্রতিদিনই গোবরের-মা'র এ মন্তব্যটা ব্রহ্মচারিণীকে শুনিতে হয় এবং উত্তরে

দু' চারিটা সান্ত্বনার বাণী শুনাইতে হয়। আজও তেমনিভাবে দু'টা স্নেহপূর্ণ মিষ্ট কথা বলিয়া, গোবরের-মা'র মৃত্যু-ব্যাকুলতা হ্রাস করিয়া বলিলেন, "তোমার গোবর এখন বেশ ভাল আছে ত?"

গোবরের-মা কৃতজ্ঞ-কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, মা-ঠাক্রুণ, তোমাদের ছি-চরণ আশীব্বাদে এখন বলতে নেই,—ভালই আছে। ভাগ্যে আমার 'বাবাঠাকুর' ছিল, তাই ডাক্তারকে বলে কয়ে অমন তদারকটি করলে, তবে ত অত বড় রোগটা ভাল হোল। বাবাঠাকুব আমার যে কর্ণাটা করেছে, ছেরকাল মনে থাকবে! আহা, কি মনিষ্যি মা তোমরা, সবাই ধন্যি ধন্যি করে।"

ঈষৎ বিব্রত হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "কি, যা-তা বলে অপরাধী কর? কি আর করা হয়েছে?'

গাই দোয়া শেষ হইল।

গোবরের-মা বলিল, "হ্যাগা মা-ঠাক্রুণ, বাবাঠাকুর কোথা?"

"বাজাব গেছেন।"—বলিয়া ব্রহ্মচারিণী দুধের পাত্র লইয়া একটা বাটিতে খানিকটা দুধ ঢালিয়া গোবরের-মাকে দিলেন। তা'র পর রান্নাঘরের শিকল খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া উনান জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কাজের তাড়া যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও এই প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় ছায়ায় বসিয়া আর একটু বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা গোবরের-মার অত্যন্তই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া রান্নাঘবের বাহিরে বসিল। আঁচল ঘুরাইয়া নিজেকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, "উঃ, কি গরিষ্টি!—জীবন বেরিয়ে যাচ্ছে! হবিব্যি চড়্‌বে কখন মা?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আজ হবিষ্যি চড়বে না মা, আজ পূর্ণিমা।"

গোবরের-মা বলিল, "আজ পুন্নুমে? তা'হলে ফল্‌টল্‌ সেবা হবে?"

উনান ধরিতে দিয়া ব্রহ্মচারিণী ধোঁয়া এড়াইবার জন্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গোবরের-মা সহসা কৌতূহলী দৃষ্টি তুলিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "তা হ্যাগা মা-ঠাক্রুণ, কাঁচা বয়েসে এ সব ধম্মের বাতিক বাবাঠাকুরের কেন হোল? বাবাঠাকুর কি ছেরকালই এম্নি করে কাটাবে? তোমায় নিয়ে ঘর-সংসার কি করবে না?"

মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "এই ত দিব্বি ঘর-সংসার হচ্ছে।"

অনুযোগ-করুণ-কণ্ঠে গোবরের-মা বলিল, "এ তো ধম্মো করা হচ্ছে মা,—

এ কি ঘর-সংসার করা বলে? ছেলেপিলেও চাই মা, ছেলে না হলে কি ঘর মানায়? মা বলে ডাকবে কে?"

ব্রহ্মচারিণী স্নিগ্ধ-হাস্যে বলিলেন, "এই ত তোমরা ডাক্‌ছ, এতেই ত ধন্য হয়ে গেছি।"

গোবরের-মা অভিভূত হইয়া পড়িল! মমতা-বিগলিত-কণ্ঠে বলিল, "আর মা গো, কি কথাই বল্‌লে মা! তোমার কথা শুন্‌লে পরাণ জুড়িয়ে যায়! দোহাই ধম্মো,—এই গঙ্গামুখো হয়ে বলছি মা,—সমস্ত দিন নিজের কাজে রা-রা খাঁ-খাঁ করে ঘুরি, গোলমালে কেটে যায়। কিন্তুন্ রাতে যখন নিচ্চিন্দি হয়ে শুই,—তখন কেবল তোমার আর বাবাঠাকুরের কথাই মনে করি। আহা, মা গো, কি মনিষ্যিই জন্মেছিলে—তোমরা!—"

বলিতে বলিতে অশ্রু-সজল চোখে যোড়হাত কপালে ঠেকাইয়া সে নমস্কার করিল।

ব্যস্তভাবে প্রতি-নমস্কার করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আহা কি কর বাছা,—অমন করে মাথা নোয়াতে আছে? তুমি আমাদের মার বয়সী, বুড়ো মানুষ, তোমার পায়ের ধুলো পেলে আমি বর্তে যাই!"

আঁৎকাইয়া উঠিয়া গোবরের-মা বলিল,—"কও কথা মা-ঠাক্‌রুণ,—বোলো-নি বোলো-নি; পায়ে 'কুট্' হবে যে!"

স্মিতমুখে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আর আমার বুঝি 'কুট' হবার ভয় নেই? না বাছা, অমন কথা বলো না, ও-সব বড় বড় কথা শুন্‌লে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। আশীর্বাদ করো, আমি যেন সকলের পায়ের ধুলো কুড়িয়ে নিয়ে ধন্য হতে পারি! আচ্ছা, বোসো গোবরের-মা, আমি দুধ চড়াই, উনুনটা ধরে গেছে।"

তিনি রান্নাঘরের ভিতর ঢুকিলেন।

গোবরের-মা বাহিরে নিজের মনে কি বিড্ বিড্ করিয়া বলিতে লাগিল। ব্রহ্মচারিণী সেগুলো শুনিতে পাইলেন না। উনানে দুধের কড়া চাপাইয়া দিয়া আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন; শুনিলেন, গোবরের-মা তখন বিশেষ অপ্রসন্নভাবেই বলিতেছে,—"বড় ঘেন্না ছেলে, কোথায় আজ দশজনের একজন হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কর্‌বে, তা' নয়,—এ সব কি কাণ্ড বাপু! দেখে দুখ্‌খু লাগে! কাল বিকেলে ও-পাড়ায় দত্তদের মেয়ের তত্ত্ব করে ফিরে আসছি, দেখি মা যোগাদ্যার 'থানে' সেই ভুঁড়িওলা সন্নিসির কাছে বসে

বাবাঠাকুর তার পদসেবা করছে! আর পাড়ার ছোঁড়াগুলো ওনাদের চার ধার ঘিরে বসেছে! হ্যাঁগা মা-ঠাক্‌রুণ, তুমি সেই লাল কাপড পরা সন্নিসিকে দেখেছ?"

ধোঁয়ায় ব্রহ্মচারিণীর চক্ষু আরক্ত সজল হইয়া উঠিয়াছিল; আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলেন—দেখিয়াছেন।

গোবরের-মা উৎসুক-দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "সন্নিসিটি কেমন?"

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিলেন। উত্তর দিলেন না। গোবরের-মা অধিকতর ঔৎসুক্যের সহিত বলিল, "হাসলে কেন মা? বল না, ঠাকুরটি কেমন?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তোমরাও ত দেখছ, তুমিই বল না, কেমন?"

"কি জানি বাছা, ধম্মো কম্মোর কথা ত বুঝি না; ও-সব তোমরা করছ, তোমরা বোঝ। তোমরাই বল্‌তে পার, কে কেমন লোক।"

স্মিতমুখে ব্রহ্মচারিণী মাথা নাড়িলেন, অর্থাৎ তিনি কিছুই বলিতে পারিবেন না।

কিন্তু গোবরের-মা ছাড়িবার পাত্রী নয়। সে পুনশ্চ প্রবল-আগ্রহে বলিল, "বাবাঠাকুরের সঙ্গে ত সন্নিসির খুব মাথামাখি দেখি,—বাবাঠাকুর ত সন্নিসিকে পেয়ে বসেছে। বাবাঠাকুর কি বলে?"

মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তোমার বাবাঠাকুরের কাছে জগৎশুদ্ধ সবাই মহৎ, কেবল তিনি নিজেই অধম।"

ভ্রূকুটি করিয়া গোবরের-মা বলিল, "বাবাঠাকুর ঐ সন্নিসির চাইতে খাটো? কে বলে? বুড়ো হয়ে মর্‌তে চলেছি মা-ঠাক্‌রুণ, কে কেমন মানুষ,—তা'র চোখ দেখলেই ঠাওর পাই। বাবাঠাকুর পথ দিয়ে চলে,—কারুর পা ছেড়ে, মুখের দিকে চায় না। আর ঐ সন্নিসি ঠাকুর? জান্‌তে আর বাকী নেই মা-ঠাক্‌রুণ,—ও-পাড়ার দত্তদের সেই সরলা ঝি ছুঁড়ি থেকে, এ-পাড়ার ক্ষেন্তি বাউরিণী পর্যন্ত, তেনার মহিমেয় সবাই মরেছে! বল্‌ব কি গো, গেরস্ত ঘরের বৌ-ঝিরা পর্যন্ত যেন কি হয়েছে ঐ সন্নিসিকে পেয়ে! পর্শু দুপুর রাতে দেখি,—ও-পাড়ার মুখুজ্জেদের সেই বিধবা মেয়েটা গো,—সেই সরোজিনী। তিনি পঞ্চি ছুঁড়িকে নিয়ে সন্নিসির ওখানে গেল! হ্যাঁ গা মা, রাত দুপুরে গেরস্তর বৌ-ঝির কি কাজ সেখানে বল ত? ধম্মো করবার কি আর সময় নেই?"

ব্রহ্মচারিণী স্তম্ভিত, নির্বাক! একটা নিগূঢ় বেদনাবহ তীব্র বিস্ময়ে তাঁর আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল, বাক্‌শক্তি যেন ক্ষণেকের জন্য লোপ পাইল! হাঁপাইয়া উঠিয়া অবরুদ্ধ-প্রায় কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি নিজের চোখে দেখেছ গোবরেব-মা? সন্নিসির ওখানে গেল? দুপুর রাতে? ঠিক ত?"

উত্তেজিত হইয়া গোবরের-মা বলিল, "তোমার পা ছুঁয়ে বলছি মা—"

সন্ত্রস্ত হইয়া যোড়হাতে নমস্কাব করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আহা। না—না, তোমায় অবিশ্বাস করছি নে, কিন্তু কথাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে। এ যে কি ক'রে সম্ভব হবে তা' ত বুঝ্‌তে পারছি নে।"—তিনি বসিয়া পড়িলেন।

গোবরের-মা ফিস্ ফিস্ করিয়া আরও কি কতকগুলো কথা বলিল, ব্রহ্মচারিণী মুষ্টিবদ্ধ হাতের উপর চিবুকের ভর রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তা'র পর গভীর ব্যথাভরা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কি জানি বাছা, এ কি রকম মতিভ্রম! পরকুৎসা-চর্চায় আমাদের ভযানক হানি হয়, ও-সব কথা আব আমায় শুনিয়ো না।—নারায়ণ, নারায়ণ।—"

উনানে দুধ উথলাইয়া উঠিয়াছিল। রান্নাঘরে ঢুকিয়া তিনি দুধ জ্বাল দিতে বসিলেন।

এই নিরতিশয় তিক্ত অপ্রিয় আলোচনাগুলো ব্রহ্মচারিণী ক্ষোভ ও ঘৃণার সহিত এড়াইয়া যাইতেছেন দেখিয়া, গোবরের-মা একটু দমিয়া গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বাহির হইতে নিজ মনেই বলিতে লাগিল, "তোমরা সাধু সন্নিসি লোক মা, তোমাদেব জ্ঞানবুদ্ধি আছে, তোমরা শাস্তরের কথা সব বোঝ। মুরুক্ষু মানুষ, আমরা কি অত শত জানি? তবে তোমরাও সাধন-ভজন করছ, তোমাদের ব্যবস্থা সব এক রকম দেখি; আর ওই সন্নিসি-ঠাকুরের কাণ্ড-কারখানা—"

ভিতর হইতে ব্রহ্মচারিণী বাধা দিয়া বলিলেন, "পরচর্চা ব্যাপারটা ভারি অনিষ্টকর, আমাদের কাজের বড় ক্ষতি করে; ও-কথা ছেড়ে দাও—"

গতিক ভাল নয় দেখিয়া গোবরের-মা ক্ষুণ্নচিত্তে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তা'র পর আস্তে আস্তে উঠিয়া বলিল, "এখন চল্লু মা, তুমি তোমার কাজ করো।"

কিছুক্ষণ পরে বাহিরে খড়মের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী গামছায় বাঁধা ফল ইত্যাদি লইয়া বাড়ী ঢুকিলেন।

রান্নাঘরের জানালা হইতে সমস্ত উঠানটা বেশ দেখা যায়। ব্রহ্মচারিণী দুধ জ্বাল দিতে দিতে চাহিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মচারী শ্রান্তচরণে উঠান অতিক্রম করিয়া সোজা রোয়াকে উঠিলেন। তা'র পর বারান্দার আড়ালে অদৃশ্য হইলেন।

অন্যদিন বাজার হইতে ফিরিয়া ব্রহ্মচারী প্রথমেই কূয়াতলায় গিয়া স্নান করিতেন। কারণ স্পর্শদোষ বিচারটা তিনি অত্যন্ত মানিতেন এবং দৈবাৎ সেটা অমান্য করিলে, বাস্তবিকই সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ হইয়া পড়িতেন।

আজ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন, ব্রহ্মচারী কূয়াতলায় গেলেন না, তখন উঠিলেন। উনানের জ্বাল কমাইয়া মৃদু আঁচে দুধ ফুটিতে দিয়া, বাহিরে আসিলেন। বারান্দায় গিয়া দেখিলেন—ব্রহ্মচারীর দুয়ারের সামনে খড়ম পড়িয়া আছে, বাজারের পুঁটুলি নামাইয়া রাখা হইয়াছে, এবং ব্রহ্মচাবী ঘবের অনাবৃত মেঝের উপর হাতে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন।

ব্রহ্মচারিণী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "অমন করে শুয়ে কেন ?" আবার মাথা ঘুবছে না কি ?"

ব্রহ্মচারী নিরুত্তর।

এই মৌন-ব্রতের মূলে যে শুধু শ্রান্তিমাত্র নয়,—রাগও যথেষ্ট পরিমাণে আছে, ব্রহ্মচারিণী সেটা এবার বুঝিলেন। সকালের বচসাটুকুর কথা মনে পড়িল, নিঃশব্দে একটু হাসিলেন। দেয়ালে পেরেকে একটা পাখা আটকানো ছিল, সেটা লইয়া ব্রহ্মচারীর ঘরের কাছে আসিয়া বলিলেন, "আমি যাচ্ছি।"

ব্রহ্মচারী নিস্তব্ধ। ব্রহ্মচারিণী চৌকাঠের কাছে বসিয়া দূর হইতে তাঁর মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী চোখ বুজিয়াই বলিলেন, "দরকাব নেই।"

ব্রহ্মচারিণী তবুও বাতাস করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী পুনশ্চ বলিলেন, "সম্পর্কের দাবি এ সব অত্যাচারের দ্বারা ঝালিয়ে না তুল্লেই বাধিত হই।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "বচন-বিষের তীব্রতা একটু কম হলে আমিও বাধিত হই।"

ব্রহ্মচারী হাতে মুখ গুঁজিয়া বলিলেন, "অনর্থক সেবা-শুশ্রূষার উৎপাত আমার সহ্য হয় না, তবু সেই জেদ! আমারও ধৈর্য-শক্তির একটা সীমা আছে; অর্থাৎ অতি-সেবার পবিণামটা প্রাণান্তকর হতে আর বেশী দেরি হবে না।"

ক্ষুণ্ণ হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "রাগ কর ত উঠে যাচ্ছি। জপ-তপে মাথা অগ্নিকুণ্ড হয়ে রয়েছে, তা'র ওপর এই রোদে ঘুরে এসেছ, নিজেই মাথায় একটু বাতাস করো। পাখা রইল।"

পাখা রাখিয়া ব্রহ্মচারিণী উঠিলেন।

ব্রহ্মচারী এবার ফিরিয়া চাহিলেন। কি ভাবিয়া,—একটু হাসিয়া বলিলেন, "চল্লে না কি? আচ্ছা বেশ, সন্তুষ্ট হলুম। শোনো, একটা কথা আছে,—তোমার চাকর-বাকর রাখ্‌বার দরকার আছে?"

"চাকর?"—ব্রহ্মচারিণী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "চাকর? কি হবে?"

ব্রহ্মচারী উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "শুধু চাকর নয়, তা'র সঙ্গে একটি ঝিও পাবে। সেটি হচ্ছে ভৃত্য-রত্নের অবিবাহিতা, বিধবা-স্ত্রী।"

আশ্চর্য হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "অবিবাহিতা বিধবা-স্ত্রী? তা'র মানে?"

"মানেটা তাদের কাছেই জেনে নিও।" ব্রহ্মচারী নত-মুখে হাসিলেন। ব্রহ্মচারিণী আর দাঁড়াইলেন না। গম্ভীর-মুখে ফিরিয়া চলিলেন।

ব্রহ্মচারী পুনশ্চ একটু হাসিয়া বলিলেন, "চল্লে যে, ঝি-চাকর রাখবে কি না বলে যাও।"

অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "রোদে পৃথিবী পুড়ে যাচ্ছে,—এ উৎকণ্ঠার সময় তামাসা ভাল লাগে না।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এটা তামাসা হোল? যথার্থ-ই লোকটা বিপদে পড়ে আশ্রয় খুঁজছে। তা'র অবিবাহিতা বিধবা-স্ত্রীটি আবার আসন্ন-প্রসবা, কাজেই আঁতুড় তোলবার মত একজন মজবুত মনিব চাই। শক্ত্যানন্দ-ঠাকুর তোমাকেই তা'র উপযুক্ত পাত্রী স্থির করেছেন। তোমায় জানাতে বল্লেন, আর তিনি নিজেও আজ বিকালে এসে সে সম্বন্ধে কথাবার্তা স্থির করবেন।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "কা'র সঙ্গে?"

ব্রহ্মচাবী বলিলেন, "তোমাব সঙ্গে।"

সহসা ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে ব্রহ্মচাবিণী বলিলেন, "আমি এখনও তাঁর বশীকবণ বিদ্যার প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়ি নি। আমার কাণ্ড-জ্ঞান লোপ পেতে এখনও দেবি আছে। দাদা-শ্বশুরের পবিত্র ভিটেয় প্রেত-তাণ্ডবের কারবার বসাবার সাহসও নেই, প্রবৃত্তিও নেই। শক্ত্যানন্দকে নিযে যা মাতুনী কর্‌তে হয়, বাইরে কোরো। ঘবের মধ্যে তা'র জের টেনে এনে আমার শান্তি নষ্ট কোরো না, তোমার কাছে যোড়হাত কবছি।"

তিনি সত্যই যোড়হাত করিলেন এবং প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মচাবী লজ্জিত-হাস্যে নিঃশব্দে হাতযোড় করিয়া সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান জানাইলেন। ব্রহ্মচারিণী ক্ষুব্ধ-বেদনার স্বরে বলিলেন, "তুমি কি হচ্ছ বল দেখি? তোমার প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তন দেখে দেখে আমার সত্যিই ভয কর্‌ছে। যে তুমি ব্যভিচারমত্ত নরনারীর ছায়া স্পর্শ করতে আতঙ্কবোধ কর্‌তে, সেই তুমি? .... না ব্রহ্মচারি, আত্মস্থ হও, বাক্যেব অসংযম, চিত্তের অসংযম,—এগুলো শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরকে শোভা পেতে পারে, তোমার আমার শোভা পায় না। যাও, স্নান করে কাজে বসো গিয়ে।"

ব্রহ্মচারী উঠিয়া বসিলেন। পাখাখানা তুলিযা নিজের মাথায় বাতাস করিতে করিতে নতমুখে প্রচ্ছন্ন-ব্যঙ্গভরে বলিলেন, "আস্ত পশুদের পাশবিক কীর্তিগুলোই ত শুধু ব্যভিচার নয়। শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার-মাত্রকে সাধুরা ব্যভিচার বলে মনে করেন। যে ব্রত গ্রহণ কবা হয়েছে, তা'র পর—এ রকম ভাবে এক বাড়ীতে বাস করা,—এটাও শাস্ত্র-সম্মত ব্যাপার হচ্ছে কি না, আর আমার মাথায বাতাস করবার অনধিকার-চর্চাটুকুও ঠিক নিরাপদ কি না, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শুধু গোঁড়ামি করে শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরের সাধন-

পদ্ধতির ওপর কটাক্ষ করলেই ত হবে না,—নিজের দোষ-ত্রুটিগুলোর দিকেও চোখ দেওয়া উচিত।"

ব্রহ্মচারিণী অবাক্ হইয়া একবার ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিলেন। মৃদু অনুযোগের স্বরে শুধু একটা "হুঁ!" বলিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

এই উক্তিটুকু ব্রহ্মচারী অবজ্ঞাসূচক বলিয়াই ধরিয়া লইলেন; উষ্ণ হইয়া সহসা উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "হুঁ—কর্‌লে যে? ওর মানে কি? নিজে অন্ধ-দাম্ভিকতায় দিশেহারা হয়ে রয়েছেন, উনি আবার শক্ত্যানন্দ-স্বামীর ত্রুটি ধরেন? লজ্জা করে না?"

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারীর উত্তেজিত মস্তিষ্ক অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ঘরের বাহিরে আসিয়া উগ্রতব-কণ্ঠে বলিলেন, "শক্ত্যানন্দকে চিন্‌তে তোমার এখনো ঢের দেরি আছে। নিজেব মনটা একটু ভদ্র, পবিত্র করো, তা'র পর কথা বল!"

রান্নাঘরের দিকে চোখ পড়িতেই তিনি থামিলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মচারিণী সেখানে স্তব্ধ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, বোধ হয় কাণ পাতিয়া ব্রহ্মচারীর কথাগুলিই শুনিতেছেন। ব্রহ্মচারী থামিতেই তিনি বিনাবাক্যে রান্নাঘরের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

কি যেন ভাবিয়া ব্রহ্মচারী সহসা একটু থতমত খাইলেন। মূঢ়ের মত ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া নিজের অকারণ উগ্রতাব কথাটা একটু বিস্ময়ের সহিত ভাবিলেন। একটু লজ্জিত হইলেন। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দ্বিতীয় দফা আহ্নিক-পূজাব সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মন অধীর হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বাজারের পুঁটুলি ও গামছা লইয়া কুয়াতলায় গিয়া ঢুকিলেন। স্নান করিয়া ফল-মূলগুলোয় জল ঢালিয়া বাহিরে আসিলেন। রান্নাঘরেব দুয়াবের সামনে পুঁটুলিটা নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে গিয়া পূজার ঘরে ঢুকিলেন।

প্রায় ঘণ্টা দেড পরে তিনি পূজার ঘর হইতে বাহির হইলেন। ব্রহ্মচারিণী তখন রান্নাঘবের কতক কাজ সারিয়া, ফল-মূলগুলো লইয়া সবে-মাত্র বাহিরে আসিতেছেন। সামনি-সামনি হইতে দু'জনেই চকিত-কটাক্ষে পরস্পরের পানে চাহিলেন; কেহ কথা কহিলেন না। মাথা হেঁট করিয়া ব্রহ্মচারী দ্রুতপদে নিজের শোবার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। ঘরের মেঝেয় একখানা কম্বল বিছাইয়া আড় হইয়া শুইয়া পা গুটাইয়া চোখ বুজিয়া মালা জপিতে লাগিলেন।

ফলের চুপড়ি, বঁটি প্রভৃতি লইয়া ব্রহ্মচারিণী আসিয়া খোলা দুয়ারের সামনে বারান্দায় বসিলেন। ফলমূল বনাইয়া পাথরের রেকাবি সাজাইলেন। দুধ ও কিছু মিষ্ট দিয়া রেকাবি এবং জলের ঘটি ব্রহ্মচারীর সামনে রাখিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "এই রইল।"

ব্রহ্মচারী চোখ মেলিলেন। মালা জপিতে জপিতেই সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। উঁকি দিয়া বাহিরের ফলের চুপড়ির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন—'ও-গুলো ?—'

অর্থাৎ ব্রহ্মচারিণীর আহারের ব্যবস্থা গোছান হইল কই ?

ব্রহ্মচারিণী নতমুখে বলিলেন, "হচ্ছে একটু পরে। তুমি আগে নাও—"

মাথা নাড়িয়া ব্রহ্মচারী আবার শুইযা পড়িলেন। অর্থ—ও-গুলো আগে গোছান হউক, তবে তিনি জল গ্রহণ করিবেন।

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "রান্নাঘরে আমার কাজ ''ড়ে রয়েছে, সেগুলো আগে সেরে আসি, তবে·· ।"

ব্রহ্মচাবীর জপ সমাপ্ত হইয়াছিল, নতশিবে চোখ বুজিয়া যথারীতি জপ নিবেদনান্তে মালা কম্বলে রাখিলেন। দেযালেব দিকে মুখ ফিবাইয়া পা ছড়াইয়া শুইযা গম্ভীরভাবে বলিলেন "বেশ, এ-গুলোও এখন তুলে রাখ।"

বিপন্ন হইযা ব্রহ্মচারিণী একটু ইতস্ততঃ করিলেন। তা'র পর বিনীত অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, "রান্নাঘরে আমার জ্বলন্ত উনুন কামাই যাচ্ছে যে। শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরেব জন্যে খাবার তৈরী করতে হবে, এর পর তৈরী করতে গেলে অনেক দেবি হয়ে যাবে। পিত্তি পড়িও না,—"

ব্রহ্মচারী কণ্ঠস্ববে যথাসাধ্য সংযম বক্ষা করিয়া বলিলেন, "আমায় উত্ত্যক্ত কোব না। না খেয়ে যদি একজনের চলে যায়, তবে আমারও চলে যাবে, উপবাস করার অভ্যাস আমারও আছে।"

ব্রহ্মচারিণী ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ থাকিয়া ক্ষুব্ধ-স্ববে বলিলেন, "ভাল, তাই হোক।"

উঠিয়া গিয়া তিনি আর একটা পাত্র আনিয়া ফলমূল বনাইয়া জলখাবার সাজাইতে বসিলেন।

ব্রহ্মচারীও তৎক্ষণাৎ উঠিলেন। বেকাবি টানিয়া লইয়া যথাবীতি আচমন নিবেদন করিয়া নিঃশব্দে খাইতে লাগিলেন।

খাওয়া শেষ হইলে তিনি আঁচাইবার জন্য বাহিরে আসিতে আসিতে একটা ক্লেশ-সূচক "উঃ" শব্দ করিয়াই সহসা দুয়ারের কাছে দাঁড়াইলেন। ম্লান-হাস্যে বলিলেন, "তোমার শত্রুস্থানে কে আছে বল ত ?"

ব্রহ্মচারিণী অন্যমনস্ক দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, "কিছু বল্‌ছ ?"

"হ্যাঁ, জিজ্ঞেসা কর্‌ছি তোমার শত্রুস্থানে কোন্ ধ্বংসকারক হিংস্র গ্রহ আছেন ? শনি ? মঙ্গল ? রাহু ? কেতু ? কোন্‌টি ?"

ব্রহ্মচারিণী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তা' তো জানি নে। কেন ?"

ব্রহ্মচারী স্মিতমুখে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে শত্রুতা করার ফলে যে হাতে হাতে শাস্তি পেতে হয়, তার নির্ভুল প্রমাণ প্রায়ই পাচ্ছি কি না, তাই জিজ্ঞেসা করছি। সকালে তোমাকে দন্ত-নিষ্পেষণ করে বাজারে বেরুলাম, রাস্তায় ছোট-ঠাকুদ্দার কাছে সন্ন্যাসের অপরাধে এক চোট গালাগালি খেলাম। তা'র পর বাজারে গিয়ে শক্ত্যানন্দ ঠাকুরের কাছে আর এক চোট বকুনি !— দু' চোটের ওপর দিয়ে সে ফাঁড়া কাট্‌ল, বাড়ী ফিরে, স্বভাব দোষে আবার বৈরিতা ! ব্যস্ পূজার ঘরে ঢুক্‌তে গিয়েই এক হোঁচট্ ! পায়ের নোখের ডগ ছিঁড়ে রক্তারক্তি, ত্যাখো।"

ব্রহ্মচারীর পায়ের দিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারিণী ক্ষুব্ধ-স্বরে বলিলেন, "এঃ ! রক্তে রক্তাকার হয়েছে যে !"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হবে না। যা' শাপ-শাপান্ত করছ দিনরাত !—"

ব্রহ্মচারিণী ব্যথিত অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, "রাতদিন ও-রকম যা' তা' কথা বলো না। এক এক সময় সত্যিই মনে কষ্ট হয়।"

ব্রহ্মচারী রোয়াকের প্রান্তে গিয়া হেঁট হইয়া আঁচাইতে লাগিলেন। নিম্নস্বরে বলিলেন, "মন বলে একটা পদার্থ আছে তা' হলে,—এখনো ?"

"যাবে কোথা ?"

মুখ ফিরাইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আত্মিক স্তরের উচ্চতম মগডালে ? পৃথিবীর সকল দুঃখ-কষ্টের নাগালের বাইরে ?"

ব্রহ্মচারিণী মৃদু হাসিলেন। ফলের পাত্রটা নিজের ঘরে রাখিয়া খোসাগুলো দু'হাতে অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া গরুর ডাবায় দিতে চলিলেন।

তিনি রোয়াকে আসিতেই ব্রহ্মচারী যোড়হাতে সামনে দাঁড়াইলেন, সবিনয়ে স্মিতমুখে বলিলেন, "এবার কিন্তু সত্যিই ক্ষমা চাইছি। জড়-জীবনের ক্ষতি ত পায়ের রক্তারক্তিতেই প্রকাশ,—ওর জন্যে নয়। কিন্তু অনর্থক কটূক্তি

করে মানুষের মনে কষ্ট দিলে সাধন-জীবনেরও যে হানি হয়, তা টের পেয়েছি। অজ্ঞানপাপীকে ক্ষমা কর।"

এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের জন্য ব্রহ্মচারিণী কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না। থতমত খাইয়া দাঁড়াইলেন। আরক্ত-মুখে বলিলেন, "আঃ পথ ছাড়—"

ব্রহ্মচারী আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রহিল,—সহসা উঠানের মাঝখান হইতে হাস্যোৎসাহিত কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "কি সৌভাগ্য—কৈলাস-দর্শন! শিব-শক্তি—এক ঠাঁই! জয় হোক!"

দশ

দু'জনেই চমকাইয়া উঠিলেন! ব্রহ্মচারিণীর আরক্ত মুখ অধিকতর আরক্ত হইয়া উঠিল। আগন্তুকের প্রতি না চাহিয়াই অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। অঞ্জলিবদ্ধ হাত দু'খানা মাথার উপর তুলিয়া কৌশলে মাথার কাপড়টা কপাল পর্যন্ত ঘোমটা নামাইয়া হেঁট মুখে গরুর ডাবায় খোসাগুলো ফেলিতে চলিলেন।

অপ্রস্তুত ব্রহ্মচারী আত্মসংবরণ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, উঠানের মাঝে এক প্রৌঢ় সাধু দাঁড়াইয়া ছাতা মুড়িতেছেন। সাধুব পরিধানে সাধারণ শক্তি-উপাসকদের রক্তাম্বব ; গায়ের ঢিলা আলখাল্লা ও মাথার পাগড়ীও সেই রঙের। তাঁর আকৃতি হৃষ্টপুষ্ট, নধর-সুস্থূল। ক্ষৌর-মসৃণ মুখমণ্ডলের গঠনে কোথায় কি মনোহারিতা বা ত্রুটি আছে ঠিক ধরা যায় না ; কিন্তু একটা এমন অদ্ভুত প্রতাপশীলতার ভাব আছে, যা' সহসা দেখিলেই মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট, অভিভূত হইয়া পড়ে। সাধুর সুস্থূল দেহের অনুপাতে ভুঁড়িটি কিছু অসাধারণ এবং হাত-পাগুলি তা'ব তুলনায় কিছু ছোট। গায়ের রঙ মোটের মাথায় ফরসাই বলা চলে।

ব্রহ্মচাবী সলজ্জ-কুণ্ঠায় হাসিবার চেষ্টা করিযা বলিলেন, "স্বামিজি! আসুন—আসুন! নমস্কার!"

তা'র পর নিজেব মনেই একটু বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "বাইরের দুয়ারটা খোলাই ছিল বুঝি? আমিই বন্ধ করতে ভুলে এসেছি। আপনি এমন সময়?"

ব্রহ্মচারিণী দূরে গরুর ডাবায় খোসাগুলো ফেলিতেছিলেন,—বক্র-কটাক্ষে সেদিকে চাহিয়া স্বামিজী অতি দুর্বোধ্য রহস্যময় মিষ্ট-মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "অসময়ই বটে, এমন কি রীতিমত দুঃসময়ও বলা চলে, কি বল ভায়া ?"

ভায়া লজ্জিত হইয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তা'র আগেই ব্রহ্মচারিণী আসিয়া দূর হইতে স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া নতমুখে মৃদুস্বরে বলিলেন—"পা ধোবার জল নিয়ে আসি,—রোয়াকে আসুন।"

তিনি কুয়াতলায় গেলেন।

স্বামিজী রোয়াকে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পায়ের ক্যাম্বিশের জুতা খুলিতে খুলিতে ব্রহ্মচারী নিকটস্থ হইয়া প্রণাম সারিয়া পায়ের ধূলা লইলেন। বলিলেন, "আপনি বিকালে আসবেন মনে করে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। এত রোদে এলেন কি করে ? কষ্ট হয় নি ?"

স্বামিজী মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন, "হ'লেও সেজন্যে নালিশ করি নে। সাধুসঙ্গের প্রলোভন কি সহজ কথা ? যাক্, ভাগ্যে এসেছিলাম, আর তার চেয়েও সৌভাগ্য যে সাড়া না দিয়ে ব্রহ্মচাবীর আশ্রমে ঢুকেছিলাম। নিরেট সাধুত্বেব আস্ফালন ত ঢের শুনেছি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে—"

জলের ঘটি লইয়া ব্রহ্মচারিণী আসিতেছেন দেখিয়া, ব্রহ্মচারী চোখ টিপিয়া স্বামিজীকে নিরস্ত হইবাব ইঙ্গিত করিলেন। স্বামিজী বুঝিলেন, যে কারণেই হউক এ সব পরিহাস স্ত্রীর কানে যাওয়া ব্রহ্মচারীর ইচ্ছাবিরুদ্ধ; অগত্যা থামিলেন, ব্রহ্মচারিণীর উদ্দেশে উৎসুক দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া স্নিগ্ধহাস্যে মিষ্টস্বরে বলিলেন, "মা আনন্দময়ী কেমন আছেন ? ভাল ত ?"

ব্রহ্মচারিণী আনত মুখে মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, "ভাল।" জলের ঘটিটা ব্রহ্মচারীর হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া কম্বল ও পাখা আনিতে চলিয়া গেলেন।

পুনশ্চ মুচ্‌কি হাসিয়া স্বামিজী নিম্নস্বরে ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে কি একটা পরিহাস করিতেই ব্রহ্মচারী কপট-কোপে ধমক দিয়া বলিলেন, "আসুন আসুন, পা ধুইয়ে সরে পড়ি। তপ্ত শানে পা পুড়ে যাচ্ছে!"

স্বামিজী বলিলেন, "এতক্ষণ এই তপ্ত শানটাই আশা করি মলয় পর্বতের মত মনোরম স্নিগ্ধ-মধুর ছিল, কি বল প্রসাদ ?—"

পা ধুয়াইতে ধুয়াইতে ব্রহ্মচারী পুনশ্চ তর্জন করিয়া বলিলেন, "প্রসাদ ফ্রসাদ

এখানে কেউ নেই মশাই, এ অধমকে ব্রহ্মচারী বলে ডাকবেন, নইলে সাড়া দেব না।"

"ও জুলুম যার কাছে খাটে, খাটাও গে। আমি তোমায় ব্রহ্মচারী বল্‌ছি নে।"—বলিয়া স্বামিজী কাঁধের গামছাখানি নামাইয়া ব্রহ্মচারীর হাতে দিলেন। সিক্ত-পায়ের জল মুছাইয়া গামছাখানি নিজের কপালে ঠেকাইয়া ব্রহ্মচারী ফেরৎ দিলেন। তা'র পর ত্ব'জনে বারান্দার ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কম্বল লইয়া ব্রহ্মচারীর ঘরের দিকে ব্রহ্মচারিণী যাইতেছিলেন; উদ্দেশ্য, সেইখানে আগন্তুককে বসিতে দেওয়া। কিন্তু সর্বদর্শী আগন্তুক নিজেই তা'র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "ঘরে কেন মা, এইখানেই কম্বল পাতুন। আপনার শুদ্ধ বসার স্থবিধা হবে।"

ইহা অনুরোধ নয়, আদেশ। কিন্তু যাঁর স্থবিধার জন্য এ ব্যবস্থা নির্দেশ করা হইল, তিনি ইহাতে অস্থবিধাই বোধ করিলেন বেশী। কারণ বাড়ীর মধ্যে এই স্থানটি এতই প্রকাশ্য যে,—গৃহস্থালির কাজের জন্য, এঘর ওঘর করিতে তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ এই আগন্তুকের চোখে পড়িবার কথা, সে ব্যাপারটা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। একটু ইতস্ততঃ করিলেন। কিন্তু কোন কিছু না ভাবিয়া ব্রহ্মচারীও যখন স্বামিজীর কথায় সায় দিয়া সেইখানে কম্বল পাতিতে আদেশ দিলেন, তখন অগত্যা বিনাবাক্যে কম্বল পাতিয়া দিলেন এবং পাখাখানা লইয়া অতিথি সৎকারের জন্য কম্বলের হাতখানেক তফাতে দাঁড়াইলেন।

কথাবার্তার ফাঁকে ব্রহ্মচারীর কুণ্ঠিত অস্বচ্ছন্দ ভাবটা কাটিয়া গেল, স্বামিজীও বেশ একটু তরল-উৎসাহ-প্রদীপ্ত চপল-পরিহাসপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মচারিণী নতমুখে নির্বাক রহিলেন।

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে কম্বলে বসিলেন। ব্রহ্মচারিণীর দিকে হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষক্ষেপ করিয়া স্বামিজী বিনা প্রশ্নেই হঠাৎ বলিলেন, "প্রসাদ আমায় নিমন্ত্রণ করে এসেছেন মা, কি প্রসাদ দেবেন দেন। কিহে ব্রহ্মদৈত্য, কথাটা মাকে জানিয়েছ ত?—"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ব্রহ্মদৈত্যের নিমন্ত্রণ,—ফল তা'র ঘাড় মট্‌কানো। পরিবেশনের ভার ত আমারই হাতে মশাই,—এ আর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে অপরকে জানাব কি?"

স্বামিজী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি আমার ঘাড় মটকাবে? তোমার মত বাইশ হাজার বৈদিক আর বৈদান্তিককে চরিয়ে এসেছি হে, তুমি ত অপোগণ্ড শিশু! আজ ত পূর্ণিমা, জলটল খাওয়া হয়েছে?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমার হয়েছে, ওঁর এখনো হয়নি।"

তা'র পর ব্রহ্মচারিণীর উদ্দেশে বলিলেন, "পাখাখানা আমায় দাও, আমি বাতাস করছি। তুমি যাও, আর বেলা কোরো না।"

মৃদু-আপত্তির স্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "হোক না, কি আর এমন বেলা হয়েছে?"

মুহূর্তে উষ্ণ হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "না। দাও আমাকে পাখা। সাধু-সেবার পুণ্যের লোভ আমারও আছে। ওর ভাগ আমি কাউকে দিতে রাজী নই।" তিনি পাখার জন্য হাত বাড়াইলেন।

পাখা কম্বলে ফেলিয়া দিয়া স্মিতমুখে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "নাও।"

তা'র পর, বোধ হয় শিষ্টাচারের অনুবোধেই দু'হাতের আঙুলগুলো পরস্পব সংলগ্ন করিয়া সবিনয়ে স্বামিজীর উদ্দেশে বলিলেন, "আপনারা বসুন বাবা, গেরস্তালির কাজ বাকী আছে, সেগুলো আগে সেরে নিই।"

স্বামিজীর উৎসাহ-দীপ্ত মুখ সহসা ম্লান হইয়া গেল এবং সে ভাবটা গোপন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "গেরস্তালিব কাজ? অ,—আচ্ছা—আচ্ছা, যান আপনি।"

ব্রহ্মচারিণী রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইতেই ব্রহ্মচারী মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আবার ওদিকে কেন? স্বামিজীব জন্যে তাড়াতাডি নেই, উনি খেয়ে দেয়ে এসেছেন।"

"সেটা বুঝ্‌তে পেরেছি।"

"তবে, যাচ্ছ কোথা?"

"উনুন কামাই যাচ্ছে, কাঠ বাড়ন্ত। নিজের কাজগুলো সেরে নিয়ে নিশ্চিত হই আগে।"

সহসা চটিয়া উঠিয়া ব্রহ্মচারী উগ্রভাবে বলিলেন, "ছাখো, রাখো তোমার জিদ্! যাও আগে—"

তিনি ব্রহ্মচারিণীব ঘবেব দিকে আঙুল দেখাইলেন। ব্রহ্মচারিণী চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারী পুনশ্চ রুষ্ট-স্বরে বলিলেন, "কোন কথা নয়। পিত্তি পড়িয়ে পড়িয়ে শূল ব্যথা যোগাড় করবে, আর আমার সাধন-

ভজন সব রোগীর সেবা করতে গিয়ে মাথায় উঠ্‌বে,—ও-সব হবে না। শক্রতা ত ঢের রকমে করা হয়েছে—আর কেন?"

একজন বাহিরের লোকের সামনে এই অপ্রিয় তিক্ত-আলোচনা,—এই রুষ্ট-তর্জনের অশোভনতা, ইহা সঙ্গত হইল কি অসঙ্গত হইল, সেদিকে ব্রহ্মচারীর ভ্রূক্ষেপ মাত্র ছিল না; কিন্তু বাহিরের লোকটি যে বিশেষ মনোযোগের সহিতেই উভয়ের ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেটা লোকটির দিকে না চাহিয়াও ব্রহ্মচারিণী সমস্ত প্রাণ দিয়া তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বিনাবাক্যে ফিরিয়া গিয়া নিজের শোবার ঘরে ঢুকিলেন এবং দুয়ার ভেজাইয়া দিলেন।

বাহিরে দু'জনেই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ। স্বামিজী এবার একটা কিছু বলার আবশ্যকতা বোধ করিলেন, কিন্তু সে বলাটা—এই উষ্ণ-মস্তিষ্ক যুবকের উদ্দেশে প্রয়োগ করা নিরাপদ নয়, সেটাও বুঝিলেন। অতএব যে দিকটায় লেশমাত্র বিপদের সম্ভাবনা নাই এবং যে সর্বজনপ্রিয় হৃদয়গ্রাহী উপদেশটির দ্বারা নির্বিঘ্নে এই যুবকটিরও মনোরঞ্জন করা চলিতে পারে, সেই উপদেশটি নির্বিবাদে বর্ষণ করিলেন। ব্রহ্মচারিণীর রুদ্ধ দুয়ারের দিকে চাহিয়া বেশ বিজ্ঞভাবে সান্ত্বনা-শীতল কণ্ঠে বলিলেন, "স্বামীর আদেশ সকলের আগে পালন করা উচিত মা। স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে কোন কাজ করা ত স্ত্রীর পক্ষে ধর্ম সঙ্গত নয়।"

কথাটা বলিয়া সমর্থনের আশায় তিনি ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু ধর্মতত্ত্বের এই সূক্ষ্ম রহস্য উদ্ঘাটনে ব্রহ্মচারী বিশেষ বিগলিত হইয়াছেন, এমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি নতমুখে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "এঁকে সঙ্গে এনে আমার যে কি দুর্ভোগ হয়েছে তা' বল্‌তে পারি নে। সকল তাতেই নিজের জেদের ওপর চল্‌তে চান,—আমারও রাগ হলে জ্ঞান থাকে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দুর্ব্যবহার করে, ওঁকেও জ্বালাই, নিজেও জ্বালাতন হই। এ-সব ব্যাপারে মন এমন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে যে, সাধন-ভজনের ভয়ানক হানি হয়, কাজেই মেজাজ আরও অশান্ত উদ্ধত হয়ে ওঠে!"

স্বামিজী অর্ধ-মুদ্রিত চোখে মৃদু মৃদু মাথা নাড়িয়া জানাইলেন,—এই অবস্থা-দ্বন্দ্বটা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন এবং আরও কয়মুহূর্ত তন্ময় নির্ঝুম থাকিয়া, চোখ খুলিয়া চাহিলেন। গভীর রহস্যময় স্নিগ্ধমধুর-হাসি হাসিয়া,

নিজের পা দু'খানি ব্রহ্মচারীর কোলের উপর তুলিয়া দিলেন; বলিলেন, "একটু পদসেবা কর তা' হলেই রাগ-তাপ চলে যাবে, মনঃস্থির হবে।"

বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ কবিতে পারিলে মনের বিক্ষিপ্ততা যে হ্রাস হইয়া যায়, সাধন-জীবনের প্রথম ধাপে পা দিয়াই এ শিক্ষাটুকু ব্রহ্মচারীকে শিখিতে হইয়াছিল। স্বামিজী যে তাঁকে শান্ত হইবাব পথে কৌশলে ঠেলিয়া পাঠাইতেছেন, এ উপকারটুকুব জন্য তিনি বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ ও প্রীত হইলেন। নমস্কার করিয়া সাগ্রহে স্বামিজীর পা দুইখানি টানিয়া লইয়া পদসেবা করিতে লাগিলেন।

স্বামিজী গুরুতত্ত্ববাদ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। প্রসঙ্গটা ব্রহ্মচারীর অত্যন্ত প্রিয়,—সুতরাং অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তিনি সেই আলোচনায় মাতিয়া উঠিলেন; ক্ষণকাল পূর্বের তিক্ত মনোভাবটুকু সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেলেন। উভয়ে সেই আলোচনায় পরস্পবের যুক্তিব অনুকূলে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন; স্বামিজীর সরস-সুমিষ্ট মনোরঞ্জক ভাষায় ব্রহ্মচারী যখন রীতিমত মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, তখন উৎসাহের আতিশয্যে স্বামিজী বলিয়া ফেলিলেন, "এ কথা ঠিক, যে, গুরু যেমনই হোন্, নির্বিচারে অন্ধ-ভক্তিতে তাঁর আদেশ পালন করতে পারলেই শিষ্যের পরিত্রাণের পথ মুক্ত হয়ে যায়।"

ব্রহ্মচারী এবার চমকিত হইলেন। সবিস্ময়ে বলিলেন, "গুরু যেমনই হোন্, তবু তাঁকে নির্বিচারে অন্ধ-ভক্তি কর্‌তে হবে? সদ্‌গুরু কি অসদ্‌গুরু তিনি, তা পর্যন্ত বিচার কর্‌তে পা'ব না?"

স্বামিজী বলিলেন, "সে বিচার কি সহজ?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কিন্তু সহজ নয় বলে' সে চেষ্টা এড়িয়ে চোখ বুজে চলাই কি নিরাপদ? এই রকম অন্ধ-ভক্তিতে চোখ বুজে চল্‌তে গিয়ে সরল-বিশ্বাসী ধর্মার্থীরা অসদ্‌গুরুর পাল্লায় পড়লে, কি সর্বনাশই না হয় তাদের ব[illegible]দেখি?"

স্বামিজীর মুখখানি মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন; গামছাটা টানিয়া ঘন ঘন কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। কাষ্ঠ-হাসি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বার বার শুষ্ককণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "তা' বটে, তা' বটে তা' ঠিক।—"

ব্রহ্মচারী তাঁর এই অবস্থা-বৈলক্ষণ্যে দৃক্‌পাত করিলেন না। তিনি ঝোঁকের ভরে নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন, "আমি নিজেও ধর্মলাভের উৎসাহে কম পাগলামো করি নি মশাই। আর নির্বিচারে অন্ধ-ভক্তির প্র্যাক্‌টিস্‌টাও এক সময় খুব চালিয়েছিলুম। ফলে গুরুপদ গ্রহণের জন্য কৃপাশীল সাধুও জুটেছিলেন

বিস্ময় ;—আর তাঁদের নির্দেশমত চলেও ছিলাম প্রথমটা দু'টি চক্ষু বুজে। তা'র ফলে সর্বনাশের পথটি প্রশস্ত হয়-হয়, এমনি অবস্থা যখন দাঁড়িয়েছে, তখন—" আরব্ধ কথাটা আর শেষ হইল না ! বিস্মৃতির যবনিকা ছিন্ন করিয়া অতীতের কোন একটা সুগভীর আনন্দবহ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যলাভের স্মৃতি—সহসা ব্রহ্মচারীর চিত্ত-পটে ঝল্মল্ করিয়া উঠিল। হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। একটা অজ্ঞাত আবেগের আতিশয্যে তিনি ক্ষণেকের জন্য শিহরিয়া উঠিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে "শিব, শিব,—" বলিয়া মাথা হেঁট করিলেন।

স্বামিজী বিচলিত হইলেন। উস্খুস্ করিয়া একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। কিছু বলিতে পারিলেন না।

আত্মদমন করিয়া একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ম্লান-হাস্যে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "অপরাধ নেবেন না ; সদ্গুরু, অসদ্গুরুর পার্থক্য, নির্বিচারে অন্ধ-ভক্তি উচিত কি না,—এ সব নিয়ে কারুর সঙ্গে তর্ক-দ্বন্দ্ব করতে আমার ভাল লাগে না। আমি শুধু এইটুকু বুঝি যে, মানুষের জন্যে—তা' তিনি সংসারীই হোন, আর অসংসারীই হোন,—পবিত্র জীবনটা একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

স্বামিজী কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্যতা অনুভব করিতেছিলেন ; সে ভাবটা গোপন করিবার জন্য তাঁর উৎকণ্ঠারও সীমা ছিল না। নিষ্কপট সরল ধর্মোৎসাহী যুবকটি নিজের ভাবোচ্ছ্বাসে বিভোর হইয়াই নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যাইতেছিলেন, শ্রোতার অবস্থার দিকে তাঁর লেশমাত্র লক্ষ্য ছিল না। থাকিলে হয় ত তিনি নিজেই সংযত হইতেন। কিন্তু তা'র যখন কোন লক্ষণ দেখা গেল না এবং পুনশ্চ তিনি যখন নবোদ্যমে আবার পবিত্র-জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কি বলিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন স্বামিজীর ধৈর্য রহিল না। সশব্দে গলা সাফ করিয়া, একবার ডাহিনে একবার বামে হেলিয়া কি যেন একটা জিনিস হাতড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া, নিরুৎসাহ কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য উৎসাহব্যঞ্জক করিয়া বলিলেন, "তুমি যা' বল্ছ, তা' সব ঠিক। তা'—এখন একটু ধোঁয়া-যাত্রার ব্যবস্থা কর দেখি।—"

ব্রহ্মচারী স্বপ্নোত্থিতের মত চমকিয়া উঠিলেন, মুহূর্তকাল স্তব্ধ বিমূঢ় থাকিয়া লজ্জিত-হাস্যে বলিলেন, "যাঃ ভুলে গেছি। বাজার থেকে আপনার বিড়ি কিনে আন্ব কাল থেকে ঠিক করে রেখেছি, আজ আন্তে ভুলে গেছি। এখন উপায় ?—"

ঠিক সেই সময় ব্রহ্মচারিণী উচ্ছিষ্ট বাসন হাতে বাহিরে আসিলেন। তাঁর

কাঁধে একখানা কোঁচানো লালপাড় গরদের শাড়ী ও গামছা। সম্ভবতঃ তিনি কাপড় কাচিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কুয়াতলায় যাইতেছেন।

ব্রহ্মচারী সেদিকে লক্ষ্য করিলেন না ; স্বামিজী তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া পরম সৌজন্যের সহিত বলিলেন, "প্রসাদ পাওয়া হোল মা ?"

নম্র-স্মিতমুখে মাথা নাড়িয়া ব্রহ্মচারিণী নিঃশব্দে স্বীকার লক্ষণ জানাইলেন। রোয়াকের উপর দিয়া ঘুরিয়া গিয়া ব্রহ্মচারীর শোবার ঘরে ঢুকিলেন। সেখানে উচ্ছিষ্ট পাত্র পড়িয়াছিল, সেগুলো লইয়া কুয়াতলায় গেলেন।

স্বামিজীকে ধূমপান করাইবার চিন্তায় ব্রহ্মচারী তখন ব্যস্ত। অধীর হইয়া বলিলেন, "কি কবা যায় স্বামিজি ? কাছাকাছির মধ্যে কেউ তামাকখোর আছে কি ? চেয়ে আন্‌ব ?"

স্বামিজীর কৌতূহল-উৎসুক দৃষ্টি ব্রহ্মচারিণীর গমন-পথে নিবদ্ধ ছিল। তিনি অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "না—থাক্।"

ব্রহ্মচারিণী কুয়াতলায় অদৃশ্য হইলে তিনি সেই দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "বিয়ে করার ঝক্‌মারি, ওঁকে সঙ্গে রাখার ঝক্‌মারি নিয়ে বচন ত খুব ঝাড়ো ; কিন্তু উনি সঙ্গে না থাক্‌লে সেবা-যত্নের আরামটুকু পেতে কোথা ?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "সেবা-যত্নের আরাম যারা ভালবাসে, তারা ভোগ করুক মশাই, আমার ও-সব অত্যাচার ভাল লাগে না।"

স্বামিজী বলিলেন, "আহা-হা, দেহযাত্রা নির্বাহের বন্দোবস্তগুলোও ত চাই। একা এই সমস্ত কাজগুলো করতে হলে কত অসুবিধে হোত বল দেখি ?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হোত দিনকতক, তা'র পর অভ্যাস হ'য়ে গেলে, আর নয়। সুখ-সুবিধার দিকে চোখ রেখে চলতে গেলেই 'এক কৌপীনকা ওয়াস্তে' বিপন্নের দলে পড়তে হয় মশাই। আশীর্বাদ করুন, সে বিপত্তি যেন না ঘটে। বরং অকপট নাস্তিক হই, সেও ভাল ; কিন্তু কপট আস্তিকতার ভূত যেন কাঁধে না চাপে, এই প্রার্থনা।"

স্বামিজী মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন, "ভূত ত কাঁধে চেপেই রয়েছে হে, আবার নতুন করে চাপ্‌বে কি ? কালিদাস বলেছেন—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আঃ, এ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সে ভদ্রলোককে নিয়ে টানাটানি কেন ? শঙ্কর, চৈতন্য, যিশুকে আমদানি করুন, তাঁদের আমি বড় ভালবাসি।"

স্বামিজী বলিলেন, "আর ভণ্ডামো কর কেন? যোড়হাত করে ক্ষমা চাওয়াটা স্বচক্ষেই দেখেছি। এ রকম হাতে পায়ে ধরাধরি—"

বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আঃ, কি করেন মশাই, শুন্‌তে পাবেন যে—" তিনি কুয়াতলার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "অশ্লীল রসালাপ না করলে যদি একান্তই রসনার তৃপ্তি না হয়, সেগুলো বাইরে করবেন। এখানে আর একজন সাধন-নিষ্ঠ মানুষ বাস করেন, তাঁকে উত্ত্যক্ত করা—"ব্রহ্মচারী মাথা নাড়িলেন।"

স্বামিজী স্মিতমুখে বলিলেন, "সেই ত চাইছি। শুধু তোমায় উত্ত্যক্ত করায় লাভ নেই, আর একজনও উত্ত্যক্ত হোন,—তবেই ত মজা!—শুনুন না উনি, তোমার সামনেই ওঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌ব আমি।—"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "আপনার দুঃসাহস ত কম নয়! কিন্তু না মশাই, ও-সব দুষ্ট-বুদ্ধি ছেড়ে দিন। দিগ্বন্ধনের মন্ত্রটা জানেন ত? কেন পরের সাধনে বিঘ্ন ঘটিয়ে শিবাজ্ঞায় নাশ প্রাপ্ত হবেন। তা' ছাড়া, অশ্লীলতা—তা' সে যতই চুণকাম করে চালান, তা'র ভিতরেব কদর্যতা আমাকেই পীড়া দেয়, তা' অপরকে!—ও-সব বাড়াবাড়ি কর্‌বেন না।"

স্বামিজী দমিয়া গেলেন, কিন্তু হাল ছাড়িলেন না। যথাসাধ্য বিদ্রূপের হাসি টানিয়া প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "শুচিবায়ুগ্রস্ততার বাতিক তা' হ'লে গিন্নীকেও ধরিয়াছে? নাঃ, তোমাদের বাপু সবই অস্বাভাবিক।—নিতান্ত অস্বাভাবিক!"

ব্রহ্মচারীর মুখ অপ্রসন্ন গম্ভীর হইয়া উঠিল। একটু থামিয়া তিনি বলিলেন "অশ্লীল ইতর রসালাপে ভক্তি-বিমোহিত হবার সামর্থ্য নেই, তা'তে শুচিবায়ুগ্রস্তই বলুন, আর অস্বাভাবিকই বলুন, আর যা' খুসী কটু সমালোচনা করুন, প্রতিবাদ কর্‌ব না। আপনি উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ,—সাধন-ভজনেও শক্তিশালী সাধক,—সেজন্যে যথার্থ-ই আপনাকে আমি ভালও বাসি, ভক্তিও করি,—আপনার সঙ্গ প্রার্থনীয় বলে মনে কবি। কিন্তু আপনার এই সব ধরণের কথাবার্তা শুন্‌লে এক এক সময় রাগ হয়। হয় ত আপনি আমায় পরীক্ষা করবার জন্যেই এই রকম করেন—"

নিগূঢ় আশঙ্কা ও উদ্বেগে স্বামিজীর কাষ্ঠ-হাসির প্রাণ-রস শুকাইয়া আসিয়াছিল,—ব্রহ্মচারীর শেষ কথায় তিনি যেন অকূল পাথারে কূল পাইলেন। তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া বসিয়া সদম্ভে বলিলেন, "হয় ত কি? সত্যই ত পরীক্ষা করবার জন্যেই তোমায় এ সব বলছি! দেখছি তোমার বুকের বল কতখানি?"

ব্রহ্মচারী অবাক্! ক্ষণকাল তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। নিবিড় শ্রদ্ধা ও অকপট বিশ্বাস স্থাপনের মত একটা আশ্রয় নির্ভর পাইয়া তিনি যেন গ্লানির পীড়ন হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন, উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাসিয়া স্বামিজীর পায়ে মাথা ঠেকাইয়া বলিলেন, "তা হ'লে আশীর্বাদ করুন, পরীক্ষকদের আশীর্বাদেই যেন এ-সব পরীক্ষায় জয়লাভ করতে পারি।"

স্বামিজী স্থির হইয়া মুহূর্তের জন্য যেন নিজের গোপন অন্তরে কি ভাবিয়া লইলেন। তাঁর দুর্বোধ্য রহস্যময় দৃষ্টিতে এক অসাধারণ হিংস্র-লোলুপ কুটিল ভাব ফুটিয়া উঠিল। ব্রহ্মচারী মাথা তুলিবার পূর্বেই তিনি দু'হাত বাড়াইয়া ব্রহ্মচারীকে সহসা বুকে টানিয়া লইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

মুহূর্তে একটা অননুভূতপূর্ব্ব তীক্ষ্ণ-উত্তেজনার বিদ্যুৎ ব্রহ্মচারীর আপাদ মস্তকে তীব্র শিহরণ হানিয়া গেল! মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিল, পরক্ষণেই নিদারুণ অবসন্নতার সহিত ব্রহ্মচারী অনুভব করিলেন, তাঁর অভ্যন্তরে কি একটা শোচনীয় আক্ষেপসূচক ক্লান্তিবিকলতার আলোড়ন চলিতেছে!

এগার

অভ্যস্ত সংস্কার-বশে ব্রহ্মচারী মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিলেন, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে আত্ম-সংযমেব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উদ্বেগের সহিত উপলব্ধি করিলেন, তাঁর দেহ, মন, ইচ্ছাশক্তি, সমস্তই কি যেন একটা অস্বাভাবিক শক্তিপ্রভাবে সহসা নিস্তেজ, অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে! নিজের এই আকস্মিক অবস্থা-বিপর্যয়ে তিনি বিস্মিত হইলেন, ভীত হইলেন। কারণ, যথার্থ সাধন-জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, সাধককে বিভিন্ন বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। সে সব বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্য, ভিতর ও বাহিরের শক্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং সাধন-জীবনের নির্দিষ্ট পবিত্র-আদর্শ অপরের কলুষিত ভাব-প্রবাহ হইতে রক্ষা করা। কিন্তু নানা কারণে সে সব নিয়ম পালনে আজকাল তাঁর শিথিলতা আসিয়াছে। তা' ছাড়া, শক্ত্যানন্দ স্বামীকে তিনি এমন একজন উচ্চশ্রেণীর ভগবৎ-ভক্ত সাধু পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন যে, তাঁর সংস্পর্শে আত্মিক-জীবনের কল্যাণ ছাড়া আর কিছু হইতে পারে, ইহা তাঁর ধারণাতীত ছিল। অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, এই সাধু পুরুষটির কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন সতর্কতা অবলম্বন করিতেন না।

আজ কিসে যে কি হইল, ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু এটুকু বুঝিলেন, শুধু বাহিরে নয়, ভিতরেও কোথায় কি একটা গোলযোগ ঘটিয়া গেল। অসাধারণ সহিষ্ণুতাবলে সমস্ত অস্বাচ্ছন্দ্য চাপিয়া, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া, বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহ লাভ করা আমার জীবনে সৌভাগ্যের বিষয়!"

স্বামিজী কোন উত্তর দিলেন না, নিরীহভাবে অন্য দিকে চাহিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিলেন মাত্র। সেই সময় সদ্যঃস্নাতা ব্রহ্মচারিণী গরদের শাড়ী পরিয়া এক হাতে ভিজা কাপড় ও গামছা এবং অন্য হাতে মাজা বাসনের গোছা লইয়া বারান্দায় উঠিলেন। বাসনের গোছা বারান্দার প্রান্তে উপুড় করিয়া জল ঝরিতে দিয়া তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিলেন।

. স্বামিজী নিম্নস্বরে বলিলেন, "উনি আবার এখন স্নান কর্‌লেন কেন?"

ব্রহ্মচারী অন্যমনস্ক দৃষ্টি তুলিয়া, একটু ভাবিয়া বলিলেন, "স্নান করে এসেছেন? হবে। অতিরিক্ত গ্রীষ্ম, আগুন-তাতে রান্নাঘরের কাজ আছে, সেই জন্যেই হয় ত নেয়ে এলেন।"

"প্রত্যহই এ রকম স্নান চলে না কি?"

"হবে। লক্ষ্য করি নি।"

"কিছুই লক্ষ্য করো না? তোমাব গলায় দড়ি!—"

বলিয়া স্বামিজী ব্যঙ্গভরে হাসিলেন। ব্রহ্মচারী বিরক্ত হইয়া কি একটা প্রতিবাদসূচক কথা বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মচারিণী সেই সময় দুয়ার খুলিয়া আবার বাহিরে আসিতেছেন দেখিয়া, থামিয়া দৃষ্টি নত করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী উঠানে দড়ির উপর হইতে শুক্‌না কাপড়গুলো তুলিয়া, ভিজা কাপড় শুকাইতে দিলেন, শুষ্ক কাপড়গুলো পূজার ঘরে রাখিয়া, আবার রান্নাঘরে চলিলেন।

স্বামিজীর পদসেবারত ব্রহ্মচারী নতশিরে বিমর্ষ হইয়া কি ভাবিতেছিলেন। স্বামিজীও যেন অন্যমনস্ক। হঠাৎ তিনি ব্রহ্মচাবীর ঘাড়ের উপর বাঁ-হাতটা রাখিয়া খুব নিম্নস্বরে বলিলেন "চেয়ে দ্যাখো প্রসাদ।"

ব্রহ্মচারী চমকিয়া স্বামিজীর ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া উঠানের দিকে চাহিলেন। রান্নাঘরের দিকে ব্রহ্মচারিণী আসিতেছিলেন, সামনাসামনি তাঁরই উপর দৃষ্টি পড়িল। ব্রহ্মচারিণীর পরণে সেই লাল পাড় গরদের শাড়ী; শাড়ীর আঁচলটা ঘোমটা বেষ্টন করিয়া গলায় জড়াইয়া রাখা হইয়াছে। শাড়ীর টক্‌টকে লাল

পাড়টা, সদ্যঃস্নাত, স্নিগ্ধ-শ্রীমণ্ডিত মুখমণ্ডলের চারিদিক বেষ্টন করিয়া সুন্দর মুখখানা অধিকতর দীপ্ত, শ্রীসম্পন্ন করিয়াছে! ব্রহ্মচারিণীর মুখভাব পবিত্র, প্রশান্ত, গাম্ভীর্যময়; নত দৃষ্টি সামনের পথের দিকে নিবদ্ধ।

ব্রহ্মচারী চকিতে দৃষ্টি নামাইয়া নিজের কাজে মন দিলেন; কিছু বলিলেন না, নিঃশব্দে একটু হাসিলেন মাত্র।

ব্রহ্মচারিণী রান্নাঘরের ভিতর অদৃশ্য হইলেন। স্বামিজী স্নেহ-বিগলিত, অনুতপ্ত-স্বরে বলিলেন, "সুন্দর মানুষ, রাঙাপাড় শাড়ীখানিতে কি চমৎকার মানিয়েছে! যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা! তুমি কোন্ প্রাণে এঁকে গৈরিক-বস্ত্র ধারণ করিয়েছ বল দেখি?"

ব্রহ্মচারী ম্লান-হাস্যে বলিলেন, "আসল গৈরিক-বস্ত্র গুরু দেন নি। নকল নিয়ে দিন কাটাচ্ছি, তাতেও আপনার দুঃখ? আত্মীয়রা সংসারী জীব, তাঁদের অভিযোগের মানে না হয় বুঝতে পারি; কিন্তু আপনার কথা শুনে যে হাসি পায়! আপনি না সংসারত্যাগী? সংসারীদের সাজ-সজ্জার ওপর আপনার এত মমতা কেন?"

স্বামিজী শ্লেষ-মিশ্রিত ব্যঙ্গভরে বলিলেন, "যাদের চাইলেই চোখ দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যায়, তা'দের পক্ষে গৈরিক-বস্ত্র ধারণ নিতান্তই মূঢ়তা যে! দোহাই ধর্ম, সত্য বল ত, চেয়ে দেখে কি মনে হোল?"

মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করিয়া ব্রহ্মচারী মৃদুহাস্যে বলিলেন, "সুন্দর। তবু— এতস্মাংসবসাদি বিকারং—"

স্বামিজীর মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। কষ্টে আত্ম-দমন করিয়া তীব্র-বিদ্বেষ মিশ্রিত শ্লেষের-স্বরে বলিলেন, "সত্য কথা বলার সাহসটুকু পর্যন্ত নাই, কেবল নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা—"

"সত্য কথাই বলছি মশাই, মূর্তিটা প্রতিদিন দেখে দেখে চোখে সয়ে গেছে; কে সুন্দর, কে বান্দর, তা' নিয়ে রাত-দিন জপ-তপ করবার প্রবৃত্তি নেই।"

স্বামিজী বলিলেন, "এতই যদি বীরত্ব, তা'হলে চোখ নামালে কেন নির্বিকার-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে পারলে না?"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ব্রতের নিয়ম সকলের পায়ের দিকে চেয়ে চলা। বাড়ীর ভেতর সব সময় সে নিয়ম ত পালন করা সহজ নয়, তবু যতটুকু পারি পালনের চেষ্টা করি। কাজেই ওটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু

অসতর্ক অবস্থায় আপনি হঠাৎ আক্রমণ করলেন, এ ভারি বিশ্রী! আপনি ত বড় বেল্লিক-সন্ন্যাসী!—"

সেই সময় ব্রহ্মচারিণী কি কাজের জন্য বাহিরে আসিতেছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়াই স্বামিজী কৌতুকপ্রদীপ্ত-মুখে, উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "শুনে যান মা, ব্রহ্মচারী এক দিকে ভক্তিভরে আমার পদসেবা করছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বেল্লিক বলে গাল দিচ্ছেন।"

অবাক্ হইয়া ব্রহ্মচারিণী থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

বিপন্ন ব্রহ্মচারী মৃদু স্বরে বলিলেন, "আঃ কি করেন?"

স্বামিজী বলিলেন, "ছোক্‌রা কেন গালাগালি করছে, শুনবেন? কি হে, বল্‌ব?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বল্‌তে পারবেন?"

উৎসাহের সহিত স্বামিজী বলিলেন "খুব! শুনুন মা—"

ব্রহ্মচাবী ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাড়া দিয়া বলিলেন, "আঃ, থামুন! কি বল্‌ব, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আপনি,—নইলে পা-দু'খানি ধরে তুলে আছাড় দিতাম!"

ব্রহ্মচারিণী আব দাঁড়াইলেন না; গম্ভীব-মুখে প্রস্থান করিলেন।

স্বামিজী এবার যেন কিছু দমিয়া গেলেন। ব্রহ্মচাবীরও যেন চৈতন্য হইল, যে তাঁহাদের আলাপ-আলোচনাগুলো ঠিক সুসঙ্গত হইতেছে না এবং ব্রহ্মচারিণীর ওই নিঃশব্দ প্রস্থানটা তাঁহাদের এই চাপল্য, ধৃষ্টতাব বিব দ্ধে একটা কঠিন তিরস্কারেব মত দুঃসহ বোধ হইল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া স্বামিজী বলিলেন, "মা অমন করে চলে গেলেন কেন? বিবক্ত হলেন কি?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "সম্ভব।"

স্বামিজী শ্লেষভরে বলিলেন, "অনুষ্ঠানের ত্রুটি একটুও সহ্য করতে পারেন না! বাপ, এ রকম থট্‌থটে শুকো মেয়েমানুষ নিয়ে তোমার দিন-রাত কাটে কি কবে হে?"

কথাটা বলিয়াই স্বামিজী একটু বিচলিত হইলেন। তাঁর নিজের কানেই কথাটা অদ্ভুত শোনাইল। কারণ, একতঃ ব্রহ্মচারী যে ভাবে নিজের জীবন গঠন করিতেছেন, তা'র পক্ষে এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিরর্থক। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর এই অনধিকার চর্চার মাঝে যে কটু শ্লেষ নিহিত রহিয়াছে, তা'র উপর এতটুকু শিষ্টতার আবরণ নাই। আর সব চেয়ে আশঙ্কার কথা এই যে ব্রহ্মচারী রাগের

মাথায় যাই বলুন, কিন্তু মনে মনে তিনি স্ত্রীকে যে শ্রদ্ধা করিয়া চলেন, তাও স্বামিজীর অবিদিত নাই।

স্বামিজীর সৌভাগ্য, ব্রহ্মচারী তখন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্র মনোযোগের সহিত অন্য কিছু ভাবিতেছিলেন, কথাটায় কান দিলেন না। উদ্বিগ্ন স্বামিজী ত্রস্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "মেয়েদের বাচালতা আমিও পছন্দ করি না। আমার গিন্নিটিও ওন্নি ধীর, গম্ভীর। শীগ্রিই তিনি আসবেন, এলে দেখতে পাবে।"

তা'তেও ব্রহ্মচারীর অন্যমনস্কতার মোহ টুটিল না। স্বামিজী নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিলেন। তা'র পর সশব্দে গলা শানাইয়া প্রবল ঔৎসুক্যভরে বলিলেন, "ভাল কথা, হ্যাঁ হে প্রসাদ, তখন ক্ষমা চাইছিলে কেন?"

এবার ব্রহ্মচারীর চমক ভাঙিল। একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "ক্ষমা? কার কাছে?"

"তোমার স্ত্রীর কাছে? যখন আমি বাড়ী ঢুকি?"

"ও—" বিস্মৃত স্মৃতি হাতড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে ব্রহ্মচারী লজ্জিত ম্লান-হাস্যে বলিলেন, "কি? ঠিক মনে পড়ছে না। রাগটা আমার আজকাল বড্ড বেড়ে উঠেছে মশাই! তুচ্ছ কথায় দাঁত কিড়্মিড়্ করে ওঠাই অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই ক্ষমা চেয়েও মরতে হয়। কি করি? কৃষ্ণের জীব!—"

একটু থামিয়া ক্ষুব্ধ বেদনার স্বরে বলিলেন, "বাস্তবিক, আমার বড় অবনতি হচ্ছে, আমি নিজে বুঝ্তে পারছি। প্রকৃতির ব্যাধিগুলি সারাই কি করে বলুন দেখি?"

বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া স্বামিজী পরম সহানুভূতিভরে বলিলেন, "ওরে ভাই, রোগও যেমন আছে সংসারে, তা'র উপযুক্ত ওষুদও তেম্নি আছে। শক্তিশালী মহাপুরুষদের কৃপা না পেলে, এগোয় কার সাধ্য?"

ক্লেশভরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "সেই জন্যেই ত আপনাকে ধরেছি। আপনারা অনেক এগিয়ে গেছেন,—আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমার এক এক সময় দারুণ উৎকণ্ঠা হয়,—বুঝি পথভ্রান্ত হয়ে পড়েছি।—"

স্বামীজি বলিলেন, "সে ত পড়েছই; বুঝ্তে পার্‌ছ না? ওদিকে গুরুর আদেশ,—গুরুজনদের ষড়যন্ত্র, ওঁকে সঙ্গে রাখতে হবে। আর এদিকে যে

ব্রত গ্রহণ করেছ, তা'র মর্যাদাও বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে! দেখা যাক, তোমার মাথা-পাগ্‌লা গুরু কেমন শেষ রক্ষা কর্‌তে পারেন। কিন্তু, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য,—সে কি মুখের কথা? ছেলে-খেলা? পাগল আর কি!—"

স্বামিজীর চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠের ধ্বনিতে এক আশ্চর্য মোহময় শক্তি ছিল, ব্রহ্মচারী সহসা যেন অভিভূত আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন! এ বিষয়ে মত-বিরুদ্ধতা তিনি বহুবার বহুজনের মুখে শুনিয়াছেন, চিরদিনই তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন। তা' ছাড়া যোগমার্গাবলম্বী নিষ্কপট সাধু সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়া তাঁর সাহস ও বিশ্বাসের কোথাও সংশয়লেশ অবশিষ্ট ছিল না। নিজের জীবনেও এ সাধনার প্রত্যক্ষ ফল তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন; কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তাঁর প্রত্যক্ষ সত্য, একাগ্র নিষ্ঠা, স্বামিজীর ওই এক কথায় যেন যাদুমন্ত্র-বলে সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল! স্তম্ভিত ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া হতাশ-করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি উচ্চ-অবস্থার সাধক, আপনিও ওই কথা বল্‌ছেন?"

স্বামিজীর মুখমণ্ডল নিগূঢ় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে ভাব গোপন করিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "হাঁ। কারণ, কথাটা অত্যন্ত সত্যি।"

ব্রহ্মচারীর আভ্যন্তরিক অবসন্নতা শত গুণ বাড়িয়া গেল।

তা'র পর কিছুক্ষণ উভয়ে খুব নিম্নস্বরে কি কথাবার্তা চলিল। জালবদ্ধ মক্ষিকার উপর ক্ষুধার্ত মাকড়সা যেমন ব্যগ্রলোলুপভাবে ঝুঁকিয়া পড়ে, স্বামিজী তেমনি ব্যগ্রভাবে ব্রহ্মচারীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারী অনিচ্ছা-সত্ত্বেও মোহাবিষ্টের মত অভিভূত হইয়া স্বামিজীর প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। স্বামিজীর মুখে জয়োৎফুল্ল দম্ভের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে ব্যঙ্গ-হাসি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, আর ব্রহ্মচারী উত্তরোত্তর যেন অধীর চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

কথা চলিতেছে, বহির্দেশ হইতে কে ডাকিল "ব্রহ্মচারী-মশাই বাড়ীতে আছেন?"

বার

ব্রহ্মচারী সাড়া দিলেন, "যাই—"

স্বামিজীর শ্রীচরণ-যুগল তথনও ব্রহ্মচারীর কোলের উপর ছিল। ব্রহ্মচারী নমস্কার করিয়া পা-দু'খানি নামাইয়া দিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু স্বামিজী তৎক্ষণাৎ নিজের পা দিয়া ব্রহ্মচারীর উরুদেশ চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "থাম, থাম।"

নিজেই উচ্চ-নিনাদে হাঁকিয়া বলিলেন, "কে হে, নিমাই না কি?"

বাহির হইতে সাড়া আসিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকেই খুঁজছি।"

স্বামিজী অসঙ্কোচে বলিলেন, "বাড়ীর ভেতর এস!"

ব্রহ্মচারী হতভম্ব!—নিজের ঘর, বাড়ী, নিজের আধিপত্য ও অধিকার সম্বন্ধে কোনও কর্তৃত্বাভিমান রাখা তিনি সাধন-জীবনের পক্ষে অপরাধজনক বলিয়াই মনে করিতেন, অধিকারের সীমানা লইয়া আজ পর্যন্ত কাহারও সঙ্গে এই ত্যাগব্রতী বৈরাগীর কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে, তিনি একা মাত্র এ বাড়ীর বাসিন্দা নহেন। আর একজন অন্তঃপুর-বাসিনীও এখানে বাস করেন। সাধন-ভজন তিনি যাহাই করুন, বাহিরের দিকে তাঁহাকেও হিন্দু-অন্তঃপুরের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়। মাথার উপর যে সব আত্মীয়-স্বজন আছেন, তাঁহাদের অসন্তুষ্ট করিয়া সামাজিক নিয়মের অন্ততঃ এই দিকটা লঙ্ঘন করায় তাঁহাদের উৎসাহ ছিল না, প্রয়োজনও হয় নাই। কারণ তাঁহাদের ব্রত, অনুষ্ঠান, উপাসনা, আরাধনার পক্ষে নিঃসঙ্গ নির্জনতাই অনুকূল।

প্রবীণ, সাধক বলিয়া, অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বশতঃই স্বামিজীকে ব্রহ্মচারী অন্তঃপুরে আনিয়াছেন। তা' বলিয়া স্বামিজী যে অপরিচিত নিমাই, চৈতন্য, রাম, শ্যামকে অন্তঃপুরে ডাকিবার সময় কাহারও মতামতের অপেক্ষা রাখিবেন না, এমন কথা ত ছিল না। যে অন্তঃপুরবাসিনীর সম্ভ্রম ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখিবার জন্য নিজের বাড়ীর মধ্যে স্বয়ং ব্রহ্মচারীকেও সমীহ করিয়া চলিতে হয়, সেখানে এ কি কাণ্ড?

কিন্তু আপত্তিরও ক্ষমতা নাই। এত বড় ভক্তিভাজন পূজনীয় ব্যক্তির সুবিবেচনায় প্রতিবাদ করিলে তাঁর যথোচিত মর্যাদা রক্ষা হয় না। ওদিকে অবরোধ ভক্ত জ্যাঠা-মহাশয়দের কানে দৈবাৎ এ সব কথা উঠিলে, ব্রহ্মচারীর স্বর্গগত পিতৃদেবও তাঁহাদের ক্রুদ্ধ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবেন না, ইহাও নিশ্চিত। নিরুপায় ব্রহ্মচারী কাতর-চিত্তে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া নির্বাক রহিলেন।

দু'জন যুবক বাড়ী ঢুকিল। দু'জনেরই বয়স বাইশ-তেইশের মধ্যে। এক-জনের পরণে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী, মাথার চুল পিছনের দিকে উল্টানো, পায়ে শাদা ক্যাম্বিশের জুতা। রং ময়লা, চেহারা হৃষ্টপুষ্ট। মুখখানি ঢলঢলে সুশ্রী, চোখ দু'টি সহানুভূতি-প্রবণতা ও নির্বোধ সরলতায় পূর্ণ। অপর যুবকটির পরণে জরিপাড় মিহি ধুতি, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে চক্‌চকে নূতন পম্প-শূ। চেহারা দোহারা, ফরসা রং। মুখ চোখে সুগঠনের পরিচয় থাকিলেও সিগারেট সেবন, রাত্রি জাগরণ, অনিয়ম অত্যাচার-মাহাত্ম্যে শ্রীহীন, কর্কশ, শুষ্ক। ছেলেটির বাবরি-চুলেব বাহার অত্যন্ত বিশেষত্বব্যঞ্জক।

দু'জনে আসিয়া স্বামিজীকে নমস্কার করিল। স্বামিজী নিজের সামনে, কম্বলে স্থান নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "বসো।"

জুতা খুলিয়া দু'জনে কম্বলে বসিল।

ব্রহ্মচারী দেখিলেন, যুবক দু'টি সম্পূর্ণ অপরিচিত, এমন কি, তাহাদের এ পল্লীগ্রামে কখনও দেখা যায় নাই। এ-হেন অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়, কি করিয়া যে স্বামিজীর এমন অনিশ্চিত ঠিকানার সন্ধান পাইয়া এমন সময় এখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং স্বামিজীও যে এই আকস্মিক আবির্ভূতদের কি কবিয়া এমন নিশ্চিন্ত প্রত্যাশার সহিত গ্রহণ করিলেন—এ সমস্তা আশ্চর্যজনক। তা' ছাড়া আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপাব এই যে, তারা কেন আসিয়াছে, কি বৃত্তান্ত,—স্বামিজী কোন প্রশ্ন করিলেন না। প্রথমেই ব্রহ্মচারীকে দেখাইয়া বলিলেন, "এঁকে তোমরা চেন বোধ হয়?—ইনি মিত্তিরদের ছেলে। পশ্চিমে এঁদের প্রকাণ্ড কারবার আছে, প্রায় বিশহাজার টাকা বছরে আয়। ইনি একাই তা'র একের-তিন অংশের মালিক। বড় ঘরের ছেলে,—আমাদের মত এই সব কাজ করবার জন্যে সব ছেড়ে চলে এসেছেন। ইনি আমার একটি মহা-ভক্ত।"

স্বামিজীর কণ্ঠস্বরে স্নিগ্ধতা এবং মাধুর্য যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তাঁর নিজের বৈষয়িক অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে এই সব পরিচয়ের

ফর্দ, এই অনাহূত আগন্তুকদের নিকট দাখিল করিতে দেখিয়া রাগে ব্রহ্মচারীর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল। স্বামিজী কি নিজের মহত্ত্ব প্রচারের বিজ্ঞাপন-রূপে ব্রহ্মচারীকে ব্যবহার করিতে চান, না-কি ? ব্রহ্মচারী আত্মোন্নতি সাধনের জন্য স্বামিজীর শরণাগত হইয়াছেন, আর স্বামিজী কি না, ব্রহ্মচারীর বাহির খোলসটা লইয়া লোকের চোখ ধাঁধাইবার জন্য ভেল্কিবাজি সুরু করিলেন ! এ কি অদ্ভুত ব্যবহার ?

কিন্তু এ ব্যবহার স্বয়ং স্বামিজীর ! সুতরাং মনের রাগ মনেই দমন করিতে হইল ; আগন্তুকদের নমস্কারের উত্তরে প্রতি-নমস্কার করিয়া ব্রহ্মচারী কষ্টে-সৃষ্টে মুখে একটু সৌজন্যের হাসি টানিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে পরিচয় ত নাই। এ গ্রামে এঁদের কই দেখি নি ত ?"

উত্তরে স্বামিজী বলিলেন, "এঁরা কলকাতায় থাকেন। আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে এখানে এসেছেন। এখানকার মুখুজ্জে-বাবুদের নাম শুনেছ ত ?"

ব্রহ্মচারী হতাশ-কণ্ঠে বলিলেন, "শুনেছি।"

খদ্দরধারীকে দেখাইয়া স্বামিজী বলিলেন, "ইনি হচ্ছেন মুখুজ্জে বাবুদের ভাগ্নে অনিলবাবু। আর ইনি অনিলবাবুব বন্ধু নিমাইবাবু। নিমাইবাবুর বাপ মস্ত বড়লোক, কলকাতায় পাটের দালালী করেন। কল্‌কাতায় অনেকগুলো বাড়ী করেছেন, মোটর কবেছেন,—দিন-রাত সাহেব-মেমরা তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করছে। মস্ত নামজাদা লোক ; ব্রজদাস বাঁড়ুয্যের নাম শুনেছ ? আমাকে ভারি খাতির করেন।"

আবার সেই বিষয়ী লোকদের বৈষয়িক অবস্থার পরিচয় লইয়া বিজ্ঞাপন প্রচার ! এটা স্বামিজীর মুদ্রাদোষ নাকি ? কথাটা ভাবিতেই ব্রহ্মচারীর এবার একটু হাসি পাইল ! মনে পড়িল, ইংবাজিতে একটা প্রবচন আছে— 'অতি-বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিই, অতি-বড় নির্বোধ !—' সাধন-পণ্ডিত স্বামিজীর স্কন্ধেও বুঝি তেমনি নির্বুদ্ধিতার ভূত চাপিয়াছে ? নচেৎ কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, অতএব সেই সেই ব্যক্তির বৈষয়িক অবস্থাটা কিরূপ উন্নত—এ দুঃসহ উপসর্গ লইয়া তিনি খাটিয়া মরিতেছেন কেন ? শ্রোতাদেরই বা বিব্রত করিতেছেন কেন ?

ব্রহ্মচারী নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া নীরবে জানাইলেন, তিনি উক্ত মস্ত বড়লোক, পাটের দালাল, কলিকাতার অনেকগুলি বাড়ী ও মোটর গাড়ীর অধিকারী, এবং দিবারাত্র যাঁহার কাছে সাহেব-মেমদের শুভাগমন-

রূপ আভিজাত্যসূচক ঘটনা ঘটে, সে হেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্রজদাস বাঁড়ুয্যের নাম শুনেন নাই।

স্বামিজী অতিশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তুমি দেখছি কারুর খবর রাখো না। তা' রাখ্‌বেই বা কোত্থেকে? আচ্ছা থাক দিনকতক, আমি ভাল ভাল লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।"

কথাগুলো এমনি মরুব্বি-আনা ছন্দে উচ্চারিত হইল যে, হঠাৎ শুনিয়া অপরের কথা দূরে থাক, ব্রহ্মচারীর নিজেরই মনে হইল,—তিনি বুঝি ওই তথা-কথিত ভাল ভাল লোকের সহিত পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়া স্বামিজীকে মুরুব্বি ধরিয়াছেন, আর কৃপাময় মুরুব্বিটি নিতান্তই শরণাগত-বাৎসল্যের অনুরোধে ব্রহ্মচারীর এই মহোপকার সাধনে উদ্যত হইয়াছেন। এ দিকে হতভাগ্য ব্রহ্মচারীর নির্জন-সাধনার পক্ষে লোকসঙ্গ যে হানিকর,—বিশেষতঃ বিষয়ী লোকদের সঙ্গে মিশিবার মত তাঁর অবসরও নাই, প্রবৃত্তিও নাই,—সে সংবা[illegible] হিতৈষী মুরুব্বির জানিবার সময় নাই! তিনি শুধু অবাধে কর্তৃত্ব প্র[illegible] ব্যস্ত!

বিরক্তিতে ব্রহ্মচারীর মুখ-ভাব কঠিন হইয়া উঠিল।

স্বামিজী আড়চোখে একবার ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া খদ্দরধারী অনিলবাবুর উদ্দেশে,—স্নেহ-বিগলিত, প্রশংসামুগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "এই সাধুটিও বেশ কাজ করছেন। যাকে বলে—গৃহস্থ-সন্ন্যাসী, ইনি তাই। আমাকে অত্যন্ত ভক্তি করেন। কতক্ষণ হোল এসেছি, নিজ হাতে পা ধুইয়ে দিয়ে, সেহ থেকে বসে পদসেবা করছেন। বড় ভক্তি এঁর! থাক ভায়া, আর নয়।—"

শেষ কথাটা ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে বলিয়া তিনি পা গুটাইয়া লইলেন। ব্রহ্মচারী সংক্ষেপে একটা ছোট নমস্কার সারিয়া একটু সরিয়া বসিলেন। তাঁর চিত্তের তিক্ততা এই প্রশংসার স্নিগ্ধ-প্রলেপে কতখানি উপশম হইল, ঠিক বোঝা গেল না! তবে তাঁর কঠিন মুখমণ্ডলে যে এতটুকুও করুণার চিহ্ন দেখা গেল না, ইহাতে স্বামিজী একটু দমিয়া গেলেন।

ক্ষণেকের জন্য সবাই নিস্তব্ধ! স্বামিজী একটু কাশিয়া, নিরুৎসাহ কণ্ঠ-ধ্বনিকে শানাইয়া লইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ—কি বলছিলুম? নিমাই, কাল রাত্রে এসেছ বুঝি? বাড়ীর খবর সব ভাল? মা, বাবা, ভাই-বোনরা সব ভাল আছেন? তোমার বাবার কাজকর্ম বেশ চল্‌ছে?"

কুণ্ঠা-বিব্রত নিমাই নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া একযোগে সব প্রশ্নের উত্তর জানাইল—“সব ভাল।”

স্বামিজী বলিলেন, “ওহে নিমাই, তোমাদের কাছে সিগ্রেট ফিগ্রেট আছে? একটা দাও তো বাপু—”

নিমাই সলজ্জ-হাস্যে পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স ও দেশালাই বাহির করিয়া স্বামিজীর সামনে রাখিল। স্বামিজী একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতে ধরাইতে পরিহাসভরে বলিলেন, “ব্রহ্মদৈত্য, একটা সিগ্রেট নাও হে।”

ব্রহ্মচারী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “ও সব উগ্র জিনিস আমার স্নায়ুতে সয় না! আর সইলেও—পরদ্রব্য গ্রহণ করা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ।”

স্বামিজীর মুখ গম্ভীর হইল। সিগারেটে একটা সুদীর্ঘ টান দিয়া তিনি বিজ্ঞভাবে বলিলেন, “ও! এখন তোমার পুরশ্চরণ চল্‌ছে, তাও ত বটে। পুরশ্চবণের সময় আমাদেরও ও-সব নিয়ম পালন করতে হয়। তা’র পর,—অনিলবাবু, তোমাদের বাড়ীর খবর সব ভাল?”

অনিল বলিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ। মন্দিরেব পূজারী আমাদেরও ওখানে গেছল—”

স্বামিজী হঠাৎ বাধা দিয়া বলিলেন, “তা’—বুঝেছি। আচ্ছা, সে কথা এর পরে হচ্ছে,—”

সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, “ভায়া, তোমাকে একবার উঠতে হবে।”

কথাটার উদ্দেশ্য কি ব্রহ্মচারী বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, “আমাকে?”

স্বামিজী বলিলেন, “হ্যাঁ, এঁদের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।”

“অ, আচ্ছা।—” বলিযা ব্রহ্মচারী উঠিলেন। রান্নাঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন, “আমি এইখানেই রইলাম। যদি কিছু দরকার হয় ডাক্‌বেন।”

তের

রান্নাঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া ব্রহ্মচারী অভ্যাস মত কাশিয়া সাড়া দিয়া বলিলেন, "আমি যাচ্ছি। তোমার কতদূর হোল ?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "সন্দেশ, পান্তুয়া, ক্ষীরের বরফি হয়ে গেছে। ছানার মালপো হচ্ছে। কেমন হয়েছে ছাখো।"

ব্রহ্মচারী চৌকাঠের কাছে বসিয়া পড়িলেন। বিভিন্ন পাত্রে রাখা খাদ্যদ্রব্যগুলির দিকে চাহিয়া নিরুৎসাহ-কণ্ঠে বলিলেন, "বেশ হয়েছে। যা' বাকী আছে, চট্‌পট্ সেরে নাও। উঃ কি গরম।—"

ব্রহ্মচারিণী নিজের কাজ করিতে করিতে সেই দিকে চোখ রাখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, একে রোদের তাত, তায় আগুন-তাত, ঘরটা গরম হয়ে উঠেছে। তা' তুমি এখানে বস্‌ছ কেন ?"

"দু'টি ছোকরা এসেছে, স্বামিজীর সঙ্গে তা'দের কি গোপনীয় পরামর্শ আছে। তাই সরে আস্‌তে হোল।"

"গোপনীয় পরামর্শ ? ষট্‌চক্র-ভেদ সম্বন্ধে না কি ?" বলিয়া ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিলেন। বলিলেন, "কিন্তু আমিও পাকচক্রে পড়লুম যে! বাসন আনতে হবে, যাই কি করে ?"

"কি আন্‌তে হবে বলে দাও, আমি এনে দিচ্ছি।"

"ভাঁড়ার ঘর খুল্‌লেই দেখতে পাবে। মেঝেয় রেকাবি, বাটি, গেলাস যেগুলো আছে, সেইগুলো চাই।"

সেইখান হইতেই গলা বাড়াইয়া ব্রহ্মচারী বারান্দার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, নিমাইয়ের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্বামিজী খুব নিম্নস্বরে কি সব কথা বলিতেছেন, আর ছেলে দু'টি বিহ্বল, বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁর মুখপানে চাহিয়া আছে! ঈষৎ বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ষট্‌চক্রভেদের বাপান্ত হচ্ছে! এই সব চ্যাংড়া ছেলেদের নিয়ে স্বামিজী কি যে কর্‌ছেন, কিছু বুঝতে পারি না। যাক্। ওঁদের নিভৃত-আলাপ আগে শেষ হোক, তা'র পর বাসন এনে দিচ্ছি। উঃ, শরীরটা আজ কি খারাপই বোধ হচ্ছে!"

ব্রহ্মচারী দু'হাতে নিজের কপাল চাপিয়া ধরিলেন।

ব্রহ্মচারিণী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ক্ষণকাল ব্রহ্মচারীর আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া ধীরে বলিলেন, "কেন ?"

ব্রহ্মচারী ক্লেশসূচক-স্বরে বলিলেন, "বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। গ্লানিতে শরীর মন যেন বিষ-বিষ কর্‌ছে। কোথায় কি অনাচার হোল, টের পাচ্ছি নে। প্রত্যবায়ের অপরাধ ত পদে পদেই ঘট্‌ছে। বড়ই কঠিন সাধন আমাদের! এ সব নিয়ে লোকালয়ের সংস্রবে বাস করা মুস্কিল !"

ব্রহ্মচারিণী ধীরে বলিলেন, "অন্ততঃ নির্বিচারে লোকসঙ্গ করাটা এড়িয়ে চল্‌তে পার্‌লেও কতকটা নিরাপদ।"

ব্রহ্মচারী কোন উত্তর দিলেন না। নিজের কপালে হাত ঘষিতে ঘষিতে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবিলেন। তা'র পর হঠাৎ রূঢ় বিরক্তির সহিত নিজ মনেই বলিয়া উঠিলেন, "আর স্বামীজিও হয়েছেন তেম্নি! অসাধারণ জ্ঞানী পণ্ডিত হলে কি হবে ? বড় ভয়ানক পরীক্ষা করেন!—গলা টিপে হঠাৎ পচা-পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ চুবিয়ে ধরেন,—নাকানি চোবানি খেয়ে হয়রাণ হতে হয়! যাঁর মন এমন ইতর-ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বাঁদরামিতে মেতে রয়েছে, তিনি কি করেই যে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে কৃতকার্য হলেন, আমি ত ভেবে পাই নে।"

কিন্তু ওই পর্যন্ত বলিয়াই সহসা ব্রহ্মচারী নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে উপস্থিত অন্য প্রাণীর মাথাটা জ্বলন্ত উনানের দিকে তখন অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, এবং সম্ভবতঃ আগুনের আঁচেই তাঁর সমস্ত মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। একটা অত্যন্ত কঠিন স্তব্ধ-গাম্ভীর্য সেখানে বিরাজ করিতেছে।

ব্রহ্মচারী দুই মুহূর্ত নির্বাক্ হইয়া রহিলেন। তা'র পর গলা ঝাড়িয়া, যেন আত্ম-সংশোধন করিয়া সহসা বলিলেন, "হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি আজ এমন সময় স্নান কর্‌লে কেন ?"

ব্রহ্মচারিণী নিজের কাজ করিতে করিতে উত্তর দিলেন, "এমন ত প্রায়ই করে থাকি। আজ নতুন দেখ্‌ছ ?"

"প্রায়ই করে থাক ? অ। তা' এ কাপড় পর্‌লে কেন ?—"

এবার একটু অপ্রসন্নভাবে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ভিজে কাপড়ে কুয়াতলা থেকে আসি কি করে ? বারান্দার মাঝখানে যে মহাপুরুষদের আড্ডা বসেছিল।"

ক্ষণেকের জন্য ব্রহ্মচারী গুম্ হইয়া কি ভাবিলেন। তা'র পর একটু

শ্লেষের সহিত বলিলেন, "ভিজে কাপড়ে লোকের সামনে বেরুতে লজ্জা করে, আর বাহারে-কাপড় পরে' বেরুতে লজ্জা করে না? তোমার আহ্লাদে-গোপাল শ্বশুর, ভাশুর, শাশুড়ীদের কাছে যখন থাক্‌বে, মনের সুখে ওই সব পরো। তাঁদের দেখতে ভাল লাগবে। আমার এ সব দেখতে ভাল লাগে না।"

একটু থামিয়া রুষ্টস্বরে পুনশ্চ বলিলেন, "তাঁদের দেওয়া বাহারে-কাপড়-চোপড়গুলো পর্‌বার সখ যদি একান্তই না ছাড়তে পারো, নিজের ঘরে দুয়ার বন্ধ করে' পরো। তাঁদের আদেশ তোমাকে পালন কর্‌তেই হবে। বেশ, করো। আমায় দেখ্‌তে না হলেই আমি সন্তুষ্ট হব।"

ব্রহ্মচারিণী এবার চেষ্টা-সত্ত্বেও হাসি সামলাইতে পারিলেন না; নিজের হাসিতে নিজেই একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "এবার তুমি সত্যিই হাসালে; তোমার কি বিশ্বাস, আমি নেহাৎ সখের খাতিরেই এই দরবারি পোষাক পরেছি? না, এটা আজ আমার নতুন পরা হয়েছে?"

ব্রহ্মচারী একটু আশ্চর্য হইলেন। মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই কাপড়খানা বহুদিনের ব্যবহৃত, আধময়লা পুরাতন কাপড়। হয় ত এ কাপড় বহুদিন বহুবার এই মানুষটিকে ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন,—মন অন্য দিকে থাকায় সে দুর্ঘটনাটা চোখে ঠেকে নাই। আজ নিতান্তই আর একজন চোখে আঙুল দিয়া তাঁহাকে সচেতন করিয়াছে। অতএব চেতনার পরিচয়টা উগ্র-আতিশয্যেই প্রকাশ করিতে বসিয়াছেন!

নিজের নির্বুদ্ধিতাটুকু সামলাইয়া লইবার জন্য ব্রহ্মচারী কি একটা যুক্তিযুক্ত কৈফিয়ৎ অবতারণার চেষ্টা করিতেছিলেন। ব্রহ্মচারিণী ততক্ষণে স্মিতমুখে পুনশ্চ বলিলেন, "আবার বলছি, তুমি রাগ কোরো না। আমার চাল-চলনের তুচ্ছ খুঁটিনাটির ওপর তোমার লক্ষ্য এমন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে কেন বল দেখি? এগুলো তোমার নিজের পক্ষে—"

এবার সরলভাবেই ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ভাল হচ্ছে না ত? সেটা নিজেও বুঝি। যখন সেখানকার বাড়ীতে ছিলে, যখন তোমায় চিন্‌তাম না,—তখন গয়না-কাপড়ের সম্বন্ধে তোমায় যা' বলবার বলেছি। কিন্তু এখন—"

"থাম্‌লে কেন? এখন—কি?"

"এখন, তোমায় যতটুকু চিনেছি, তা'তে তোমার চাল-চলন সম্বন্ধে কোন কথা বলা অনধিকার-চর্চা বলেই মনে করি।"

অতিশয় গম্ভীরভাবে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, তোমার সে মনে করার মূল্য কতটুকু? আমি যদি শক্ত্যানন্দ ঠাকুর হতাম, তা'হলে এখনি জিজ্ঞাসা করতাম, তুমি যতটুকু চিনেছ সেটুকু যে নির্ভুল, তা'র প্রমাণ?"

ব্রহ্মচারী ক্ষণেকের জন্য অবাক হইয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন লক্ষ্য করিলেন। তা'র পর সহসা হাসিয়া দু' হাতে নিজের মুখ আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন, "আর যাই হোক,—এটুকু স্বীকার করতে হচ্ছে, যে, কোন গুপ্তচরের বাবারও সাধ্য নাই,—এ গুপ্ত সংবাদটা তোমায় বয়ে এনে দেয়।"

ভাজা মালপোগুলো উত্তমরূপে রসে ডুবাইতে ডুবাইতে ব্রহ্মচারিণী শান্ত-স্বরে বলিলেন, "অর্থাৎ এ আলোচনাও মহাপুরুষদের তত্ত্ব-চিন্তা থেকে বাদ পড়ে নি? শুভ!"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যথার্থ-ই স্বামিজী একদিন আমাকে ওই কথা বলেছিলেন। এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাস থেকে শৈবলিনীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতেও তিনি পিছ-পা হন নি। চন্দ্রশেখর পড়েছ?"

"ছেলেবেলায় পড়েছিলুম একবার; চেষ্টা করলে তার সমস্ত ব্যাপারটা মনে করতে পারি বোধ হয়। তা'র পর?" ব্রহ্মচারিণীর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গম্ভীর।

"রাগ কর্‌ছ না কি?"

"রাম বল! তবে এ সব সরস-রসিকতা শুন্‌লেই আমার ইচ্ছা হয়, তিনটি লোককে এর রস-মাধুর্য উপভোগ করাই।"

শঙ্কিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কাকে?"

নিঃসঙ্কোচে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "প্রথম গুরুকে, দ্বিতীয় দফা বড় জ্যাঠা-মশাইকে, তৃতীয় দফা—বড়দি'র মারফৎ—আমার বড় ভাশুরকে।"

ভয় পাইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "অর্থাৎ আমার দফাটি যাতে একেবারে নিকেশ-তিন্ হয়, তা'র পাকা বন্দোবস্ত! কিন্তু ছাখো, খাওয়া, ঘুম, সাধন-ভজনের নিয়ম হানি নিয়ে আমি যতই দন্ত-খিটিমিটি করি,—আজ পর্যন্ত কখনো তোমায় ও-রকম ভাবে অপমান করেছি?"

গম্ভীর হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তা'র জন্যে আক্ষেপ কেন? যা' হিতোপদেষ্টা তোমার পিছনে লেগেছেন, আশা করি আজ সন্ধ্যা নাগাদ সে ত্রুটি সংশোধন হয়ে যাবে। যাক, স্বামিজীর ভক্তের দল কি উঠেছেন?"

পিছন ফিরিয়া মুখ বাড়াইয়া ব্রহ্মচারী বারান্দার দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, "না, এখনো কথা চল্‌ছে।"

"চলুক। তুমি বাসনগুলো এনে দাও, আমার কাজ শেষ হয়েছে, আর বসতে পারছি নে।"

ব্রহ্মচারী উঠিতেই তিনি আবার বলিলেন, "এইখানে সব গুছিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে যাচ্ছি। তিনি যখন খাবেন, তুমি দিও।"

থমকিয়া দাঁড়াইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমি দেব? তুমি?"

"আমার বিস্তর জপ বাকী পড়ে রয়েছে, মন ছট্‌ফট্ করছে। আমি নিজের কাজ করতে চল্‌লুম।"

"বাঃ, তোমার বাড়ীতে উনি এলেন—"

"আসন দিয়েছি, অভ্যর্থনা করেছি, জলযোগের আয়োজনও গুছিয়ে রেখে চল্‌লুম। আর কিছুর ক্ষমতা নাই।"

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তোমার রাগ হয়েছে, আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু বাড়ীতে যখন এসেছেন,—অতিথি। তাঁর সম্বন্ধে একটা কর্তব্য আছে।"

"কোন্ অতিথির সম্বন্ধে কি রকম ভাবে কর্তব্য পালন করতে হয়, সেটা উপন্যাস পড়ে ঠিক করবার সময় আমার নেই। উপন্যাস-বিশেষের ফরমাস মত মোলায়েম ভাবে অতিথিব অভ্যর্থনা করবার সামর্থ্যও আমার নেই, ক্রটি মার্জনা করো। বাসনগুলো—"

ব্রহ্মচারী বিপন্ন হইয়া স্বামিজীর পক্ষ সমর্থনের জন্য একটা কিছু ভাল কথা বলিযা এ ব্যাপারের সমস্ত মন্দ দিকটা আগাগোড়া সংশোধন করিতে চাহিলেন। কিন্তু তেমন ভাল কথা কিছু মনেও পড়িল না, এবং বাকচাতুর্যে তার পাণ্ডিত্যও ছিল না; সুতরাং এই সঙ্কটের মুখে তিনি মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "এ, কিন্তু, স্বামিজীর ওপর তোমার অন্যায় রাগ করা হচ্ছে। আমায় ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসেন, স্নেহের দাবিতেই তাই একটু ঠাট্টা-তামাসা করেন। তোমার সম্বন্ধে এমন কিছু বলেন নি,—এই তোমার লাল পাড় কাপড় দেখে—"

তা'র পর যে কি, ব্রহ্মচারী আর বলিতে সাহস পাইলেন না। যার উদ্দেশে বলা হইতেছিল, তিনি নতমুখে নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে সংক্ষেপে বলিলেন, "কালাপাড় হলেও কোন আপত্তি ছিল না; লালপাড় কালাপাড় উপলক্ষ মাত্র।—আসল লক্ষ্য যে কোথায়, সে বুঝ্‌তে পেরেছি। যাও—বাসনগুলো এনে দাও।"

এ কথার অর্থ ব্রহ্মচারী কতক বুঝিলেন, কতক বুঝিলেন না। তাঁর পূজনীয় ভক্তিভাজন ব্যক্তির প্রতি অবিচার দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। আর কথা বাড়াইলেন না, বাসন আনিতে সরিয়া পড়িলেন।

বাহিরে আসিয়া ব্রহ্মচারী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "স্বামিজি, আমাকে একবার ওখানে যেতে হবে।"

স্বামিজী উত্তর দিলেন, "আচ্ছা, এস।"

ব্রহ্মচারী রোয়াকের পৈঠায় উঠিতে উঠিতে দেখিলেন, স্বামিজী কম্বলের উপর হইতে কয়েকখানা নোট ও টাকা তুলিয়া লইলেন। সেগুলো তাড়াতাড়ি নিজের আলখাল্লার পকেটে পূরিতে পূরিতে প্রফুল্ল-মুখে ছেলে দু'টির উদ্দেশে বলিলেন, "যা' দেবে, সবই জগদম্বার পূজোর খরচ হবে। আমি এর এক পয়সাও নিই না।"

নিমাইবাবু সন্ত্রস্ত চকিত, অনিলবাবু নির্ঝুম নিস্তব্ধ!

ব্যাপারটা ব্রহ্মচাবীব কাছে কেমন একটু অস্বস্তিদায়ক ঠেকিল। তিনি শুনিয়াছিলেন, স্বামিজী গ্রহ-তত্ত্ব-বিদ্। শাস্ত্র-মতে গ্রহ-স্বস্ত্যয়নাদিও করিয়া থাকেন। মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইলেন—হয় ত এই ভদ্র-লোকেবা কোনও দায়ে ঠেকিয়াই দুর্দৈব প্রতিকারের জন্য স্বামিজীর শরণাগত হইয়াছেন। লোকের উপকারার্থ হয় ত স্বামিজী নিঃস্বার্থভাবেই গ্রহ-শান্তি করিবার ভার লইতেছেন। সন্ন্যাসে সিদ্ধিলাভ করিবার পর পরোপকার ব্রতের চেয়ে উৎকৃষ্ট কর্মই বা কি আছে? শাস্ত্রের মতও ত তাই।

দৃষ্টি নামাইয়া তাড়াতাড়ি বাসনগুলো লইয়া তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন, স্বামিজী বলিলেন, "ওহে, এবার এঁরা উঠ্‌বেন, তা'র পর মাকে এখানে আসতে বল।"

খদ্দরধারী অনিলবাবু অলস-কৌতূহলভরা দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "মা? কে তিনি?"

ব্রহ্মচারীকে দেখাইয়া স্বামিজী বলিলেন, "ওঁর স্ত্রী। তিনিও আমার একটি ভক্ত-শিষ্যা। আমার কাছে প্রায়ই উপদেশ নেন। সেইজন্যেই আমায় এখানে আস্‌তে হয়।"

চলিয়া যাইতে যাইতে কথা কয়টা ব্রহ্মচারীর কানে গেল। আবার সেই বিজ্ঞাপন প্রচারের আড়ম্বর দেখিয়া ক্ষোভও হইল, একটু হাসিও পাইল। স্বামিজী আর যাই হউন অন্তর্যামী যে নহেন, এটুকু নিশ্চিত বুঝিয়া একটু

। কারণ, তাঁর বিজ্ঞাপনোক্ত ভক্ত-শিষ্যার ভক্তির স্রোতটা যে কোন্ খাতে বহিতেছে, তা'র লেশমাত্র সত্য-সংবাদ যদি স্বামিজী টের পাইতেন, তবে আর যে কথার আড়ম্বরেই তাঁর বিজ্ঞাপন জাঁকাইয়া তুলুন,—অন্ততঃ ভক্ত বলিতে সাহস করিতেন না! শিষ্যা বলা ত অনেক দূর!

যাক্, বেচারা যা' লইয়া সন্তুষ্ট আছেন, থাকুন। সকলের কাছে নিজের ভক্তদের সংখ্যা-তালিকা জাহির করিয়াই উনি যদি সন্তুষ্ট হন, এবং একটি পরম অভক্ত তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনায় মহাভক্তিভরে ব্যগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিতেছে, এ কথা নিজে মনে করিয়া বা অপরকে মনে করাইয়া দিয়া, উনি যদি সুখী হন হউন। ব্রহ্মচারীর তা'তে অসন্তুষ্ট হওয়ার চেযে উদাসীন থাকাই শান্তিকর।

ব্রহ্মচারী বাসনের গোছা রান্নাঘরে নামাইয়া দিয়া আবার বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, বারান্দা হইতে অনিলবাবু হাঁকিয়া বলিল, ব্রহ্মচারী-মশাই আসুন। আমরা এবার বিদায় হচ্ছি। নমস্কার।"

বাহিরে আসিতে আসিতে প্রতিনমস্কার করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "নমস্কার, নমস্কার। আপনাদের কথাবার্তা শেষ হয়েছে ?"

ছেলেটি বলিল, "হ্যাঁ—আসুন। চাক্ষুস পবিচয় ত হোল। যদি অনুমতি দেন, মাঝে মাঝে এসে আপনাকে জ্বালাতন কব্‌ব।"

ব্রহ্মচারী সসৌজন্যে বলিলেন, "সে ত আমার সৌভাগ্য। তবে আসেন যদি, তা'হলে অনুগ্রহ করে সন্ধ্যার পর আসবেন। সে সময় আমার বেশ নির্ঝঞ্ঝাট অবসর।"

ছেলেটি বলিল, "কেন, দিনের বেলা ?"

ব্রহ্মচারী সংক্ষেপেই বলিলেন, "কাজের ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত থাকি।"

প্রথম পরিচয়েব সঙ্কোচ কাটিয়া ছেলেটির মন খুলিয়া গিয়াছিল। সে কৌতূহলভবে বলিল, "কেন ? আপনারা ত নিষ্কর্মা সন্ন্যাসী মশাই, আপনাদের আবার কাজ কি ?"

নিজের কার্য-প্রণালীর ধারা এই অপরিচিতদের কাছে প্রকাশ করা অনাবশ্যক বুঝিয়া ব্রহ্মচারী সহাস্যে বলিলেন, "সন্ন্যাসের খাটুনি আছে মশাই, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি।"

ছেলেটি অধিকতর ঔৎসুক্যের সহিত বলিল, "কি ? ভিক্ষে করা ? কিন্তু আপনি ত ভিক্ষা করেন না। ভিক্ষা করাই ত সন্ন্যাসের মূল ?"

ছেলেটির পাণ্ডিত্যে ব্রহ্মচারী প্রীত হইলেন, একটু কৌতুক বোধও করিলেন। সবিনয় হাস্যে বলিলেন, "ভিক্ষা আর ভণ্ডামি সন্ন্যাসের মূল উদ্দেশ্য নয়।"

ছেলেটি সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "আপনার গৈরিক-বস্ত্রখানা খদ্দরের দেখে ভারি খুসী হয়েছি। দেশ-প্রেমের একটু চর্চাও যদি আপনাদের মধ্যে থাকে, তা'হলেও কিছু আশা-ভরসা হয়। দেশের জন্যে আপনারা ত কিছুই কর্‌তে পার্‌লেন না—"

এবার তা'র বন্ধু নিমাই ছেলেটি মুখ খুলিল। বেশ সংযত গম্ভীরভাবে সে বলিল, "কিছু না পাবলে ত ছিল ভাল। কিন্তু পেরেছেন ওঁরা অনেকখানিই। ধর্মের ধাক্কায় গোটা জাতকেই কর্ম-বিমুখ উদাসীন করে তুলেছেন।"

ব্রহ্মচারী ধীরে বলিলেন, "উদাসীন? উদাসীন বল্‌তে আপনারা কি বোঝেন, অনুগ্রহ করে আমায় বল্‌বেন?"

ছেলেটি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "উদাসীন মানে আলস্য-পরায়ণ, আর কি?"

ব্রহ্মচারী মাথা নাড়িলেন। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "না, উদাসীন শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্মের ধাক্কায় গোটা জাতটা কর্মবিমুখ হয় নি,—হয়েছে আলস্যপরায়ণতা দোষে, হয়েছে আলস্যজাত উপসর্গ দোষে,—হয়েছে জ্ঞানহীনতা দোষে! অবশ্য ধর্ম বলতে আমি সেই বস্তুই বুঝি, যা' মানুষের যথার্থ আত্মোন্নতি-সাধনের উপায়। আমার বিশ্বাস, সে ধর্মের চর্চায় আত্ম-নিয়োগ করলে এ জাতের কর্মফল বহু পরিমাণে খণ্ডে যেত, অন্ততঃ এতটা ক্লেশকর হোত না। কিন্তু ধর্ম নিয়ে তর্কটা নিরাপদ নয়, ক্ষমা করুন।"

স্বামিজী হাসিমুখে বলিলেন, "বিশেষতঃ তোমার মত নিরীহ বৈরাগীদের পক্ষে! যারা ভোগ না করেই ত্যাগের কসরৎ কর্‌তে গিয়ে দু'কূল হারায়! ওহে অনিল, এই ব্রহ্মচারীটার মাথায় দেশ-প্রেমের নেশা ঢুকিয়ে একে একবার জেল খাটিয়ে আন্‌তে পারো?"

ব্রহ্মচারী নিরুত্তরে মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

নিমাইবাবু ব্রহ্মচারীর আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া কি একটু ভাবিলেন। তা'র পর বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "নিষ্কর্মাদের জেল খাটাতে জাতীয়-জীবনে কোনও কল্যাণের উত্তেজনা আসবে না।"

অনিল বলিল, "মাঝখান থেকে ওঁদের লক্ষ্য-পথে অগ্রসর হবার পক্ষে কতকগুলো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে মাত্র।"

স্বামিজী বলিলেন, "সেই ত দরকার। তাই ত চাইছি।"

ব্রহ্মচারী হাসিমুখে বলিলেন, "আমাদের লক্ষ্য-পথটার ওপর এমন নির্মম আক্রোশ! নাঃ, সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ দেখ্‌ছি আপনার মধ্যেও যথেষ্ট আছে।"

বিস্মিত হইয়া অনিল বলিল, "আপনারা কি এক সম্প্রদায়ের সাধক ন'ন?"

মাথা নাড়িয়া ব্রহ্মচারী কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন। স্বামিজী বাধা দিয়া বলিলেন, "আঃ, থাম না হে, 'আপনি সাধন কথা, না কহিবি যথা তথা' শাস্ত্রের নিষেধ! কর্‌ছ কি?"

অনিলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ওহে অনিল, তোমরা এ-সব বুঝতে পার্‌বে না। যাঁরা এ-সব ক্রিয়া কর্ম গ্রহণ করেন নি, তাঁদের কাছে এ-সব প্রকাশ করা নিষেধ।"

ব্রহ্মচারী মনে মনে বিস্মিত হইলেন। সাধন-জীবনের গূঢ়তর অভিজ্ঞতা-লব্ধ কাহিনী সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করায় সাধকের শক্তিহানি—তথা কার্যহানি ঘটিয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রের কথা, গুরুর কথা, এবং ব্রহ্মচারীর নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত সত্য। কোনও সম্প্রদায়ের উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করাও মূঢ়তা। কারণ, সব সম্প্রদায়ই বিভিন্ন উপায়ে সেই এক পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছে,—ইহাও ব্রহ্মচারী বিশ্বাস করেন। সেই জন্যই, ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও নিষ্কপট ভগবদ্ভক্ত সাধু-পুরুষ জ্ঞানে তিনি স্বামিজীকে শ্রদ্ধা-সমাদর করেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে স্বামিজীর সম-সম্প্রদায়বর্তী সাধক নহেন, তাঁহাদের উপাসনা-প্রণালী যে বিভিন্ন, এ সত্য ত সর্বজন-বিদিত,—এই অপোগণ্ড ছেলে দু'টির কাছে ইহা ঢাকা দিবার প্রয়োজন কি ছিল? ইহার অর্থ কি, ব্রহ্মচারী বুঝিতে পারিলেন না। সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে চুপ করিয়া রহিলেন।

বিদায়প্রার্থী যুবক দু'টি ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। নমস্কার-বিনিময় করিয়া তাহারা বিদায় লইল। ব্রহ্মচারী তাহাদের সদর দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

বারান্দার দিকে আসিতে আসিতে ব্রহ্মচারী দেখিলেন, স্বামিজী সেই সিগারেটের বাক্স হইতে পুনশ্চ সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতেছেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যাঃ, নিমাই বাবু সিগারেটের বাক্সটা ফেলে গেছেন! দেন, ছুটে দিয়ে আসি।"

স্বামিজী বলিলেন, "আর দিতে হবে না—'যে খায় চিনি তারে যোগায় চিন্তামণি।' এ খুব ভাল দামী সিগারেট হে; হাতে পেয়ে এ জিনিস আবার ফেরত দিতে আছে?"

চৌদ্দ

স্বামিজীর কথায় ব্রহ্মচারী স্তব্ধ !

স্বামিজী সিগারেটে ধূমোদ্গার করিতে করিতে নিজ মনেই বলিলেন, "এ ছেলে দু'টি আমার শিষ্য হতে চায়।"

ব্রহ্মচারী একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কি ভাবে আপনাদের সাধন-ভজন করা হয়, সেটা জেনে-শুনে শিষ্য হতে চায় ?"

"হ্যাঁ। আলোচাল, কাঁচকলা, বেহ্মচজ্জয় ওদের লোভ নেই।" বলিয়া স্বামিজী কৌতুকভরে হাসিলেন।

"ও-গুলো সাধারণের পক্ষে লোভনীয় নয়। বরং আপনাদের ব্যাপারের মধ্যে—" বলিয়াই ব্রহ্মচারী কথাটা সামলাইয়া লইয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, "ক্ষমা করবেন। ও-সব ব্যাপারের নিগূঢ়তত্ব অর্থ কি, আমি হয় ত বুঝি না। কিন্তু এই সব কচি ছেলেদের পক্ষে 'কারণ'-টারণ—" বলিয়া ব্রহ্মচারী সসঙ্কোচে আপত্তিপূর্ণ-দৃষ্টিতে স্বামিজীর মুখপানে চাহিলেন।

স্বামিজী গম্ভীর হইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলেন ; উত্তর দিলেন না।

ব্রহ্মচারী বুঝিলেন, স্বামিজীর মৌনতার অর্থ—অপ্রসন্নতা এবং নির্বাক-প্রতিবাদ মাত্র। অন্য সময় হইলে ব্রহ্মচারী হয় ত এই ইঙ্গিতেই এ প্রসঙ্গের আলোচনায় নিরস্ত হইতেন। কিন্তু আজ কে জানে কেন—হঠাৎ তাঁর রোখ্ চড়িয়া গেল। অনধিকার-চর্চা বুঝিয়াও তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "না মশাই, বুঝে-সুজে কাজ করবেন। গুরুর দায়িত্ব অনেকখানি! এই সব কাণ্ডজ্ঞানহীন বাচ্চা ছেলের ভার সত্যই যদি ঘাড়ে নেন,—তা' হলে বিশেষ বিবেচনা করে এদের উপযুক্ত সাধন-পদ্ধতি স্থির করে, তবে নেবেন। মদ-মাংস খেয়ে কুৎসিত উত্তেজনায়, কদাচার কুক্রিয়ায় আসক্ত হয়ে এরা ধর্মের নামে অধর্মের পথে যেন না যায়, সেটুকু দেখ্বেন।"

গম্ভীর হইয়া স্বামিজী বলিলেন, "সেটা অপরের পরামর্শ ব্যতীতও আমি দেখতে জানি। নিজের ক্ষমতার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে।"

এই প্রচ্ছন্ন-শ্লেষপূর্ণ অপমানের আঘাতটা সামলাইয়া লইতে ব্রহ্মচারীর একটু বিলম্ব হইল। আত্মদমন করিয়া তিনি বলিলেন, "নিজের ক্ষমতার

ওপর শ্রদ্ধা অনেকেই রাখে। নিজের পাশবিক ক্ষমতার ওপর, আসুরিক ক্ষমতার ওপর,—পশু, পিশাচ, অসুর শ্রেণীর লোকেরাও শ্রদ্ধা রাখে। এমন কি, আমি-হেন মূর্খও নিজের মূঢ়তাকে শ্রদ্ধা করে ভাবি, বুঝি নিজের বিবেক-বুদ্ধিকেই খাতির করছি। কিন্তু—"

স্বামিজীর ভীষণ মুখমণ্ডলে অতি স্নিগ্ধ-মধুর হাসির বিদ্যুচ্চমক খেলিয়া গেল। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "সেটুকু ধারণা করবার ক্ষমতা এখনো আছে?—বসো, বসো, দাঁড়িয়ে কেন? কম্বলে এস।"

"যা' সিগারেটের ধোঁয়া! মাথাটা ধরে গেছে, একটু তফাতেই থাকি। আপনি খান।—" বলিযা ব্রহ্মচারী দূরে বসিলেন। বলিলেন, "ছেলে-দু'টির ধর্মোৎসাহে এদের অভিভাবকদের আপত্তি নেই ত।"

"কেন আপত্তি থাক্‌বে? আমাদের উপাসনা-পদ্ধতির সঙ্গে ভোগী সংসারীদের আদর্শের কোন বিরোধ ত নেই।

"যত্রাস্তি ভোগ ন চ তত্র মোক্ষো
যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
শ্রীসুন্দরীপূজন তৎপরাণাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব।"

এই আমাদের আদর্শ। এই তো সংসারীদের পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ভোগ মোক্ষ যদি এক সঙ্গে করতলে পাওয়া যায়, সে ত সুখের বিষয়। কিন্তু ভগবান রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, জনকের মত ব্যথিত-চিত্ত যোগী ত সংসারে সুলভ নয়, এটা দুঃখের বিষয়!—ভোগের লোভে উপভোগের নেশা অনেকের স্কন্ধে চাপে, তা'র টানে দুর্ভোগের জাঁতায় পড়ে আত্মারাম ছাতু-পেশা—"

"গোঁড়ামিতেই মরেছে! কি হয়, না হয়, একবার হাতে-হেতেরে করেই স্থাখ্‌রে বাপু—" বলিয়া স্বামিজী অবজ্ঞা-ভরে হাসিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আর মশাই! ভববন্ধন মোচনের যে প্রেস্‌ক্রুপ্‌সান আপনারা চালান,—'বরাঙ্গনাস্বাদিত সীধু পাত্রং, ভোগঞ্চ মোক্ষঞ্চ করে দদাতি'—ও শুন্‌লেই যে আমাদের মত রোগী আর রোগ একসঙ্গে অক্কা-লাভ করে! মোক্ষ পর্যন্ত পৌছুতে তর্ সয় না! উঃ, 'হালাং পিবন দীক্ষিত মন্দিরেষু, স্বপন্নিশায়াং গণিকাগৃহেষু'—কি মশাই? মনুষ্যত্বকে জব্দ করবার ব্যবস্থা!—এ কি সর্বনেশে সাংঘাতিক হেঁয়ালি?"

নির্নিমেষ-নয়নে ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া স্বামিজী বলিলেন, "তন্ত্রের সমস্তই ত হেঁয়ালিপূর্ণ।"

স্বামিজীর সেই অসাধারণ কুহক-শক্তিময়ী দৃষ্টির প্রভাবে ব্রহ্মচারীর বিদ্রোহ-উদ্যত চিত্ত সহসা আবার বশীভূত হইয়া পড়িল! একটা অজ্ঞাত ব্যাকুলতার পীড়নে অধীর হইয়া তিনি বলিলেন, "দোহাই মশাই,—এ সব হেঁয়ালির যথার্থ দার্শনিক অর্থ কি, আমায় দয়া করে বুঝিয়ে দেন। এ সব শাস্ত্র-বাক্যের যথার্থ মুখ্য উদ্দেশ্য কি, সেটা জানবার জন্যে আমার প্রাণ কৌতূহলে ছট্‌ফট্ করছে।"

সজোরে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া স্বামিজী একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা সে হবে—পরে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেসা করি, ঠিক সত্যি জবাব দাও।"

"বলুন। মিথ্যা কথা আমি সজ্ঞানে বলব না।"

"কিন্তু সত্য স্বীকার করবার সাহসও সব সময় সকলের থাকে না। আচ্ছা, বল দেখি, ব্রত ত পালন করছ, কিন্তু ব্রত-বিরোধী পরীক্ষাও এ সংসারে আছে, মানো?"

"খুব মানি।"

"ব্রত-বিরোধী পরীক্ষাগুলোর আক্রমণে কখনো বিপন্ন,—না-হোক—চঞ্চলও কি একটুও হও নি? সত্যি কথা বল্‌বে।"

এ প্রশ্নে ব্রহ্মচারীর আকর্ণ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল! অনুযোগের স্বরে তিনি বলিলেন, "এই নিন্। আমি এলুম তন্ত্রের দার্শনিক অর্থ বুঝ্‌তে,— উনি সুরু করলেন, আমার জীয়ন্ত শব-ব্যবচ্ছেদ!"

"শব-সাধনাই আমার কারবার! তুমি কি দরের মানুষ আগে বুঝি, তোমার ক্ষমতার দৌড় কতদূর আগে দেখি,—তা'র পর বুঝ্‌ব তুমি সে তত্ত্ব শোনবাব উপযুক্ত কি না। তবে শোনাব, নইলে নয়।"

ব্রহ্মচারী একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"মশাই, সাধনায় যদি দৃঢ়ভাবে লেগে থাকতে পারা যায়, তা'হলে কোন বিপদই মানুষকে গুরুতর ভাবে অভিভূত কর্‌তে পাবে না। এটা ঠিক বুঝেছি। আর আমি মানুষটাও একরোখো জিদেল্। নিজের মন-বুদ্ধি দিয়ে বাজিয়ে, সত্য বলে বুঝে— ঝোঁকের মাথায় যে কাজটা ধরি, সেটা চোখ বুজেই করে চলি। দুঃখ কষ্ট তা'তে বুঝি না। তবে আজকাল, কেন জানি না, আরব্ধ সাধনা ঠিক

চালাতে পারছি নে। মাঝে মাঝে অবসাদ বোধ হয়, শিথিলতা আসে, অন্যমনস্ক হয়ে গোলযোগও করি—সব সত্যি। তবু ছোট বয়েস থেকে অস্থি-মজ্জায় যে সংস্কার মিশে গেছে, তাকে ছাড়তে পারি নে।"

স্বামিজী সুগম্ভীরভাবে বলিলেন, "সংস্কারটা কি ?"

ব্রহ্মচারী ধীরে বলিলেন, "ন-তপস্তপ-ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্ !"

সিগারেট টানিতে টানিতে স্বামিজী কণ্ঠতালু ও নাসারন্ধ্রের সাহায্যে 'হুঁক্' করিয়া একটা অব্যক্ত শব্দসহ হাসিলেন। তা'র পর আরামে চোখ বুজিয়া, বেশ কায়দার সহিত ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সজোরে বলিলেন, "তা'হলে তোমার ধারণাশক্তি নিতান্তই স্থূল। ব্রহ্মচর্য, অর্থাৎ একান্ত সংযম,—সেটা হচ্ছে একান্ত অসংযমেরই অভিব্যক্তি !"

এবার ব্রহ্মচারী হাসিলেন। সজোরে বলিলেন, "একান্ত সংযম, একান্ত অসংযমেরই অভিব্যক্তি ! আপনি যে তত্ত্বজ্ঞানের অতাত-তত্ত্ব আবিষ্কার করছেন মশাই ! আশা করি, তা'হলে প্রচণ্ড অসংযম উচ্ছৃঙ্খলতাগুলোই প্রকাণ্ড সংযম, সুশৃঙ্খলার পরিচায়ক ?"

অটল গাম্ভীর্যে স্বামিজী উচ্চ নিনাদে বলিলেন, "মানুষ, মানুষই ! তা'র দেহও দেহই ! দেহটাকে তা'র ন্যায্য প্রাপ্য আনন্দ-ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখলে প্রকৃতির কাছে তার দণ্ড পেতে হয়। একান্ত আত্ম-নিগ্রহ আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্পূর্ণ প্রতিকূল ! বিশ্বের ইতিহাসেব খবর যদি রাখো, তা'হলে তা'র ঢের প্রমাণ পাবে।"

স্নিগ্ধ-হাস্যে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কথাটা শুনতে বেশ শ্রুতি-সুখকর,—কিন্তু আপনার মতটি বেশ-একটু কাপালিক-মত ঘেঁষেই যাচ্ছে ! তা'র পব ভুল হচ্ছে,—ইন্দ্রিয়-সংযমকে আপনি আত্ম-নিগ্রহ বলে লক্ষ্য কবৃছেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযম আর আত্ম-নিগ্রহ এক ব্যাপার নয়। ও-দু'টো কথার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে।—আত্ম-নিগ্রহ হচ্ছে কুৎসিত অনুচিত অভিশপ্ত কাজের দ্বারা আত্মাকে কলুষিত নিষ্পাড়িত কবা,—কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযম, সেটা হচ্ছে উল্টো দিকের কথা।—তা'র পর আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা,—কিন্তু"—

যোড়হাত করিয়া সহাস্যে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কিন্তু আপনি অপরাধ নেবেন না ত ?"

স্বামিজীর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছিল। অপ্রসন্ন গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "না, বল।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "সন্ন্যাসী শঙ্কর, যিশুখৃষ্ট প্রভৃতি গোটাকতক ভদ্রলোকের খবরও বিশ্বের ইতিহাসে পাওয়া যায়। শুনেছি, তাঁরাও অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করে গেছেন। কিন্তু তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কতটা সর্বনাশ হয়েছিল,– বিশ্বের ইতিহাস তা'র সম্বন্ধে কি সাক্ষ্য দেয় মশাই ?"

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারী সহসা আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, বেশী দিন নয়,—সেদিনের কথা। আপনাদেরই এই বাংলাদেশে, রামকৃষ্ণ-পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ,—তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গদের কথা এখন থাক্—তাঁদের কথাই ধরি।—ওই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিকূল সাধনার বলে যে কাণ্ড করে গেছেন, তা'র ইতিহাস চোখের সামনেই রয়েছে, নয় ?"

গভীর অবজ্ঞাভরে স্বামিজী বলিলেন, "করেছেনই বা তাঁরা এমন কি ? হুঁ, আমার জান্‌তে কিছু বাকী নেই। কতকগুলো হুজুগে ছোঁড়ার মাথা খেয়ে গেছেন, কাজের মধ্যে কাজ ত হয়েছে এইটুকু। এর মধ্যে ভালটাই বা হয়েছে কি ?"

ব্রহ্মচারীর দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল। একটু নীরব থাকিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "আপনি যদি শুধু ওইটুকু মাত্র বুঝে থাকেন, ওর বেশী তাঁদের কোন কৃতিত্ব স্বীকার করা যদি অনুচিত বলে মনে করেন, তবে তর্ক করা নিষ্ফল।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ বলিলেন, "যাক্, আমার এত দিনের একটা ধারণা আজ ভুল বলে বুঝতে পার্‌ছি।"

"ধারণাটা কি ?"

"আমার ধারণা ছিল, ভোগ-ত্যাগীদের প্রকৃতি ভোগাসক্ত ভোগমত্ত জীবরা বুঝতে পারে না,—ভোগত্যাগী সাধকেরাই বুঝতে পারে। আজ দেখছি আমার সে বিশ্বাস ভুল। আপনার মত এত বড় একজন সাধক যখন রামকৃষ্ণ-পরমহংস সম্বন্ধে এমন কথা বল্‌তে পার্‌লেন, তখন অন্যে পরে কা কথা।"

স্বামিজী আবার সেই দুর্বোধ্য কুহকময় দৃষ্টি হানিয়া মুচ্‌কিয়া হাসিলেন। নিজের পায়ের তলায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গভীর চিন্তাশীলের ভঙ্গীতে বলিলেন, "তুমি রামকৃষ্ণ-পরমহংসকে ভক্তি করো ? ভাল। আমিও তাঁকে ভক্তি করি। কিন্তু কি জানো, তাঁদের আদর্শ-টা ঠিক সাধারণ সংসারীদের পক্ষে উপযোগী নয়।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "সে প্রসঙ্গ আলাদা। কিন্তু থাক মশাই, রামকৃষ্ণ-

পরমহংসকে বুঝতে হলে রামকৃষ্ণ-পরমহংস হওয়া চাই।—আমাদের পক্ষে তাঁর কাজের বা চরিত্রের সমালোচনা করতে যাওয়া অপরাধ-জনক ধৃষ্টতা মাত্র। অন্য কথা পাড়ুন।"

এ প্রসঙ্গটা ব্রহ্মচারী এ ভাবে এড়াইয়া যাওয়ায় স্বামিজী বিপন্মুক্তির আনন্দ অনুভব করিলেন। উল্লাসের আতিশয্যে নড়িয়া চড়িয়া একটু ভাল করিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিলেন। পাখা তুলিয়া সজোরে নিজেকে বাতাস করিতে করিতে পরম নিস্পৃহের মত নিরুৎসুক-কণ্ঠে বলিলেন, "থাক্, বাজে তর্ক। এবার কিছু ভাল কথার আলোচনা হোক্। মা কোথা? তাঁকে ডাক।"

পনের

স্বামিজীর কথায় ব্রহ্মচারীর মুখ গম্ভীর হইল। অল্পক্ষণ পূর্বে ব্রহ্মচারিণীর সহিত তাঁর যে তিক্ত প্রসঙ্গের আলোচনা হইয়াছে, তা'র কথা মনে পড়িল। স্বামিজীর সামনে তিনি স্ত্রীর প্রতি যে উদ্ধত স্বামিত্ব—তথা প্রভুত্ব-মর্যাদা জাহির করিয়াছেন, তা'র সংঘাত ব্রহ্মচারিণী ধীরভাবে সহ্য করিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মচারীর অন্তরে আত্মগ্লানির জ্বালা ধরিয়াছিল। তা'র উপর স্বামিজীর বাক্য ও ব্যবহারের কৃপায় ব্রহ্মচারীর যে চিত্ত-বিক্ষেপ জাগিয়াছে, তা'র তীব্র অভিঘাতে আত্মসংযমে অক্ষম হইয়া, তিনি যে-সব কথা ব্রহ্মচারিণীর কাছে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মচারিণীর পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর বিমুখ মন কোন সৌজন্য, কোন শিষ্টাচারের অনুরোধেই যে এখন স্বামিজীর প্রতি প্রসন্ন হইবে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তা' ছাড়া তিনি যে অপ্রসন্ন-চিত্ত লইয়া কপট-শিষ্টাচার বজায় রাখিতে আসিবেন, ইহাও নিষ্কপট ব্রতচারী-জীবনের ক্ষতিকর। তা'র চেয়ে তিনি নিজের উপাসনায় মন দিয়া অন্তরালে থাকুন, তা'তে স্বামিজী একটু দুঃখিত হইবেন, হউন। উপায় কি?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাথা চুলকাইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ওঁর বোধ হয় আজ এখানে বস্‌বার সুবিধা হবে না।"

স্বামিজীর ভ্রূযুগল তীব্র কুঞ্চিত হইল, দৃষ্টিতে সংশয় এবং উদ্বিগ্নতা ঘনাইয়া উঠিল। অস্বাভাবিক ধীরতার সহিত বলিলেন, "অসুবিধাটা কিসের?"

রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারী নিম্ন-স্বরে একটু পরিহাসের ভঙ্গীতে বলিলেন, "কাজ আছে। যেদিন কাজের নেশা মাথায় চড়ে, সেদিন তত্ত্বজ্ঞান নিজে এসে দুয়ারে ধর্ণা দিলেও ওঁর নাগাল পায় না।"

প্রচ্ছন্ন-শ্লেষভরে স্বামিজী বলিলেন, "এতখানি গৃহস্থালির কাজে যা'র আসক্তি, সে মানুষকে দিয়ে জবরদস্তির ওপর বৈরাগ্য-সাধন করিয়ে লাভ কি ?"

ব্রহ্মচারীর হাসি বন্ধ হইল। একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "বৈরাগ্য-সাধন জবরদস্তির ওপর নিজেকে দিয়ে কেউ করাতে পারে না, পরকে দিয়ে করানো— অনেক দূর। ওটা আসলে ব্যক্তিগত ব্যাপার, মানুষের হৃদয়মনের একটা বিশেষ অবস্থা। সে অবস্থা লাভের জন্য আমি কাউকে অনুরোধ করি নে; বরঞ্চ মাথার দিব্যি দিয়ে সবাইকে বলছি, যা'র সে অবস্থা হয় নি, সে যেন অনর্থক এ পথ কলুষিত করতে না আসে। উনি যা' কিছু করছেন, হয় ত তা' ওঁর খেয়াল, খুশী, জেদ,—হয় ত গুরু আর গুরুজনদের কিছু অযথা আস্কারাও তা'র সঙ্গে আছে। কিন্তু আমি সে জন্যে দায়ী নই।"

স্বামিজীর মুখভাব পরিবর্তিত হইল। প্রশান্ত-গাম্ভীর্যের ছদ্ম-মুখোস খসিয়া, সহসা ক্ষুধার্ত শার্দুলের লোলুপ-ব্যগ্রতা চোখে মুখে ফুটিল। আত্মবিস্মৃত, উত্তেজিত হইয়া তিনি বলিলেন, "তুমি দায়ী নও, তোমার দৃষ্টান্ত দায়ী। উনি পড়তেন যদি আমার হাতে, হ'তাম যদি আমি ওঁর স্বামী—"

ঘৃণাভরা বিরক্তির সহিত ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আঃ, কি করেন মশাই ? আপনি ওঁকে মাতৃ-সম্বোধন করেন ?"

স্বামিজী তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। আবার সেই প্রশান্ত-গাম্ভীর্যের মুখোসে মুখশোভা বাড়িল। প্রবল অবজ্ঞার সহিত বিজ্ঞভাবে বলিলেন, "তা'তে কি হয়েছে ? তোমার যত সব কুসংস্কার।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তথাস্তু। কিন্তু আপনার এই ব্যক্তিগত সুসংস্কারগুলি আপনার মধ্যেই রাখুন, দয়া করে অপরের মধ্যে চালাবেন না। বাক্যের অসংযম থেকে চিত্তের অসংযম প্রকাশ পায়। যাঁকে মাতৃজ্ঞানে সম্মান করেন, তাঁর সম্বন্ধে এ রকম চিন্তা মনে ঠাঁই দিলে—শাস্ত্রমতে—"

"শাস্ত্রমতে তা'র মুখদর্শন করাও পাপ ! জানি হে জানি, আমাকে আর শাস্ত্র শেখাতে হবে না।"

"তবু সম্পর্ক-জ্ঞানের মর্যাদা দু' পায়ে মাড়িয়ে নিজের কৃতিত্ব জাহির করবেন ? কাপালিক-ধর্মী আর কা'কে বসে ? সাধে শঙ্করাচার্য এসে

তান্ত্রিকের দলকে ঠেঙিয়ে গুঁড়ো করেছিলেন!"—বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারী হাসিলেন।

স্বামিজীর মুখ শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। অসাধারণ ধূর্ততার সহিত বীভৎস-বিকৃত হাসিতে সে ভাব ঢাকিয়া লইয়া তিনি সজোরে বলিলেন, "আরে সে-সব আলাদা শ্রেণীর তান্ত্রিক; তা'রা সব কাপালিক, বামাচারীর দল। আমরা অন্য দিকের। কিন্তু তুমি যে বাপু, সম্পর্ক-জ্ঞানের মর্যাদা নিয়ে লড়তে এসেছ, তুমিই বা কোন্ নিজে সে জ্ঞানের মর্যাদা রেখেছ? তুমি স্বামী, স্বামীরও একটা কর্তব্য আছে। তুমি নিজের সাধন-ভজন নিয়ে খেয়ালের মধ্যে ডুব মার্‌লে,—আর ওই নিরপরাধ মানুষটার জীবন যে ব্যর্থ হয়ে গেল—"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "Sorry, Sorry! ভোগ-লালসা-মত্ত জীবদের কাছে ধার-করা ওই ব্যর্থতা বুলিটা আপনাদের ঠোঁটস্থ? ভাল মশাই,—সার্থকতাটা হোত কিসে? গুটিকতক ক্ষীণ-প্রাণ, অকালে শমন-সদনে-গমনোদ্যত, জড়-মস্তিষ্ক, জড়পিণ্ড, কুসন্তান সৃষ্টি করায়? নিজের আর অপরের স্বাস্থ্য, শক্তি, সময়, সাধনা নষ্ট করে,—দরিদ্রের সংসারে ঘোর দারিদ্র্য বাড়িয়ে সাক্ষাৎ নরক সৃষ্টি করায়? এতেই ওই মানুষটার জীবনের সব ব্যর্থতা ঘুচে গিয়ে শোক-দুঃখ-ক্লেশের হাহাকার যন্ত্রণার মধ্যে স্বর্গীয় সার্থকতা সৃষ্টি হোত?"

স্বামিজী কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "দারিদ্র্যের ওজর আর যে করে করুক, তোমার করা সাজে না।"

"কেন - ঠাকুর্দা'র সম্পত্তি আছে বলে? কিন্তু ঠাকুর্দা'র সম্পত্তি আছে ত আমার কি? আমি যদি নিজের ক্ষমতাবলে উপার্জন করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সদ্গতির ব্যবস্থা করতে পারতুম, তবেই আমার সংসার-ধর্ম পালন করায় গৌরব; পর-প্রত্যাশা-নিরত অকর্মণ্য পশুর মত সংসার-ধর্ম করা—সে ত ধর্ম নয়।"

"অকর্মণ্য হলে কেন? সেও ত নিজের সখ।"

"প্রথমটা ধর্মের সখই বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্যটি অকালে জখম হয়ে সেই সখের খোরাক জুটিয়ে দিয়েছে,—বিধির মার!"

তোমার চেয়ে ভাল স্বাস্থ্য দেশের ক'টা লোকের আছে, পরীক্ষা কর দেখি। তা'রাও ত সংসার-ধর্ম পালন করছে। শরীর ভাল নয় বলে, কে আর সংসার-ধর্ম ছেড়ে বানপ্রস্থ নিচ্ছে।"

"মশাই, এর জবাব দিতে গেলে দেশশুদ্ধ লোককে চটিয়ে তোলা হবে। নিরীহ বৈরাগী আমি, স্পষ্ট করে সত্যি কথা বলে শত্রু সৃষ্টি করায় আমার লোভ নেই। কর্মফল সবাইকে তাড়া করে নিয়ে ঘোরাচ্ছে—সাব বুঝেছি।"

একটু থামিয়া স্মিতমুখে ব্রহ্মচারী পুনশ্চ বলিলেন, "কিন্তু, কথায় কথায় আপনাকে বড় চটিয়ে তুল্‌ছি নয়? মাফ্‌ করবেন মশাই, তান্ত্রিকদের চটান সুবিধের কথা নয়। কি মশাই একটা শ্লোক কোথা দেখেছিলুম—

"তন্ত্রঞ্চ তন্ত্রবক্তারং নিন্দন্তি তান্ত্রিকীং ক্রিয়াম।
যে জনা ভৈরবীস্তেষাং মাংসাস্থি চর্ব্বণোদ্যতাঃ॥"

উহুঃ, ভৈরবী ঠাকুরুণরা আহ্লাদ করে আমার মাংসাস্থি চর্ব্বণোদ্যতা হলে,—সেটা বড় সুখের গল্প হবে না। অনুগ্রহ করে তাঁদের মাফ্‌ কর্‌তে বলবেন!"

স্বামিজী হাসিলেন; বলিলেন, "জ্ঞানপাপী আর কাকে বলে? বাক্‌চাতুরী রাখো, যাও—মাকে ডেকে নিয়ে এস।"

রান্নাঘরের দিকে উঁকি দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "রান্নাঘরের শিকল বন্ধ। গৃহস্থালির কাজ শেষ করে এবার বোধ হয় পথস্থালির ব্যাপারে মন দিয়েছেন।"

"অর্থাৎ?"

"বোধ হয় জপে বসেছেন।"

"এই ঠিক দুপুরের সময়? দায়ের পাট সার্‌তে পার্‌লেই হোল না কি? যাও, যাও,—আমার নাম করে ডেকে নিয়ে এস।" স্বামিজী রীতিমত ব্যস্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যেতে বলছেন যাচ্ছি। কিন্তু বোধ হয় নিজের কাজে বসেছেন। কারুর সাধন-ভজনে আমি বাধা দিতে পার্‌ব না মশাই, তা' বলে যাচ্ছি।"

উঠিয়া গিয়া ব্রহ্মচারী সাবধানে নিঃশব্দ-পদে পূজার দালানে ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারিণীর পূজাগৃহের দুয়ার ভেজানো ছিল, খোলা জানালা দিয়া একবার ভিতরে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তিনি নীরবে ফিরিলেন।

স্বামিজী বলিলেন, "কি হোল? ওখানে আছেন?"

"হুঁ।"

"কি করছেন ?"

"আসন, মুদ্রা, ধ্যান।" সংক্ষেপে জবাব দিয়া ব্রহ্মচারী নিজের শোবার ঘরে ঢুকিলেন। একখানা কম্বল ও পাখা বাহির করিয়া একটু দূরে কম্বল পাতিয়া শয়ন করিলেন। উত্তরীয়খানার ফাঁশ খুলিয়া, পুঁটলি পাকাইয়া বালিশের মত মাথার নীচে রাখিলেন। অনাবৃত-দেহে বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, "এবার আপদ শান্তিঃ! উনি সরে পড়েছেন—ভালই হয়েছে। আপনি মনের সুখে সিগারেট খেতে খেতে এবার তন্ত্রের দার্শনিক অর্থগুলো আমায় বুঝিয়ে দেন দেখি।"

স্বামিজী ততক্ষণে আব একটা সিগারেট ধবাইয়া বিমর্ষ-গম্ভীরমুখে টানিতে-ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে একটা অপ্রসন্ন চিন্তাকুলতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মচাবীর কথায় মাথা নাড়িয়া, অন্যমনস্কভাবে বলিলেন "উহুঁ,—আজ আর নয়। এব পর আর একদিন হবে। আজ আমি উঠি।"

"এর মধ্যে ? এখনো চাবটে বাজে নি।"

"না বাজুক।—" বলিয়া সিগাবেটের বাক্স হইতে বাকী সিগারেট কয়টা বাহিব কবিয়া পকেটে ফেলিলেন! বাক্সটা বারন্দার প্রান্তে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ব্রহ্মচাবীর দিকে চাহিলেন। প্রশান্ত-কোমলস্ববে বলিলেন, "তুমি আমার আশ্রমে যেও, সেইখানেই ও-সব কথা হবে।"

ব্যাকুল হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "সেখানে যে অন্য লোকজন আসে—বড় ভিড়। নিরিবিলি কথা বলাব সুবিধা হয় না।"

"বেশ ত, সময় বুঝে সে সুবিধা আমি করে নেব। তুমি যা' শিখ্তে চাও, যা' জান্তে চাও সব তোমায় বুঝিয়ে দেব। আজ চল্লুম।"

ব্যতিব্যস্ত হইয়া ব্রহ্মচারী উত্তবীয়খানা টানিযা গাযে জডাইতে জডাইতে বলিলেন, "আরে, বসুন, বসুন। আপনাব জলখাবাব নিয়ে আসি।"

রান্নাঘর হইতে জলখাবাবের পাত্র ও জলের গেলাস আনিয়া ব্রহ্মচারী স্বামিজীর সামনে রাখিলেন। স্বামিজী একটু নিরীক্ষণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আযোজন ত সুপ্রচুর হয়েছে। মা তো গা-ঢাকা দিয়েছেন, এর উপযুক্ত ভোজন-দক্ষিণা দেবে কে ?"

"আমি।"

"তোমার আছে কি, যে, দেবে ?"

"নগদ পাঁচ মুদ্রা দেড পয়সা হাতে আছে। কিচ্ছু ভাবনা নাই।

"মোটে ত পাঁচ টাকা, তা' নিজের জন্যেই বা রাখবে কি, ব্রাহ্মণকেই বা দেবে কি?"

"নিজের জন্যে কিছু রাখার দরকার নেই,—সবই ব্রাহ্মণকে দান কর্‌ব।"

"তা'হলে আগে দাও, না হলে আমি মুখ নষ্ট করছি না—"

ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ শোবার ঘরে ঢুকিয়া পাঁচ টাকা দেড পয়সা আনিয়া স্বামিজীর হাতে দিলেন। স্বামিজী স্মিতমুখে মধুর-স্বরে বলিলেন, "জয়স্তু। আরও হোক্‌, ব্রাহ্মণকে আরও দান কোরো।"

অকপট দুঃখের সহিত ব্রহ্মচারী বলিলেন, "সত্যি স্বামিজী, আজ আমার হাতে কিছু নেই—আপনাকে দেওয়ার মত আর কিছু দেওয়া হোল না। আপনাকে আর একদিন—"

বলিয়াই ব্রহ্মচারী থামিলেন। তাঁর স্মরণ হইল—কথা দিলেই তাঁহাকে সত্যরক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু স্বেচ্ছায় তিনি নিজের আয়কে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়াছেন,- যথেচ্ছ দানের সামর্থ তাঁর নাই।

স্বামিজী সহাস্যে বলিলেন, "কিন্তু এ দশ, পাঁচ, পঁচিশে ত আমার কিছু হবে না। আইবুড়ো মেয়েটির বিয়ের ভার তোমাকে নিতে হবে, সেটা যেন মনে থাকে। না বল্লে, ছাড়্‌ছি না ভাই।"

উদ্বিগ্ন হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কিন্তু আমি ত—"

বাধা দিয়া প্রবল তাচ্ছিল্যের সহিত স্বামিজী বলিলেন, "তোমার হাত ঝাড়্‌লে পর্বত! ইচ্ছে করলে তুমি অমন একটা ছেড়ে দশটা ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে দিতে পারো। এও তো একটা মহা-পুণ্য কাজ।—তুমি না করলে এ পুণ্যফল অর্জন কর্‌বে কে?"

পুণ্যের লোভ ব্রহ্মচারীর যতই থাক্‌,—কিন্তু এ শ্রেণীর পুণ্য অর্জনের লোভে আর্থিক চিন্তার ঝঞ্ঝাটে নিজেকে বিব্রত করিয়া সাধন-নিষ্ঠ মনকে বিক্ষিপ্ত করিবার লেশমাত্র উৎসাহ ছিল না। তিনি বিচলিত হইলেন। নিরুত্তরে মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

স্বামিজী অনুমানেই তাঁর সঙ্কটাপন্ন অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া অতি স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি ধীরে সুস্থে টাকার যোগাড় কর। এখুনি ত বিয়ে হচ্ছে না। তোমার সুবিধে মত যোগাড় হলে আমাকে দিও। তা'র পর পাত্র যোগাড় করে বিয়েটা দেওয়া যাবে। হ্যাঁ ভাল কথা,—ওবেলা

যা' বলেছিলুম, রত্নাদের ব্যবস্থা কি হোল? তা'দের দু'-মানুষকে আশ্রয় দেবে ত?—সেও একটা মহাধর্ম।"

আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। খাদ্য-সামগ্রীর আস্বাদ পরীক্ষা করিয়া পাক-কৌশলের অজস্র প্রশংসাবাদ কীর্তনে, ব্রহ্মচারীর নিরুৎসাহ মনকে পুনশ্চ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিলেন। ব্রহ্মচারী সন্তোষ-তৃপ্ত মনে আবাব স্বচ্ছন্দভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। আরও অনেক কথা হইল।

আহার শেষে স্বামিজী বিদায় লইলেন।

ঘোল

সন্ধ্যার আহ্নিক সারিয়া ব্রহ্মচারী যখন বাহিরে আসিলেন, ব্রহ্মচারিণী তা'র পূর্বেই আসিয়াছিলেন। বোয়াকে বসিয়া তখন পাথরে সর মইয়া ননী প্রস্তুত কবিতেছিলেন। ব্রহ্মচারীর কম্বল বিছানো ছিল;—তিনি আসিয়াই, শ্রান্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া, শুইয়া পডিলেন। ব্রহ্মচাবিণী একবার চাহিয়া দেখিলেন, তা'ব পর আবার হেঁট হইয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী চোখ বুজিয়া নিস্পন্দ স্থিব হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

পূর্ণিমাব উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক ভবিয়া গিয়াছিল। বহি-প্র্কৃতি শান্ত নীরব। বাতাস সাবাদিনেব রৌদ্র-রোষ-পীড়নের পর এখন ঠাণ্ডা হইয়া—ধীবে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না। ব্রহ্মচাবিণী নিজের কাজ শেষ করিয়া ঘোল ও ননীর পাত্র ভাঁড়ার ঘরে রাখিয়া, ফলের চুপড়ি ও বঁটি লইয়া ফল বনাইয়া, রাত্রের জলখাবার সাজাইতে বসিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী সজোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, মুখ ফিরাইয়া ব্রহ্মচারিণীর দিকে চাহিলেন! অবসাদক্লান্ত-কণ্ঠে বলিলেন, "ভদ্রতা-জ্ঞান বল্‌তে একটা জিনিসও কি তোমার নাই?"

প্রশান্ত-নিরুদ্বিগ্ন-মুখে ব্রহ্মচারিণী উত্তর দিলেন, "তিরস্কারের জন্যে প্রস্তুতই আছি। কিন্তু আজ নয়,—কাল সে মামলা হবে। দুধ ফল এবার দিই?"

আজ সারাদিন ব্রহ্মচারী অভ্যস্ত নিয়মের অতিরিক্ত বাক্যব্যয় করিয়াছেন। এখন আব তাঁর বেশী কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। একটা অস্বাভাবিক অবসন্নতায় সর্বশরীর ঝিম্-ঝিম্ করিতেছিল। ক্লিষ্ট দেহটা কোন রকমে ঠেলিয়া তুলিয়া তিনি বসিলেন। বলিলেন, "দাও।"

সমস্ত গুছাইয়া ব্রহ্মচারিণী সামনে ধরিয়া দিলেন। বিনা-বাক্যে ব্রহ্মচারী খাওয়া শেষ করিয়া আঁচাইয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। আলস্য-জড়িত-স্বরে বলিলেন, "তোমার খাওয়া হলে পর, একবার এখানে এসে বসবে? গোটাকতক কথা আছে।"

ব্রহ্মচারীর চোখ বোজাই ছিল। তাঁর অবসাদ-শুষ্ক মুখের দিকে কয়মুহূর্ত স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারিণী ধীরে বলিলেন, "আমি আজ বড ক্লান্ত হয়েছি, ঘুমও পেয়েছে! আজ কথাবার্তা থাক, কাল হবে।"

ব্রহ্মচারী তেমনি ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে—যাও।"

ব্রহ্মচারিণী প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পবে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া রোয়াকে আসিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মচারী গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছে। তাঁর পা হইতে চিবুক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা, শুধু মুখের উপর-দিকটুকু দেখা যাইতেছে। পূর্ণিমার উজ্জ্বল চন্দ্রালোক সেই রুক্ষ-কঠোর তপস্যা-ব্রতী তাপসের অল্পাহাব, অল্প নিদ্রার ক্লেশশুষ্ক শীর্ণ মুখের উপর স্নিগ্ধ-কিরণ দান কবিতেছে। দিবসের কর্ম-ক্লান্তিতে—তুচ্ছ ত্রুটি-সংঘর্ষে উদ্দীপ্ত অসহিষ্ণুতার জ্বালা সে মুখ হইতে এখন অন্তর্হিত। ক্রোধ-ভ্রূকুটিবদ্ধ ললাট এখন প্রশান্ত সরল। একটা অনির্বচনীয় পবিত্র শান্তির ভাব সেখানে বিরাজ করিতেছে।

নিদ্রিত মুখেব দিকে চাহিয়া চাহিয়া ব্রহ্মচাবিণীব স্নেহ-স্নিগ্ধ দৃষ্টি সশ্রদ্ধ-করুণায় ভরিয়া উঠিল। অধরে মধুর-কোমল হাসিব বেখা ফুটিয়া উঠিল!—উদ্ধত, অসহিষ্ণু, ক্রোধী,—সব সত্য, কিন্তু হিংস্র নিষ্ঠুবতাব বা সাংসারিক স্বার্থ-কুটিলতার কোন চিহ্ন সে মুখে নাই; শুধু কঠোর সংযম-নিষ্ঠাপুত অপকট পবিত্রতার দীপ্তি সে মুখে খেলা করিতেছে।

সকরুণ মমতায় ব্রহ্মচারিণীর দৃষ্টি অশ্রুসজল হইয়া আসিল,—তথনি আত্মদমন করিয়া তিনি নিঃশব্দে হাসিলেন!

ঘুমাও, পরিশ্রান্ত তাপস, ঘুমাও! তোমার নিদ্রা শ্রান্তিহারী, শান্তিময় হউক। তোমার সাধন-পথে সমাগত সমস্ত বাধা-বিঘ্নের ঘাত-প্রতিঘাতে তোমার মধ্যে নূতন উৎসাহ, নূতন চেতনা সঞ্চারিত হউক। তোমার উচ্চতম

লক্ষ্য-উদ্দেশে যাত্রা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করুক। ভগবান তোমার সহায় হউন!

নিদ্রিত ব্রহ্মচারী সেই সময় পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ঘুমের ঘোরেই তাঁর মুখ হইতে অস্ফুটস্বরে নির্গত হইল - "নারায়ণ হরি!" ব্রহ্মচারিণী নিঃশব্দ পদে সরিয়া গেলেন। নিজের ঘরে ঢুকিয়া অতি সন্তর্পণে দুয়ার বন্ধ করিলেন।

পর দিন সকালে নিত্যক্রিয়া সারিয়া ব্রহ্মচারী যখন বাহিরে আসিলেন, তখন চারিদিকে রোদ উঠিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া রোয়াকে উঠিলেন। তাঁর মন তখনও একাগ্র চিন্তাতন্ময়; দৃষ্টি—তন্দ্রাবিষ্টের মত ভাবাভিভূত। এক একদিন আসন হইতে উঠিবার পরও এমনি একটা নিবিড় গভীর পবিত্র ভাবানুভূতির প্রভাবে কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে আচ্ছন্ন আবিষ্ট করিয়া রাখে।

ব্রহ্মচারী নতদৃষ্টিতে চলিতেছেন—সহসা একটা অতি মিষ্ট-মধুর স্নেহময় কণ্ঠধ্বনি কানে আসিল, "আজ কেমন আছ?"

সে যেন শিশুর সরলতা-মাখা, কোমল-কণ্ঠের প্রশ্ন! ব্রহ্মচারী চমকিয়া উঠিলেন! আত্মস্থ হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন, সামনেই বারান্দায় বসিয়া ব্রহ্মচারিণী তাঁর জন্য জলখাবার সাজাইতেছেন। আসন পাতিয়া তা'র সামনে জলের গ্লাস ও জলখাবারের পাত্র রাখিয়া, নিকটে বসিয়া তিনি হেঁটমুখে আর একটা বাটিতে ভিজানো কিস্‌মিস্‌, বাদাম, পেস্তা বাছিয়া জলখাবারের রেকাবিতে রাখিতেছেন।

ব্রহ্মচারী বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিলেন,—না, আর ত কেহ কোথাও নাই। তবে নিঃসন্দেহে উনিই প্রশ্ন করিয়াছেন। ক্ষণেকের জন্য তিনি অবাক্‌!—তা'র পর নিজের বিস্ময়-বিকলতার মোহটুকু নিজেই বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য সহসা সজোরে হাসিয়া বলিলেন, "উঃ, কি মমতা! ব্রহ্ম-নির্বাণের পথে কাঁটা পড়্‌ল দেখ্‌ছি।"

নিজের কাজ করিতে করিতে ব্রহ্মচারিণী স্মিতমুখে বলিলেন, "ভক্ত-সমাজ ব্রহ্ম-নির্বাণের বিরোধী। জিজ্ঞাসা কর্‌ছি,—কাল মাথা ধরেছিল, আজ সেটা সেরেছে?"

"কাল সন্ধ্যায় আসনে বসেই তা'র দফা সেরে দিয়েছি। কিন্তু তুমি আজ আমার পরে গিয়ে আসনে বসেছিলে নয়? এর মধ্যে উঠে এলে? সব কাজ সেরে এসেছ?" বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারী আসিয়া আসনে বসিলেন। নতমুখে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "না, সব শেষ হয় নি, এখনো একটু বাকী আছে।"

একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তবে তাড়াতাড়ি উঠে এলে কেন? এই সব গৃহস্থালি করবার জন্যে—হুঁঃ! পঞ্চাশবার আসন ছেড়ে উঠ্‌তে গেলে কি মানসিক একাগ্রতা নষ্ট হয় না?"

ব্রহ্মচারিণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "কাজ পড়ে আছে ভাব্‌লে আসনে বসেই যে মন অস্থির হয়ে পড়ে। তা'র চেয়ে খুচরা কাজের দেনাগুলো চুকিয়ে গিয়ে আসনে বসাই ভাল। এই নাও, সব গুছিয়ে দিয়েছি। এবার আমি পালাই" উঠিয়া গিয়া, তিনি পুনশ্চ পূজার ঘরে ঢুকিলেন।

ব্রহ্মচারী জল খাইয়া গিয়া উঠানে আমগাছের নীচে পায়চারি করিতে লাগিলেন। সেখানে তখনও রৌদ্র আসে নাই। কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারিণী বাহিরে আসিলেন। জলযোগ করিয়া এঁটো বাসন ধুইয়া আনিয়া রোয়াকে রাখিতেছেন, ব্রহ্মচারী উঠান হইতে উন্মনা ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "শোনো, আজ গোটাকতক টাকা আমাকে দিতে পারো?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "মাসকাবার হয়ে এসেছে, এখন ত আমার হাতে বেশী টাকা নেই। কত চাই?" "কত আছে তোমার?" "গোটা তিনেক আছে।" "তাতে কি হবে?" বলিয়া ব্রহ্মচারী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, সহসা বিরক্তি-কঠিন-কণ্ঠে বলিলেন, "জ্যাঠামশাইদের লিখে দাও, পঞ্চাশ টাকায় হচ্ছে না। এবার থেকে কিছু বেশী—মাসে শ' খানেক টাকা করে দিতে বলো।" "শ' খানেক! এত টাকা নিয়ে কি করবে?"

একটু রাগের সহিত ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চারদিকে সব অভাবগ্রস্ত,—কা'কে রেখে কা'কে দেখি? অভাবের আর্তনাদ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল! আর তোমার জাঠশ্বশুররাও হয়েছেন তেম্নি,—কেবল উপার্জন করতেই শিখেছেন। সদ্ব্যয় কাকে বলে তা'ত জানেন না।" যেন ওই সমস্ত অভাব-গ্রস্তের অভাবের জন্য জ্যেঠারাই একমাত্র দায়ী। তাঁহারা সদ্ব্যয় করিতে শিখিলে, উহাদের কোন অভাবই কস্মিনকালে ঘটিত না। ব্রহ্মচারী মৌন রহিলেন।

ব্রহ্মচারী উঠিয়া আসিয়া নিজের ঘরের চৌকাঠে বসিলেন। বলিলেন, "ভাল কথা, তোমার সেই গয়নাগুলো কোথা?" "সে ত জ্যাঠামশাইদের কাছে।" "সেগুলো ক্যাসবাক্সে পচিয়ে কি হবে? একটা সৎকাজে দান করে দাও না।" "আমার আপত্তি নাই। জ্যাঠামশাইদের লেখ।" বলিয়া ব্রহ্মচারিণী রান্নাঘরের দিকে যাইতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মচারী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আহা,

দাঁড়াও না একটু। যাচ্ছ কোথা ?" "হবিষ্যির ডাল বাঁটতে হবে—" "থাক এখন হবিষ্যি, শোনো—বসো।" ব্রহ্মচারিণী থামে ঠেস্ দিয়া বসিয়া বলিলেন, "বল।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তোমার গয়না তুমি যাকে খুশী দান করবে, তাতে জ্যাঠামশাইদের কি ?" নম্রভাবে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "গয়না তাঁদেরই পয়সায় তৈরী, গয়নার প্রকৃত মালিক তাঁরাই।"

উষ্ণ হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "অত প্যাঁচালো তর্কের আমদানি করবার দরকার নেই। গয়না যা'র পয়সাতে তৈরী হোক্, সেগুলো তোমায় দান করা হয়েছিল কি না ?" "হয়েছিল। কিন্তু এখন ত সে সবের উপর আমার কোন অধিকার নেই।" "কে তোমার অধিকার কেড়ে নিলে শুনি ?" মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমার ব্রত।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য গুম হইয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আজ যদি তুমি সংসারেব মধ্যে সংসারী হয়ে থাক্তে, তা'হলে সে গয়নার ওপব তোমার অধিকার থাক্ত কি না ?" "অধিকাব বল্তে সাধারণ সংসারীরা যা' বোঝে, সে রকম একটা মমতাব ফাঁস হয় ত গলায় লেগে থাক্ত। কিন্তু যা' হয় নি, তা'র জন্য এখন মাথা ঘামানো নিরর্থক। ও-সবের মালিক এখন তাঁরাই।"

"ধবো, যদি আমি মরে যাই। তোমার শ্বশুর-ভাশুররা যদি তোমার অন্নবস্ত্রের দাবি অগ্রাহ্য কবে তোমাকে তাড়িয়ে দেন,—তাও তো দিতে পারেন—" "পারেন বই কি। সংসারে ও-রকম ঘটনা আকসারই হচ্ছে !" "তবে ? তা'র পব তোমার চল্বে কি করে ? লোকের বাড়ী ঝি খাট্বে ? রাঁধুনিগিরি কর্বে ?" সম্পূর্ণ নির্বিকার-মুখে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ও-রকম অবস্থায় দুঃস্থ হিন্দুঘরের মেয়েরা তাই করে থাকে বটে।" ইহাতেও ব্রহ্মচারী নিরস্ত হইলেন না। তাঁর তর্কের জেদ কেমন বাড়িয়া উঠিল। বলিলেন, "কিন্তু, ওই অবস্থায় তোমার যদি একটা ছেলে থাকৃত—" অতি ধীবভাবে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তা হলে বোধ হয় অবস্থাটা আরও সঙ্গিন্ হয়ে উঠ্ত। নিজের হবিষ্যের তিন ছটাক আলোচাল জোটানো যখন কষ্টকর হয়ে দাঁড়াত, তখন তাকে মানুষ কর্তাম কি খাইয়ে ?"

এই ব্যাপাবটা যেন সহসা ব্রহ্মচারীর চোখে স্পষ্ট দৃশ্যমান হইয়া উঠিল ! বেদনা-রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জিয়া বলিলেন, "কেন ? তা'র বাপ-ঠাকুদ্দা'র বিষয় ছিল না ?" কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আহা, সেগুলো ত আগেই ক্ষমতাবান্ আত্মীয়রা কেড়ে নিয়েছেন।" "কেন ? আইন ?" "আইন

বড়লোকের জন্যে। যে গরীব, যা'র পয়সা নাই, আইন তাকে কোন সাহায্য করতে পারে না। বিশেষতঃ অসহায় স্ত্রীলোক, নাবালক, আর অক্ষমকে।"

"ঠিক।—" বলিয়া দু'হাতে মাথা ধরিয়া নতদৃষ্টিতে ব্রহ্মচারী স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারিণী নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। শেষে মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বিষয়-বুদ্ধিতে তুমিও যত ওস্তাদ, আমিও তত ওস্তাদ! ওস্তাদীর দাপটে বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত পরের ঘাড়ে চাপিয়ে, এখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল ত। এবার অনুমতি দাও—উঠি।" কথাটায় ব্রহ্মচারী কান দিলেন না। অন্যমনস্ক-দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ—ওঠো।" ব্রহ্মচারিণী চলিয়া গেলেন। একটু পরে কি একটা কাজের জন্য ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তখনও ব্রহ্মচারী সেই অবস্থায়, সেইখানে বসিয়া আছেন। তিনি দাঁড়াইলেন; ঈষৎ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ব্রহ্মচারি, ওঠো; তোমার আহ্নিকের সময় হয়ে এসেছে।" "হ্যাঁ—উঠি। কিন্তু তুমি আজ একটা ভয়ানক শক্ত কথা আমার মনে পড়িয়ে দিয়েছ। উঃ, সংসারে কাউকে বিশ্বাস নাই।" "না, এমন কি নিজেকেও নয়! বৈষয়িক চিন্তার এক তুড়িতে উড়ে গিয়ে ব্রহ্মচিন্তা মট্‌কায় আশ্রয় নিয়েছে, টের পাচ্ছ? নিজের চিত্তের বিশ্বাসঘাতকতা ছাখো।" "হুঁ—" বলিয়া ম্লান-হাসি হাসিয়া ব্রহ্মচারী উঠিয়া গেলেন!

১৬

সমস্ত দিন সমস্ত কাজের মধ্যেই ব্রহ্মচারী কেমন একটু বিমর্ষ—অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। ব্রহ্মচারিণী লক্ষ্য করিলেন—কিছু বলিলেন না। স্নান, আহ্নিক, হবিষ্য,—তা'র পর শ্রান্তদেহে বিশ্রামের জন্য দুপুরে যে-যার নিজের ঘরে রহিলেন। বৈকালে আবার স্নানাহ্নিকের পর্ব। সন্ধ্যার পর পূজার ঘর হইতে আসিয়া ব্রহ্মচারী রোয়াকে উঠিলেন। তাঁর কম্বল বিছানো ছিল; শুইতে যাইতেছিলেন,—কম্বলে একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা ছিল, সেটা মাথায় ঠেকিল। নমস্কার করিয়া মালা তুলিয়া লইয়া ব্রহ্মচারী বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারিণী পূর্বেই জপাহ্নিক শেষ করিয়া আসিয়া ভাঁড়ারঘরে কি কাজ করিতেছিলেন। একটু পবে তিনি বাহিবে আসিলেন। নতশিরে জপমগ্ন ব্রহ্মচারীর হাতের মালার দিকে চাহিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। ব্রহ্মচারীর গলার দিকে চাহিলেন, তা'র পর নীরবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া পূজার ঘরে চলিয়া গেলেন। একটু পরে নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে তিনি ফিরিলেন। দূরে নিজের কম্বল পাতিয়া থামে ঠেস দিয়া বসিয়া, নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারীর জপ শেষ হইল। যথারীতি জপ নিবেদন ও নমস্কার করিয়া মালাটি নিজের গলায় রাখিতে যাইতেছেন, ব্রহ্মচারিণী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "উঁহুঁ—হুঁ!" সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারীর কাছে আসিয়া আব একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা কম্বলে ফেলিয়া দিয়া নতমুখে বদ্ধাঞ্জলি পাতিয়া বলিলেন, "মালা বদল কর।"

ব্রহ্মচারী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আবাব?" পরক্ষণেই কৌতুকস্মিত-দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, "সে দুর্ঘটনাটা অনেক সাক্ষীর সামনে একটা সুতহিবুক-যোগে একদিন ঘটে গেছে, নয়?" মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমার মালা ফেরৎ দাও—"

হাতের মালাটা চোখের সামনে তুলিয়া চন্দ্রালোকে পরীক্ষা করিয়া ব্রহ্মচারী অপ্রস্তুত হাস্যে বলিলেন, "আবে! এ মালাটা তোমার? আমার কম্বলে রেখেছিলে কেন?" ক্ষমাপ্রার্থী-দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "কম্বল পেতে মালা রেখে হাত ধুতে গেছি, তা'ব পর ভুলে গিয়ে ভাঁড়ারঘরে কাজে বসেছিলাম।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আর আমিও তেম্নি ষ্টুপিড্,—কা'র মালা না দেখেই জপ্‌তে বসে গেছি। এক একবার মনে হচ্ছিল বটে, যে, আমার মালা ত বেশ হৃষ্টপুষ্ট, আজ এমন রোগা-রোগা ঠেক্‌ছে কেন?—আমাব মালা কোথা ছিল বল ত?" "আসনে ফেলে রেখে এসেছিলে! অত্যন্ত হুঁসিয়ার মানুষ কি-না!—কোন দিন ইষ্টমন্ত্রও হয় ত—"

দুষ্ট-কৌতুকের স্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন "হারিয়ে ফেলব? হারাই যদি ত ওই হরিণ-চোখের মাঝেই—" বলিয়া জিভ কাটিয়া লজ্জিত হাস্যে মাথা হেঁট করিলেন। তাড়াতাড়ি যা-হোক একটা কিছু বলিয়া কথাটা চাপা দিবার জন্য সহসা ফশ্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "মাথা ত হেঁট করে রয়েছ, মালাটা

কি গলায় পরিয়ে দিতে হবে?" "সে অনুগ্রহ আর নয়।" বলিয়া ত্রস্তে মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "একবার ফুলের মালা দিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে সব ছেড়ে ছুট্ দিয়েছিলে,—জপের মালা নিয়ে রসিকতা করে আর বিভ্রাট বাধাতে হবে না। আমার মালা দাও।"

তিনি হাত পাতিলেন। ব্রহ্মচারী এবার বিনাবাক্যে মালাটি জড় করিয়া তাঁর হাতে দিয়া শুইয়া পড়িলেন। ডান-হাতটা ঘুরাইয়া কপালে রাখিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন। তা'র পর মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে আওড়াইলেন—

"চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈক পদবীং
ভবানি তৎপাণি-গ্রহণ পবিপাটীফলমিদং॥"

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারী আবার উঠিয়া বসিলেন। কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া পুনশ্চ বলিলেন, "তৎপাণি-গ্রহণ পবিপাটীফলম্ ইদং। ভবানীর পাণিগ্রহণ-ফলে স্বয়ং মহেশ্বরের বরাতে এত দুর্দশা। আমার ত শুধু হবিষ্য। কারণ আমি মহেশ্বর ত নই, বরঞ্চ তাঁর ভূত-প্রেতগুলোর মতিগতির সঙ্গে আমার কতকটা সাদৃশ্য আছে। কি বল?"

ব্রহ্মচারিণী কিছু বলিলেন না। নিজের কম্বলে বসিয়া মালাছড়াটা চোখের কাছে তুলিয়া অত্যন্ত অভিনিবেশের সহিত কি দেখিতে লাগিলেন। উত্তর না পাইয়া ব্রহ্মচারী আস্তে আস্তে বলিলেন, "তুমি কি রাগ করেছ?" "হ্যাঁ, করেছি। না ব্রহ্মচারি, তোমার কথাবার্তাগুলোর মানে আমি সব সময়ে বুঝ্‌তে পারিনে। কি যে বাজে বকো আজকাল, শুন্‌তে শুন্‌তে রাগ ধরে যায়।" বলিয়া ব্রহ্মচারিণী একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিদারুণ অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন, "সাধে কি তোমার স্বামিজীর সঙ্গ-মাহাত্ম্য ডরাই? তঁ্যাদ্‌ড়ামি শিক্ষা দেবার অমন ওস্তাদ্-গুরু আর দেখলুম না। উনি আবার নালিশ করতে এসেছিলেন 'ভদ্রতা-জ্ঞান বলে আমার কিছু নেই—' না থাক্ আমার ভদ্রতা। আমি অভদ্র হব, ছোটলোক হব, চোর হব, ডাকাত হব, সেও ভাল, তবু অমন সাধুসঙ্গে মিশে সাধু হবার লোভ আমার একটুও নেই।"

ব্রহ্মচারী বুঝিলেন, তাঁর অসংযত রসালাপের উপরই প্রকারান্তরে এই রাগের ঝাল বর্ষণ হইতেছে,—বেচারা স্বামিজী উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি ত সত্যই

হরিণ-চোখের ব্যাপার লইয়া অমন গুরুতর কবিত্ব করিতে বলিয়া দেন নাই। কুণ্ঠিত হইয়া নতমুখে তিনি বলিলেন, "যে অপরাধ আমার একান্তই নিজস্ব, সেটার জন্যে নিরপরাধ ব্রাহ্মণের ওপর মিছামিছি রাগ করা কেন? গালাগালি দিতে হয়, আমাকেই দাও,—অপরাধ খণ্ডে যাক্।—"

ব্রহ্মচারিণী সে কথার উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "রাত হয়ে যাচ্ছে। দুধ ফল নিয়ে আসি?" "এর মধ্যে? তোমার ঘুম পেয়েছে না কি?" "সকাল সকাল শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে।" "শোও না ওইখানে একটু, তাতে দোষ কি?"

ব্রহ্মচারিণী গম্ভীরভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। সংক্ষেপে বলিলেন, "না, আমি ঘরে যাচ্ছি।" "ঘরে যাচ্ছ? আমার যে গোটাকতক কথা ছিল।" ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "বল, শুনে যাই।"

মাথা চুলকাইয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ওই, ওবেলা যা' বল্লুম। আরও গোটা পঞ্চাশেক টাকা মাসে বেশী দেবার জন্যে জ্যাঠামশাইদের লেখো। লিখবে ত?" "তোমার টাকার দরকার, তুমি লিখ্‌লেই ত ভাল হয়। তুমি থাকতে আমি টাকা চাইবার কে?"

বিপন্নভাবে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আহা, আমাকে যে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। আমি টাকা চাইলে এখনি সাত-শ কৈফিয়ৎ তলব করে বসবেন। ভাববেন, হয় ত ব্যাটা উচ্ছন্ন যাচ্ছে, গাঁজা-গুলি খেতে ধরেছে।"

"আমি টাকা চাইলে, আমার সম্বন্ধেও সে রকম সন্দেহ তাঁদের মনে আসতে পারে।" "গাঁজা-গুলি খেয়ে টাকা ওড়াবার ক্ষমতা তোমার নাই, সেটা তাঁরা নিঃসন্দেহে জানেন। তাঁদের কাছে তোমার সাতখুন মাফ।" "অতএব এই শিখণ্ডীকে মাঝখানে রেখে নির্বিবাদে ভীষ্ম বধ করা হোক! বাঃ, বৈষয়িক জ্ঞানের এই তাল-বেতালগুলিকে মন্ত্রপূত করে তোমার স্কন্ধে চাপালে কে?"

ব্রহ্মচারী চমকিয়া উঠিলেন। ভীতভাবে কি একটু ভাবিয়া কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। তা'র পর সংশয়-পীড়িত-কণ্ঠে ধীরে বলিলেন, "আমার ভেতরের অবস্থা একটু গোলমেলে হয়ে পড়েছে, নয়? আমি নিজেও এক এক সময় দারুণ অশান্তি বোধ করছি। অলীক কল্পনা-জল্পনা,—যেগুলো ব্রতের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ, সেগুলোয় আশ্চর্য রকম অভিভূত হয়ে পড়েছি। আমি ত তোমার কোন ব্যবস্থাই করলুম না, তোমার ভবিষ্যৎ ভেবেও এক এক সময়ে বড় উৎকণ্ঠা বোধ হচ্ছে।"

নম্রভাবে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমার ভবিষ্যৎ ভেবে? কেন?" ব্রহ্মচারী উন্মনাভাবে বলিলেন, "জ্যাঠামশাইদের অবর্তমানে, আমার ভাইদের অবর্তমানে, আমার অবর্তমানে যদি তোমায় বেঁচে থাকতে হয়, ধরো—আমার মা'র মত একটা কঠিন রোগে যদি তোমায় দীর্ঘকাল অকর্মণ্য জীবন্মৃত অবস্থায় থাকতে হয়,—ছেলেদের মতিগতি যদি বিগড়েই যায়, তোমায় না দেখে,—তখন তোমার কি হবে?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ভেবেছ ত অনেকখানিই। যদি তাই আমার কর্মে থাকে, এগুলো সবই সম্ভব হতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এতগুলো ব্যাপার যাঁর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হবে, সেই নিয়ন্তার কথাটাও ওই সঙ্গে একটু ভাবলে হোত না?" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কিন্তু তিনি ত নিজের হাতে কিছু করেন না।" একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "এইবার সত্যিই গোলে পড়েছ ব্রহ্মচারি! যে তাঁর হাতকে দেখ্‌তে পায় না, শুধু কাজ দেখ্‌তে পায়,—সে বলতে পারে অদৃশ্য-হস্তের কাজ। কিন্তু যে তাঁর কাজের সঙ্গে তাঁর হাতকেও দেখ্‌তে পায়, তা'র ত ও-ভুল করা সাজে না।"

একটু থামিয়া সহসা তরল-কণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু, আমি এবার একটু ঠাট্টা করব ব্রহ্মচারি,—রাগ করতে পাবে না।" ব্রহ্মচারী ম্লান-হাস্যে নীরবে মাথা নাড়িলেন। ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ক্ষমা করো, ফুলশয্যার দিনের কথাটা স্মরণ করাচ্ছি। যখন হাতের সুতো ছিঁড়ে চম্পট দিয়েছিলে, তখন এ সাংঘাতিক মমতার নেশা কোথা ছিল?" "কোথাও না। সঙ্গে রেখে জড়িয়ে পড়লুম।—শেকল লোহারই হোক, সোনারই হোক, চলারই পথে পায়ে জড়ালে—বড় মুস্কিল।" বলিতে বলিতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ব্রহ্মচারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিদ্রূপের স্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "এই মুহূর্তে সব মায়া-মমতার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালে না কি?" বিষণ্ণ-হাস্যে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেহটা টেনে খাড়া করার সঙ্গে সঙ্গে যদি মনটাও সব জড়ত্ব থেকে টেনে খাড়া করা যেত, তা'হলে ব্যাপারটা সুখের হোত। কিন্তু তোমার বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে—আমি বুঝতে পারছি। আমি বাইরে গিয়ে পায়চারি করছি, তুমি শোও—"

"আহা, কি জ্বালা! তোমায় যেতে হবে না, আমি ঘরে যাচ্ছি।"

"না, না, এখানে হাওয়া আছে। ঘরে এত হাওয়া পাবে না।—তুমি

শোও, আমি এই সদর-দুয়ারের কাছেই রইলাম। একটু পরেই আস্‌ছি।" বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁর রাত্রের আহার্য সাজাইয়া লইয়া ব্রহ্মচারিণী থামে ঠেস দিয়া তন্দ্রালস-চক্ষে বসিয়া আছেন। তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "শোও নি তুমি?" ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "শুয়েছিলাম। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছিল, পাছে ঘুমিয়ে পড়ি, সেই ভয়ে উঠে আবার কাজ সুরু করে দিলাম।"

হাত-পা ধুইয়া ব্রহ্মচারী খাইতে বসিয়া বলিলেন, "রাস্তায় পায়চারি করতে করতে, ভগবানের নাম করছি! গোবরের-মার বাড়ীতে ওর নাৎজামাই এসেছে। উৎসবের ধুম-ধাড়াক্কা লেগে গেছে। কোলাহলে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলুম। মনে মনেই হাসলুম তখন,—সাধে কি ফকীর সন্ন্যাসীর দল কোলাহল এড়াবার জন্যে লোকালয় ছেড়ে পালিয়ে যান! নিজের কথা মনে পড়ল, আবার হাসলুম,—লোকালয়ের সংস্রবে বাস করছি, ব্যস্‌ টাকার ভাবনা কাঁধে চেপে বসেছে। লোকালয় ছেড়ে যদি পাহাড়-পর্বতের অন্ধকার গুহায় আশ্রয় নিতাম, তা'হলে—"

দু'হাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ভয় নেই, ভয় নেই,—পাহাড়-পর্বতের অন্ধকার গুহার উপযুক্ত যেদিন হবে, সেদিন তোমার কর্মই তোমাকে সে পথে টেনে নিয়ে যাবে। কেউ আট্‌কাতে পারবে না সেদিন। এখন এতটা হা-হুতাশ না করলেও চলে।" ক্ষুব্ধ-অভিমান-ভরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি ত বললে,—না করলেও চলে। থাক ঘরের ভেতর,—বাইরে ত বেরুতে হয় না। পাঁচজনের সঙ্গে ত চোখাচোখি করতে হয় না। অভাবগ্রস্ত-প্রার্থীকে বিমুখ করার দুঃখ যে কতখানি মর্মান্তিক, তা'ত জানো না।"

"না ব্রহ্মচারি, সকলের অনুভূতি সমান নয়। যে কাজ আমার সাধ্যাতীত, সে কাজ করতে না পেলে আমার কিছুমাত্র দুঃখ হয় না। তুমি দান-খয়রাৎ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছ, তোমার এতটা ব্যাকুলতা ঠিক কি ভুল, তার বিচার আমি করব না। তোমার দানের ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না, বরং ক্ষমতা থাকলে তোমার ইচ্ছা পূরণে সাহায্যই করতুম। কিন্তু—একটা কথা বল্‌ব—?"

"কি?" একটু ইতস্ততঃ করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "এক তো—এ-রকম

ভাবে টাকা চেয়ে নিয়ে খয়রাৎ করা তোমার পক্ষে ঠিক নয়। তা'র পর, তুমি কাকে কি উদ্দেশ্যে দান করবে, তা' আমি জানি নে ;—কিন্তু, কেন বলতে পারি নে, আমার কেবল মনে হচ্ছে, তুমি কোথায় যেন একটা কি ভুল করছ,—এ দানের ফল ভাল হবে না। মনে হচ্ছে, তোমায় ভবিষ্যতে এর জন্যে দুঃখ পেতে হবে।"

"হয়, হবে। আমি ভগবানের নামে, সদুদ্দেশ্যে সৎকাজে দান করে খালাস। ফলাফলেব দিকে লক্ষ্য রাখার দরকার আমার নাই। তোমার মনে হচ্ছে,—এ দানের ফল ভাল হবে না ; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—সৎপাত্রে দান করবাব এমন সুযোগ যদি হারাই, তা'হলে চিরদিনেব জন্যে জীবনেব একটা মস্ত বড সুযোগ হারাব !" "সৎপাত্র-টি কে, জিজ্ঞাসা করতে পারি ?" "না। তুমি ত জানো, এ সব ব্যাপাবে ডান-হাতেব খবব বাঁ-হাতকে জানতে দেওযা উচিত নয়।" "ভাল। কত টাকা তোমার চাই ?" "যা' তাঁবা দেবেন।" "যা' তাঁরা স্বেচ্ছায় দেবেন, তাতেই তুমি সন্তুষ্ট হবে ?" "হব,—হতে চেষ্টা করব।"

"আচ্ছা, তা'হলে কা'ল আমি চিঠি লিখব তাঁদের। আমারও এবাব খরচ বেড়ে যাচ্ছে, এ মাস থেকে দুধ কিনতে হবে। গরু আব দুধ দিতে চাইছে না।" "কেন ?" "ওর বাছুর বড় হয়েছে। মাস কতক পরে আবার বাচ্চা হবে।"

পবম নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "অ !—তা' ওটা আব রেখে কি হবে ? এবার কাউকে দান কবে দাও না।"

"মহাবাজ হরিশ্চন্দ্র ! রক্ষে কর। গরুর দুধটা তোমায় দান করা হয়েছে বটে, কিন্তু গরুটা কাউকে দান করবাব অধিকার দেওয়া হয় নি। ওটা জ্যাঠামশাইদেব সম্পত্তি।"

অপ্রস্তুত-হাস্যে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "জ্যাঠামশাইদের সম্পত্তি পাহারা দিয়ে তুমি বসে থাক। তোমার আব কিছু হবে না।" "না-হোক। তা' বলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হবে বলে কাণ্ডজ্ঞানকে খুন কবতে হবে, এমন কোন কথা নাই।" বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারিণী সহসা ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "নাঃ, কেবল বৃথাবাক্যে সময় নষ্ট হচ্ছে। কা'ল থেকে ফের শাস্ত্রচর্চা সুরু কর ত।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বড় গ্রীষ্ম। নিজেদের নিত্যক্রিয়াটুকু সারতেই মাথায়

আগুন জ্বলে ওঠে, দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। উঃ, আমাদের সামান্য কাজেই এই অবস্থা, যাঁরা আরও উঁচুতে উঠেছেন, আরও কঠোরভাবে এ সব কাজ করেছেন, তাঁদের কথা ভেবে সময় সময় অবাক হয়ে যাই। নাঃ, গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলো এ সব কাজের পক্ষে মোটে উপযুক্ত যায়গা নয়। স্বামিজী বলেন মিছে নয়—" বলিয়াই দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সহসা বাকী কথাটা চাপিয়া লইলেন। হেঁট হইয়া জলের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি যেন ভাবিলেন,—তা'র পর বোধ হয় মনের প্রচ্ছন্ন আড়ালে অবস্থিত কোন একটা গভীর সংশয়কে সবলে ধাক্কা মারিয়া—যেন চিন্তা-রাজ্যের সীমার বহির্দেশে তাড়াইয়া দিবার জন্যই সহসা সজোরে বলিয়া উঠিলেন, "নাঃ। ভদ্রলোক মদই খান, আর যাই করুন,—ভেতরে একটা পদার্থ আছে।"

অতি ধীরভাবে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আছে বই কি। তা' না হলে এতগুলো লোকে অকারণেই কি তাঁর প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে? কিন্তু কি কথাটা বলতে গিয়ে সামলে নিলে? গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সম্বন্ধে তাঁর দার্শনিক অভিমতটা কি—শুনতে পাই নে?" গম্ভীর হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "সেটা বলবার মত মুখরোচকও নয়, শোনবার মত শ্রুতিসুখকরও নয়।" "অতএব সেই জন্যেই তুমি অত ভক্তি-বিমোহিত হয়েছ! আমি মূর্খ, নির্বোধ, অনভিজ্ঞ, কিছুই বুঝি নে, সব সত্যি।—কিন্তু তবুও বুঝি কিছু-কিছু। পরমহংস দেবের একটা উক্তি মনে পড়ছে—শকুনি যতই উঁচুতে উড়ুক—নজর তার ভাগাড়ের দিকে!"

ব্রহ্মচারী আঁচাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন। রোয়াকের ধারে যাইতে যাইতে বলিলেন, "পরনিন্দা মহাপাপ, মহাপাপ,—নরহত্যার সমান অপরাধ।" "তা' ত বুঝি। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের কাঁধের ওপর প্রেততত্ত্বের এই তাণ্ডব নৃত্য, এও চুপচাপ্ বসে বসে দেখা—অসহ্য।"

আঁচাইতে আঁচাইতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি কি ধর্মজগতের হেড্-কনেষ্টবল? ভূত-প্রেত শাসনের ভার কি তোমার ওপর?" "রাম বল! তবে তত্ত্বজ্ঞানাতীত তত্ত্ব-আবিষ্কারের ধূমধাম লেগেছে, তা'র দু' একটা খবর ছিটকে এসে কাণে ঢুক্‌ছে, তাই দায়ে পড়ে বলতে হচ্ছে।"

ধাঁ করিয়া ব্রহ্মচারীর মনে পড়িল, ওই তত্ত্বজ্ঞানাতীত তত্ত্ব-আবিষ্কারের কথাটা তিনিই কখন কাহাকে যেন বলিয়াছেন! কিন্তু কাহাকে? প্রথমটা স্মরণ হইল না;—একটু চেষ্টা করিতেই মনে পড়িল, কাল স্বামিজীকে কি একটা

কথার উত্তরে তিনি ওই কথা বলিয়াছেন। বিদ্যুদ্বেগে মুখ ফিরাইলেন। সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কাল আসনে বসে ওই সবই হচ্ছিল? আমাদের কথার দিকে কাণ পেতে রেখেছিলে?" "মহাপুরুষদের গলা ত খাটো নয়।" "আমরা কি এত চেঁচিয়েছিলুম? ওখান থেকে সব শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল?" "শুনছে কে? যখন বড্ড চীৎকার হচ্ছিল—কাজে ব্যাঘাত হতে লাগল, কষ্ট হতে লাগল, তখন কাণে আঙুল দিয়ে বসলুম। মনে ভাবলুম, এঁরা করছেন কি? এ-সব গুরু-গম্ভীর দার্শনিক ব্যাপারের অর্থ আমার মত অজ্ঞান-জীবেরা কিভাবে গ্রহণ করবে, ভাবতেও যে ভয় করছে? মানুষের নৈতিক বুদ্ধিকে এঁরা যে বেঁধে ঠ্যাঙাতে সুরু করেছেন।"

ব্রহ্মচারী কোন উত্তর দিলেন না।

ক্ষুব্ধ-বেদনার স্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমি বুঝতে পারিনে, নৈতিক-বুদ্ধিকে বলিদান দিয়ে আত্মোন্নতির চেষ্টাটা কি?" "মারাত্মক দুর্বুদ্ধি। পরচর্চা ছেড়ে দাও।" বলিয়া ব্রহ্মচারী শুইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারিণী প্রস্থান করিলেন।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ নির্ঝুম হইয়া ব্রহ্মচারী কি ভাবিলেন। শেষে গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া ধীর মৃদু-কণ্ঠে আত্মনিবেদন আরম্ভ করিলেন—

"হে চন্দ্রচূড়, মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ শম্ভো,
ভূতেশ ভীতভয় সূদন মামনাথং
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ।"

আঠার

পরদিন টাকার জন্য ব্রহ্মচারিণী জাঠ-শ্বশুরদের চিঠি লিখিয়া দিলেন।

কয়েকদিন পরেই পাঁচশো পঁচাত্তর টাকার ইন্‌সিওর চিঠি আসিল। পঁচাত্তর টাকা সংসার-খরচের জন্য, বাকী পাঁচশো ব্রহ্মচারীর জন্য। ব্রহ্মচারী টাকা হাতে পাইয়া বেশ একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি স্নানাহ্নিক, হবিষ্য সারিয়া, সেদিন দুপুরবেলা বেড়াইতে বাহির হইলেন।

যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। ছুটাছুটি করিয়া স্নান সারিয়া পূজায় বসিলেন। উঠিতেও অন্য দিনের চেয়ে বেশী বিলম্ব হইল। ব্রহ্মচারিণী ফল দুধ সমস্ত গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন; তিনি আসিয়া কম্বলে বসিতেই সামনে ধরিয়া দিয়া বলিলেন, "বাত হয়ে গেছে।"

ব্রহ্মচারী বিনা-প্রতিবাদে আহার আরম্ভ করিলেন। আহার শেষ হইলে, আঁচাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

ব্রহ্মচারিণী অদূবে বসিয়া নীরবে তাঁহার শ্রান্তি-কাতর মুখের ভাব লক্ষ্য কবিলেন, কোন কথা কহিলেন না। নিঃশব্দে এঁটো বাসন তুলিয়া লইলেন। নিজেব আহার সারিয়া ভাঁডার ঘবে চাবি দিয়া, নিজের ঘরের দিকে চলিলেন।

ব্রহ্মচারী এবার চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন, "এর মধ্যে শোবে না কি?"

"হুঁ।"—সংক্ষিপ্ত উত্তব।

"ঘুম পেয়েছে?"

"হুঁ।"—

ব্রহ্মচারী থামিলেন, একটু ভাবিলেন। তা'র পর ধীরে বলিলেন, "আচ্ছা যাও, ঘুমোও।"

ব্রহ্মচারিণী গিয়া নিজের ঘবে ঢুকিলেন।

পবদিন সকালে স্নানাহ্নিক-পর্ব শেষ হইলে, ব্রহ্মচারিণী রোয়াকে বসিয়া জলখাবার গুছাইতেছেন, একটু পরে ব্রহ্মচাবী আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। কিন্তু অন্য দিনের মত অবসন্নভাবে আসিয়া জলযোগের আসনে বসিলেন না, কোন কথাও কহিলেন না, নীরবে চিন্তাকুল-মুখে বারান্দার এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পায়চাবি করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারিণী হেঁট হইয়া জলখাবাব গুছাইতেছিলেন, প্রথমটা লক্ষ্য করিলেন না। কাজ শেষ হইলে ডাকিবাব জন্য মুখ তুলিয়া, সহসা থামিলেন। বিশেষ মনোযোগের সহিত একটুক্ষণ ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া,—ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "এঃ! প্রাতঃকালেই মনের মধ্যে খুনোখুনি সুরু হয়ে গেল? ব্যাপাব কি?"

উদ্‌ভ্রান্ত, চিন্তা-বিব্রত ব্রহ্মচারী সবলে নিজেকে সংযত করিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "হাঁ, একটা শত্রুকে খুন করবার চেষ্টাই করছি।—"

তার' পর আসনে বসিয়া পড়িয়া বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার কাজ ভাল হচ্ছে না।"

ব্রহ্মচারিণী নতমুখে মৃদুস্বরে বলিলেন, "সে ত বুঝতেই পারা যাচ্ছে। দুর্গ সুরক্ষিত থাকলে কি শত্রু-সমাগত হয়?"

দু'হাতে মাথার চুল টানিতে টানিতে উন্মনাভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কি করি বল দেখি?—"

"আমায় বলে দিতে হবে?" ব্রহ্মচারিণী হাসিলেন।

অধীর হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বল। যা' হোক একটা কিছু বলে দাও। চণ্ডালের কাছ থেকেও সদ্‌বৃত্তি শিক্ষায় দোষ নাই।"

সান্ত্বনা-কোমল-কণ্ঠে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তুমি একটুতে আজকাল বড় অধীর হয়ে পড়। সেদিন টাকার চিন্তা ঘাড়ে চেপেছিল, হা-হুতাশের চোটে সমস্ত দিন ব্যতিব্যস্ত। আবার আজ নতুন কি চিন্তা ঘাড়ে চেপেছে জানিনে—"

"জেনেও কাজ নেই। তুমি শুধু একটা উপায় বলে দাও, যাতে মনস্থির হয়।—"

"মন স্থির করবার ইচ্ছার দৃঢ়তাটাই সব চেয়ে বড় কথা। উপায়ের অভাব কি?—

সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থ-ধাম
শ্রান্ত হলে সেথা করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইও পথ, সে পান্থ-নিবাসী জনে।"

অধিকতর অস্থির হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "সাধুসঙ্গ এখানে পাই কোথা? সবে ধন নীলমণি এক স্বামিজী মাত্র—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারীর শোবার ঘরের দিকে আঙুল দেখাইয়া, মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ঘরে, ঘরে। সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেকেই ওখানে আছেন। শঙ্কর বিবেকানন্দের সপ্তম-সুরের কাছে পৌঁছুবার সামর্থ এখন না থাকে, ভক্ত-বিশ্বাসী কবীর, দাদু, তুলসীদাসের পঞ্চম-সুরের সঙ্গেই একটু আলাপ করে দ্যাখো,—যা' খুঁজছ, হয় ত' তা' সহজেই পেয়ে যাবে।"

বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্যমনস্ক উত্তেজিত ব্রহ্মচারীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিতে যাইতেছিলেন, ব্রহ্মচারিণী বাধা দিয়া আহার্য-পাত্রের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "থাম। আগে নিবেদন করে নাও।"

অপ্রতিভ হইয়া ব্রহ্মচারী আবার বসিলেন। বলিলেন, "তুমি নিবেদন করে দাও।"

"কেন তুমি ?"

নিজের ঘাড়ে চপেটাঘাত করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "না, শয়তান আজ আমার ঘাড়ে চেপেছে। ভগবানকে নিবেদন করতে গিয়ে,—হয় ত শয়তানকেই নিবেদন করে বসব। তুমি দাও "

ব্রহ্মচারিণী আবাব বসিলেন। যথারীতি নিবেদন করিয়া দিয়া নিঃশব্দে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচাবী খাওয়া শেষ কবিয়া নিজের ঘবে ঢুকিলেন।

ব্রহ্মচারিণী জলযোগ কবিয়া গৃহস্থালিব কর্মে মন দিলেন।

দ্বিতীয় দফা আহ্নিকেব সময় হইয়া আসিল; ব্রহ্মচারিণী স্নান করিয়া পূজাব ঘরে চলিলেন। উঠান হইতে ডাক দিয়া, ব্রহ্মচারীকে সে স্মরণ কবাইয়া দিলেন। সাড়া পাওয়া গেল না। আবাব ডাকিলেন, তবুও সাডা নাই। অগত্যা বারান্দায় উঠিয়া তাঁব ঘবেব দুয়ারের কাছে দাঁডাইলেন। দেখিলেন, কম্বলের উপব আড হইয়া শুইযা বাঁ-হাতে মাথা রাখিয়া ব্রহ্মচারী একখানা বই পডিতেছেন। তিনি তন্ময় হইয়া বই পড়িতেছেন,—দৃষ্টি বইয়ের দিকে একান্ত স্থিব; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দু'-চোখের প্রান্ত বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অবিশ্রাম অশ্রু ঝরিতেছে। তবু পডার বিশ্রাম নাই; ব্রহ্মচারী আগ্রহেব সহিত পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছেন।

ব্রহ্মচারিণী স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তা'র পর ধীবে ধীবে বলিলেন, "সাড়ে দশটা বেজে গেছে।"

ব্রহ্মচারী মুখ তুলিলেন। অর্থশূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কি ?"

পূর্ব্ব কথা পুনবাবৃত্তি করিয়া ব্রহ্মচাবিণী বলিলেন, "ওঠো।"

"অ!—" বলিয়া ব্রহ্মচারী উঠিয়া বসিলেন। তখনও চোখ হইতে জল ঝরিতেছে। দু'-হাতে চোখ পরিষ্কাব করিলেন, হাতে চোখের জল লাগিল। বিস্মিত হইয়া তিনি হাতেব দিকে চাহিলেন। আবার চোখে জল আসিল, বিশ্বাসঘাতক অশ্রুবিন্দু টপ্ টপ্ করিয়া হাতেব উপর ঝবিয়া পড়িল।—একটু লজ্জিত হইয়া ব্রহ্মচারী উত্তরীয়-প্রান্তে চোখ দু'টা সজোরে চাপিয়া ধবিলেন। অন্তরেব অন্তঃস্থলে প্রবাহিত গভীব—গভীরতর ভাবানুভূতির স্রোত সবলে সংযত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গামছাখানা টানিয়া লইয়া মুখ-চোখ পরিষ্কার করিতে করিতে নিজ মনেই ম্লান-হাস্যে বলিলেন, "কবীরের

উপমা কি চমৎকার! ব্যাধের শরে বিদ্ধ হয়ে পাপিয়া গঙ্গার জলে পড়েছে। পিপাসায় প্রাণ যায়, তবু মুখ বন্ধ কবে থাকে, জল খায় না। কেবল আকাশের দিকে চায়। তা'র প্রাণ ছুটে যায়, তবু পণ ছুটে যায় না। প্রাণ ছুটে যায়, যাক্ না। কিন্তু পণ ছুটে যাওয়া বড় লজ্জার কথা। তাতে জীবনটাই তা'র ব্যর্থ হয়ে যায়, বাঃ।"

বহু পুরাতন,—কথা। কিন্তু সেই কথা কয়টির সঙ্গে ওই আত্মবিস্মৃত অসতর্ক বক্তার অজ্ঞাতেই তাঁর মানসিক অবস্থার সম্বন্ধে যে নিগূঢ় ইঙ্গিতটুকু অলক্ষ্যে ফুটিয়া উঠিল,—তাতে ব্রহ্মচারিণীর আপাদ মস্তক শিহরিল! মুখের দীপ্ত সজীবতা চক্ষেব পলকে ম্লান হইল! তিনি আব দাঁড়াইলেন না। চলিয়া যাইতে যাইতে অস্বাভাবিক শুষ্ক-স্বরে বলিলেন, "স্নান কর-গে। আমি নিজের কাজে বসতে চললুম।"

তা'র পর সমস্ত দিন দু'জনেই মৌন, গম্ভীর।

বৈকালে ব্রহ্মচাবিণীর তাগাদায় মাসকাবাবি বাজার করিয়া আনিবার জন্য ব্রহ্মচারি ফর্দ ও টাকা লইয়া বাহিব হইলেন। ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। আহ্নিক-পূজা সারিয়া আসিয়া ব্রহ্মচাবী দেখিলেন—চাল-ডাল ঝাড়া পাছড়া, ভাঁড়াব গোছান লইয়া ব্রহ্মচারিণী মহা ব্যস্ত। আজ বাক্যালাপেব সময় নাই।

পরদিনও সকাল সন্ধ্যার সমস্ত অবসরটুকু তাঁহাকে ওই রকম ব্যস্ত দেখা গেল।

পরদিন একাদশী। সমস্তদিনের উপবাসেব পর সন্ধ্যাব নিত্যক্রিয়া সারিয়া আসিয়া, ব্রহ্মচারী ফল দুধ গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মচারিণীরও তাই নিয়ম। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তিনি নিজের ঘরে যাইতেছিলেন, ব্রহ্মচারী ডাকিয়া বলিলেন, "আজ তো রাত হয়নি, একটু বসো না এখানে।"

নিজের কম্বল আনিয়া ব্রহ্মচারিণী নির্দিষ্ট স্থানে থামে ঠেস দিয়া বসিলেন।

একটুক্ষণ এ-কথা ও-কথার পব ব্রহ্মচারী আরম্ভ করিলেন—তান্ত্রিক সাধনা ও 'কারণ' সম্বন্ধে আলোচনা।

ব্রহ্মচারিণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুনিলেন। তা'র পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "অনধিকার-চর্চা ছেড়ে দাও। 'কারণে'র তুমিই বা কি বুঝবে, আমিই বা কি বুঝব।"

ব্রহ্মচারী সসঙ্কোচে বলিলেন, "সেই জন্যেই আমার কৌতূহল। উপযুক্ত অধিকারী হয়ে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বোঝবার জন্য আমার ভারি আগ্রহ হয়েছে।"

ব্রহ্মচারিণী চমকিয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিলেন। কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর রাত্রি; আকাশে চন্দ্রালোক নাই, থামেব আড়ালে একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল; তা'র খানিকটা আলো রোয়াকে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই স্বল্পালোকে ব্রহ্মচারীব অস্পষ্ট-প্রায় মুখের দিকে চাহিয়া তিনি নির্বাক হইয়া বহিলেন।

ব্রহ্মচারী অধিকতর সঙ্কোচেব সহিত বলিলেন, "ভগবান রামকৃষ্ণ পবমহংস, সাধক কমলাকান্ত—"

বাধা দিয়া অতি ধীবে ব্রহ্মচাবিণী বলিলেন, "জানি। কিন্তু তাঁরা তোমার শক্ত্যানন্দ-স্বামী ন'ন। হুজুগে মেতে হঠকারিতায় প্রবৃত্ত হওয়া সহজ, কিন্তু অনধিকাব-চর্চার দণ্ড বড কঠিন। তা' ছাড়া, তোমাব শবীবের অবস্থা জানো, ও সব উগ্র-সাধনাব ক্রিয়া-কলাপ তোমার স্বাস্থ্যেব পক্ষে ত' অনুকূল নয়। গোঁয়াতু´মি কবে একটা উৎকট বোগ ধবাবে?"

একটু উত্তেজিত হইয়া ব্রহ্মচাবী বলিলেন, "না হয় তাই হবে। সাধনার জন্যে শবীরটা ধ্বংস হবে সেটা কি এমন বড় কথা?"

ঈষৎ কঠিনস্বরে ব্রহ্মচাবিণী বলিলেন, "বটে! কিন্তু এই দেব-দুর্লভ পবিত্র ব্রহ্মচর্য-ব্রত?"

ব্রহ্মচাবী চুপ করিয়া বহিলেন।

একটু নীরব থাকিয়া ব্রহ্মচাবিণী বলিলেন, "শক্ত্যানন্দ-ঠাকুব হয় নিজে ভুল বুঝে তোমাকে ভুল বোঝাচ্ছেন,—নয়, অপর কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তোমায় দলে টেনে নিতে ব্যস্ত হয়েছেন। তোমাব অবস্থাটা দেখেও দেখছেন না; কিন্তু সকলের পক্ষে ত এক নিয়ম নয়। যা'র যেমন অবস্থা, তা'র পক্ষে সেই রকম আশ্রম নেওয়াই উচিত।"

একটু নীরব থাকিয়া ব্রহ্মচাবী সংশয়-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু সংসাব-জীবনটা একেবাবে ব্যর্থ কবেই বা কি হবে?"

ব্রহ্মচাবিণী হাসিলেন।

কুণ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মচাবী বলিলেন, "হাস্‌লে যে?"

"শক্ত্যানন্দ-ঠাকুবেব কৃতিত্বের দৌড় দেখ্‌ছি।"

একটু রুক্ষস্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "শুধু শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরেব কৃতিত্ব কেন? তোমার শ্বশুর-ঠাকুরদের কৃতিত্বই বা কোন্ কম। সংসার ছেড়েছি বলে তাঁরা ত এখনো আমার পিতৃ-মাতৃ উচ্ছিন্ন কবছেন।"

দু'-হাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ব্রহ্মচারিণী মৃদু-হাস্যে বলিলেন,

"সংসার আবার ছাড়লে কোথা? শুধু হবিষ্য করলেই যদি সংসার ছাড়া যায়, তা'হলে আলো চালের পোকাগুলো সবচেয়ে বড়-সন্ন্যাসী কেন নয়? সংসার,— মনে ব্রহ্মচারি,— মনে!"

একটু থামিয়া সংশয়-বিদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু আমার কথাটা—অন্যায় হোল কি? অনেক ভাল ভাল লোকও আলো চাল ব্যবহার করেন, এ-সব নিয়ম-নিষ্ঠার মূল-উদ্দেশ্যটার যথার্থ মর্যাদাও তাঁরা রেখে চলেন। নিজের মূঢ়-অভিমানকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে তাঁদের কাছে অপরাধী হয়ে পড়ছি?"

"তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করে থাক ত, অপরাধী হচ্ছ বই কি।—"

"না ব্রহ্মচারি—"

"তবে নিশ্চিন্ত থাক্। কিন্তু যাক্ ও-কথা। তন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "দোহাই ব্রহ্মচারি, একাদশীর উপবাসের মধ্যে ও-তত্ত্বালোচনা হাড়ে সইবে না। অনুমতি দাও, উঠি এখন।"

একটু জেদের সহিত ব্রহ্মচারী বলিলেন, "না, বস আর একটু; কিন্তু তুমি তন্ত্রের সব দিকের খবর জানো না। ওর ভেতর জিনিস আছে।"

"নেই কে বলছে? কিন্তু সে জিনিস আর যাই হোক,—ওই সম্মোহন, বশীকরণ, মারণ, পরের শক্তিহরণ, এ-গুলো মাত্র নয়।"

ঘৃণাভরা বিরক্তির সহিত ব্রহ্মচারী বলিলেন, "রাম, রাম, রাম! ও-গুলো ত তন্ত্রের অতি নিম্ন-স্তরের ঘৃণ্য ব্যাপার। ও-গুলো ছোঁয় কে? কোন ভাল সাধু কি?—"

"ভগবদ্ভক্ত ভাল সাধু ছাড়াও অনেক সাধু আছে। ওই সব চমৎকার ঐন্দ্রজালিক-শক্তি প্রয়োগে, তাঁদের কারুর কারুর অসাধারণ দক্ষতা আছে। জনসমাজের ওপর তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তিগুলো—"

ব্রহ্মচারী হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে নিবৃত্ত হইবার আদেশ করিলেন। ব্রহ্মচারিণী থামিলেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষুব্ধস্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি কি নিজের কাজকর্মগুলো পণ্ড করতে চাও? এ, ব্রণমিচ্ছান্তি মক্ষিকা-ব্রত কেন? এতে যে তোমার নিজেরই ক্ষতি।"

কাতর হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "জানি ব্রহ্মচারি, ভারি ক্ষতি হয়ে যায়। কিন্তু জনসমাজের মধ্যে বাস করছি, জনসমাজের কল্যাণও একটু ভাবতে হয়।"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "জনসমাজ বুজরুকিতে মোহিত হতেই ভালবাসে, কাজেই তা'র বরাতে জোটেও তেমনি পদার্থ। তাতে যে আপত্তি বোধ করে,—সেই আহাম্মক।"

"সে ত এক শ্রেণীর লোকের কথা হোল, কিন্তু সব শ্রেণীর লোক ত তা' নয়।"

"তাদের জন্যে ভগবানের বিধান চোখ বুজে নেই, চোখ খুলেই আছে। যে নিষ্কপট,—যথার্থ ধার্মিক, ধর্ম তাকে নিজে রক্ষা করেন, এ বিশ্বাসটুকু হারিও না। আমি নিজের জীবনেও দেখেছি। সাধনলাভের জন্য, যখন ঘর ছেড়ে উন্মাদ-আগ্রহে ছুটেছিলাম, তখন সত্যি কথা বলতে কি—আমার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিল না। তা'র অবশ্যম্ভাবী ফল, বিচারশক্তি-হীনতা। তা'র ফলে পড়লুম—একবার নয়, বারে বারে,—অতি ভয়ঙ্কর শক্তিশালী,—কি বলব—সাধু? না যাদুকর বলাই ঠিক, সেই রকম লোকের খপ্পরে; কিন্তু সব ভুলের মধ্যেও আমার উন্মাদ-ব্যাকুলতা ঠিক ভগবৎ-কৃপা-প্রার্থনায় একমুখী ছিল। কি আশ্চর্য-উপায়ে যে তাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে, ব্রহ্মজ্ঞ-গুরুর পাদপদ্মে পৌঁছেছিলুম,—সে কথা মনে হ'লে আজও আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। গুরু খানিকক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। বললেন, "পাওনা আছে, আদায় করতে এসেছও ঠিক। কিন্তু পিছনে তোমার ব্যাঘাত-যোগ দাঁড়িয়ে ব্যাটা, সেদিন সাম্‌লে নিতে পারলে হয়।"

একটু থামিয়া অলক্ষ্যে চোখের এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া ব্রহ্মচারী সকরুণ-হাস্যে বলিলেন, "আমার সংসার-জীবনের দিকে, এক ঠাকুদ্দার স্মৃতি ছাড়া,—সব স্মৃতিটাই যেন গলিত-শবদেহ। স্পর্শ করতেও ঘৃণা হয়; কিন্তু ধর্ম-জীবনের প্রত্যেক ছোট বড় ব্যাপারের স্মৃতিগুলো, আমার কাছে যেন স্বর্গের পারিজাত। তাকে নাড়াচাড়া করলেই সৌরভে মন পবিত্র-আনন্দে ভরে ওঠে।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "এইবার ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছ। মনটাকে সব কিছু ছোট-ব্যাপার থেকে প্রত্যাহার করে পবিত্র—পবিত্রতর চিন্তার দিকে নিয়ে যাও। ভাল কথা, গুরু তোমায় কি কতকগুলো কাজ করতে লিখে-ছিলেন, সেগুলো কিছুই করছ না?"

একটু অন্যমনস্ক হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কি—? নিজেকে কেন্দ্র করে 'রূপং দেহি জয়ং দেহি—' গোছের প্রার্থনা, ও-সব আমার ভাল লাগে না। নিজের জন্যে কিছুই কামনা করতে আমার ইচ্ছা হয় না।"

"কিন্তু কে বলতে পারে,—হয়ত ও-কাজগুলো তোমার আত্মরক্ষার জন্যও দরকার হতে পাবে।"

অধিকতর অন্যমনস্ক হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হতে পারে। অসম্ভব নয়। আচ্ছা, এবার থেকে,—দেখি কি হয়।"

"অনুমতি দাও, উঠি—?"

"যাও ঘুমোও গে। নারায়ণ কল্যাণ করুন।" বলিয়া ব্রহ্মচারী পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ব্রহ্মচারিণী উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিলেন।

উনিশ

তা'র পর কয়দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজকাল প্রতিদিনই ব্রহ্মচারী দুপুরের বিশ্রামেব অবসবটুকু শক্ত্যানন্দ-স্বামীব আড্ডায় গিয়া কাটাইয়া আসিতেছেন। আসনে বসিবার তাগাদায় সন্ধ্যার সময় ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া, তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া কাজে বসিযা পডেন, উঠিতেও রাত্রি হয়। সুতরাং বাক্যালাপের আর অবসর থাকে না! তাঁর শ্রান্ত-অবসন্ন মুখেব ভাব লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচারিণী নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন। মত-বিরুদ্ধ কথা বলিয়া, এই এক-রোখা কোপন-স্বভাব মানুষটির জেদের দৃঢতা বাডাইতে বা অনর্থক তর্ক-বিতর্কে তাঁহাকে উত্তেজিত কবিতে ব্রহ্মচারিণীর সাহস হয় না। ব্রহ্মচারীও আজকাল বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কথাবার্তা বলেন না।

সেদিন সকালে নিত্যক্রিয়া সারিয়া আসিয়া ব্রহ্মচাবী জলযোগের পর নিজের ঘরে ঢুকিয়া কি কাজ করিতেছিলেন, এমন সময় বাহিরের দুয়ার হইতে কে ডাকিলেন, "প্রসাদ, প্রসাদ, বাড়ী আছিস্ বে?—"

পরিচিত বৃদ্ধ-কণ্ঠের ডাক! ব্রহ্মচারী শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া আনন্দোৎফুল্ল-মুখে অভ্যর্থনা করিলেন, "ছোট্-ঠাকুদ্দা? আসুন, আসুন। প্রাতঃ প্রণাম—"

ছোট্-ঠাকুদ্দা বাড়ী ঢুকিলেন। হাতে গামছায় বাঁধা একটি পুঁটুলি।

ছোট্-ঠাকুদ্দার বয়স যাট্ পঁয়ষট্টি হইবে। রংটি টুকটুকে সুন্দর; মাথার সামনে প্রকাণ্ড টাক; তিন পাশে পাকা চুল। মুখে তামাকের ধোঁয়ায় পাকা

প্রকাণ্ড এক জোড়া গোঁফ। চেহারাখানা বেশ লম্বা-চওড়া, বার্ধক্য-ভারে নুইয়া পড়ে নাই। পরণে শাদা থান, খদ্দরের পাঞ্জাবী, পায়ে শাদা চটি। মুখের ভাবখানা বেশ নিশ্চিন্ত, সদানন্দ স্বভাবেব পরিচায়ক। চাল-চলন একটু ব্যস্তবাগীশ গোছের, কিন্তু অকৃত্রিম সরলতা-পূর্ণ।

ঠাকুদ্দা মিত্র-গোষ্ঠির অন্তর্গত, ব্রহ্মচারীর দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ; জ্যাঠাদের—'ছোট খুড়ো।'

ব্রহ্মচারী প্রণাম করিতেই ঠাকুদ্দা পিছু হটিয়া গেলেন, পা ছুঁইতে দিলেন না। নিজের দু-হাত কপালে ঠেকাইয়া, রাগের ভাব দেখাইয়া,—মুখখানা যথাসাধ্য গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "থাক্, ঢের হয়েছে। তোর মত পাষণ্ডের প্রণাম নেয় কে রে রাস্কেল ?"

ব্রহ্মচাবী হাস্যোৎফুল্ল-মুখে বলিলেন, "রাস্কেলের ঠাকুদ্দা'—আপনিই নিতে বাধ্য! পিতামহ হয়েছেন কেন ? জুতো খুলুন, পায়ের ধুলো নিই।"

সজোরে মাথা নাড়িয়া ঠাকুদ্দা বলিলেন, "ক'ভি নেই। তোমাকে পায়ের ধুলো দিয়ে খামকা পরমায়ু হ্রাস করবাব ইচ্ছে নেই, যাঃ।"

"দোহাই ঠাকুদ্দা কত ভাগ্যে বাড়ীতে জুতোর ধুলো পড়েছে। পায়ের ধুলো মাথায় না নিলে আমাব অকল্যাণ হবে যে।"—

"যা-সব কাজ-কর্ম ধবেছ, অকল্যাণের আর বাকী কি ? যা, তোর সঙ্গে কথা কইতে আমি আসিনি, তুই বেবো। আমি আমার দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, কই তিনি—ডাক্।"

ঠাকুদ্দাকে সঙ্গে লইয়া বাবান্দাব দিকে যাইতে যাইতে রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "কই গো, ঠাকুদ্দার দিদিমণি এখানে কে আছ, বেবিয়ে এস। তোমাব ছোট-ভাইটি কি রসালাপ করতে এসেছেন, শোনো—"

এ সংবাদের উত্তরে ঠাকুদ্দা ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি, উর্দ্দু, চারিভাষার বিশিষ্ট-অশিষ্ট বচন বাছিয়া লইয়া কটুকাটব্য বর্ষণ করিলেন। ব্যতিব্যস্ত ব্রহ্মচারী নিজের দুই কান দু-হাতে চাপিয়া ধরিলেন। লজ্জিত-হাস্যে বলিলেন, "ঠাকুদ্দা, থামুন, থামুন—"

ব্রহ্মচারিণী রান্নাঘরে ডাল বাঁটিতেছিলেন। হাত ধুইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া বিনীত-অভ্যর্থনা-সূচক হাসিমাখা-মুখে রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিলেন। প্রণাম করিয়া আসন আনিয়া বারান্দায় পাতিয়া দিলেন। বৃদ্ধ বসিলেন, হাতের

পুঁটুলিটা পাশে নামাইয়া রাখিয়া সস্নেহে বলিলেন, “বস দিদি, তুমি আমার কাছে বস। তোমার শরীর কেমন আছে, বল?”

ব্রহ্মচারী সরিয়া গিয়া নিজের ঘরের ভিতরে, দুয়ারের সামনে কম্বল লইয়া বসিলেন। দূব হইতে বলিলেন, “হাঁ বল, শরীর কেমন আছে, মন কেমন আছে, প্রাণ কেমন আছে,—সব খবব দাও। ঠাকুদ্দা একে গভর্ণমেণ্টেব পুরোণো অফিসার, তায় জ্যাঠামশাইদের ‘ছোট খুড়ো’—পাক্কা ‘স্পাই!’ তোমার যা কিছু অভাব অভিযোগ আছে, ওঁব কাছে নিবেদন কবো।”

যথার্থ-ই জ্যাঠাদের এইরূপ আদেশ ছিল। সেজন্য ছোট-ঠাকুদ্দার সঙ্গে ব্রহ্মচারিণীকে অসঙ্কোচে কথা বলিবার অনুমতি তাঁহাবা দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারিণী একখানা পাখা লইয়া ঠাকুদ্দাকে বাতাস করিতে করিতে হাসি-মুখে জানাইলেন, ‘তিনি ভাল আছেন।’—তা’র পর মৃদুস্বরে বলিলেন, “আপনার শরীব বেশ ভাল আছে? ছোট ঠাকুব-মা কেমন আছেন। কাকাবাবুবা কাকীমাবা সকলেই ভাল আছেন?”

বৃদ্ধ মনোযোগেব সহিত পৌত্রবধূকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, “হ্যাঁ, তাবা সব ভাল আছে, কিন্তু তোমায় ত আগেব মত তেমনটি দেখছি না, তুমি এখন কাহিল হয়ে গেছ দিদি—”

ব্রহ্মচারী দূব হইতে বলিলেন, “দেখুন ঠাকুদ্দা, জ্যাঠামশাইদের ত সব খববই চালান দেন, এ খববটাও দেবেন। উনি খাওয়া-দাওয়া সব ক্রমশঃ কমিয়ে আনছেন, আহাবত্যাগী সাধু হবাব চেষ্টায় আছেন। আমার কথা শোনেন না। —চেহারা হচ্ছে দেখুন, যেন পেত্নি-টি!”

বলিয়াই হো-হো শব্দে হাসিয়া বলিলেন, “হে গুরুদেব ক্ষমা কর, যা-তা বলে রসনা অপবিত্র কবছি!”

সবোষে ঠাকুদ্দা বলিলেন, “করবে গুরু ক্ষমা। ওঁকে বলা হচ্ছে পেত্নি,—তুই নিজে যে হয়েছিস্ আস্ত ভূত। তোব মতি-গতি দেখেই উনি মনের কষ্টে ওই সব করছেন। আর উপায কি?—”

ব্রহ্মচারী বলিলেন, “নাও ঠেলা। আমি কি বলেছি,—যার শরীরে যা-না সইবে, সে তাই করুক। জিজ্ঞাসা করুন ওঁকে, বলেছি—”

“এর আর বলাবলির কি আছে? হাতে মারছ না, ভাতে মারছ। খাওয়া-দাওয়ার রেখেছই বা কি? বার মাস তিরিশ দিনে মানুষ হবিষ্যি করতে পারে না, তাই রুচি হয়?—আমি বুঝি না?—”

মহা-বিব্রত হইয়া অনুনয়-হাস্যরঞ্জিত মুখে ব্রহ্মচারিণী নিম্নস্বরে বলিলেন, "না ঠাকুদ্দা, শোনেন কেন? ও-সব আপনাকে রাগানো হচ্ছে। এ-সব আমার বেশ সহ্য হয়। আগে বরং শূল-ব্যথায় ভুগতাম; এখন এই সব নিয়ম পালন করে সেটা আপনিই সেরে গেছে। আমার শরীর বেশ আছে। বরঞ্চ—"

ব্রহ্মচারীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "যিনি সত্যি খাওয়া কমাচ্ছেন, তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন। অল্পাহারে থেকে, মাথা-ঘোরায় মাঝে মাঝে, এমন কষ্ট পান—"

জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া ঠাকুদ্দা বলিলেন, "মাথাঘোরা জুটিয়েছ?"

"আরে মশাই, সে আমার খাটুনির গোলমালে হয়েছিল। খাওয়ার সঙ্গে তা'র কোন সম্পর্ক নেই। আমার শরীরের পক্ষে যতটুকু দরকার, তা' আমি ঠিকই গ্রহণ করি।—"

"বটে, তা'হলে চেহারাখানি এমন 'বেরসো' কাষ্ঠ হচ্ছে কেন?"

"যা' গরম আপনাদের দেশের! হুকুম দিন না, হিমালয় টিমালয়ের দিকে গিয়ে নিজের কাজ করি, দেখবেন কেমন চেহারা হয়।—"

ঠাকুদ্দা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "হুঁ হিমালয়! ডুবে ডুবে জল খেতে ধরেছ আজকাল, আমি টের পাচ্ছি নি?"

ব্রহ্মচারিণী বিস্মিত হইয়া ঠাকুদ্দার মুখের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া ধীরে দৃষ্টি নত করিলেন।

ব্রহ্মচারী কিন্তু নিশ্চিন্ত। কথাটা নিছক পরিহাস কল্পনা করিয়া তিনি প্রাণখোলা আনন্দে উচ্চ-হাসি হাসিয়া বলিলেন, ঠাকুরদ্দারা সমুদ্র শোষণে সুদক্ষ, নাতিরা ডুবে জল খাবে, এ আর বিচিত্র কি? তা'র পর ঠাকুদ্দা, কোন্ পুকুরে ডুবে জল খাচ্ছি বলুন ত?"

"খবর রাখি সব।"—অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কথাটা বলিয়া বৃদ্ধ সহসা ব্রহ্মচারিণীর দিকে ফিরিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ছাখো নাৎ-বৌ, এ ছোঁড়াটাকে তুমি খুব শাসনে রেখ ত?"

মৃদুস্বরে ব্রহ্মচারিণী নতমুখে বলিলেন, "মাথার ওপর এত মুরুব্বি থাকতে, আমি ক্ষুদ্র প্রাণী হয়ে কাকে শাসন করব ঠাকুদ্দা?"

তিনি এত নিম্নস্বরে কথাটা বললেন যে, বৃদ্ধকে রীতিমত ঝুঁকিয়া মনোযোগের সহিত কাণ পাতিয়া কথাটা শুনিতে হইল। ব্রহ্মচারী দূর হইতে কিছুই

শুনিতে পাইলেন না ; কিন্তু ঠাকুদ্দার অবস্থান-ভঙ্গীর দুর্দশা দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সকৌতুকে বলিলেন, "ব্যাপার যে ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে ঠাকুদ্দা, অতটা নিকটস্থ হওয়া নিরাপদ নয়। লোকে দেখলে মনে করবে, 'দু'টি হৃদয়ের বাণী, হোল বুঝি কাণাকাণি'—"

ঠাকুদ্দা রাগ করিয়া বলিলেন, "দূর শূয়ার !"

তা'র পর মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া আক্ষেপের সহিত বলিলেন, "আমার নাত-বৌ ভালমানুষ হয়েই সব মাটী করেছে, তোর তাই এত বাড বেড়েছে। তোর ভাগ্যে তোর ঠাকুর-মা'র মত একটা দস্যি-বৌ জুটত, তা'হলে তুই তিনদিনে 'টিট্' হয়ে যেতিস্।"

যুক্ত-কর বার বার কপালে ঠুকিয়া, মনে মনে ঠাকুর-মা'র উদ্দেশে নমস্কার জানাইয়া ব্রহ্মচারী নিরুত্তরে হাসিতে লাগিলেন। এ ব্যাপার লইয়া ঠাকুদ্দাকে বেশী ঘাঁটাইতে তার সাহস হইল না, পাছে আরও বেশী কটূক্তি শুনিতে হয়।

কিন্তু ঠাকুদ্দা নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন ! বকুনি চলিতেই লাগিল। বলিলেন, "এই নির্বান্ধব পুরীতে থাকিস ত দু'টিতে একলা—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী সহাস্যে বলিলেন, "ঠাকুদ্দা পাটীগণিতে 'অনারস' নিয়েছিলেন, না ? 'দু'টিতে একলা !'—না ঠাকুদ্দা, গরুটা আছে, বাছুরটা আছে,—'চারটিতে একলা' বলুন, আরও নির্ভুল ফর্দ হবে।"

উত্তরে ঠাকুদ্দা একটা শ্রুতিমধুর প্রিয়-সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, "বাড়ীর ত্রি-তল্লাটে কেউ কোথাও নেই। এই ছেলেমানুষ বৌকে একা রেখে রোজ দুপুর-বেলা কোথা চর্তে বেরুস্ বল ত ?"

কুণ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চর্তে বেরুই নিজের গরজে ঠাকুদ্দা। একলা থাকেন বলে রাগ করছেন কেন ? ওই ত সামনে গোবরের-মায়ের বাড়ী ;—ওদের বলে যাই—দেখো। আমি ত, প্রায়ই ফিরে এসে দেখি হয় গোবর্দ্ধন নয় তার ছেলে, কেউ না কেউ এসে বাইরের র'কে বসে আছে। আমি এলে তবে তারা চলে যায়। এতে একলা থাকার জন্যে—"

ঠাকুদ্দা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "ওঃ ! বড় পাহারার বন্দোবস্ত করেছেন ! পাজী ছুঁচো কোথাকার !—বাড়ীর মধ্যে একা ছেলেমানুষ থাকেন, যদি একটা ভয়ই পেলেন ?"

মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখতে মানুষটি ওইটুকু,—কিন্তু ভয় ডর কি আছে কিছু প্রাণে ? আপনি না হয় কাণে-কাণে জিজ্ঞাসা করে দেখুন—"

আবার সেই কাণে-কাণে কথা বলার ইঙ্গিত! বৃদ্ধ ব্যতিব্যস্ত-ভাবে বলিলেন, "গ্যাখো নাৎ-বৌ, ও-ছোঁড়া নিজের মান-ইজ্জত রাখতে জানে না। ওকে খাতির কোর না। ওর সামনেই এবার থেকে চেঁচিয়ে আমার সঙ্গে কথা বল ত।"

ব্রহ্মচারী সবিদ্রূপে বলিলেন, "আহা না, না, তা কেন? ওই যে দু'জনে পাশাপাশি বসে কাণে-কাণে কথা বলাবলি,—ওই আমার দেখতে বেশ ভাল লাগে। মনে হয়, যেন কুমারসম্ভবের সেই বুড়ো মহাদেবটিব দ্বিতীয়-পক্ষের ঘর-সংসার দেখছি, কার্ত্তিক গণেশ এই এলো বলে!—"

কথাটার মধ্যে যে দুষ্ট-ইঙ্গিতের আভাস ছিল, তাতে—চাপা হাসি আর রাখিতে না পারিয়া ব্রহ্মচারিণী মুখে কাপড় টানিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটু সরিয়া, দূর হইতে বৃদ্ধকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ থ' হইয়া গেলেন! কথাটা ঘুবাইয়া লইয়া বলিলেন, "তা, কুমারসম্ভব ত পড়েছিস্। কুমারসম্ভবের মহাযোগী-মহাদেবেব ঘর-সংসারও হয়েছিল, জানিস্ ত। তোকে এমন পার্বতীর মত দেবকন্যা এনে দিয়েছি, তুই কেন ঘর-সংসার করলি নি বল্ দেখি?"

"আবার ঘর-সংসার কাকে বলে ঠাকুদ্দা? এই যে নিজের কাজ-কর্ম ছেড়ে বসে বসে, এমন সব মারাত্মক শব্দ আউড়ে জিভটি কলুষিত করছি, এতেও আপনাদের মন উঠল না? নমস্কার মশাই, আপনাদের সংসার-বুদ্ধির ক্ষুরে। জপ-তপে মগজ 'ডাল্' মেরে গেছে, আপনাদেব সাংসারিক-জ্ঞানের দুর্বোধ্য-প্রহেলিকা, এ মগজে এব বেশী খেলছে না। বাকীটা আপনাদের জন্যে থাক্।"

"বলি কুমারসম্ভবের মহাদেব—"

ব্রহ্মচারী লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "নাঃ, মাথা গরম করে দিলে! আজ একটু মধ্যম-নারায়ণ মাখতে হচ্ছে।"

ব্রহ্মচারিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তেলের শিশিটা কই?—"

বৃদ্ধের উদ্দেশে ব্রহ্মচারিণী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "বলুন-না ঠাকুদ্দা, ওই ঘরেই আছে।"

ঠাকুদ্দা তাই বলিলেন।

ব্রহ্মচারী ঘরের এদিক-ওদিক হাতড়াইয়া বলিলেন, "কই খুঁজে পাচ্ছি নে ত।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি যাও দিদি, খুঁজে দিয়ে এস। ও চক্‌রা-কাণা চোখের সামনে রত্ন থাকতেও চিনতে পারে না, ও আবার তেলের শিশি খুঁজে পাবে।

ব্রহ্মচারিণী উঠিয়া গিয়া ঘবেব দুয়ারের সামনে দাঁড়াইলেন। অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "বেরিয়ে এস, আমি খুঁজে দিচ্ছি।—"

ব্রহ্মচাবী পাশ কাটাইয়া বাহিব হইয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারিণী ঘরে ঢুকিলেন।

ঠাকুদ্দা স্তিমিতচক্ষে চাহিয়া চাহিয়া ব্যাপাবটা লক্ষ্য কবিলেন ; বলিলেন, "একজন ঘবে থাকলে, আর একজনেব বুঝি ঘবে ঢোকবাবও হুকুম নেই ?"

ব্রহ্মচারী পশ্চাদ্বদ্ধ-হস্তে এদিকে-ওদিকে পায়চাবি কবিতে করিতে বলিলেন, "নিষ্প্রয়োজন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কুমাবসম্ভবেব মহাদেবের বাবারও সাধ্যি ছিল না—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচাবী বলিলেন, "আঃ, কি মুস্কিলেই পড়লুম ! আবাব কুমারসম্ভব ! ও মশাই,—ও-সব কাব্যবর্ণিত মহাদেবদের সঙ্গে আমাদেব উপাস্য-দেবতার ধাতেব মিল নেই। ও-সব মহাদেব আছেন আপনাদের মত ছেলেমানুষদের জন্যে।"

"বটে ! আমি ছেলেমানুষ ! তা'হলে তুমি কি ?"

"আমার কি বয়েসেব গাছ পাথব আছে ? কত যুগ-যুগান্তব ধবে জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়ে দিলুম তা'ব লেখা-যোখা নেই। হয ত কোন জন্মে আমিই আপনার ঠাকুদ্দা ছিলুম।—হয় ত,—হয় ত কেন, ত্যাঁদড় যে তখন ছিলেন, তা' এখানকার চেহাবা ও মূর্তিতেও প্রকাশ। বদমাইসি কবতেন বলে নিশ্চয় খুব শাসন-কসন করেছিলুম, তাই এ-জন্মে আপনাদের মুঠোর মধ্যে পড়ে গেছি। নড়তে-চড়তে তাই মনেব সুখে এক হাত করে ঠুক্‌ছেন !"

"বাপ ! এক নিঃশ্বাসে জন্ম-জন্মান্তর ! উৎকণ্ঠায় কণ্ঠা যে শুকিয়ে উঠছে রে !—"

ব্রহ্মচারিণী তেলের শিশি আনিয়া ব্রহ্মচারীর পায়ের কাছে রাখিয়া, নিঃশব্দে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারী এবার ঠাকুদ্দার কাছেই বসিলেন এবং হাতের তালুতে তেল ঢালিয়া মাথায় ঘষিতে ঘষিতে ঠাকুদ্দার পুঁটুলিটার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "ঠাকুবমা'র জন্যে কি সম্পত্তি নিয়ে যাচ্ছেন ? তহবিলটা উট্‌কে দেখব না কি ?"

বৃদ্ধ শশব্যস্তে পুঁটুলিটা সরাইয়া নিজের অন্য পাশে রাখিয়া বলিলেন, "না না, ও তোর ঠাকুর-মা'র জন্যে নয়। ও আমার,—অন্য লোক আছে।"

"কথাটা বড় ভাল হোল না, আমার ঠাকুর-মা ছাড়াও আবার 'অন্য লোক?' অসহ্য! খবরটা ঠাকুর-মা'কে জানিয়ে আসব না কি?"

"যা, না। তোর ঠাকুব-মা নিজ হাতেই তা'র জন্যে পুঁটুলি বেঁধে দিয়েছে!"

"তা'হলে ত পতিপ্রাণা-সহধর্মিণী! তবু আপনি নিন্দে করে বলেন আমার ঠাকুর-মা 'দস্যি-বৌ!' গৃহলক্ষ্মীদেব ওই রকম নিন্দে করেন বলেই ত মা-লক্ষ্মী আপনাদের দেশ ছেড়ে বিদেশীর ঘবের দিকে টেনে ছুট্ দিতে ব্যস্ত!"

সেই সময় ব্রহ্মচাবিণী বাহিরে আসিলেন। হাতে শরবতের গেলাশ ও পাথবের রেকাবীতে সাজানো কলা, পেঁপে, আঁতা, আম, মিষ্ট। সেগুলি ঠাকুদ্দার সামনে নামাইয়া দিয়া মৃদু অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, "ঠাকুদ্দা, একটু মিষ্টি-মুখ করুন।—"

ব্যস্ত হইয়া ঠাকুদ্দা বলিলেন, "মিষ্টি-মুখ? তা' বেশ ত।—" তা'র পর একটু ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "কিন্তু তোমার বাড়ীতে ত ঝি-চাকর নেই, এঁটো বাসনগুলো ধোবে কে?—"

ব্রহ্মচারিণী সাগ্রহে বলিলেন, "আমি ধোব। কি আশ্চর্য, বাসন ধোবার জন্যে আপনার ভাব্না?"

মহা-বিব্রত হইয়া ঠাকুদ্দা বলিলেন, "না, না, তুমি আমার এঁটো ছুঁয়ো না ভাই। আমি মাছ, মাংস, পিঁয়াজ, হাঁসের ডিম, সব খাই, মুর্গি-টুর্গিও এক সময়—"

স্নিগ্ধ-হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "বেশ করেন, খান। তাতে কি হয়েছে? আপনাব যা' খুশী খান, তবু আপনি আমাদের ঠাকুদ্দা। আপনার এঁটো পরিষ্কার কব্তে পাওয়া আমার পক্ষে সৌভাগ্য।"

ঠাকুদ্দা ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না না, তা' হবে না, তা' হবে না। তুমি আমাকে খেতে দিয়েছ, কিন্তু এঁটো-টা তুমি ছুঁয়ো না। আমি বাড়ী গিয়ে চাকরটাকে পাঠিয়ে দেব, সে এসে ধুয়ে দেবে। বল তুমি ছোঁবে না?"

ব্রহ্মচারিণী বিপন্নভাবে বলিলেন, "কি বিপদ! আচ্ছা ঠাকুদ্দা সে যা-হয় হবে। আপনি খান এখন। সেই থেকে বকে বকে আপনার গলা শুকিয়ে গেছে।"

হাত ধুইয়া, শরবতের গ্লাসটি মুখের কাছে তুলিয়া ঠাকুদ্দা বলিলেন, "কি রে প্রসাদ, খাব ?"

মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এত কাণ্ডের পর আবার আমার অনুমতির অপেক্ষা ? তা'হলেই ত ব্যাপার সন্দেহ-জনক হয়ে দাঁড়ায়।"

ব্রহ্মচারিণী অনুযোগপূর্ণ-দৃষ্টিতে একবার গোপনে ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিলেন ; তা'র পর ব্যগ্রভাবে মিনতি করিয়া বলিলেন, "ঠাকুদ্দা কেবলই আপনাকে রাগানো হচ্ছে। আপনি কিছুতেই রাগবেন না, কারুর কথা শুনবেন না। লক্ষ্মী-ছেলে হযে সব খেয়ে ফেলুন ত ?"

ঠাকুদ্দা ব্রহ্মচারিণীর সেই দৃষ্টিটুকু লক্ষ্য করিলেন। ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিযা একটু হাসিয়া পানাহারে মন দিলেন।

ব্রহ্মচারিণী লজ্জিত হইয়া মাথা হেঁট করিলেন।—তাড়াতাড়ি পাখাখানা পুনশ্চ তুলিযা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারীও মাথা নোয়াইয়া, সজোরে মাথায় তেল ঘষিতে লাগিলেন। হাসি গোপন কবিবার ব্যর্থ-চেষ্টায় তাঁর ঠোট-মুখ অস্বাভাবিক মাত্রায় কুঁচ্‌কাইয়া উঠিল।

কুড়ি

খাইতে খাইতে সহসা কি মনে পড়ায় ঠাকুদ্দা পুনরায় মুখ তুলিয়া একটু হাসিলেন। খুব নরমভাবে বলিলেন, "আচ্ছা প্রসাদ, তোরা ত সত্যাশ্রয়ী ব্রহ্মচারী, মিথ্যা কথা তোদের বল্‌তে নেই। আমার কাছে একটা সত্যি কথা কবুল করবি ?"

ব্রহ্মচারী মাথায় তেল ঘষা স্থগিত রাখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "মনু মহারাজের হুকুম আছে,—সময় বিশেষে,—স্ত্রীলোক বিশেষকে মিথ্যে কথা বলে ঠকালে পাপ নেই।"

বৃদ্ধ বিশেষ বিনীতভাবে বলিলেন, "ওবে না, না, আমি তোর ঠাকুদ্দা, গুরুজন। আমার বড় ইচ্ছে হয়—জান্‌তে। সত্যি করে একটি কথা বল্‌।"

"কি ?—"

বৃদ্ধ পুনশ্চ নিরতিশয় বিনয়ের সহিত হাসিমুখে বলিলেন, "আচ্ছা, তুই এখন আমার নাৎ-বৌকে একটু একটু ভালবাসিস্, কি বল্? দোহাই ধর্ম, মিথ্যে বলিস্ না।"

ব্রহ্মচারী মাথা হেঁট করিয়া আবার দু'হাতে সজোরে তৈল ঘর্ষণে মনোযোগী হইলেন, আর তাঁর মুখ দেখা গেল না; ব্রহ্মচারিণী অস্ফুট স্বরে 'কাজ আছে' জানাইয়া সহসা উঠিয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ ব্যগ্র-অনুনয়েব স্বরে বলিলেন, "আহা নাৎ-বৌ, তুমি উঠো না ভাই, একটু বসো। বুড়ো হয়েছি, কোন্ দিন আছি, কোন্ দিন নেই। দিন ত ফুবিয়ে এসেছে। যে ক'দিন আছি তোমাদের নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করি।"

"করুন।" বলিয়া নিরুপায়ভাবে একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী আবার বসিলেন।

কথাটা ব্রহ্মচারীর কাণে গেল। হাসি চাপিবার ব্যর্থ-চেষ্টা কবিতে করিতে সকোপে তর্জন করিয়া ব্রহ্মচারিণীব উদ্দেশে বলিলেন, "ব্যস্! এ্যাপ্লিকেশন মাত্রেই উনি অম্নি সার্টিফিকেট ঝেড়ে দিলেন 'করুন!—' ওই যে সাংসারিক, পাটোয়ারী-বুদ্ধিতে ঝুনো-বুড়ো-মাথা,—কম মনে কোর না! ঠোকবে গুঁড়ো করে ছাড়বেন। সাধন-ভজনেব যদি বাসনা থাকে, দেশ ছেড়ে চম্পট দাও। ববং বিষয়-ভোগ করা ভাল, কিন্তু বিষয়াসক্ত মানুষদের সঙ্গ করায়—মহা ক্ষতি! মহা ক্ষতি!"

ঠাকুদ্দা রাগতভাবে বলিলেন, "হোক্ ক্ষতি! তুই শূয়ার থাম ত! নিজে ত গোল্লায় গেছিস্, আবার বৌটাকে শুদ্ধ কিম্ভূত-কিমাকার বানাবার চেষ্টা! না নাৎ-বৌ, তুমি উঠো না, বসো।"

তা'ব পর একটু থামিয়া অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া বলিলেন, "বল্ না প্রসাদ, নাৎ-বৌকে এখন একটু-একটু ভালবাসিস্ ত?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "নাঃ, আধমরা হয়ে গেছি! আব ত বকৃতে পারি না। স্নান কবে আসনে বসতে চল্লুম। প্রণাম ঠাকুদ্দা—" ব্রহ্মচারী সত্যই উঠিতে উদ্যত হইলেন। ঠাকুদ্দা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আহা বোস্, বোস্, একটু। ব্যস্ত কেন?"

"আসনে বসবার সময় হয়ে আস্ছে মশাই।"

"আহা, একদিন—একদিন। তোর সঙ্গে একটু কথা আছে, বোস্। ও-সব ঠাট্টা-তামাসা থাক।" ব্রহ্মচারী বসিয়া বলিলেন, "বলুন।"

ঠাকুদ্দা খাওয়া শেষ করিয়া হাত-মুখ ধুইলেন। পকেট হইতে পানের ডিবা বাহির করিয়া মুখে একটা পান ফেলিয়া, কি যেন একটু ভাবিলেন। তা'র পর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "নাঃ, তোকে লুবিয়ে কাজ করা ঠিক নয়। এর পর জানতে পেরে খ্যাক্-ম্যাক্ করবি, নাৎ-বৌকে বিপদে ফেলা হবে। ছাথ্ ভাই, তোর বাড়ীতে ত আমি জল খেলুম—"

"অতএব মূল্য পরিশোধ করতে হবে না কি ?"

"আপত্তি করিস্ নি লক্ষ্মী মাণিক আমার ! আমার সেই ভাল আমগাছটায় এবার খুব আম এসেছে, তোর ঠাকুমা গাঁশুদ্ধ লোককে বিলিয়েছে, কিন্তু ভয়ে তোকে পাঠায় নি—পাছে তুই ফিরিযে দিস্! ও-দিকে হা-হুতোশে মরে যাচ্ছেন—তাই আমি আজ নিজে গোটাকতক আম নিয়ে এসেছি—"

যোড়হাত করিয়া ব্রহ্মচারী সবিনয়ে বলিলেন, "কি করব ঠাকুদ্দা, আমার ব্রতের নিয়ম,—অপ্রতিগ্রহ !"

ঠাকুদ্দা সনির্বন্ধ-অনুরোধের স্বরে বলিলেন, "কিন্তু জ্ঞাতির অন্নে ত দোষ নেই ভাই। তাতেও তোর মনে খুঁত হয়,—একটা পয়সা মূল্য ধরে দে—!"

তা'র পর পাছে ব্রহ্মচারী আরও কিছু আপত্তি তোলেন, সেই ভয়ে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিণীর দিকে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "দাও তো, নাৎ-বৌ আমাকে একটা পয়সা।"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, অতগুলো আমের মূল্য কি একটা পয়সা হয় ?"

"হয়—হয়! তুই আর বকিস্ নি বাপু! দাও নাৎ-বৌ, একটা পয়সা দাও দিদি,—আম-ক'টা তুলে রাখ।" বৃদ্ধ পুঁটুলি খুলিয়া আমগুলো মেঝেয় নামাইতে লাগিলেন! ব্রহ্মচারিণী নীরবে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর পানে চাহিলেন। ব্রহ্মচারী একটু চুপ করিয়া থাকিযা বলিলেন, "দাও পয়সা, নাও আর কি বল্‌ব ?"

ব্রহ্মচারিণী আমগুলো ঘরে রাখিয়া আসিয়া একটা পয়সা আনিয়া দিলেন। ঠাকুদ্দা প্রবল-আগ্রহে পয়সাটা বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ব্রহ্মচারীকে দেখাইয়া বলিলেন, "ছাথ্ ভাই, সত্যিকার একটা পয়সা নিলুম, তুই যেন আর আপত্তি করিস্ নি।"

চিন্তিতভাবে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমি আপত্তি কর্‌ব না বটে, কিন্তু আমার ব্রতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আপত্তি না হলে হয়! শাস্ত্রের অনুশাসন সব আমি ঠিকমতভাবে মেনে চল্‌তে পারি না—দায়ে

ঠেকে অনেক কিছুই উল্টে-পাল্টে নিতে হয়। কিন্তু ওই একটা জিনিস,—দানপ্রতিগ্রহ, ওটা কিছুতেই আমাব শরীরে সয় না। সঙ্গে সঙ্গে আমার অসুখ করে।"

পয়সাটি তাডাতাড়ি পকেটে পুরিয়া ঠাকুদ্দা আশ্বাসেব স্ববে বলিলেন, "এই ত মূল্য নিলুম, আবার দান কি?"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "আচ্ছা, যেতে দে ও-কথা। এবার একটা কথা জিজ্ঞেসা করি,—হ্যাঁবে ভাই, যুগাণ্ডার 'থানে' ওই যে তান্ত্রিক-সন্ন্যাসীটি এসেছেন, যার কাছে তুই যাওয়া-আসা করিস্, ও-লোকটি কেমন?"

একটু বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মচাবী বলিলেন, "কে কেমন, কারুব মন ত আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি নে ঠাকুদ্দা, পরচিত্ত অন্ধকাব। তবে শাস্ত্রজ্ঞ, সাধক, ব্রাহ্মণ,—আমাদের নমস্য। এই পর্যন্ত জানি!"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "তুই ত তান্ত্রিক সাধনা করিস্ না, তুই ও-লোকটার সঙ্গে অত মেশামেশি করিস্ কেন ভাই?"

উত্তেজিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "গোঁড়ামি,—আমার গুরুব নিষেধ। যে ধর্মের, যে সম্প্রদায়ের লোক হোন না,—ভগবানেব যে নাম, যে রূপের উপাসক হোন না, নিষ্কপট-সাধকমাত্রেই আমাদেব আদরের পাত্র, পূজার পাত্র; তাঁদেব সঙ্গ, আমাদেব আত্মার কল্যাণকব। যখন অবসাদ আসে,—তখন সাধনে মনকে উৎসাহ দেবাব জন্য—সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রালোচনা দরকার হয়। বসে আছি জঙ্গলেব মধ্যে; একটা ভাল লোকের সঙ্গ পাইনি, তাই প্রাণের দায়ে তাঁর কাছে ছুটাছুটি কবি।"

ব্রহ্মচারীকে উত্তেজিত হইতে দেখিয়া ঠাকুদ্দা খুব নরম হইয়া গেলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "রাগ কবছিস্ কেন ভাই? তুই যদি তাঁকে নিষ্কপট-সাধু বলে বুঝে থাকিস্, ভালই। কিন্তু তবুও প্রসাদ—" তিনি আবাব ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচাবী বলিলেন, কি বলবেন, বলুন না।"

ঠাকুদ্দা একটু হাসিয়া বলিলেন, "যা তুমি চক্ষু বক্তবর্ণ কব্‌ছ, বলতে ভয় হচ্ছে যে।"

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চক্ষু রক্তবর্ণ করবার কথাই যে বলছেন! এক তো পরনিন্দা বিষবৎ ত্যজ্য,—তা' আবার সাধু-সন্ন্যাসীদের ব্যাপার! কপটকে আক্রমণ করতে গিয়ে নিষ্কপটকে আঘাত করে বসা যে কত বড় গুরুতর সর্বনাশ,—সে যে জেনেছে, সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে।—এই আপনার

ওই নাৎ-বৌটি,—এক এক সময় আমায় এমন অতিষ্ঠ করে তোলেন, ইচ্ছে হয় বাড়ী ছেড়ে চলে যাই !"

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারিণীর দিকে একটা রূঢ়-কটাক্ষক্ষেপ করিলেন। ঠাকুদ্দা ব্যস্ত-বিব্রত হইয়া বলিলেন, "অতিষ্ঠ করেন ? সে কি ? সে ত ভারি অন্যায় কথা ! কিসের জন্যে ?"

"ওই সাধু-সন্নিসীদেব ত্রুটি আবিষ্কার !—সবলকেই সন্দেহ !"

কৌতূহলী হইয়া ঠাকুদ্দা বলিলেন, "সন্দেহ ? কারে রে, কাকে ?"

পুনশ্চ মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে ব্রহ্মচারী অপ্রসন্নমুখে বলিলেন, "কাকে ? কার নাম কব্‌ব ? এই আমাকেও হচ্ছে, স্বামিজীকেও হচ্ছে,—দু'দিন পবে হয় ত—আপনাকেও হবে।"

ব্রহ্মচারিণী নতমুখে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। নিম্নস্বরে বলিলেন, "ঠাকুদ্দা আমার শ্রাদ্ধ-সপিণ্ডীকরণ ত হয়েছে। এ আলোচনা ওই পর্যন্ত থাক। আহ্নিকেব সময় উতরে যাচ্ছে,—ঘাডে ব্রহ্মদৈত্য চেপেছে দেখতে পাচ্ছেন ? স্নান কবে আসনে বসতে বলুন।"

ব্রহ্মচারী হাত কামাই দিয়া কান পাতিয়া কথা কয়টা শুনিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, "আহ্নিকের সময় উৎবে গেলে, ঘাড়ে ব্রহ্মদৈত্যই চাপে বটে। কিন্তু ওঁর ঘাড়ে ভূত, প্রেত, রাক্ষস, পিশাচ কে ক'জন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে চেপে বসে আছে, একবাব খানাতল্লাসী করে দেখতে বলুন ত' ঠাকুদ্দা।"

ঠাকুদ্দা হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দু'জনেই দু'জনের ঘাড় খানাতল্লাসী করে দাগী আসামীদের গ্রেপ্তার কব্‌ ভাই, এ সংসারাবদ্ধ বুড়ো-মানুষকে মধ্যস্থ মেনে বিপদে ফেলিস্‌ নি। তোদের আহ্নিকের সময় উৎরে যাচ্ছে,—আমি উঠি। এব পর সময়-মত আমার সঙ্গে একবার দেখা করিস্‌ প্রসাদ, তোর সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।"

দু'জনে প্রণাম করিলেন। ঠাকুদ্দা বিদায় লইলেন। ব্রহ্মচারী বিনাবাক্যে স্নানের জন্য ছুটিলেন। ব্রহ্মচারিণী ঠাকুদ্দার উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া স্নানের জন্য গেলেন।

আসনে বসিতে বিলম্ব হইল, উঠিতেও অন্য দিনের চেয়ে বেশী বিলম্ব হইল। ব্রহ্মচারিণী সবেমাত্র রান্নাঘবে আসিয়া হবিষ্য চাপাইতেছেন, ব্রহ্মচারী আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইলেন। উঁকি দিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু বিরক্ত-স্বরে বলিলেন, "এতক্ষণে হবিষ্য চাপছে ?"

ক্ষমাপ্রার্থী-দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমারই দোষ,—দেরি হয়ে গেছে। এখুনি হবিষ্য হয়ে যাবে। ততক্ষণ একটু শরবৎ দেব, কি ফলটল ?"

"তা'হ'লে আজ আমি হবিষ্য করব না।"

"তাই কি হয় ? কাল আবার অষ্টমী আছে। আজ হবিষ্য বন্ধ রাখবে কি ?"

উত্তেজিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তা'হলে বেরুব কখন ?"

খুব নম্রভাবে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "নেই বা বেরুলে ? রোজ দুপুরবেলা রোদে ছুটাছুটি করা তো ভাল নয়। সন্ধ্যাবেলা এসে নিজের কাজকর্ম যে কতখানি মন লাগিয়ে করতে পার, তা' তুমিই জানো। কিন্তু অবসন্নতায় যে টলতে থাক তা' ত স্পষ্ট দেখতে পাই।"

ব্রহ্মচারী একবার বিস্মিত-দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারিণীর মুখের দিকে চাহিলেন; তা'র পর অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিরুত্তরে কি ভাবিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারিণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, "তোমার রাগ আজকাল বড্ড বেড়ে উঠেছে, একটুতেই অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে ওঠো। কথা বল্‌তে ভয় করে। কিন্তু শরীরের ওপর বড় অত্যাচার কর্‌ছ এটা মোটে ভাল হচ্ছে না।"

ব্রহ্মচারী তাঁর শেষ কথাটায় কর্ণপাত করিলেন না। মাঝের কথাটাই তাঁর মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করিল; একটু হাসিয়া বলিলেন, "কথা বল্‌তে ভয় করে ? সত্যিই ? কিন্তু বল্‌তে বাকী রাখছ কি ?"

নিজের কাজ করিতে করিতে ব্রহ্মচারিণী ধীরে বলিলেন, "অনেক—অনেক বাকী রেখেছি ব্রহ্মচারি,—সব কথা বলতে গেলে আমারও মাথার ঠিক থাকবে না, তোমারও রাগের সীমা থাকবে না।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "থাকবে। কি বলতে চাও, বল ত। বসব এখানে ?"

"তোমার অভিরুচি।"

হবিষ্য করিবার আসনখানা টানিয়া লইয়া ব্রহ্মচারী দুয়ারের কাছে বসিলেন। বলিলেন, "বল কি বলবে ?"

"একটু শরবৎ এনে দেব ?"

"না। তোমার কথা কি আছে, বল।"

"এখুনি ত রেগে উঠবে ?"

"না প্রতিজ্ঞা করছি, কিছুতেই রাগব না। তুমি নির্ভয়ে বল।"

উনানে ফুটন্ত হবিষ্যের উপর ডালবাঁটাটুকু ফেলিয়া দিয়া ব্রহ্মচারিণী হাত ধুইয়া ফিরিয়া বসিলেন; বলিলেন, "স্বামিজী তান্ত্রিক; হয় ত ওই মতটাই তাঁর ধাতের ঠিক উপযুক্ত,—ওতেই তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন।"

"পারবেন কি? পেরেছেন ত!"

"অর্থাৎ তিনি সিদ্ধপুরুষ? তথাস্তু, তাও না তোমার খাতিরে মেনে নিচ্ছি।"

"পূর্ণ-সিদ্ধ আমি বলছি নে।"

"তবে?"

একটু বিব্রত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই—যাকে বলে 'হাফ্-বয়েল্‌ড!' অনেকটা এগিয়েছেন,—সাধন-জীবনের প্রথমকার স্তরগুলো অতিক্রম করেছেন, এটা বুঝতে পারি।"

বলিয়া তিনি প্রমাণ-স্বরূপ স্বামিজীব মুখ হইতে শোনা,—তাঁর সাধন-জীবনের কতকগুলো বিশিষ্ট অবস্থার বিচিত্র-রহস্যের বর্ণনা করিলেন। সে সব ব্যাপার যথার্থ ক্রিয়াবান সাধকের সাধন-জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে উভয়েই সেটুকু জানিতেন।

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "এগিয়েছেন ভালই, তাঁকে নমস্কার করছি। কিন্তু এ তো মাত্র পাঠশালার পড়া,—স্কুল-কলেজের সব শিক্ষাই যে এখনো বাকী। এইটুকু মাত্র শক্তি নিয়ে ভেল্কি দেখাতে সুরু করলে নিরীহ লোক-সমাজেরও ক্ষতি করা হয়, শক্তিব অপব্যবহারে সাধকের নিজেরও সর্বনাশ হয়ে যায়। কত উচ্চ—উচ্চতর অবস্থায় পৌঁছেও সামান্য সামান্য একটু লোভ, সামান্য একটু বাসনার টানে, কত মহা-মহা শক্তিশালী সাধকের পতন হয়েছে।"

"আর আমার পতন ত চব্বিশ ঘণ্টাই সম্মুখে মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"—বলিয়া ব্রহ্মচারী হাসিলেন।

"রয়েছে ত। সেই জন্যে ভগবানের ওপর দৃঢ় ভক্তি ও নির্ভর রেখে আত্মরক্ষার জন্যে প্রতি-মুহূর্তে সতর্ক থাকা জ্ঞানীর কর্তব্য। ভিন্নমতাবলম্বীর সঙ্গে বাদবিচারে প্রবৃত্ত হবার তোমার দরকার কি?"

"নিজের মত পুষ্টির জন্যে। সংশয় ছিন্ন হোক্, সত্যোপলব্ধি হোক্। চরিতার্থ হয়ে মহা-উৎসাহে যথার্থ সত্যের সাধনায় প্রাণ উৎসর্গ করি,—এই আমার উদ্দেশ্য!"

একটু থামিয়া ব্রহ্মচারী নিম্নস্বরে পুনশ্চ বলিলেন, "তাতে যদি আংশিকভাবে তান্ত্রিক-সাধনাও গ্রহণ করতে হয়,—তাতেও আমি স্বীকার।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তুমি যে শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরের মতগুলো স্বীকার করছ, সবগুলোর অর্থ বুঝেই স্বীকাব করছ ত?"

ব্রহ্মচারী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "অর্থ যে সবগুলোব বুঝেছি, তা-বলতে পারি নে। কতক বুঝেছি, কতক বুঝিনি। কতকগুলো নিজে ক্রিয়াকর্ম্ম করে না বুঝলে, বোঝবার উপায় নাই।"

ব্রহ্মচাবিণী সবিদ্রূপে বলিলেন, "যথা 'কাবণ'-তত্ত্ব, 'ভৈরবী'-তত্ত্ব,—ইত্যাদি ইত্যাদি। দোহাই ব্রহ্মচারী, রাগ কোর না যেন!"

হাসিয়া ব্রহ্মচাবী বলিলেন, "খোঁচাও দিতে ছাডবে না, রাগ করতেও দেবে না! বেঁধে ঠ্যাঙানো আব কাকে বলে? আব আমি যদি ওই শ্লেষোক্তির পাল্টা জবাব দিই, তা'হলে লাঠালাঠি জুড়ে দেবে ত?"

অত্যন্ত সহজভাবে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তা দেব না? বাঃ! সুবাপায়ীকে স্পর্শ কবলে যে আমাদেব প্রায়শ্চিত্ত কবতে হয়!"

"সে ত আমাকেও হয়! কি কব্‌ব? স্বামিজীকে বড় ভালবাসি—"

"তাই বন্ধুত্বেব খাতিবে 'নয়'-কে 'হয়' কবে চলছ? ভাল, শবীবে সইছে ত? মনেও?"

"কই আর সইছে? প্রত্যেক দিনই ত মন, শবীব, অসুস্থ হচ্ছে। এক এক সময় মনে কবি স্বামিজীব সংস্রব ছেড়ে দেব,—কিন্তু গ্রহ-বৈগুণ্যই বল আব স্বামিজীর 'এ্যাট্রাক্‌সন্ পাওয়াব-ই' বল,—আকর্ষণে টাল্ সামলাতে পারি নে, ইচ্ছাব বিরুদ্ধেও ছুটতে হয়। আব শুধু কি আমি?—কত লোক যে ওই লোকটির অনুগ্রহ-ভিক্ষা করে ফেবে—আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। সেদিন দু' দণ্ডেব জন্যে এখানে এসেছিলেন, তাও সন্ধান করে এখানে লোক এসে হাজির। দেখলে ত?"

মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "সন্ধানটা উনি নিজেই দিয়ে এসেছিলেন।"

"কি রকম? তোমায় কে বল্লে?

"খালি সিগাবেটেব বাক্সটা ফেলে গিয়েছিলেন। সেটা ঝেঁটিয়ে ফেলতে গেলুম, ভেতর থেকে একটা চিরকুট খসে পডল। বোধ হয় সেটা অসাবধানে বাক্সর ফাঁকে ঢুকেছিল,—ওঁরা টের পান নি। তাতে ওই রকম কথাই লেখা ছিল।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এ তোমার ভারী অন্যায়! পরের চিঠি—"

"পর যদি অনুগ্রহ করে আমার চোখের সামনে ফেলে রেখে যান, আমি কি করব? তুলে রেখেছি; যাঁর জিনিস, তাঁকে ফেরৎ দিও।"

তা'র পর দু'জনেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ।

উনানের দিকে মুখ ফিরাইয়া হবিষ্যের জ্বাল ঠিক করিয়া দিতে দিতে ব্রহ্মচারিণী সসঙ্কোচে বলিলেন, "আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ব্রহ্মচারি?" ব্রহ্মচারী বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া কি ভাবিতে ছিলেন। অন্যমনে বলিলেন, "পরচর্চা ছাড়া যদি কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকে, কর।" হেঁট-মুখে নিজের কাজ করিতে করিতে মৃদুহাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তোমার নিজের সম্বন্ধেই,—বলব?"

"আমি ত ভণ্ড-তপস্বী। আমাব সম্বন্ধে যার যা' প্রাণ চায়, বল।"

অধিকতর হেঁট হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ঠাকুদ্দা তোমায় 'ডুবে জল' খাওয়ার কথা কি বলছিলেন?"

"মহাপ্রভু—তোমার জন্যেই। রাস্তাঘাটে দেখা হলেই ওই নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ! এক বাড়ীতে বাস করছি,—কৌতূহলে উৎকণ্ঠায় ওঁদের যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। এই ঝুনো-সংসারী মানুষগুলো,—ওদের মনোবৃত্তি ভগবান যে কি উপাদানেই গঠন করেছেন, অবাক্ হয়ে তাই ভাবি! কাণ্ডজ্ঞান বলে একটা জিনিস কি শরীরে নেই!"

"প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হচ্ছে ব্রহ্মচাবি, বেগে উঠছ যে!"

অপ্রতিভ হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "সত্যি, অন্যায় হোল।"

"কিন্তু তাঁব কথাটা তুমি যত সহজ বলে মনে করেছ, তত সহজ নয় বোধ হয়। আমাকে লক্ষ্য করা, তাঁর উদ্দেশ্য নয়।" "কেন?"

"তা'হলে আমার ওপব তোমাব শাসন-ভারটা খয়রাৎ করতেন না। বোধ হচ্ছে, তোমার বিরুদ্ধে কারুব কাছে কিছু খবর পেয়েছেন, সেটার মীমাংসা করতে এসেছিলেন। তুমি রেগে উঠে' তাঁকে ঘাবড়ে দিলে। নইলে কথাটা শোনা যেত। মনে হয়, সেই জন্যেই তোমাকে এর পর সময়-মত দেখা করতে বলে গেলেন,—কথাটা ধীরে-সুস্থে আলোচনা করতে চান!"

অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, ব্রহ্মচারী সহসা হাসিয়া বলিলেন, "নাঃ, এই সংসারী মানুষগুলির মন, বুদ্ধি, বড় জটিল রহস্যময়! সোজা কথা এঁরা এমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেন, যে তাক্ মেরে যেতে হয়। দাঁড়াও, আজ

হবিষ্য করে ঠাকুদ্দার কাছে গিয়ে ঝগড়া করছি। তাতে ধৃষ্টতার চরম সীমায় উঠতে হয়, সো-ভি-আচ্ছা!"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারিণী ব্যগ্রভাবে বলিল, "আহা বুড়োমানুষ, দুপুরবেলা ঘুমোন,—তাঁর শান্তিভঙ্গ কোর না। অন্য সময় যেও। হবিষ্যি হয়ে গেছে, বসো।"

একুশ

হবিষ্য করিয়া ব্রহ্মচারী উঠিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারিণী নিজে হবিষ্য করিয়া নিত্যকার নিয়মমত পুনশ্চ স্নান করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী নিজের ঘরে খোলা জানালার কাছে রৌদ্রে ভিজা চুলগুলো শুকাইতে দিয়া নিজে শুইয়া পড়িলেন। একটু পরে দুয়ারের কাছে মৃদু-শব্দ হইল। সন্তর্পণে দুয়ার ফাঁক করিয়া ব্রহ্মচারী উঁকি দিয়া দেখিয়া বলিলেন, "জপে বসেছ কি না দেখছি।"

ব্রহ্মচারিণী মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন,— ব্রহ্মচারীর পায়ে খড়ম, মাথায় এলোমেলোভাবে নামাবলীখানা জড়ানো।— অর্থাৎ বাহিরে যাইবার সাজ-সজ্জা। কোন কথা না বলিয়া, নীরবে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। ব্রহ্মচারী সেটুকু লক্ষ্য করিলেন; গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, বাইরের দুয়ারে খিল দিয়ে শোও।"

"কোথা যাওয়া হবে? ঠাকুদ্দার ওখানে?" "না।" "তবে?" "যেখানে হোক্।"

ব্রহ্মচারিণী নীরব। ব্রহ্মচারী ইতস্ততঃ করিয়া ঠাকুদ্দার সকাল বেলার কথার অনুকরণে ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "আমার অন্য লোক আছে।"

"ব্রহ্মচারি—" বলিয়া দৃষ্টি তুলিয়া কি বলিতে উদ্যত হইয়া, ব্রহ্মচারিণী হঠাৎ থামিলেন। ব্রহ্মচারী নামাবলী খুলিয়া পাগড়ীর আকারে পুনশ্চ সুবিন্যস্তভাবে মাথায় জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, "কিছু বলবে?" একটু ক্ষুব্ধস্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "বললে তুমি শুনবে?" "না, তা' শুনব না। বরং যা' বলবে, ঠিক তার উল্টোটা করব। মেয়েমানুষের বুদ্ধি নিয়ে চলব না।"

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "বেশ, পৌরুষের দম্ভ-অভিমানের জয় হোক্। আমার কিছু বলবার দরকার নেই।" একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যদি শুঁড়ীর দোকানে যাই? দুয়ারটা খুলিয়া দিয়া ব্রহ্মচারী চৌকাঠের উপর দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারিণী,—ধীরে বলিলেন,—"সে ত যাচ্ছই। আবার 'যদি' কেন?"

"স্বামিজীকে তুমি শুঁড়ী বলছ?"

"তোমরা কে, আর কি চর্চায় নিযুক্ত হয়েছ, নিজেই একটু বিবেচনা করে দেখ না।"

"কথাটা স্পষ্ট করেই বল,—স্বামিজী শুঁড়ী আর আমি তাঁর মাদকের খরিদ্দার? বেশ, জীবনে কখনো ও-সব নেশা-ভাঙ করিনি,—এবার একবার করে দেখা যাক্ না। তোমার আপত্তি আছে?"

ব্রহ্মচারিণী কোন উত্তর দিলেন না। নিকটে গঙ্গাজলের পাত্র ছিল, সেটা হইতে একটু জল লইয়া হাত ধুইলেন। তা'র পর দেয়ালের পেরেকে ঝুলান নিজের রুদ্রাক্ষ-মালাটি পাড়িয়া লইলেন।

ব্রহ্মচারী সেদিকে লক্ষ্য করিলেন না। নিজ মনেই হাসিমুখে বলিলেন, "যদি মাতালই হই, তাতে আপত্তিই বা কি? পৃথিবীতে মাতাল নয়ই বা কে? একদিন ধর্মের নেশায় মাতাল হয়েছিলাম, এবার না হয় অন্য নেশাই ধরা যাক্। জীবনে সব-রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা উচিত। ভগবান শঙ্করাচার্য সাংসারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন নি বলে,—অনেকেই ত' তাঁকে অনভিজ্ঞ বলে গাল দেয়।"

দু'হাতে নিজের কপাল চাপিয়া ধরিয়া ক্লিষ্টহাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "যেমন শক্ত্যানন্দ-স্বামী তোমায় গাল দিচ্ছেন! আর তোমার পিছনে লেগে, নূতন নূতন, অপরূপ অভিজ্ঞতালাভের জন্যে তোমায় উৎসাহ দিয়ে মাতিয়ে তুলছেন!"

হাসিমুখে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বস্‌ব এখানে? মনে কিছু কর্‌বে না ত?"

উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "কিন্তু, আমার এখানে ত' বস্‌তে দেবার কিছু নেই। আসন, কম্বল, সবই যে আমার ব্যবহার করা। এ তো তোমার চলবে না।"

"না।—" বলিয়া ব্রহ্মচারী এদিক ওদিক চাহিলেন। নিকটে জানালার উপর একখানা ছেঁড়া খবরের কাগজ পড়িয়াছিল; সেটা টানিয়া লইয়া,

চৌকাঠের বাহিরে পাতিয়া বলিলেন, "এতেই চল্‌বে; কিন্তু তুমি কিছু মনে কর্‌বে না ত'?"

গম্ভীর হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আশ্চর্য কি? মানুষের মন একটা বৃহৎ ভূত, তা'র মধ্যে কখন কি ভাবের উদয় হয়, বলা শক্ত। নিজের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কর।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "নিজের অবস্থা, সেটা পরে বিবেচনা করা যাবে; অপরের অবস্থা শোচনীয় করে তোলাই এখন একমাত্র উদ্দেশ্য।"

ব্রহ্মচারিণী মৃদু হাসিয়া সেই কম্বলের উপরই নিজের অভ্যস্ত-নিয়মে পায়ের উপর পা মুড়িয়া সহসা বিশেষ শ্রেণীর 'আসন' করিয়া বসিলেন। তা'র পর হাতে গঙ্গাজল ঢালিয়া আচমন করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, "মিছে সময় নষ্ট কোর না ব্রহ্মচারি, নিজের কাজ কর গে। ঘরে যাও।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ঘরে যাব কি? বাঃ, আমি এখুনি বেরুব। তুমি নিজের কাজে বসবে বসো।—একবার থাম, একটা কথা শোনো।" ব্রহ্মচারিণী হাতের জল ফেলিয়া দিয়া প্রতীক্ষাপূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "গার্হস্থ্য-আচার অবলম্বন না করে সন্ন্যাস নেওয়াটা—বর্ণাশ্রম-আচারের দিক থেকে ঠিক নয়, জানো ত'?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "শ্রুতিতে আছে, যেদিন বৈরাগ্য হবে, সেই দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ কর্‌বে। ভগবান শঙ্করাচার্যও তাই করেছিলেন, জানো ত'?"

মাথা চুলকাইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আঃ, কি মুস্কিল! তুমি ত' শঙ্করাচার্য নও। খামকা পিতৃপুরুষদের জলপিণ্ড লোপ করে কি হবে?" হঠাৎ যেন ব্রহ্মচারিণীর গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত বাজিল! থতমত খাইয়া, তিনি রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "খামকা!" তা'র পর মাথা হেঁট করিয়া তিনি কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, "বুঝেছি এ তোমার কথা নয়, স্বামিজীর কথা। কিন্তু এ সব তর্কের মীমাংসা ত' বহুদিন আগে হয়ে গেছে। এখন এ-সব কথা নিয়ে করুণ-রসের সৃষ্টি কর্‌তে যাওয়া, ধৃষ্টতা মাত্র।"

একটু কুণ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "অনেক উচ্চ-শ্রেণীর সন্ন্যাসীগুরুর মতও শুনেছি, সন্তানলাভ না হলে জীবনের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থাকে, সন্ন্যাসে যথার্থ অধিকার হয় না।" "শঙ্কর, চৈতন্য, যিশু, কেউ সন্তানলাভ করেন নি, তাঁদের কি সন্ন্যাসে যথার্থ অধিকার হয় নি? না, তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা

অসম্পূর্ণ ছিল?" ব্রহ্মচারী সাহসে ভর দিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "ছিল না, তাই বা কে বল্‌তে পাবে?"

"বটে, কুতর্কের জেদ্‌ এতদূর চেপেছে? ভাল,—ছাগল, ভেড়া, শিয়াল, কুকুরগুলো ত' বৎসব বৎসব বিস্তর সন্তার উৎপাদন কবে। জীবনের অভিজ্ঞতায় সুতরাং তারা নিশ্চয়ই খুব পরিপক্ক,—কিন্তু সন্ন্যাসের প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় তাদের ক'জন শঙ্কব, চৈতন্যের ঊর্ধে স্থান পেয়েছে?"

"'মহাপুরুষদেব আদর্শ অনুসরণ কর'—মুখে বলা সহজ, কিন্তু কাজে করা সহজ নয়। সাধারণ মানুষ, সাধারণই-মানুষই!"

"অতএব?—শূকর, কুকুবেব মনোবৃত্তির অনুসরণ কবে, সাধারণ মানুষকে আত্মগঠন করবাব বিধি-বিধানটুকু সযত্নে দিতে হবে?—উচ্চ-শ্রেণীর সন্ন্যাসী-গুরুরা এ সব বলুন আর না বলুন, তোমার স্বামিজী যে বলেছেন, এই যথেষ্ট।" একটু থামিয়া ক্ষুব্ধস্বরে ব্রহ্মচারিণী পুনশ্চ বলিলেন, "ভাল কব্‌ছ না ব্রহ্মচাবী, ভাল কব্‌ছ না; এ-সব সঙ্গেব দ্বারা, শেষ পর্যন্ত তোমার ভয়ানক হানি হবে।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হয়—হবে। না-হয়, শেষে শক্ত্যানন্দকেই শিক্ষাগুরু পদে বরণ করব। তুমি তাঁকে শিক্ষাগুরু কব্‌বে ত?"

"আমি!—" বলিয়া ব্রহ্মচাবিণী হাসিলেন। বলিলেন, "আমার শিক্ষাগুরু হতে হ'লে,—বাবাজীকে আরও উঁচুতে উঠ্‌তে হবে। আগে তাঁকে সেখানে পৌছুতে দাও!"

ব্রহ্মচারী নরম হইয়া বলিলেন, "কিন্তু,—বাস্তবিক শক্ত্যানন্দ-স্বামী অসামান্য পণ্ডিত।"

"সাধনাহীন পাণ্ডিত্য,—ভয়ানক জিনিস।"

"সাধনাহীন? ভুল তোমার। তিনি রীতিমত সাধনা করছেন। তন্ত্রে তাঁর অসাধারণ অধিকার।"

"তন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য—উচ্চ-লক্ষ্যই তিনি ধব্‌তে পারেন নি, পাব্‌লে, তাঁর চেহারাও অন্য-রকম দেখ্‌তাম, আমিও তাঁকে ভক্তি কব্‌তাম। জ্ঞানের যা' পরম শত্রু,—তা'র হাতে শির সমর্পণ করে' আত্মহত্যা করার নাম আত্মজ্ঞান লাভ নয়। তিনি তোমাকে ভুল বোঝাচ্ছেন, এ আর আশ্চর্য কি? নিজেও ভুল বুঝে, ভুল কাজ করে, নিজেব আত্মিক উন্নতির পথ রোধ করছেন,—তাও তো বুঝ্‌তে পারছি। ওই তাকের ওপর সিগারেটের বাক্স রয়েছে, পেড়ে নাও। দ্যাখো ওর মধ্যে সেই চিরকুটখানা রয়েছে।"

দুয়ারের পাশে দেয়ালের গায়ে একটা ছোট তাক ছিল। ব্রহ্মচারী উঠিয়া তা'র উপর হইতে সেই খালি সিগারেটের বাক্সটা লইলেন। খুলিতেই তা'র ভিতর হইতে রূপালি পাত, পাৎলা কাগজ, এবং এক-টুক্‌রা ছোট কাগজ বাহির হইল। কাগজখানায় লাল-কালিতে লেখা ছিল "অনিলবাবু, আমি ব্রহ্মচারীর বাড়ী যাইতেছি। নিমাইকে লইয়া ওইখানে আইস। অভিচার-সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা গোপনে বুঝাইয়া দিব।" তা'র পর "স্ত্রীলোকটির" লিখিয়া কাটিয়া পুনশ্চ লেখা "বশীকরণের ফল অব্যর্থ, নিশ্চয়ই মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইতি শ্রীশক্ত্যানন্দ-স্বামী।"

ব্রহ্মচারী স্তম্ভিত হইয়া রুদ্ধশ্বাসে বার বার সেই কয়টি অক্ষরের উপর দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর হস্তাক্ষর, কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কি বিশ্রী সংবাদ! এ কি মহাপাপ! স্বামিজী অভিচার-ক্রিয়ার সংস্রবে থাকেন! এ তো মোক্ষাভিলাষী জ্ঞানী-সাধকের উচিত নয়। ভগবানের মঙ্গল-রূপ, মঙ্গল-শক্তির উপাসনা দ্বারা নিজের ও অপরের কল্যাণসাধন করাই উচিত। এ-সব সংহার-শক্তি, সংঘাত-শক্তিপ্রয়োগে ত শুধু নিজের আত্মিক ক্ষতি এবং নিরীহ-জনের নিদারুণ সর্বনাশ করা হয় মাত্র!—ব্রহ্মচারী নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "কি হোল? মুখখানিতে যে মেঘাচ্ছন্ন শ্রাবণ-রাত্রির অমাবস্যা নেবে এল।"

"অবাক্ হয়ে ভাব্‌ছি, এর মানে কি?"

"মানে,—বুঝ্‌তে গেলে, আর বোঝাতে গেলে শান্তিভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।"

"এটা আমায় আগে দাও নি কেন?"

"দেব কাকে? তোমার মনের স্থিরতা যে একদিনও দেখতে পাচ্ছি নে। শুধু এই নয়,—স্বামিজীর চরিত্রের বিরুদ্ধেও চারিদিকে অসন্তোষ-গুঞ্জন চলছে—তা'র কিছু কিছু খবরও আমার কাণে পৌঁছেছে। ঠাকুদ্দাও আজ—"

ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ব্যস্, ও-সব চর্চা ওই পর্যন্ত থাক্। যদি নিজের মাথাটি খেতে চাও, পরনিন্দা কর,—পরনিন্দা শোনো। আমায় ও-সব শুনিও না। লোকের কথা,—হুজুগের কোলাহল, ওর মাহাত্ম্যে 'দিনকে রাত' করে।"

একটু থামিয়া ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "কিন্তু এটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দিলে আমাকে ভালই,—কিন্তু না দিলে বোধ হয় আরও ভাল করতে। আমার

বিপত্তি

মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল! এই মনকে স্থির করে নিয়ে আবার নিজের কাজে লাগাতে—আমায় ঢের খাটতে হবে।"

তা'র পর নিজ-মনেই কি ভাবিয়া অন্যমনস্কভাবে হাতের সেই লেখা কাগজটুকু টুক্‌রা টুক্‌রা করিতে করিতে অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "কিম্বা—তাই দিলে দিলে,—যদি আগে দিতে, তা'হলে বোধ হয় ভাল হোত। আমিও হয় ত ভুল বুঝে, একটা বোকামি করে বসে আছি।"

"কি? বশীকরণের ফাঁদে পড়েছ?"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমিই না হয় আত্মরক্ষায় অসতর্ক,—অন্যমনস্ক। কিন্তু আমার রক্ষাকর্তা কি অস্ত্রহীন? নিদ্রিত?"

"বলা যায় না। গ্রহের ফের বলেও একটা কথা আছে,—তা' ছাড়া রক্ষাকর্তাদের রকম-সকম দেখেও মনে হয়, তাঁরাও সময় সময় মানুষকে পাপচক্রে ফেলে একটু মজা দেখতে ভালবাসেন! ভগবান শঙ্করাচার্যের মত অত বড় ব্রহ্মবিদ্—সর্বজ্ঞ-সাধক, তাঁকেও তান্ত্রিক অভিনব গুপ্তের অভিচারে, দারুণ-রোগে মরণাপন্ন হতে হয়েছিল। তিনিও অভিচারের শক্তিকে ঠেকাতে পারেন নি!"

কৌতূহল-উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তা'র পর কি হয়েছিল বল ত। শঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদ গুরুর জীবনরক্ষার জন্যে প্রত্যভিচার প্রয়োগ করেন, নয়?"

"হাঁ, তাতেই গুরু আরোগ্যলাভ করেন। আর অভিনব গুপ্ত সঙ্গে সঙ্গেই সেই রোগে ভবলীলা শেষ করেন। শঙ্করাচার্য অন্যায়কে ঠুক্‌তে কসুর করতেন না ত, শত্রুও জুটেছিল ঢের। তান্ত্রিকদের হাতে বিপন্নও হয়েছিলেন বহুবার। কিন্তু তুমি ত বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে কাগজটুকু ছিঁড়ে কুটি-কুটি করলে।"

অন্যমনস্ক ব্রহ্মচারী এবার সচেতন হইয়া নিজের হাতের দিকে চাহিলেন। অপ্রস্তুত-হাস্যে বলিলেন, "তাই ত, এটা ছিঁড়ে ফেল্‌লুম! তা' যাক্ গে, এতে কি আর হোত?"

মৃদু হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "হয় ত কিছু হোত। সরল হওয়াটা ধর্মার্থীর পক্ষে একান্ত প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু ঠকে চলবার জন্যে বোকা হওয়াটা মোটে প্রার্থনীয় নয়। কিন্তু এবার থেকে একটু সাবধান হয়ে চলো। যাও না, গঙ্গার তীরে খানিক ছুটোছুটি করে এস, দেহ-মনের গ্লানি দূর হবে।"

উৎসাহিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ঠিক বলেছ। সংসারী ঠাকুদ্দার সঙ্গও নয়, অসংসারী স্বামিজীর সঙ্গও নয়। পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর কোলে মুক্ত

আকাশ, মুক্ত-বাতাসের মধ্যে দৌড়-ঝাঁপ করে পাপের বোঝা নামাই গে। ওই সঙ্গে মহাশ্মশানকে প্রদক্ষিণ করে, দেহজ্ঞানটার শ্রাদ্ধ করে আসি, কি বল?"

"মন্দ কি? আর সেই সঙ্গে শ্মশান-কালিকাকে একটা নমস্কার ঠুকে বলে এসো—মা, আমার কাঁধের ভূতপ্রেতগুলোকে নামাও।"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তাই বল্‌ব। ছুয়ারটা বন্ধ করে এসে আসনে বসো।"

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। ব্রহ্মচারিণীও আসন ছাড়িয়া উঠিয়া ছুয়ার বন্ধ করিতে চলিলেন। তাঁর প্রশান্ত-সুন্দর মুখে তখন স্নিগ্ধ-মধুর মৃদু-হাসি খেলা করিতেছিল।

বাইশ

সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারী গঙ্গাস্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরিলেন। বাহিরের রোয়াকে গোবরের-মা বসিয়াছিল; সে ব্যগ্র হইয়া বলিল, "এই যে বাবাঠাকুর, তুমি কি মায়ের 'থান' থেকে আস্‌ছ? ভিজে-কাপড় কেন বাবা?"

আহ্নিক-পূজার সময় হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং ব্রহ্মচারীর মন সেই দিকে ছুটিতেছিল। সংক্ষেপে বলিলেন, "গঙ্গাস্নান করে আস্‌ছি।"

"মায়ের থানে যাও নি?"

"না। কেন?"

"আমি গোবরাকে সেইখানে পাঠিয়েছি—সেই সন্নিসী-ঠাকুরের কাছে। আমার ছোট-নাতিটার ক'দিন জ্বর হয়েছিল; আজ রস-তড়্‌কা হয়ে খেঁচেখুঁচে অজ্ঞান হয়ে গেছল। তাই সেই সন্নিসী-ঠাকুরের 'জলপড়া' আনতে গেছে। হ্যাঁ বাবাঠাকুর, তেনার জলপড়াতেই ছেলেটা ভাল হবে ত?"

গোবরের-মার কণ্ঠস্বরে সংশয় এবং নিদারুণ উৎকণ্ঠা যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে যেন ব্রহ্মচারীর কাছে শুধু একটিমাত্র 'হাঁ' এই সমর্থনটুকু প্রার্থনা করে।

ব্রহ্মচারী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। নিজের ব্রহ্ম-চিন্তার ব্যাকুলতা জোর করিয়া একপাশে ঠেলিয়া, স্মরণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন,—এমন অদ্ভুত কথা তিনি কাহাকেও বলিয়াছেন কি-না? জলপড়া, তেলপড়া, ধুলাপড়ায় স্বামিজীর কতখানি দক্ষতা আছে, তা'ব কোন সংবাদই তিনি জানেন না। মাত্র আজ দুপুরবেলা স্বামিজীর অদ্ভুতশক্তি-সম্বন্ধে তিনি যেটুকু সংবাদ পাইয়াছেন, তাতেই তাঁর চক্ষুস্থির হইয়াছে। আবাব এ-কি বিভ্রাট!

স্বামিজীর ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী আজ যে সংবাদ পাইয়াছেন, তা'ব পব চোখ বুজিয়া স্বামিজীকে বিশ্বাস করা, বা অপরকেও বিশ্বাস করিতে বলা তাঁর পক্ষে কঠিন। এখন এ নিরীহ প্রৌঢ়ার প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? এ যে একান্তভাবেই তাঁব কাছে সত্য-সংবাদ প্রার্থনা করিতেছে!

কষ্টে আত্মদমন কবিয়া তিনি গলা ঝাড়িয়া জবাব দিলেন, "ত্যাখো মা, স্বামিজীব জলপডার গুণাগুণ কিছু আছে কি-না আমি জানি নে। ইচ্ছা হয় জলপড়া নিয়ে ত্যাখো; কিন্তু ডাক্তাব বৈদ্যেব পবামর্শও—"

ব্যাকুলভাবে গোবরেব-মা বলিল, "কিন্তু সবাই যে বল্‌ছে, দৈবির অসাধ্য কম্মো নেই।"

নিজের গুরুকে ব্রহ্মচাবীর স্মবণ হইল। মনে মনে সসম্ভ্রমে গুরুব চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন, হায় সর্বত্যাগী যোগৈশ্বর্যশালী ব্রহ্মতেজসম্পন্ন মহাপুরুষগণ,—লোকালয়েব বহু সৌভাগ্যে, কদাচিত লোক-সমাজেব মধ্যে আবির্ভূত হইয়া, ভগবৎ-ইচ্ছার অনুকূলে দুই দশটা শক্তির খেলা দেখাইয়া জন-সাধারণকে কি ধাঁধাতেই আপনাবা ফেলিয়াছেন! সেই যোগৈশ্বর্যের প্রভাবকে নজীর দেখাইয়া—হীন স্বার্থ-সর্বস্ব, মন্দ-স্বভাব বুজরুকের দল অবাধে গব্যঘৃতের নামে সুরা চালাইয়া, নিরীহ সরল জন-সমাজকে ঠকাইতেছে!

মনটা একেই চঞ্চল, তা'র উপর এই চিন্তায় একেবারে তিক্ত হইয়া আসিল! ব্রহ্মচারী সভয়ে নিজেব চিন্তাস্রোত বোধ করিলেন।—স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া একটু ভাবিলেন,—দুর্বৃত্তেব শাসন, বিচার?—দূর হউক এ-সব জঞ্জাল! কতটুকু ক্ষমতা তাঁর? কতটুকু তিনি নির্ভুল-ভাবে সত্য বুঝিয়াছেন যে, কর্তৃত্বাভিমানে আত্মহারা হইয়া কাজ করিবেন?

শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "সে রকম দৈববলে বলীয়ান মহাপুরুষরা কি ভূতুড়ে-কীর্তি জাহির করবার জন্যে সর্বদা লোক-সমাজের মধ্যে আড্ডা দিয়ে বেড়ান?

তাতে তাঁদের ক্রিয়াকর্ম পণ্ড হয়ে যাবে যে! অবশ্য স্বামিজী এ-সব 'জল পড়া-টড়া' কি কতদূর জানেন,—আমি জানি নে—"

ব্যগ্র-উত্তেজিত কণ্ঠে গোবরের-মা বলিল, "তুমি জান না বাবা? সে-কি? তুমি তেনাকে মাথায় করে রেখেছ বলেই ত, সবাই তেনার কাছে মাথা নোয়ায়! নইলে কে তেনাকে চিন্‌ত? কে মান্‌ত?"

বটে, এতদূর! তাহা হইলে ব্রহ্মচারী নিজেই অপরাধী! অন্ধ মমতায় তিনি স্বামিজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন,—অতএব তাঁর মুখ চাহিয়াই জনসমাজ নির্বিচারে অন্ধ-বিশ্বাসে এই অজ্ঞাত-মহাপুরুষের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতেছে! হে গোবিন্দ—রক্ষা কর! এ-কি গুরুতর দায়িত্বের বোঝা ব্রহ্মচারীর স্কন্ধে চাপাইলে!

একটু উত্তেজিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ত্মাখো বাছা, আমি সবাইকেই নিজের চাইতে মহৎ বলে মনে করি, এমন কি রাস্তার শিয়াল কুকুরগুলোকে পর্যন্ত। কিন্তু, অসুখ-বিসুখ ডাক্তার-বদ্যিরাই বোঝে ভাল,—মামলা-মোকদ্দমা উকীল-মোক্তাররাই বোঝে ভাল,—যার যা' কাজ তাকে সেই ভার দেওয়াই সুবুদ্ধির পরিচয়। জলপড়া, করবে কর,—সেই সঙ্গে ডাক্তারকেও দেখাও। আচ্ছা, আমার আহ্নিকের সময় উৎরে যাচ্ছে, এখন কাজে বসতে চল্‌লুম। উঠে এসে তোমাদের খবর নেব।"

গোবরের-মা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "গড করি বাবা, আমার নাতিকে তুমি একটু আশীর্বাদ করো, যেন ভাল হয়ে ওঠে।"

প্রতি-নমস্কার করিয়া ব্রহ্মচারী ক্লিষ্ট-হাস্যে বলিলেন, "তোমাদের অন্ধ-ভক্তির অত্যাচারে, আমাকেও এবার ভণ্ড জুয়াচোর করে তুলবে। সে-রকম আশীর্বাদ করার ক্ষমতাই যদি থাক্‌ত, তবে আজ এখানে বসে থাক্‌ব কেন?"

ব্যাকুলকণ্ঠে গোবরের-মা বলিল,—"যে-রকম পারো, তেম্নি আশীর্বাদ কর বাবা। তোমার একটা কথা শুন্‌লেও বুকে বল হয়।"

সনিঃশ্বাসে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ভগবান মঙ্গল করুন,—ছেলেটি সুস্থ হোক। ঘরে যাও বাছা!"

গোবরের-মা চলিয়া গেল। দুয়ার খোলা ছিল, ভিতরে ঢুকিয়া ব্রহ্মচারী খিল দিলেন। কাপড় বদলাইয়া নিজের আসনে বসিলেন। ব্রহ্মচারিণী তা'র পূর্বেই আহ্নিকে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।

নিত্য-নিয়মিত কাজ সারিয়া যথাসময়ে ব্রহ্মচারী বাহিরে আসিলেন। তিনি

ভাল করিয়া চলিতে পারিতেছিলেন না, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রোয়াকে উঠিয়া নিজের কম্বলে বসিলেন। ডান-পায়ের পেশীগুলো দু'হাতে ধরিয়া সুকৌশলে এদিকে ওদিকে মোচড় দিয়া কি যেন একটা চিকিৎসার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারিণী পূর্বেই আসিয়া নিজের নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়াছিলেন। সামনে লণ্ঠন রাখিয়া হেঁট হইযা, দোয়াত কলম লইয়া একখানা পোষ্টকার্ড লিখিতে-ছিলেন। ব্রহ্মচাবীকে দেখিয়া মাথার কাপড়টা ঠিক করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ব্রহ্মচারীর খঞ্জ-গমন ও পরবর্তী ক্রিয়াকলাপগুলি লক্ষ্য করিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন, "শ্রীচরণ-কমলের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ সুরু হোল কেন ?"

ব্রহ্মচারী নিজের কাজ করিতে কবিতে উত্তর দিলেন, "গঙ্গার ধারে খুব হাঁটাহাঁটি করে যখন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছি,—তখন এক মুমূর্ষু বৃদ্ধাকে তীরস্থ করে তারা ধরে বস্‌ল, "ভগবানের নাম শোনাও ঠাকুব, আমরা আর 'হড়ে কিষ গো' করতে পারছি নে।" 'অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' বলে বৃদ্ধাকে ভবপারে পাঠিয়ে দিয়ে, গঙ্গাস্নান করে ভিজে-কাপড়ে বাড়ী ফিবলুম। আসনে বসে পাখানি টাটিয়ে আড়ষ্ট,—আর উঠ্‌তে চায় না।"

"পায়ে একটু গরম-জলের সেঁক দেব ?"

হেঁটমুখে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "রক্ষা কর, তুমি তপস্বিনী-মানুষ।"

ব্রহ্মচারিণী ধীরে বলিলেন, "তপস্বিনীদেরও জীব-সেবায় অধিকার আছে। তাতে তাদের আত্মিক কল্যাণ ঘটে।"

"সেটা ক্ষেত্র-বিশেষে। এ-সব ক্ষেত্রে 'ফলং মডকং ভবেৎ।'—সেবার কাঙাল হবার মত অবস্থা এখনো ঘটে নি। চিন্তা কি ? বুড়ো বয়েস পর্যন্ত যদি টিকে থাক, তবে সেবার অধিকার পাবে, নির্ভাবনায় !"

মৃদুহাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "এখন বড় দুর্ভাবনার সময়, না ?"

"নিঃসন্দেহে ! গোল্লায় ত গেছিই,—আর এগোবার সখ নেই। সেবার-হুজুগে সীমাতিক্রম করবার দুঃসাহসিক-উৎসাহ তোমাব প্রায়ই দেখতে পাই। এমন অকালকুষ্মাণ্ড হচ্ছ কেন ?"

তা'র পর হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া, একটু ভাবিয়া পায়ের পীড়িত স্থানটার উপর সজোরে চপেটাঘাত কবিলেন। ঘাড়ের নীচে দু'হাত রাখিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া বলিলেন, "ছেলেবেলায় কুস্তির ওস্তাদের কাছে

কতকগুলো প্যাঁচ-কসরৎ শিখেছিলাম, এগুলো প্রয়োগ করলে ব্যথায় বেশ উপকার হয়। এ মুষ্টিযোগগুলো শিখে রেখো, নিজের পায়ে ব্যথা হলে—"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "মাপ কর। অমন জোর মুষ্টিযোগ ঝাড়লে, আমার পা আস্ত থাকবে না।"

"না হয় ভাঙ্‌লই। তাতে কি? তা' বলে মুষ্টিযোগ প্রয়োগে নিরুদ্যম হওয়াটা ভাল কথা নয়। জ্ঞানীরা ঠিকই বলছেন,—যৌবনেব বুদ্ধিটা অতিশয় পঙ্কিল—মলিন।"

মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "মুমুক্ষুদেব কর্তব্য হচ্ছে, সৎসঙ্গ, ঈশ্বব-ভক্তি আর আসক্তি-কর আলোচনায় একদম—নির্মম হওয়া।"

"অর্থাৎ আমার বচন-বাজির ওপর কটাক্ষ হচ্ছে, বুঝতে পারছি। চিঠিখানা চল্‌ছে কোথা?"

"কাশীতে! মা'র কাছে।"

"ক'দিন আগে তাঁর চিঠি এসেছিল নয়? এখন ভাল আছেন ত।"

তা'র পর মাতার ভগ্ন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। মাতা কাশীতে তাঁর এক কাশী-বাসিনী বৃদ্ধা পিসীমাতাব কাছে অবস্থান করিতেছেন, শীঘ্র দেশের দিকে তাঁহাদের ফিরিবার সম্ভাবনা। উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষার লোক সেখানে নাই,—সেজন্য তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া বিদেশ বাস অন্য আত্মীয়স্বজনরা পছন্দ করিতেছেন না—ইত্যাদি নানা কথা হইল।

উপসংহারে ব্রহ্মচারিণী সহসা বলিলেন, "আমায় দিন-কতক ছুটি দাও না,—মা'র কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি।"

কথাটা শেষ করিবার সময় কি একটা অজ্ঞাত-কারণে আপনা আপনিই তাঁর দৃষ্টি নত হইয়া পড়িল। নিজের কাপড়েব কোঁচ্‌কান ফুঁপিটা অকারণে বার বার টানিয়া সোজা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারীর উৎফুল্ল মুখখানা সহসা একটু ম্লান হইয়া গেল। অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন, "ছুটিব দরখাস্ত আমার কাছে কেন? কর্তাদের কাছে পেশ করে ছাখো।"

"সে ত করবই। তোমার মতটা আগে জানা চাই।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমার মতও নেই, অমতও নেই। যেতে ইচ্ছে হয় যাও। বাধা দেব না—এই পর্যন্ত।"

"বাধা দেওয়াটা অত্যন্ত স্থূল ব্যাপার। কিন্তু মত দেওয়াটা তা'র চেয়ে ঢের সূক্ষ্ম জিনিস।"

একটু চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "অভিমানের সুরাপানে মন একেই মাতাল,—তাকে আর কোন বিষয়ে লিপ্ত করে অনর্থ সৃষ্টি করতে সাহস হয় না।"

দু' হাতে মুখ আড়াল করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারলে ত সব গোলই চুকে যেত। তা' পারছ কই? সেই জন্যেই ত—" বলিয়া থামিয়া একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "রাত হয়ে যাচ্ছে। ফল-টল নিয়ে আসব?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "না, আর একটু হোক। গোবরের-মার নাতিটির একবার খবর নিয়ে আসি। কিন্তু সেই জন্যেই ত'—কি বলছিলে?"

ব্রহ্মচারী উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিলেন। ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমাকে কাশী পাঠিয়ে দিয়ে নিজে দিনকতক পাটনায় ঘুরে এস না।"

অদ্ভুত প্রস্তাব! আশ্চর্য হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমি পাটনায় ঘুরতে যাব? অপরাধ?"

ব্রহ্মচারিণী ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভ্রমণশীল যোগী, আর বহমান স্রোতের জলই নির্মল বিশুদ্ধ থাকে। এক জায়গায় অনেক দিন থাকা গেছে, এবার একবার ঘুরে ফিরে বেড়ানো দরকার।"

ব্রহ্মচারী সনিঃশ্বাসে বলিলেন, "অর্থাৎ, মায়ামুগ্ধ মনটাকে শাস্তি দিয়ে উদাসী করে তোলা কর্তব্য? পরামর্শ-টা উপেক্ষণীয় নয়। নিজের শিথিলতা-ত্রুটি অপরের স্কন্ধে চাপিয়ে, দিব্য মনের সুখে দিন কাটছে,—এর পরিণাম ভাল নয়। আমার এবার খুব খানিকটা সাজা পাওয়া দরকার। তোমারও দিনকতক এই দন্তনিষ্পেষণ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া উচিত। তাতে দু'জনেরই উপকার হবে।"

ব্রহ্মচারিণী অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। শুধু একটা চাপা মৃদু-নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিলেন। তা'র পর সহসা যেন নিজেরই কোন একটা গোপন-দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কিন্তু তা'র পর? বিরহের ব্যাপ্তরূপে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখতে হবে না ত?"

মৃদু-অনুযোগের স্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "কি ঠাট্টা কর ব্রহ্মচারি, লজ্জা করে না? গোবরের-মা'র খবর নেবে ত যাও-না এই বেলা।"

"যাই—" বলিয়া ব্রহ্মচারী উঠিলেন। পায়ের ব্যথার দিকে তিনি আর মনোযোগ দিলেন না ; কিন্তু ব্রহ্মচারিণী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন,—পূর্বের চেয়ে কম হইলেও—এখনও তিনি খোঁড়াইতেছেন।

বাহিরের দুয়ার খুলিতে খুলিতে অন্যমনে তিনি গান ধরিলেন—

"চিন্তা করো না রে আর।
দেখিয়ে সামান্য নদী, এতে ভয় করিলি যদি,
ভবনদী কিসে হবি পার।
সে যে প্রবল বিষম নদী দু'কূল পাথার।"

ওই পর্যন্ত, আর নয়!

একান্ত পুরাতন পরিচিত সঙ্গীত,—কণ্ঠস্বরও ওই একান্ত পরিচিত উদাসীনের উদাস কণ্ঠই বটে। কিন্তু এ কোন্ চিন্তা-পীড়িতের চিন্তা দূর করিবার আয়োজন? কোন্ মমতার প্রতি নির্মম-তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া কোন্ ভয়ার্তকে অভয় দিবার জন্য সাড়ম্বর উৎসাহ?

ব্রহ্মচারিণীর অচঞ্চল শান্ত চিত্তাকাশে, একটা ক্ষোভের কুয়াসাচ্ছন্ন মলিন মেঘ দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে—গুরুগুরু-গর্জনে, দূরে—অতি দূরে যেন বজ্রনির্ঘোষের শব্দও শোনা গেল। সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া তিনি সবলে নিজেকে সংযত করিয়া উঠিলেন। ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিয়া কাজে মন দিলেন।

ব্রহ্মচারীর ফিরিতে বেশ বিলম্ব হইল। আসিয়া তিনি নিজের কম্বলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক গম্ভীর।

ব্রহ্মচারিণী বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "এবার ফল দুধ দিই?" "দাও।" সংক্ষিপ্ত উত্তর। আহার্য আসিল! যথারীতি নিবেদন করিয়া নীরবে আহার শেষ করিয়া, আঁচাইয়া আবার কম্বলে বসিলেন। ব্রহ্মচারিণী এঁটো বাসনগুলো তুলিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন,—ব্রহ্মচারী সহসা বলিলেন, "আজ বিকালে স্বামিজী আমাকে খুঁজ্‌তে এসেছিলেন?"

চম্‌কাইয়া উঠিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, গোবরের-মার কাছে শুনে এলে বুঝি?"

"যার কাছেই শুনি। তুমি ত বল নি আমায়!—"

অনুযোগপূর্ণ-দৃষ্টিতে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "শ্রান্ত হয়ে এসে শুয়েছ, তোমার বিশ্রামের সময়টুকু বিষিয়ে তুল্‌ব? হয় ত রাগের মাথায় রাত্রের আহার-নিদ্রাই ছেড়ে দিতে!"

"এই ত শুনে এলুম। আহারে অরুচির প্রমাণ পেলে?" একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "সেটা বাইবের লোকের মুখে শুনেছ বলে। আমার মুখে শুন্‌লে মেজাজ সদ্যঃবিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। এখনি সমারোহ করে আমার আদ্যশ্রাদ্ধ জুড়ে দিতে!"

সহসা ব্রহ্মচারীব মনটা কেমন বিকল হইয়া গেল। আলোচ্য-প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া,—একটু উন্মনা হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমায় বড় বকি, না? তুমি চলে গেলে—এই সব দুর্ব্যহারের জন্যে আমার কিন্তু, মন কেমন করবে। আজ গঙ্গার ধারে বেড়াতে-বেড়াতেও ভারী মন কেমন করেছে।"

ব্রহ্মচাবিণীর ওষ্ঠাধর ক্ষণিকেব জন্য কাঁপিয়া উঠিল। আত্মদমন করিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "তা'র জন্যে এখন থেকে শোকে অভিভূত হয়ে কি করবে? এখন ভূত-ভবিষ্যতের শোক-দুঃখ রেখে বর্তমানে—স্বামিজীর ব্যবহারে মন দিলে—"

ব্রহ্মচাবী যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ বল, আজও তিনি তেম্নি নিঃশব্দে সাড়া না দিয়ে বাড়ী ঢুকেছিলেন? এটা তাঁর সুবিবেচনার কাজ হয় নি। যে সমাজের মধ্যে বাস কবতে হচ্ছে, সে সমাজেব চোখে এ-রকম ঠাট্টা তামাসাগুলো—"

"গৌরবের ব্যাপার নয়, বরং আশঙ্কাজনক।" সংক্ষেপে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মচারিণী চুপ করিলেন।

কথাটা ব্রহ্মচাবী অল্পক্ষণ পূর্বে গোববেব-মা'র কাছে শুনিয়া আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে ব্রহ্মচারীর জন্য দুয়ারের খিল খুলিয়া রাখিয়া, ব্রহ্মচারিণী পূজার ঘবে আসনে বসিয়াছিলেন। সহসা স্বামিজী আসিয়া নিঃশব্দে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন। ব্যাপারটা নিজেব বাড়ী হইতে লক্ষ্য কবিয়া, গোবরেব-মা তাডাতাড়ি এ-বাড়ীতে আসিয়া পৌছে। কর্ম-তৎপর স্বামিজী ততক্ষণে ব্রহ্মচারীর শোবার ঘর পরীক্ষা কবিয়া, ব্রহ্মচাবিণীর শয়ন-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। মাঝখান হইতে গোবরেব-মা আসিয়া রসভঙ্গ করিয়া দেয়। ব্রহ্মচারীব অনুপস্থিতি, ব্রহ্মচারিণীব আসনে অবস্থান,—বৃত্তান্তটা জানাইয়া অভ্যর্থনা-লাভেচ্ছু স্বামিজীকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দেয়। বিদায়-অভিনন্দনের ফাঁকে স্বামিজী যথাযোগ্য সহৃদয়তার সহিত গোববেব-মায়ের পারিবারিক কুশল-প্রশ্ন করিয়া, নাতিটি পীড়িত জানিয়া, নিজে জলপড়া দিবার প্রস্তাব করেন। সুতরাং গোবরকে তাঁ'র সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এতক্ষণে গোবর জলপড়া লইয়া

ফিরিয়া আসিয়াছে। ছেলের অকল্যাণ হইবার ভয়ে জলপড়া অবহেলা করা হয় নাই বটে, কিন্তু ডাক্তারী ঔষধও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। ছেলে এখন ভাল আছে। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, ওই জলপড়ার দক্ষিণা-সম্বন্ধে স্বামিজী এমন উদারতার সহিত ত্যাগ স্বীকার জানাইয়াছেন যে, অভাবক্লিষ্ট দরিদ্র গোবর্ধন বেচারা বিস্ময়ে, ভক্তিতে, কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। স্বামিজী যে সাক্ষাৎ দেবতা, সে বিষয়ে তা'র মায়ের যত সংশয় এবং উদ্বিগ্নতাই থাক্,— ভক্ত-প্রবর গোবর্ধনের আর তাতে কোন সন্দেহ নাই।

এ-সব সংবাদেব উত্তরে ব্রহ্মচারী নিরুত্তরে শুধু হাসিয়াছেন মাত্র। স্বামিজীর আপত্তিকর ব্যবহারের স্মৃতিগুলো কিন্তু, ভিতবে তা'র মনকে পীড়া দিতেছিল। সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, স্বামিজীকে মিত্রের দৃষ্টি দিয়া দেখিবার জন্য তিনি প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতেছিলেন,—কিন্তু অলক্ষিতে একটা শঙ্কাজনক দুশ্চিন্তা থাকিয়া থাকিয়া মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া, তাঁর মনের শান্তি নষ্ট করিয়া দিতেছিল। চিত্তের এই দ্বন্দ্ব-আন্দোলন প্রকাশ করিতে বা স্বামিজীর বিষয় লইয়া স্ত্রীর সহিত আলোচনা করিতেও তাঁর সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। ব্রহ্মচারিণীর বাক্যাবলীর মধ্যে লুকোচুরিব প্যাঁচ নাই, হেঁয়ালির কুয়াসা নাই,—আলোচনা-স্থলে স্বামীর মনোবঞ্জন কবিবার জন্য মোসাহেবী-ছন্দে আলাপ করিবার পাত্রী তিনি নহেন। কোনও বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে, অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সেটা প্রকাশ করিয়া থাকেন; এবং প্রায়ই ব্রহ্মচারীর ভাগ্যে অদূব-ভবিষ্যতে সেই মন্তব্যটাই অতি নিষ্ঠুরভাবে সম্পূর্ণ সত্য হইয়া দাঁড়ায়! যথা—স্বামিজীর বশীকরণ-শক্তি প্রভৃতি কুহক-বিদ্যা-প্রতাপ!—সিগারেটের বাক্সের ভিতব হইতে স্বামিজীর স্বহস্ত-লিখিত সাক্ষ্য আত্ম-প্রকাশ কবিবাব বহু পূর্বেই ব্রহ্মচারিণী,—সেই আসন্নপ্রসবা নারী ও তাহার উপপতিকে গৃহে স্থান দিবার জন্য স্বামিজীর অনুরোধ জানিয়া বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তিনি এখনও স্বামিজীর বশীকরণ-বিদ্যা প্রভাবে অভিভূত হন নাই,—' প্রকাবান্তবে ইহা ব্রহ্মচারীব বশ্যতা-স্বীকাব-সূচক আচরণের প্রতি কটাক্ষ! সুতরাং ব্রহ্মচারী রাগিয়া উঠিতে এবং ব্রহ্মচারিণীকে তিরস্কার করিতেও কুন্ঠিত হন নাই। আজ সে স্মৃতিও ব্রহ্মচারীকে লজ্জিত ও পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে।

ব্রহ্মচারিণীর সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের উত্তবে দুশ্চিন্তা-বিব্রত ব্রহ্মচারী অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "স্বামিজী ক্রমশঃ আমায ভাবিয়ে তুলেছেন।"

ব্রহ্মচারিণী ধীরে বলিলেন, "আমাকেও।"

ব্রহ্মচারী বিমূঢ়ের মত বলিলেন, "তোমাকে ? কেন ?"

অধিকতর ধীরস্বরে উত্তর হইল, "তাঁর প্রচণ্ড কুহক-শক্তিস্রোতের মুখে পড়ে, শক্তিশালী গজরাজকে ওলট্-পালট্ খেতে দেখে! ব্রহ্মচারি, সাবধান! তোমার সাম্‌নেই ভীষণ-সঙ্কট!"

তেইশ

ব্রহ্মচারী অন্তরে অন্তরে শিহরিলেন! সত্যই ত, যাঁহাকে শক্তিশালী মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছেন, অন্ধ বিশ্বাসে যাঁহার মতবাদের নিকট আত্ম-সমর্পণে উদ্যত হইয়াছেন, সে অন্ধ-বিশ্বাসের মধ্যে একবারও কি চোখ চাহিয়া দেখিবার কিছু নাই? সে মতবাদের সঙ্গে উচ্চাঙ্গের শাস্ত্র এবং যথার্থ মহাজনগণের আচার-ব্যবহারের কি কতখানি মিল বা গরমিল, সেটা বিচার করিয়া বুঝিবার কিছু নাই? এ-কি ভ্রান্তি? এই জ্ঞানহীন, বিচারহীন, নির্বিচার অন্ধ-ভক্তি তাঁহাকে কোন্ পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে?

উৎকণ্ঠায় ব্রহ্মচারীর মন অধীর হইয়া উঠিল; স্বামিজীর অনেক দুর্বোধ্য, রহস্যময়, আচরণ মনে পড়িল। সেগুলো অন্ধ-ভক্তির দিক হইতে ব্রহ্মচারী এতদিন এক-রকম দেখিয়াছেন,—আজ মনে হইল, সে দেখা ভুল হইয়াছে। যুক্তির দিক হইতে, নীতির দিক হইতে, মানব-জীবনের উন্নততর, পবিত্রতর, আদর্শের দিক হইতে, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের দিক হইতে, সেগুলো বিচার করিলে, কি পাওয়া যায়?

নিজের এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজিতে গিয়া, ব্রহ্মচারী আরও ভীত হইলেন। অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে আজ মনে পড়িল, স্বামিজীর সঙ্গ-মাহাত্ম্যে তিনি নির্বিচারে একটা উৎকট-উল্লাস অনুভব করেন সত্য; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর সাধন-জীবনের কি ক্ষতিই না হইতেছে! স্বামিজীর অদ্ভুত প্রহেলিকাময় বাক্য ও ব্যবহারের কুহকে, ব্রহ্মচারীর নিজের মধ্যে যে বার-বার ব্রতবিরোধী মনোবিকার আবির্ভূত হইতেছে! স্বামিজী অবশ্য তাঁর সুমধুর বাক্যচ্ছটায় ব্রহ্মচারীকে অভিভূত করিয়া, তা'র কারণ অন্যরূপ বুঝাইয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী নিজে ত বুঝিতে পারেন, তাঁর আত্ম-সংশোধনের চিরাভ্যস্ত শক্তি আজকাল কত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে!

আদর্শনিষ্ঠা শিথিল হইয়াছে ; সাধকের শ্রেষ্ঠ-সম্পদ, সুপবিত্র মানসিক শান্তি-স্থিরতা, আজকাল ত নাই বলিলেই চলে। এ ক্ষতিগুলো যে ব্রহ্মচারী আজ প্রথম বুঝিতেছেন তা' নয়, মধ্যে মধ্যে মনস্থির হইলে আত্মানুশীলন করিয়া দেখেন ; নিজের ত্রুটিগুলি, অবনতিগুলি, বেশ ভালরূপে পরীক্ষা করেন। কিন্তু তা'র মূল কারণ কি,—সেটা বিশেষরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া একটা নিশ্চিন্ত সমাধানের অঙ্কে পৌছিতে সাহসও হয় না, কেমন একটা অস্বাভাবিক অবসাদ-জড়তা, তাঁর অন্তর্নিহিত সমস্ত উচ্চ ক্ষমতাকে যেন চাপিয়া রাখিয়াছে।

ব্রহ্মচারী অনেকক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন, অনেক ভাবিলেন। শেষে জোর করিয়া সমস্ত দুশ্চিন্তা ঠেলিয়া শুষ্ক-ম্লানহাস্যে বলিলেন, "তুমি কি মনে কর ? তিনি আমার ওপর আভিচারিক-শক্তি প্রয়োগ করছেন ?"

ব্রহ্মচারিণী চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রত্যাশায় ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তাঁর চিঠিখানার খাতিরে, না-হয় স্বীকার করছি, সে ক্ষমতা তাঁর আছে। হীন-স্বার্থের খাতিরে সে ক্ষমতার অপ-প্রয়োগও তিনি করে থাকেন, তাও অসম্ভব নয়। পৃথিবীর আব্‌হাওয়া বড় খারাপ! অনেক উচ্চ-অবস্থায় উঠে, এক মুহূর্তের মতিভ্রমে মানুষ লোভের ক্রীতদাস হয়ে পড়ে। আমারি কোন্ দিন কি মতিভ্রম হবে, কে বল্‌তে পারে ?"

ব্যথিত-নিঃশ্বাস ছাড়িয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু তুমি যা' সন্দেহ করছ, তা' যুক্তি-বিচারে টেকে কই ? আমায় নিয়ে তিনি করবেন কি ? তাতে আমি সম্বলশূন্য ফকির ! ধন-সম্পত্তি নাই, থাকলেও—"

সহসা কি যেন মনে পড়ায় ব্রহ্মচারী নিজের মধ্যে চমকাইয়া উঠিলেন, আর বলিতে পারিলেন না। এবং বলিতে না পারার যথার্থ হেতুটা গোপন করিবার জন্য, টানিয়া-টানিয়া খানিক কাশিলেন। একটা ঘোর দুশ্চিন্তার অন্ধকারে তাঁর ললাটদেশ আচ্ছন্ন হইল। দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া খানিক স্তব্ধ থাকিয়া আত্মদমন করিলেন। পূর্ব কথার জের টানিয়া পুনরায় স্বাভাবিকস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ধন-সম্পত্তি থাকলেও না-হয় বুঝতাম, সেইগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখেই আমায় বশীভূত করেছেন। কিন্তু তা' আমার নেই। আমার ওপর খামকা শক্তির অপব্যয় করে, তাঁর লাভ কি ? বরঞ্চ তোমার মত অবস্থার মানুষদের ওপর—"

ওই পর্যন্ত বলিয়াই ব্রহ্মচারী ত্রস্তে রসনা সংযত করিলেন। ম্লান-হাস্যে

অনুনয় করিয়া বলিলেন, "অপরাধ নিও না। আলোচনা-স্থলে, আমি কথার-কথা হিসাবেই বলছি। অবশ্য এত বড় গর্হিত কাজ তাঁর দ্বারা—" তিনি থামিলেন। নিজ মনেই মাথা নাড়িয়া যেন নিজের কাছে বার-বার অসংশয়ে স্বীকার করিতে লাগিলেন, "এ হইতে পারে না, হইতে পারে না।"

ব্রহ্মচারিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এত বড় গর্হিত কাজ তাঁর নৈতিক-বুদ্ধি বা ধর্ম-জ্ঞানে আটক খায়, এ বিশ্বাস এখনো রাখো? কিন্তু ভুল ব্রহ্মচারি,— আমি নিজে প্রামাণ্য-সাক্ষী!"

ব্রহ্মচারী ভয়ানক চমকাইয়া উঠিলেন! বিস্ময় ও সংশয়ে অভিভূত হইয়া স্খলিতকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি নিজে? অর্থাৎ? তোমার উপরও শক্তি-প্রয়োগে নিরস্ত হন নি?"

যোড় হাত করিয়া শান্ত, অচঞ্চল-কণ্ঠে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "প্রত্যক্ষ সত্যও, পাত্রবিশেষের কাছে প্রকাশ করা নিষেধ। বিশেষতঃ স্বয়ং রাহু এখন তোমার মাথায় চড়ে বসে আছেন, তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধিকে আমি ভয় করি। এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা কোর না।"

রুদ্ধশ্বাসে প্রবল উৎকণ্ঠার সহিত ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কিন্তু কোন্ বিষয়ের কথা হচ্ছে, তা'র গুরুত্ব বুঝে তুমি সাবধান হও। জানো তা'র দায়িত্ব?"

শান্ত, ধীরকণ্ঠে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "জানি। যতক্ষণ ভগবান চোখে আঙুল দিয়ে সমস্ত প্রমাণ না দেখিয়েছেন, ততক্ষণ সব অবিশ্বাসকে আমিও অবহেলা করেছি। কিন্তু এবার তোমায় সতর্ক করা বড় দরকার; তাই প্রত্যক্ষ সত্যের আভাসমাত্র প্রকাশ করলুম। তুমি অন্ধ-বিশ্বাসে, আত্মহারা হয়ে, অনেক—অনেক দূর চলে গিয়েছ। স্বীকার কর, আর না কর, আমি বুঝতে পারি—তুমি নিজের অনেক ক্ষতি করেছ। আরও ভয়ানক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।"

ব্রহ্মচারী মৌন হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে গভীর বিষাদ-ভরা কণ্ঠে, সংশয়ের সহিত বলিলেন, "হয় ত তা সত্যি। কিন্তু তিনি তোমার ওপর আভিচারিক-শক্তি প্রয়োগ করেছেন, এটা যে বিশ্বাসে কুলোয় না। তিনি জ্ঞানবান পণ্ডিত,—তুমি যে তাঁর কাছে কন্যাস্থানীয়া—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "থাম ব্রহ্মচারি! তত্ত্বজ্ঞানের উপাসক নর-দেবতা বিবেকানন্দ পৃথিবীটা যে চোখে দেখেছিলেন, কুৎসিত প্রবৃত্তির উপাসক নর-পশুরা পৃথিবীকে সে চোখে দেখে না।"

পরক্ষণে নিজের উপর ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "পরের দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতার কাহিনী নিয়ে রসনাটি বেশ কলুষিত করছি, আর না। রাতও হয়েছে, অনুমতি দাও, উঠি এবার।"

তিনি উঠিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মচারী বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "একটু থাম। একটা কথা বল।"

"কি ?"

"স্বামিজী কি ভাবে শক্তি-প্রয়োগ করেছিলেন ?"

"আমি কি করে তা' টের পেয়েছিলাম ? ক্ষমা কর ব্রহ্মচারি, যা' স্থূল-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার নয়, আমি তা' প্রকাশ করতে পারব না।"

"আমার কাছেও নয় ?"

"না অন্ততঃ যতদিন না তোমার মনের অবস্থা পরিবর্তিত হবে।"

ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে বলিলেন, "মনটা এমি অধঃপাতেই গেছে বটে !"

তা'র পর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, একটা কথা বল। তুমি সে শক্তি-স্রোতকে ঠেকালে কি করে ?"

ব্রহ্মচারিণী স্মিত-মুখে বলিলেন, "বিবেকানন্দ স্বামীর বাণী মনে পড়ে ? 'সেই সব জিনে, নিজে জিনে যেই—!' তুমিও ত জানো,—

'যো যা'কু শরণ লিয়ে, সো রাখে তা'কু লাজ
উলটু জলে মছ্‌লি চলে, বহি যায় গজরাজ !'

মাছ অত্যন্ত ক্ষীণ-প্রাণ জীব, কিন্তু সে জলের শরণ নিয়ে থাকে বলে, জলস্রোতের উল্টা মুখেও স্বচ্ছন্দে চলে যায়। কিন্তু মহাশক্তিশালী গজরাজ তুমি, করছ কি ?"

বিস্মৃতির যবনিকা ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মচারীর অন্ধকার চিত্তাকাশে সহসা যেন তীব্র আলোক-রশ্মিপাত হইল ! ক্ষণেকের জন্য তিনি স্তব্ধ-বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তা'র পর ধীরে বলিলেন, "ইঙ্গিতটার জন্য ধন্যবাদ। মনটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। একটু সাহায্য করবে ? বিবেকানন্দের সম্বন্ধে কিছু পড়ে শোনাবে ?"

ব্রহ্মচারিণী আকাশের দিকে চাহিয়া কি একটু ভাবিলেন। তা'র পর নিজ মনে মৃদুস্বরে বলিলেন, "শাস্ত্রচর্চায় আর সাধু, মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনায় মন পবিত্র হয়, উন্নত হয়। কালাকাল বিচার নিষ্প্রয়োজন।"

ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার ঘুম পায় নি এখনো ?"

"ঘুম থাক্‌লে ত, পাবে।"—অন্যমনস্কভাবে কথাটা বলিয়াই ব্রহ্মচারী থামিলেন। কার উপর বলা শক্ত,—সহসা নিদারুণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মর্‌বার পর যমের বাড়ী গিয়ে রৌরব-নরকভোগ,—সেটা কি এমন আশ্চর্য কথা? কুবুদ্ধির জোর থাক্‌লে মানুষ বেঁচে থেকে, সজ্ঞানে সশরীরেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে। আমার এক এক সময় ইচ্ছা হয়, দেহটা ধ্বংস করে দিয়ে দেহজ্ঞানের শাস্তি, পীড়ন থেকে ছুটি নিই।"

মৃদু-হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "মন্দ নয়। শুকের কেষ্ট বলা, আর আমাদের বেদান্ত পড়া—সমান-সমান! না হলে এত দুর্গতি হয়?—বস, আস্‌ছি।"

তিনি আলোটা তুলিয়া লইয়া, নিজের ঘরে ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারী শুনিতে পাইলেন, তিনি ঘরের ভিতর অন্যমনস্কভাবে মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছেন—

"কুরুতে গঙ্গাসাগর গমনং, ব্রতপরিপালনমথবা দানম্।
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন, মুক্তির্নভবতি জন্মশতেন।"

একটু পরে তিনি একখানা বই হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারী একটু হাসিয়া বলিলেন, "মোটের মাথায়, তুমি বেশ আছ, কি বল?"

ব্রহ্মচারীর পায়ের দিকে নিজের কম্বলখানা টানিয়া, ব্রহ্মচারিণী আলো ও বই লইয়া বসিলেন। বলিলেন, "অনর্থকর কুচিন্তায় মস্তিষ্ককে প্রপীড়িত না করলে, মানুষ মোটের মাথায় ভালই থাকে। মাথাটা সাফ্ কর ব্রহ্মচারি, মাথাটা সাফ্ কর। পাপ-চিন্তার বাড়া শাস্তিদাতা শত্রু আর নেই।"

ব্রহ্মচারী ম্লান হাস্যে বলিলেন, "উপদেষ্টার আসন পায়ের দিকে নয়, দয়া করে সামনে এস।"

হেঁট হইয়া বাতিটা বাড়াইয়া, আলো উজ্জ্বল করিতে করিতে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "এইখানে বসি, নইলে তোমার চোখে আলো লাগবে।"

পা গুটাইয়া লইয়া ব্রহ্মচারী উঠিয়া বসিলেন। সহসা ব্রহ্মচারিণীর চোখের দিকে ইঙ্গিত করিয়া, দুষ্ট-হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কোন্ আলো? লোচন-জাত পাবক-শিখা?"

অকস্মাৎ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আবার শক্ত্যানন্দ-ঠাকুর কাঁধে ভর দিলেন? এই রইল বই, ইচ্ছে হয় নিজে পড়ো। আমি চললুম। তোমার মত মানুষের মঙ্গল-চেষ্টা করা,—আমি ত ছেলেমানুষ, আমার ঠাকুরদাদারও সাধ্য নয়!"

ব্রহ্মচারী ব্যস্ত-ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "দোহাই তোমার। যোড় হাত করছি, বস।"

ব্রহ্মচারিণী উঠিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আবার বসিলেন। কোন কথা না বলিয়া অপ্রসন্ন-গম্ভীরমুখে বইয়েব পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী পা-দু'খানা ঘুবাইয়া অন্যদিকে ছড়াইয়া দিয়া আবার শুইলেন। চোখের উপর চাদরের খুঁটটা টানিয়া ঢাকা দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠাকুবদা বেচারা স্বর্গে গেছেন,—কাজ-কর্মে ব্যস্ত আছেন। অসময়ে ডাকাডাকি করলে 'বিষম্'-খেযে সারা হবেন। ও-গুলো কবা ঠিক হয়।"

ঈষৎ তীক্ষ্ণস্বরে ব্রহ্মচাবিণী বলিলেন, "তোমার শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরের দল যা করছেন, কেবল সেইগুলোই ঠিক হচ্ছে। যে আগুনে দেবতার প্রীত্যর্থে হোম করা যেত, সেই আগুনে মহাপুরুষেরা পাশবিক-উল্লাসে গৃহদাহ সুরু করেছেন। বুদ্ধির বালাই নিয়ে আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা হয়। শঙ্কর বিবেকানন্দ ঘুমিয়ে পড়েছেন, অবিবেক-মত সংস্কার করবার ত কেউ নেই। জ্ঞান-যোগেব মোহমুদ্গর হেনে—" ব্রহ্মচারিণী বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া চুপ করিলেন।

ব্রহ্মচারী পূর্ব্বের মত মৃদুস্বরে বলিলেন, "জ্ঞানযোগের মোহমুদ্গার হেনে, তা'র পর?—এই সব পশু-মস্তিষ্কগুলো চূর্ণ করতে চাও?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "সে কাজ করবার উপযুক্ত লোক কেউ দেশে থাক্‌তেন, তবে দেশটার কল্যাণ হোত। আমিও ভারি খুশী হতাম।"

ব্রহ্মচারী তেমনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "এ প্রার্থনাটা ঠিক স্ত্রীজনোচিত সৌজন্য-মমতা-প্রকাশক হোল না।

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "দিন-বাত দেহজ্ঞানেব গণ্ডীব মধ্যে নিজেকে আগলে নিয়ে বেড়াতেও পাবব না, আব মানুষের অকল্যাণকর যা' কিছু অন্যায়, তা'র ওপর মায়া-মমতাও রাখব না।"

একটু থামিয়া বহির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মৃদু-আক্ষেপের স্বরে বলিলেন, "কি করলে বল দেখি? এমন কথা বললে যে রাগে আপাদ-মস্তক জ্বলে গেল। ক্রোধের স্পর্শমাত্রও আমি সহ্য করতে পারি নে। শরীর এমন অসুস্থ বোধ হচ্ছে, যেন জ্বর এসেছে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারী পাশ ফিরিয়া শুইলেন। সসঙ্কোচে বলিলেন, "তবে বই পড়া এখন থাক। ঘুমোও গে যাও।"

"না। মনটা এখন বিষয়ান্তরে নিযুক্ত করাই দরকার। ঘুমের জন্যে ছুটি

পেলে, ওই রাগই এখন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াবে। আমি পড়ে যাচ্ছি, মন দিয়ে শোন। এর মাঝে যেন আবার মানুষের চোখের রূপ-বর্ণনা, কাণের গুণ-বর্ণনা নিয়ে উত্ত্যক্ত কোর না।"

তিনি বইখানিব মাঝখান হইতে ব্রহ্মচর্য-সম্বন্ধে বিবেকানন্দ স্বামীর অভিমত পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁর স্বাভাবিক স্নিগ্ধ-কোমলকণ্ঠে, গভীব শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-পূত দৃঢ়-তেজস্বিতার সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। মহিমময় সুউচ্চ-ভাবের সহিত আন্তরিক পবিত্র-নিষ্ঠা সংযুক্ত হইয়া গম্ভীর-মধুর-শব্দে, সজীবভাবে ধ্বনিত হইয়া যেন এক স্বর্গীয় সুর-লহরী সৃষ্টি কবিল।

শ্রোতা ধীরে ধীরে আত্মবিস্মৃত, মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কাণ পাতিয়া নিস্পন্দ-অভিভূতের মত পাঠ শুনিতে লাগিলেন। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া যেমন স্থির হইয়া শুইয়াছিলেন, তেমনি শুইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁব অশান্তি-বিক্ষোভ-পীড়িত চিত্তে অজ্ঞাতেই বিপুল পবিবর্তন আসিয়া পড়িল। তিনি যেন বহুদিনের পর আজ অকূল-সমুদ্রে সত্যই কূল পাইলেন। নিরাপদ-শান্তিময়, পবিত্র-আনন্দ-উৎসবপূর্ণ চির-কল্যাণকব-আশ্রয়, যে আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া, তিনি আশৈশব পবিত্রতব, উচ্চতব আদর্শে নিজের জীবন গঠন করিতেছিলেন, সে আশ্রয় কখন যেন মনের ভুলে কোথায় হারাইয়াছিলেন। আত্মগঠনের শক্তি যেন ভুল-বশে আত্মনাশেই নিযুক্ত হইয়াছিল! ভয়ে-ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তিনি অন্ধকারে হাতড়াইয়া আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে যেন উল্টা পথেই চলিতেছিলেন! সহসা চোখের সামনে উজ্জ্বল দিবালোক ফুটিল। মোহ-সংশয়েব জমাট-অন্ধকাব অন্তর্হিত হইল! বিস্ময়াহত-ব্রহ্মচারী চাহিয়া দেখিলেন—ওই ত সেই হাবানো-আশ্রয়!

পড়িতে পড়িতে ব্রহ্মচারিণী এক স্থানে থামিলেন। বলিলেন, "শুন্‌ছ ব্রহ্মচাবি!"

অস্বাভাবিক গভীরকণ্ঠে ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন, "শুন্‌ছি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "যিনিই যত মিষ্টি কবে মনোমুগ্ধকব-ভাষায় মিথ্যা কথা বলুন, শঙ্কর, বিবেকানন্দ তীব্রভাষায় গাল দিয়ে যে সত্যি-কথাগুলা বলছেন, তা'র মত মিষ্টি আমার কিছুই লাগে না।"

ক্লেশভরে একটু ব্যঙ্গ-হাসি হাসিবার চেষ্টা করিয়া, ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেবি, নিজের বুকে হাত রেখে মন্তব্য প্রকাশ করো। শঙ্করের মিষ্টিগাল চাট্টিখানি আওড়াব? 'নার্য্যা পিশাচ্যা'—কা'র উপমা?"

ব্রহ্মচারী চোখের কাপড় সরাইয়া ঘাড় তুলিয়া চাহিলেন। ব্রহ্মচারিণী তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখের দিকে অসঙ্কোচ, দৃষ্টি স্থাপন করিয়া পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "ঠিক বলেছেন তিনি! আজন্ম-সত্যাশ্রয়ী, সর্বজ্ঞ-শঙ্কর মিথ্যে কথা বল্‌বার ছেলে নন্‌। পৈশাচিক-বৃত্তির উপাসনায় আত্মমর্যাদা বলিদান দিয়ে যে-সব মেয়ে পিশাচিত্ত-লাভ করেছে, তাদের 'পিশাচি-নারী' বলা ত মিথ্যে কথা নয়! কিন্তু মাতৃজাতির মর্যাদা-সম্বন্ধে তাঁর কাণ্ডজ্ঞান ঠিক ছিল। উভয়ভারতীর মত মেয়ে, তাঁর কাছে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছিলেন।"

ব্রহ্মচারী আবার চোখে ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তোমায় ফাঁকি দেখিয়ে ঠকাবার যো নেই। বিচার-বুদ্ধিটা আর একটু স্থূল হলে উপকার হোত।"

"দোহাই ব্রহ্মচারি! অতবড় অভিসম্পাতটা দিও না। একেই বুদ্ধি কম বলে' এ পৃথিবীর অনেক জিনিস বুঝে-সুঝে নিতে আমার কষ্ট হয়। এর চেয়ে স্থূল-বুদ্ধি হলে একেবারে মারা যেতাম!"

"তোমার বুদ্ধি কম? কে বলে?"

"আমিই বলি। তেমন ক্ষুরধার বুদ্ধি থাক্‌লে তোমার ওই বৈরাগ্যের গিল্টিকরা রাগের মানে বুঝতে কি ভুল করি! না, তোমার শক্ত্যানন্দঠাকুরের মর্কট-বৈরাগ্যকে, খাঁটি বিবেক-বৈরাগ্য ভেবে একদিন ভক্তি-মুগ্ধ হই?"

তিনি আবার ব্রহ্মচর্যের সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মন্তব্য পাঠ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পাঠ করিয়া কি একটু ভাবিয়া সহসা বলিলেন, "শাস্ত্রে যথার্থ বীরভাব যা'কে বলেছে, সে অবস্থাটা কি, যদি জান্‌তে চাও, বিবেকানন্দ-স্বামীর আদর্শকে লক্ষ্য করো। একেই বলে শক্তি-সাধনা!—এ বীরভাব কি ব্যভিচার-সমর্থক মাতালের সম্পত্তি?"

ব্রহ্মচারীর মনের ভিতর এই ধরণেরই কি একটা চিন্তাস্রোত বহিতেছিল। অনুকূল বাতাসের স্পর্শ পাইয়া সে স্রোত প্রখর, উত্তেজিত হইয়া উঠিল। উৎসাহদীপ্ত মুখে উঠিয়া বসিয়া তিনি বলিলেন, "আমিও ওই কথা ভাবি। বীরভাব ত ব্যভিচার-সমর্থক মাতালের সম্পত্তি নয়! ও যে পরিপূর্ণ-মনুষ্যত্বের উচ্চতম বিকাশের অবস্থা! ওর 'পর আর একটু এগোলেই—"

ব্রহ্মচারিণী তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া, ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "বুঝেছ সে কোন্‌ স্থান?"

তা'র পর দু'জনে বহুক্ষণ ধরিয়া সাধক-জীবনের উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম,

আধ্যাত্মিক অবস্থা, এবং বিভিন্ন অবস্থায় অনুভূত বিভিন্ন উপলব্ধির বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। দু'জনেই আত্ম-বিস্মৃত। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া চলিল। কাহারও সেদিকে লক্ষ্য নাই।

গ্রাম্য-চৌকীদার কখন যে একবাব হাঁক দিয়া গিয়াছিল, টের পাওয়া যায় নাই। সে যখন রাত্রি তিনটার সময় আবার হাঁক দিল, তখন দু'জনের চমক ভাঙ্গিল। বিস্মিত হইয়া দু'জনেই ক্ষণেক পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। ব্রহ্মচারী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "এঃ, গোটা রাতটাই জাগরণে কাটল!"

ব্রহ্মচারিণী উত্তর দিলেন, "ঘুমিয়ে কাটালে আপ্‌শোষের বিষয় হোত। চল, আসনে বসা যাক্।"

চব্বিশ

যথাসময়ে পূজাহ্নিক সাবিয়া ব্রহ্মচারী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাহিরে আসিলেন। ব্রহ্মচারিণী জলখাবার সাজাইয়া বসিয়াছিলেন; পদশব্দে ফিরিয়া চাহিলেন। ব্রহ্মচারীর পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ব্যথাটা সারল না?"

ব্রহ্মচারী আসিয়া আসনে বসিলেন, "উহুঁ, আজ আরো বেড়ে গেছে। রাত জাগাটা ভাল হয় নি। বেদান্ত না-হয় মাথায় চডেছিল, তা' বলে পায়ের ব্যথাটা ভুলে যাওয়া মোটে উচিত হয় নি।"

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারিণীর মুখেব দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তিনিও নিজের কপালময় প্রচুর চন্দন লেপন করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "অত চন্দন মেখেছ কেন? মাথা ধবেছে?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "না। প্রসাদী-চন্দন আজ বেড়ে গিয়েছিল, এম্নিই কপালে দিয়েছি। আজ বেশ ঠাণ্ডা পডেছে। আমরা আসনে বসবার পর খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, টের পেয়েছ?"—

ব্রহ্মচারী একবার মেঘাচ্ছন্ন-আকাশের দিকে, একবার ভিজা-উঠানের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "তাই ত দেখ্‌ছি। যাক্, দেবতাদের সুবিবেচনা আছে বটে। রাত জেগে মাথার রক্ত তাতিয়ে তোলা হয়েছে,—এর পর একটু ঠাণ্ডা পেয়ে উপকার বড় কম হোল না। কিন্তু উঃ পা-টা—।"

ক্লেশভরে ডান-পাখানি বার কয়েক ছড়াইয়া ও গুটাইয়া ব্রহ্মচারী নিম্নস্বরে বলিলেন, "এইটেই বেশী পাজী। বাঁ-পাখানা এর চাইতে ভদ্র। আজ একটু চায়ের ব্যবস্থা কর্‌তে পারো?"

"শুধু চা নয়। একটু গরম জলের সেকও দিতে হবে। আমি জল গরম করে আন্‌ছি, তুমি এগুলো নিবেদন করে নাও।"

জলযোগ করিয়া ব্রহ্মচারী হাত মুখ ধুইতেছেন, বাহির হইতে সন্তর্পণে চাপা-গলায় ছোট্‌-ঠাকুদ্দা ডাক দিলেন, "প্রসাদ, প্রসাদ।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন ঠাকুদ্দা।"

ঠাকুদ্দা বাড়ী ঢুকিয়া বলিলেন, "আহ্নিক-পূজো অং বং সব সারা হয়েছে? আমি আবার ভয়ে ভয়ে ডাক্‌ছি, কি জানি যদি আসনেই থাক।"

"না—আসনের কাজ শেষ হয়েছে, মায় জলযোগ পর্যন্ত। ঠিক সময়েই আপনি এসেছেন।"

ঠাকুদ্দা বারান্দায় উঠিলেন। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিলেন। ঠাকুদ্দাকে একখানা আসন দিয়া, নিকটে নিজের কম্বল পাতিয়া শ্রান্তদেহে আড হইয়া শুইলেন। বলিলেন, "শরীর ভাল ত' ঠাকুদ্দা? বাড়ীর খবর সব ভাল? তা'র পর? এ বর্ষাবাদলে দেবতার মর্তে আগমন কেন?"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "শুনলুম কোন অসুর না-কি ঠেঙিয়ে তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করেছে, তাই খবর নিতে এলুম। পায় কি হোল?"

"যাক্‌। এ খবরটাও এর মধ্যে কর্ণগোচর হয়েছে? কে বল্লে আপনাকে? গোবর্ধনচন্দ্র বুঝি?"

তা'র পর নিজের মনেই মাথা নাড়িয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হুঁ। কাল আমাকে খোঁড়াতে দেখেছে,—ওরাই কেউ খবর দিয়েছে।"

ঠাকুদ্দা বলিলেন,—"হ্যাঁ, ওরাই বল্‌লে। বেশ খোঁড়াচ্ছিস্‌ ত'। কি হোল পায়ে?"

ব্রহ্মচারী সংক্ষেপে বিবরণটা প্রকাশ করিলেন। রাত জাগার কথাটাও সরল-চিত্তে বলিতে গিয়া সহসা থামিলেন। মনে পড়িল, ঠাকুদ্দা বড় সুবিধার লোক নহেন। তুচ্ছ কথাটা বাঁকা দিকে ঘুরাইয়া লইয়া, শিষ্টতা-বিগর্হিত ভাষায় যে সম্ভাষণ সুরু করিবেন, তা'তে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। অতএব আত্মরক্ষার জন্য কথাটা উল্টাইয়া লইয়া বলিলেন, "এ কিছু না ঠাকুদ্দা। দু'-একদিনেই সেরে যাবে।"

তা'র পর সানুনয়ে বলিলেন, "তা' আপনি এক কাজ করুন না ঠাকুদ্দা, দিন-কতক একটু বেদান্ত-চর্চা করুন না ?"

ঠাকুদ্দা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "বেদ-বেদান্তের চর্চা করলে ত' তোমার মত 'ছিরি' হবে। আমার অত বাহারে কাজ নেই।"

সেই সময় ব্রহ্মচারিণী মাথায় কাপড় টানিয়া চায়ের কেট্‌লি লইয়া সামনে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুদ্দাকে প্রণাম করিয়া, হাসিমুখে তিনি কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মচারী বাধা দিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শোন তোমার গুণধর দাদাশ্বশুরের কথা। এঁরা ঋষি-বংশধর। এঁদের পূর্বপুরুষদের কলিজার ধন বেদান্ত গিয়ে আমেরিকার মাটিতে সোণা ফলাচ্ছে, আর এঁরা কি না কাঠ-পাথর বনে বসে আছেন। নাঃ, চৌদ্দপুরুষ ধরে বাল্য-বিবাহ করে, এ ভদ্রলোকদের মাথা একদম নষ্ট হয়ে গেছে !"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "তুইও তো এই ভদ্রলোকদের বংশে জন্মেছিস্, বাল্য-বিবাহ তো তোকেও করতে হয়েছে।"

ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "সেই জন্যই জড়পিণ্ড হয়ে বসে আছি। চৌদ্দপুরুষের বাল্য-বিবাহ গত সাধনার দান, এই ক্ষীণ-স্বাস্থ্য আর শক্তিহীন মস্তিষ্ক নিয়ে, কাজের ক্ষমতা কি আর আছে ? যথার্থ বল্‌ছি মশাই, শক্তির অভাবে, স্বাস্থ্যের অভাবে আমার যখন নিজের সাধনায় ব্যাঘাত হয়, তখন আপনাদের বাল্য-বিবাহের ওপর কি ভক্তিই যে উথ্‌লে উঠে, কি বল্‌ব ! এখনও আপনারা বলেন কি-না মেয়েদের বাল্য-বিবাহ না দিলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবেন ! ওঃ ! বলিহারি আপনাদের চৌদ্দপুরুষকে, আর বলিহারি তাঁদের স্বর্গীয় কল্পনাকে ! আমার ইচ্ছে হয় গিয়ে একদিন দেখি, ভদ্রলোকেরা সেখানে কি কর্‌ছেন ! সম্ভবতঃ সামাজিক-দলাদলি-চর্চার সঙ্গে গুড়ুক-তামাক ফুঁক্‌ছেন, কিম্বা গাঁজার ধোঁয়া ওড়াচ্ছেন।"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "হুঁ ; তুমি গেলেই খাতির করে বল্‌বেন, 'এস ভাই, একটু 'তামুক' খেয়ে যাও।' কিন্তু তোকে তাঁরা সেখানে ঠাঁই দেবেন, তা' মনে করিস্ নি। এক ছিলিম তামাক খাইয়ে গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবেন। পুন্নাম-নরক থেকে উদ্ধার হবার ব্যবস্থা ত' কিছু কর্‌লি না, ড্যামেজ স্যুট ত' তোর কাঁধে ঝুল্‌ছে। স্বর্গে ঠাঁই পাবে না।"

"ভালই হয়েছে ঠাকুদ্দা। আশা করি, পুন্নাম-নরকে আপনার ঠাকুদ্দাদের প্যাটার্ণের ভদ্রলোকের ভিড় কম, কি বলুন ? যায়গাটা নিরিবিলি ত' ?"

ব্রহ্মচারিণী ততক্ষণে দু' পাত্র চা প্রস্তুত করিয়া, এক পাত্র ব্রহ্মচারীকে, এক পাত্র ঠাকুদ্দাকে দিলেন। মৃদু-অনুযোগের-স্বরে বলিলেন, "আঃ, কি সব যা-তা' কথা হচ্ছে ঠাকুদ্দা? একটু ভক্তি-তত্ত্বের অনুশীলন করুন, শোনা যাক্। দেখুন ত' ঠাকুদ্দা, আপনার চা'য়ে আর একটু চিনি দেব?"

ঠাকুদ্দা এক চুমুক চা পান করিয়া তৃপ্তির সহিত বলিলেন, "আঃ। না, আর চিনি চাই না। সত্যি নাৎ-বৌ, তোমার তৈরী চা আমার বড় মিষ্টি লাগে।"

বিনীত হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আপনি আজ বেশ সুন্দর সময়ে এসেছেন। চায়ের জল চড়িয়ে আপনার জন্যে মন কেমন করছিল।"

ঠাকুদ্দা ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রসাদ শুন্‌লি?"

ব্রহ্মচারী নিরুত্তরে একটু হাসিলেন মাত্র।

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "এতখানি অনুরাগ,—এ-ও তোর বৈরাগ্যে সয়?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া চায়ের পাত্রটা নামাইয়া রাখিলেন। ব্রহ্মচারিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এ-সব মস্তিষ্কে কি বেদান্তের তিষ্ঠোবার ঠাঁই আছে? নষ্টামি দেখ দেখি! দেব তোমার দাদাশ্বশুরের কথার জবাব।"

ব্রহ্মচারিণী স্মিতমুখে মাথা নাড়িলেন। অর্থাৎ—'না।'

ঠাকুদ্দা ততক্ষণে আবার চায়ের পাত্র মুখে তুলিয়াছেন। ব্যাপারটা কি ঘটিল, ঠিক ঠাহর করিতে পারিলেন না। একটু কৌতূহলী হইয়া বলিলেন, "নাৎ-বৌ কি বল্‌লেন রে?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বলছেন, 'ঠাকুদ্দা' একে ছেলেমানুষ, তায় ঠাকুমা চিরটা-কাল আদর দিয়ে দিয়ে 'আদুরে-গোপালটি' করে তুলেছেন। ওঁর রসনা আর বাসনার অসংযমে, দুঃখিত হওয়া নিষ্ফল!"

বাহির হইতে কে ডাকিল—"দাদাবাবু, বাবু আছেন?"

ব্রহ্মচারী উত্তর দিবার পূর্বেই ঠাকুদ্দা হাঁকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এই যে। হরিশ এসেছিস? ভেতরে আয়।"

ঠাকুদ্দার বাড়ীর চাকর হরিশচন্দ্র বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল। ঠাকুদ্দা ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন, "দ্যাখো নাৎ-বৌ, তোমার বাজার-টাজার কি কর্‌তে হবে, একে পয়সা কড়ি বুঝিয়ে দাও। এ বাজার করতে যাচ্ছে।"

চাকরকে বলিলেন, "দ্যাখ হরশে,—মাছ-টাছের সঙ্গে ঠেকাঠেকি করে যেন কিছু আনিস্ নি। জানিস্ ত', এদের সব ঠাকুর-দেবতা পুজো-আর্চার ব্যাপার। যেন অনাচার না হয়।"

হরিশ তটস্থ হইয়া বলিল, "হ্যাঁ বাবু, তা' আর জানি না ?"

ঠাকুদ্দা পুনরায় বলিলেন, "এই দাদাবাবুর পায়ে ব্যথা হয়েছে। যে ক'দিন ব্যথা না সারে, রোজ দু'বেলা এসে খোঁজ নিস্। হাট-বাজারগুলো যখন যা' দরকার, করে দিস্। বুঝ্লি ?"

চাকর বলিল, "যে আজ্ঞে।"

ব্রহ্মচারী বিস্মিত হইলেন। ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন, "তুমি কি বাজার করে দেবার জন্যে বলে পাঠিয়েছ ?"

ব্রহ্মচারিণীও বিস্মিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "না। আজ আমার সব জিনিসই আছে। তা'তে আবার আজ অষ্টমী, হবিষ্য পর্যন্ত নাই।"

একটু হাসিয়া পুনশ্চ বলিলেন, "নাঃ, আমাদের ঠাকুদ্দা বেদান্ত জানেন না কে বলে ? পঁয়ষট্টি বছরের পুরাণো, সাংসারিক-অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক-মাথা,— ও-মাথাকে গড় করি। কার পায়ে ব্যথা, কার বাজার করা—"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "কার পুন্নাম-নরকভোগ, কত দুর্ভাবনা বেচারা ভাব্ছেন! নিঃস্বার্থ-জীব-কল্যাণব্রত, তাহা বেদান্ত! যাক্, ঠাকুদ্দা যখন লোক এনেছেন, যাহোক কিছু আন্তে দাও।"

ব্রহ্মচারিণী লোকটিকে গুটিকতক পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন। তা'র পর ঠাকুদ্দার কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "ঠাকুদ্দা আমার গরম জল তৈরী হয়েছে। আপনার নাতিকে বলুন পায়ের ব্যথায় একটু সেক দিতে। এর পর সমস্ত দিনে আর সময় পাওয়া যাবে না।"

কথাটা ব্রহ্মচারী শুনিতে পাইলেন। অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "নিজেও ভুগ্বে, আমাকেও ভোগাবে ? আচ্ছা নিয়ে এস গরম জল। ফ্লানেল ভিজিয়ে নিংড়ে দাও, আমি নিজে সেক দিচ্ছি।"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "নাৎ-বৌ দিলে হবে না ?"

"না।"

"তা'হলে আমি দিই ?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া নমস্কার করিলেন। বলিলেন, "তা' হলে কাশ ছেড়ে মহাব্যাধি হবে। মাপ করুন ঠাকুদ্দা বরঞ্চ নিরপেক্ষ দর্শক-সেজে বসে থাকুন, আপনাকে মধ্যস্থ রেখে সেবার মামলাটা আপোষে নিষ্পত্তি হোক্।"

ব্রহ্মচারিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাও, তোমার গরম জল নিয়ে এস।"

ব্রহ্মচারিণী চলিয়া গেলেন।

পঁচিশ

ঠাকুদ্দা কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া কি ভাবিলেন। তা'র পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বেশ আছিস্ তোরা। খাওয়া-দাওয়ার ঝঞ্ঝাট নেই। হপ্তায় দু'-একটা উপোস লেগেই আছে। ছেলেপিলেও নেই যে তাদের দায়ে ঠেকে নিত্যি হাটবাজারের হাঙ্গামা পোয়াতে হবে। এ এক-রকম মন্দ নয়। আচ্ছা প্রসাদ, সত্যিই কি খাওয়া-দাওয়াব সঙ্গে স্পর্শদোষ বিচারের সঙ্গে সাধন-ভজনের কোন সম্পর্ক আছে?"

ব্রহ্মচারী নিরুত্তরে একটু হাসিলেন।

ঠাকুদ্দা অনুরোধের স্বরে বলিলেন, "বল্ না ভাই।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এক ফকীরেব মুখে গান শুনেছিলাম—

'ঘব্‌কা ভেদ মিঞা, কোই না জানে
যো জানা সো চুপ্ রহা!'

যে জেনেছে, সে ত চুপ কবে গেছেই,—আমি জেনেও জানতে পারছি না, সুতরাং আমাকেও এ সব প্রশ্নের উত্তবে চুপ করে থাকতে দিন। আর, ফকীর-সন্ন্যাসীদের এ-সব খবর নিয়ে আপনি করবেনই বা কি? তা'র চেয়ে আপনাদের সুসভ্য গ্রাম্য-সমাজের দলাদলি কিম্বা সুমধুব পাবিবারিক কলহ-কিচি-মিচির কাহিনী কতকগুলো বলুন, শুনে দেহমন পবিত্র হোক, বেদান্তের নেশা কেটে যাক্।"

ব্রহ্মচারিণী এলুমিনিয়মের হাঁড়িতে গরম জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচাবীর পায়েব কাছে হাঁড়ি নামাইয়া ফ্লানেল ভিজাইতে দিয়া বসিলেন। ব্রহ্মচারী পায়ের পীড়িত স্থানটায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "উঃ, ঠাকুদ্দা, পায়ে কি ব্যথাই ধবেছে! আজ পদ্মাসন করে বসতে পর্যন্ত পারি নি।"

ঠাকুদ্দা অপরাধীর মত ম্লানমুখে ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "আর কখনো তোমায় কিছু খেতে দেব না ভাই। কাল পীড়াপীড়ি করে আমগুলো দিয়ে গেলুম, এমন 'কাল্-বাক্যি' বললে, কাল থেকেই ব্যথা!—সকালে খবর শুনেই আমার চক্ষুঃস্থির। তাড়াতাড়ি হবুশেকে ডাক দিয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসছি।"

আমের কথা ব্রহ্মচারী ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ঠাকুদ্দার কথায় মনে পড়িল। হাস্যোৎফুল্ল মুখে বলিলেন, ওঃ! এ ব্যথা তবে আপনারই দান! ভাল—ভাল। 'তোমার হাতের বেদনা দান, সে এড়াযে চাহি না মুকতি।'

নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঠাকুদ্দা বলিলেন, "তা তুমি বলতে পারো। কিন্তু এমন জানলে তোমায় আম দিতাম না। ব্যথাটা হোল হোল, ঠিক কাল থেকেই বাপু! অবাক্ হয়ে ভাবছি,—উঃ, এ দৈত্যকুলে কি প্রহ্লাদই জন্মেছ তুমি! তোমার গুরুকে গড করি।"

ঠাকুদ্দা নমস্কার করিলেন; ব্রহ্মচারীও সহাস্যমুখে যুক্ত-কর কপালে ঠেকাইলেন। ব্রহ্মচারিণী গরম ফ্লানেল নিংড়াইয়া, সামনে একটা রেকাবিতে রাখিলেন। স্বহস্তে ফ্লানেল তুলিয়া ব্রহ্মচারী ব্যথার উপর চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "না মশাই, আমি প্রহ্লাদ নই। ভক্তিকে আমি ভয়ানক ডরাই। আমার ঠাকুদ্দারাই ববঞ্চ নারদ, প্রহ্লাদ, রামানুজের দল। ভক্তি নিয়ে কেঁদে-কোকিয়ে কেষ্ট-বিষ্টুদের কাহিল করে দিয়েছেন। বায়নার বাহার কত? যোগমার্গ মান্‌ব না, বেদান্ত-ভি ডোণ্ট্ কেয়ার!"

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারী হাসিলেন। একটু কৌতূহলী হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুদ্দা,—আমার ঠাকুদ্দারা ত' এই রকম। আপনাদের ঠাকুদ্দারা কেমন ছিলেন?"

প্রশ্নটার অর্থ, তাঁহারা যোগমার্গ এবং বেদান্তের মতবাদ মানিতেন কি না? ঠাকুদ্দাও যে তাহা না বুঝিলেন, এমন নয়; অতিশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তাঁরা ছিলেন, ভাল। এমন বিবেকানন্দী-বচন শোনাবার নাতি ত তাঁদের ছিল না। দিনগুলো তাঁরা স্বোয়াস্তিতে কাটিয়েছেন।—"

ব্রহ্মচারী এবার খুব খানিকক্ষণ হাসিলেন; তা'র পর বলিলেন, "নাঃ, যে যোগমার্গ নেয নিক, মোদ্দা এমন ঠাকুদ্দা যেন তা'র একটি থাকে। আচ্ছা ঠাকুদ্দা, আপনাদের নাতিরাও ত' এই পর্যন্ত করলে, আমাদের নাতিরা এসে কি করবে বলুন দেখি?"

ঠাকুদ্দা অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আঁতুড়-ঘর থেকে বেরিয়েই মোহমুদ্গর ভাঁজতে সুরু ক'রে দেবে।"

ব্রহ্মচারিণী হেঁট হইয়া ফ্লানেল নিংড়াইতেছিলেন। একটু হাসিয়া নিম্নস্বরে সবিনয়ে বলিলেন, "অসম্ভব নয় ঠাকুদ্দা। এ দেশের মায়েদের মাথাগুলো যদি জ্ঞানচর্চার অধিকারে বঞ্চিত না রাখেন, তবে এমন জ্ঞানবান বিবেকনিষ্ঠ ছেলে

সব পাবেন, যারা—যথার্থ মানুষ ;—পশু নয়। সত্যকার ধর্ম, সত্যকার কর্ম,—জিনিসটা যে কি, সেটা বুঝে নেবাব মত সদ্‌-অসদ্‌ বিবেক-বুদ্ধিটা তারা জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই লাভ করবে।"

ব্রহ্মচারী ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "শুনছেন ঠাকুদ্দা, জ্ঞানেব জন্যে নালিশ! এ কি সওয়া যায়। একেই ত' বলে নাবী-বিদ্রোহ। বলুন না ঠাকুদ্দা, শাস্ত্রমতে এ দেশেব মেয়েদের মূর্খ থাকাই যে পরম-ধর্ম।"

জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্রহ্মচাবিণী নিম্নস্বরে বলিলেন, "শাস্ত্রমতে? ঠাকুদ্দা, কথাটা ঠিক ত'?"

ঠাকুদ্দা জবাব দিবাব পূর্ব্বেই নাতি ত্রস্তে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আহা-হা ভুল হয়েছে। শাস্ত্রমতে নয়, লোকাচাবমতে। লোকাচাবই যে এদেশে আদত শাস্ত্র।"

ব্রহ্মচারিণী মাথা হেঁট করিয়া নিজ মনেই বলিলেন, "লোকাচাবমতে পরমধর্ম অনেক রবমই আছে। একদিন বিধবাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মাবাও পরমধর্ম ছিল, গঙ্গাসাগবে ছেলে ফেলাও পবমধর্ম ছিল, আরও কত কি পরমধর্ম—"

ব্রহ্মচারী পরিহাসভরে বলিলেন, "বাবুদেব বাবনারী-সেবাও পবমধর্ম ছিল, এমন কি সেটা না কবাই আভিজাত্যহীনতাব পরিচয় ছিল। এই ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দাবাই কি কীর্ত্তি কবে গেছেন, জিজ্ঞাসা করো না। বলুন ত' ঠাকুদ্দা, আপনাব পূর্বপুরুষদের সুপবিত্র রুচিজ্ঞানেব পরিচয়।"

নিদারুণ অপ্রসন্নতাব সহিত ঠাকুদ্দা বলিলেন, "বলে' তোমাব কাছে মাব খাই আর কি? আমার অত সখে কাজ নাই।" তিনি উপেক্ষাভবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

ব্রহ্মচারিণী মৃদু মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মচারীব দিকে ইঙ্গিত কবিয়া বলিলেন, "ঠাকুদ্দা, পাযে ব্যথা কি সাধে হয়?"

আত্মত্রুটি-ক্ষালনের একটা সুযোগ পাইয়া ঠাকুদ্দা যেন কৃতার্থ হইলেন; সোৎসাহে বলিলেন, "ওই সব অবাক্য-কুবাক্য বলাব ফল আর কি?—শেষে দোষ পড়ল কি-না আমার আমের ঘাড়ে! পেটে খেলুম আম, পায়ে হোল ব্যথা! এই কি সম্ভব?"

অর্থাৎ—ব্রহ্মচারী যে কোনরূপে হোক, কথাব ফাঁদে পড়িয়া, একবার সেটা অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করুন, ঠাকুদ্দা তাহা হইলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া

নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু ব্রহ্মচারী অতটা বুঝিলেন না, নিজের বিশ্বাসমত তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "বুকে হোল নিউমোনিয়া, মুখে খেলুম ওষুদ,—নিউমোনিয়া ভাল হোল। কেন হোল মশাই ?"

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "অন্ধদের হস্তী দর্শন মামলা সুরু হোল। যা' তর্কের বিষয় নয়, তা' নিয়ে তর্ক করতে গেলে, কুতর্কের কুজ্ঝটিকায় অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়বাদ নাস্তিক্যবাদ, 'সব-বাদ'ই হবে। বাকী জমা কিছুই থাকবে না ঠাকুদ্দা!"

ঠাকুদ্দা প্রীত হইয়া বলিলেন, "যা' বলেছ দিদি, 'সব-বাদ'ই হবে। জমা কিছুই থাকবে না।"

ব্রহ্মচারীব দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন, "যেমন ওর নেই। মায়া, মমতা, ভক্তি, ভালবাসা সব কসে মড়ষা করে পুঁটলী বেঁধে, ওর ভগবানকে দিয়েছে। কারুর জন্যে কিছু জমা রাখে নি।"

ব্রহ্মচারী হাসিমুখে বলিলেন, "উহুঁ! ঠাকুদ্দার জন্যে একমুঠো চুরি করে রেখেছি। সত্যি ঠাকুদ্দা, আপনাকে জ্বালাতন কবতে বড় ভালবাসি।"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "শোন কথা। আমায় ভালবাসেন কেন? না, জ্বালাতন করবার জন্যে। আর আমিও যদি তেম্নি করে ওজন মেপে ভালবাসাটা return করি, তা'হলে?"

কথা বলিতে বলিতে সহসা গতকল্যকার রহস্যালাপের কথা ব্রহ্মচারীর মনে পড়িল। ঠাকুদ্দার সেই অধেক-বলা হেঁয়ালিটার আধখানা স্মৃতি মনে পড়িল, আধখানা মনে পড়িল না। ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মশাই, কাল আপনি কি কথা বলতে গিয়ে উঠে পালালেন? আমি পুকুর চুরি—না, না, ভরাডুবি বুঝি, কি একটা অকাণ্ড-কুকাণ্ড করেছি না-কি?"

ঠাকুদ্দা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "ভরাডুবি?"

বিপদগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আহা তেম্নি ধবণেরই কি যে বললেন, সংসারীদের হেঁয়ালি, ও-কি আমার মনে থাকে? কই তুমি বলো ত' কথাটা কি?"—তিনি ব্রহ্মচারিণীকে লক্ষ্য করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী বুঝিলেন কথাটা কি?—কিন্তু ঠাকুদ্দার সামনে সে আলোচনায় যোগ দিতে তিনি আপত্তি বোধ কবিলেন; ব্রহ্মচারীর কথার উত্তর না দিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "জলটা আর একবার ফুটিয়ে আনি।"

সেই সময় হরিশ বাড়ী ঢুকিল; ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে বলিল, "বিন্দুবাবু

এসেছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

ঠাকুদ্দা তৎক্ষণাৎ অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "বিন্দের একটা কথা ত'? সে দু'তিন ঘণ্টা।"

বাহিরের লোকটি সে কথা শুনিতে পাইল, সে ধীর-গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "না, তিন ঘণ্টা নয়। আমার কথা পাঁচ মিনিটেই শেষ হয়ে যাবে। মামা, আমি ভেতরে যাব?"

ক্ষণেকের জন্য সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাইলেন। এই লোকটিকে অসঙ্কোচে এস বলিয়া বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া লইতে সকলেই যেন সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন, অথচ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধভাবে তাকে ফিরাইয়া দিতেও লজ্জাবোধ করিতেছেন, এটা স্পষ্ট বোঝা গেল। ব্রহ্মচারী ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমার আহ্নিকের সময় হয়ে এসেছে—"

ঠাকুদ্দা নিম্নস্বরে বলিলেন, "বেশ। তাই বলে ফিরিয়ে দাও। প্রসাদ, পাপকে প্রশ্রয় দিও না, শেষে পস্তাবে।"

ব্রহ্মচারী দ্বিধার সহিত বলিলেন, "কিন্তু যদি এমন কিছু কথা থাকে, যা-না-শোনার জন্যে শেষে আমায় অনুশোচনা ভোগ করতে হবে—"

ঠাকুদ্দা অধিকতর নিম্নস্বরে বলিলেন, "টাকার দরকার ছাড়া অন্য কোন কথাই নাই। আমি বলে দিচ্ছি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তা' হলে আমি নিশ্চিন্ত। আজ আমি রিক্তহস্ত। হরিশ, ওকে ডাক।"

যতক্ষণ হাতে এক পয়সা থাকিত, ততক্ষণ ব্রহ্মচারী অপর অভাবগ্রস্ত প্রার্থীর জন্য নিজেকে দায়গ্রস্ত মনে করিতেন। হাতের পয়সা ফুরাইলে ভাবিতেন, দায়োদ্ধার হইয়াছি। কারণ, সে অবস্থায় প্রার্থীকে বিমুখ করিলে ধর্মের কাছে অপরাধী হইতে হইবে না।

ব্রহ্মচারিণী ফ্লানেলের টুকরা রেকাবি ইত্যাদি সমস্ত গুটাইয়া তুলিয়া লইতে লইতে অস্ফুটস্বরে ব্রহ্মচারীকে শুনাইয়া বলিলেন, "তা' হলে এখন আর সেঁক দেওয়া হবে না। আমি নেয়ে নিজের কাজে বস্‌তে চললুম।"

কণ্ঠস্বর আরও নামাইয়া বলিলেন, "মনে পড়িয়ে দিচ্ছি, অপরের অসৎ ভাব-প্রবাহের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ব্যাপারটায় যেন দৃষ্টি থাকে।"

ব্রহ্মচারী চিন্তিতভাবে বলিলেন, "হুঁ। ধন্যবাদ।"

ঠাকুদ্দা ততক্ষণে চায়ের এঁটো বাটিগুলো হরিশের জিম্বায় গছাইয়া দিয়া বলিতেছেন, "তোর জন্যে এগুলো আগলে নিয়ে বসে আছি। বাজারের ডালা নামা, যা' আগে, এগুলো পুকুর থেকে ধুয়ে নিয়ে আয়।"

হরিশ পাত্রগুলো তুলিয়া লইল। সেকের সরঞ্জাম সরাইয়া, একখানা গরদের কাপড় ও গামছা লইয়া ব্রহ্মচারিণী কূয়াতলায় গেলেন।

আহ্বান শুনিয়া বিন্দে ওবফে বিন্দুমাধব বাড়ী ঢুকিল। লোকটি ব্রহ্মচারীর দূরসম্পর্কীয় এক জ্ঞাতি-ভগিনীর পুত্র! ভগিনী এখন স্বর্গীয়া, ভগিনীপতি জীবিত। সম্পন্ন, ধনবান ব্যক্তি, একমাত্র পুত্র বিন্দুমাধবকে সুশিক্ষিত ও সদাচারশীল করিবার চেষ্টায়, তিনি অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন; কিন্তু বুদ্ধিমান বিন্দুমাধবের কাছে সুশিক্ষা ও সদাচারের আদর্শ অন্যরূপ ছিল। অসামান্য প্রতিভাবলে বালক বয়স হইতেই সে বাপেব বাক্সব টাকা, জামার সোণার বোতাম, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, সোণার আংটি আশ্চর্য কৌশলে হস্তগত করিতে শিখিল এবং বেশ্যালয় গমনই যে মানব-জীবনের চরমতম মহত্ব, ইহা নিশ্চিতরূপে আবিষ্কার করিল। বাপ-মা প্রথম প্রথম ছেলেকে সৎপথে আনিবার জন্য যত কিছু উপায় সব অবলম্বন করিলেন। কিন্তু বৃথা, বৃথা! অসাধারণ প্রতিভা লইয়া যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তা'র জাতিনাশের ক্ষমতা কাহারও নাই। ছেলে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া উত্তরোত্তর এমন উন্নতি দেখাইতে লাগিল, যে পাড়া-প্রতিবেশী—সহরবাসী মায় পুলিশের দারোগা পর্যন্ত অবাক হইয়া গেল। দুঃখে-কষ্টে মা দেহত্যাগ করিলেন, বাপ আরও দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া, টাকার জোরে বার বার ছেলের জেলখাটা বন্ধ পরিয়া শেযে হতাশ হইলেন। বিন্দু অর্থোপার্জ্জনের নূতন নূতন পথ আবিষ্কাব কবিল। মহা-উৎসাহে ট্রেনের ফাষ্ট´ ক্লাশ ও সেকেণ্ড ক্লাশে ঘুবিয়া, যাত্রীদের বিস্তর মূল্যবান জিনিস চুরি করিয়া মনের সুখে কিছুদিন নবাবী করিল এবং হঠাৎ একদা ধরা পড়িল। তা'র পর কি-যে ঘটিল, কেহ বলিতে পারে না। বছর কয়েক পরে শোনা গেল, সে রুদ্রপ্রয়াগে গিয়া বিখ্যাত সাধু হইয়া পড়িয়াছে এবং গাঁজায় দম কসিয়া যখন গীতার দার্শনিক ব্যাখ্যা জুড়িয়া দেয়, তখন মুগ্ধ না হয়, এমন শ্রোতা দুর্লভ। কিছুকাল পরে সে দেশে ফিরিল। গৈরিকবস্ত্র, খড়ম ও সুদীর্ঘ রুক্ষ চুল ও দাড়ি-গোঁফের সাহায্যে, নিজের ধোপা-নাপিতের আবশ্যকহীনতা প্রমাণ করিয়া, অনেকের কাছে খাতির জমাইয়া ফেলিল। আত্মীয়-স্বজনরা কেহ কেহ তাকে

গৃহে স্থান দিলেন, কিন্তু অচিরাৎ সাধুর কৃপামাহাত্ম্যে যখন আশেপাশের অল্প-বয়স্কা কুলবধূ এবং কুলকন্যারা উত্ত্যক্ত হইতে লাগিলেন, এবং গৃহস্থের ঘটিবাটি হইতে বাক্সের টাকা, গহনাপত্র অদৃশ্য হইতে লাগিল, তখন একে একে সকলে বিদায় দিলেন। পিতা সংবাদ পাইয়া ত্যজ্যপুত্র করিলেন। সাধু বিন্দুমাধব অগত্যা এখানকার বাগদাপাড়ায় আসিয়া তা'র এক পূর্ব প্রণয়িনীর গৃহে আড্ডা লইল। প্রণয়িনী লোকটি ভাল, বয়সে বিন্দুর মাতৃ-বয়স্কা হইলে কি হয়, এমন আদর্শ প্রণয়ী-পালন ও সেবা জগতে না-কি খুব কমই দেখা যায়। নিজে সাত-দুয়ারে গতর খাটাইয়া যাহা কিছু পায়, তাতেই বিন্দুর খরচ চালায়, নিজে রাঁধিয়া-বাড়িয়া বিন্দুকে পরিতোষপূর্বক খাওয়ায়। বিন্দুর রোগের সময় আশ্চর্য মমতার সহিত সেবা-শুশ্রূষা করে, অভাবের সময় গালাগালি দেয়, রাগের সময় মারামারিতেও পিছ-পা হয় না। তবু সে বিন্দুকে এত ভালবাসে যে, আজ পর্যন্ত জগতে কোন বিবাহিত-দম্পতীর মধ্যে না-কি তেমন ভালবাসা ঘটে নাই। বিন্দুর মতে তাহা এ জগতে তুচ্ছ জাগতিক সম্বন্ধ নয়, নিছক স্বর্গীয় ব্যাপার, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বিষয়টা লইয়া বিন্দু সুবিধা পাইলেই যেখানে সেখানে গভীর গবেষণামূলক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়া বেড়ায়। বয়স্ক-ব্যক্তিরা বিন্দুমাধবকে দেখিলে সরিয়া পড়েন, অল্প-বয়স্করা বিন্দুর কথাবার্তায় মোহিত হয়, বিন্দুর সঙ্গ শ্লাঘনীয় মনে করে। বিন্দুর বক্তৃতার কৃপায় তাহাদের মানসিক সঙ্কীর্ণতা দূর হইতেছে এবং তাহারা সর্ববিধ কুসংস্কার-মুক্ত, উদার-প্রাণতা লাভ করিতেছে, ইহা বুঝিতে পারে। তা' ছাড়া বিন্দু গুণীব্যক্তি, সাপের মন্ত্র, ভূতের মন্ত্র, বাণমারা, হাতচালা, ডাকিনী-বিদ্যা, কাক-চরিত্র, এমন কি তন্ত্রোক্ত বিশেষ বিশেষ সাধন-পদ্ধতি পর্যন্ত জানে। বিশেষতঃ বশীকরণ ও মারণ-বিদ্যায় সে না-কি সিদ্ধহস্ত। সেজন্য ভয়ে কেহ তা'র কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস পায় না।

ছাব্বিশ

বিন্দুমাধব আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ধীর-পদক্ষেপে গম্ভীরভাবে উঠানে আসিতে আসিতে ঠাকুদ্দার উদ্দেশে বলিল, "ছোট কর্তা কি নাতির পায়ের তদারক করতে এসেছেন।"

কথাটার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল, ঠাকুদ্দা তাহা উপলব্ধি করিলেন। একটু জোরের সহিত বলিলেন, "হ্যাঁ।"

বিন্দু বারান্দায় উঠিয়া ব্রহ্মচারীর নির্দেশমত একটা আসন লইয়া বসিল। সুগম্ভীরে বলিল, " 'শ্রীমন্তকা কণ্টক্ ফুটে দরদ্ পুছে স কৈ। তুখিয়া গিরে পাহাড়সে বাত্ না পুছে কৈ।' পয়সা আছে, কাজেই মামার পায়ে-ব্যথার খবর নিতে হাজির হয়েছেন। আমার পয়সা নেই, তাই সত্যঃ-কলেরা হয়ে মলেও দেখতে যান না।"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "কি করে যাই ? তুমি একপাশে বিম্‌লি বাগ্দিনী আর একপাশে তার বিধবা ভাই-ঝি ক্ষেমিকে নিয়ে, সব-কুণ্ঠা ছেড়ে বৈকুণ্ঠলীলা করছ। আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজবদ্ধ-জীব, অত বড় বৈকুণ্ঠে মাথা গলাতে কি সাহস পাই ? শুনলাম, সস্তা দামে বিস্তর পচা-ইলিশ কিনে তিন মূর্তিতে আমোদ-প্রমোদ করে খেয়েছ, তা'র পর কলেরার মত হয়েছে, ডাক্তার নিয়ে গেছ, ওষুধ-বিষুদ খেয়ে ভাল হয়েছ। একেবারে ডাক্তারের কাছেই সব খবর পেলাম, সুতরাং নিশ্চিন্ত। অত পচা-ইলিশ খেয়েছিলি কেন ?"

বিন্দুর শরীরে বিধাতা অনেক সদ্‌গুণ দিয়াছিলেন, তা'র মধ্যে একটা অসাধারণ সদ্‌গুণ ছিল, অবস্থা-বিশেষে বাক্-সংযম। সাধারণ ভদ্র-সমাজ যে-গুলোকে দণ্ডার্হ কাজ বা নিন্দনীয় কাজ বলিয়া মনে করে সে-সব কাজ সম্পাদনে বিন্দুর তিলার্ধও লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ছিল না ; সে-সব কথা লইয়া যে-যাহা খুশি বলুক, তাতে বিন্দুমাত্রও টলিত না।

আজিও টলিল না। অতিশয় গম্ভীর হইয়া দার্শনিক-জনোচিত বিরাট-বিজ্ঞতার সহিত বলিল, "ভগবান যখন পচা-ইলিশ সৃষ্টি করেছেন, তা'র দাম সস্তা করেছেন, তখন তা' খাওয়াই উচিত। তাতে মরি মরব। মরবার পরে এ আপশোষ থাকবে না, যে, না খেয়ে মরেছি।"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "তা' বই কি। ভগবান যখন বিমলি-বাগ্দিনীর মত গুণবতীকে সৃষ্টি করেছেন, তখন বিন্দের মত গুণগ্রাহী সৃষ্টি করতেও বাধ্য। নইলে তাঁর কাণ্ডজ্ঞানকে পাঁচজনে ছি-ছি কর্ত। হ্যাঁ রে, ক্ষেমির একটা ছেলে হয়েছে নয়? সে ত তোরই ছেলে?"

বিন্দু অপরূপ-ভঙ্গীতে একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "তার কোন লক্ষণ দেখেছেন?"

ঠাকুদ্দা চটিয়া উঠিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন বোঝা গেল না। বিন্দু অধিকতর বিজ্ঞতার সহিত বলিল, "যদি সত্যিই আমার ছেলে হয়, তবে জেনে রাখবেন, বাগ্দীর ঘরে জন্মালেও ও-ছেলে একদিন রাজচক্রবর্ত্তী হবে।"

ঠাকুদ্দা বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত বলিলেন, "কেন?"

উত্তরে বিন্দু সেই ছেলের জন্ম-বৃত্তান্তের সহিত দেবলীলা-সম্পর্কীয় এক অলৌকিক-কাহিনী জুড়িয়া এমন রসগর্ভ বক্তৃতা সুরু করিল যে, ঠাকুদ্দা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিন্দুর আগমন অবধি ব্রহ্মচারী একটু অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিয়াছিলেন, এবার তাঁরও অন্যমনস্কতা ঘুচিল, চোখে একটু কৌতুকের ভাব জাগিল! স্মিতমুখে তিনি বিন্দুর সুগম্ভীর মুখ-ভাব ও বিচিত্র-কৌশলময়ী বচন-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

নিজের বক্তব্য শেষ করিয়া বিন্দু বলিল, "আজন্ম-ব্রহ্মচারীর সন্তান, সে যেখানেই জন্মলাভ করুক—সে একজন মহাপুরুষ হবেই।"

ঠাকুদ্দার স্তম্ভিত ভাবের নেশা কাটিয়া গেল। সবিস্ময়ে বলিলেন, "কে আজন্ম-ব্রহ্মচারী রে? তুই?"

বিন্দু অবিচলিত-গাম্ভীর্যে উত্তর দিল, "নয় ত কে? আমি কি আপনাদের মত বিয়ে করেছি?"

ব্রহ্মচারী অস্বস্তি-পীড়িতচিত্তে একটু ব্যঙ্গভরা বিনয় করিয়া বলিলেন, "বিন্দে, আর নয়। আজন্ম-ব্রহ্মচর্যের খুব পিণ্ডি চট্‌কেছ, এবার থাম বাপ্! কি একটা কথা বল্‌তে এসেছ, সেটা বিনা-ভূমিকায় সোজা বল। এ নরক-যন্ত্রণা আর ত সয় না।"

বিন্দে বলিল, "নরক-যন্ত্রণা মনে কর্‌লেই নরক-যন্ত্রণা। নইলে স্বর্গ-ই বা কোথা, নরকই বা কোথা? পুণ্যও যা', পাপও তাই; শুচিতাও যা', অশুচিতাও তাই; ব্রহ্মচর্যও যা', ব্যভিচারও তাই—"

সে আরও বলিত, কিন্তু ব্রহ্মচারী বাধা দিলেন। বলিলেন, "উঃ, নির্বিকল্প সমাধির চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হোল! থাম্ বিন্দে—"

"আপনি ত' মামা শাস্ত্রালোচনা করেন, শাস্ত্রে কি বলে? শুচিতা-অশুচিতা—"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বিন্দে, শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা ঢের যায়গায় শুনেছি, কিন্তু তোর মুখে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুন্‌লে আমার হৃদ্‌কম্প হয়।"

ঠাকুদ্দা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমার ব্লাড্-প্রেসার বাড়ে। বিন্দে, তুই কোন্ লগ্নে জন্মেছিলি রে?"

বিন্দু বলিল, "যে লগ্নে অবতারেরা জন্মেছিলেন।"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "অমন সিনিবালি অমাবস্যের 'খ্যাণ' খুঁজে আজ পর্যন্ত কোন অবতার জন্মাতে পারেন নি। কস্মিনকালে পারবেও না। ছ্যাখ বিন্দে, তোকে ব্যগ্রতা করে বল্‌ছি,—অনুরোধ নয়, রীতিমত অনুনয়! তোর ব্যক্তিগত কুসংস্কারগুলো তোর মধ্যেই চেপে রাখ্। ওগুলো দশজনের মধ্যে চালাতে যাস্ নে। আমার বাস্তবিক দুর্ভাবনা বোধ হয়।"

বিন্দু অতিশয় গম্ভীর হইয়া কি একটা গুরুতর জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল। ব্রহ্মচারিণী কূয়াতলা হইতে স্নান করিয়া সামনের উঠান দিয়া সেই সময় পূজার ঘরে গেলেন। স্বামীর সমবয়স্ক যুবক-ভাগিনেয়ের সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না, সামনেও আসিতেন না।

বিন্দুমাধব তীক্ষ্ণ-বক্র-কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল; মুখের কথা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "মামী এইখানেই রয়েছেন? মামা তা'হলে পূরোদস্তুর সংসারীই হলেন?"

ব্রহ্মচারী হাসিলেন; উত্তর দিলেন না। বিন্দুমাধব নিজের মনে মাথা নাড়িয়া বলিল, "শক্তি না হলে কি সিদ্ধিলাভ হয়।"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "শুধু সিদ্ধি? মদ, গাঁজা, চরস, চণ্ডু, ভাং—কোন্‌টাই বা-না লাভ হয়? কিরে প্রসাদ, তুই যে চুপ হয়ে, মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছিস্? তোর বিবেকানন্দী-বচন গেল কোথা?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এত বড় অবিবেকানন্দ সামনে উপস্থিত থাক্‌তে বিবেকানন্দ! এরই বুলি-চালি চাট্টিখানি শুনুন।"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "ওর বুলি-চালি বাগ্দীপাড়া, কুমারপাড়া-টাড়ায় জমে ভাল। সেদিন দেখি জেলেপাড়ার চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলোকে জুটিয়ে বটতলায়

বসে তন্ত্রের শক্তি-শোধন ব্যাপার, সংস্কৃত শ্লোক ঝেড়ে বোঝাচ্ছে! তারা ত' তাক্ মেরে গেছে, এত বড় রসালো তত্ত্ব! ওর চ্যালা হবার জন্যে সবাই খুনোখুনি জুড়ে দেবে, দেখিস্।"

শ্রীমান্ বিন্দুমাধব ভৈরবনিনাদে বলিল, "আপনারা শাস্ত্রজ্ঞানহীন, তাই শাস্ত্রের মর্যাদা রাখেন না। মামা ত' শক্ত্যানন্দ-স্বামীর কাছে তন্ত্র পাঠ কর্‌ছেন, মামাকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি। ভৈরবী-তন্ত্রে "পানের্ভ্রান্তির্ভবেৎ যস্য —"

ব্রহ্মচারী মহা-বিব্রত হইলেন। সেদিন এইখানে বসিয়া, শক্ত্যানন্দ স্বামীর সহিত তাঁহার আলোচনার সংবাদ ব্রহ্মচারিণীর কর্ণগোচর হওয়া মনে পড়িল। আজও তিনি আসনে বসিয়াছেন, এ সময় তাঁর কাণের কাছে হাল্লা হাঙ্গামা করিয়া উপাসনায় ব্যাঘাত করা, ভগবানের কাছে অপরাধী হওয়া বলিয়াই ব্রহ্মচারী মনে করিতেন। তাতে আবার বিন্দুমাধবের ভৈরব-গর্জ্জনে ভৈরবী-তন্ত্রের ব্যাখ্যা! ব্যস্তভাবে বিন্দুকে থামাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী নিম্নস্বরে বলিলেন, "ওহে আস্তে, আস্তে। তোমার মামী-মা পূজোয় বসেছেন।"

বিন্দু ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "বস্‌লেনই বা পূজোয়! তাতে কি? আমিও শাস্ত্র আলোচনা কর্‌ছি।"

ব্রহ্মচারী ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "নীরব-উপাসকের উপাসনায় ব্যাঘাত দেবার জন্য, সরবে শাস্ত্র-বিচার সুরু করলে,—হয় ত' তাতে ধার্মিকতার পরিচয় খুব দেওয়া হয়, কিন্তু যথার্থ ধর্মোন্নতি যে তাতে হয় না, সেটা নিজের জীবনের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট বুঝেছি। শাস্ত্র-জ্ঞানের অভিমান ত' খুব রাখ বাবা, শাস্ত্রের এই নীতি-বাক্যটাও—ধর্মের খাতিরে না হোক, ন্যায়ের খাতিরে মনে রেখো—"ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্ম, ন ধর্ম্ম সঃ কুধর্ম্ম তৎ।"

বিন্দু অতিশয় গম্ভীর হইয়া বলিল, "শাস্ত্রের নীতি-বাক্য ত' বল্‌লেন, কিন্তু ওর যুক্তি কি, হেতু কি, প্রমাণ কি, তা' ত বললেন না। আপনার বিশ্বাস, অপরের ধর্মাচরণে বাধা দিলে আপনার ধর্মহানি হবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস—"

ঠাকুদ্দা বাধা দিয়া বলিলেন, "কুতর্ক আর কুযুক্তিতে এমন সুমার্জ্জিত পাণ্ডিত্য আর দেখলুম না; অতএব দু'শো তারিফ কর্‌ছি! বিন্দে তোর বিশ্বাস কি, জান্‌তে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই। প্রসাদের যদি থাকে,

ও যেন বাগ্দীপাড়ায় গিয়ে ছুই ভাগ্নে-বৌয়ের কাছে শাস্ত্র-বাক্যের দর-দাম ওজন-যাচাই করে।"

ব্রহ্মচারী কাণে হাত দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ঠাকুদ্দাকে প্রণাম করিয়া সলজ্জহাস্যে বলিলেন, "উঃ, বড্ড গালাগালি দিলেন ঠাকুদ্দা। আমি স্নান করে আসনে বস্‌তে চল্‌লুম, বিন্দু, আমার ঠাকুদ্দাকে নিরিবিলিতে ভৈরবী-তন্ত্রের বাছা বাছা শ্লোক একটু শোনাও ত' বাবা। কিন্তু একটু চুপি চুপি।"

মুহূর্তে ঠাকুদ্দা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "হুঁ। ঠাকুদ্দার ঘরে যে ভৈরবী আছেন, তিনি তা'হলে ঝাঁটার চোটে ভূতুড়ে তন্ত্র সৃষ্টি করে দেবেন। তাঁকে আমার নাৎ-বৌ পাও নি যে, ভৈরবী-তন্ত্র বৈষ্ণবী-তন্ত্র সব-তন্ত্রে ঠোকর দেবে, আর তিনি চুপ করে বসে বসে দেখ্‌বেন।"

বলিতে বলিতে ঠাকুদ্দা সহসা সংশয়ভরা কৌতূহলের সহিত বলিলেন, "হ্যাঁ রে প্রসাদ, ভৈরবী-তন্ত্র-টন্ত্রগুলো কি রে?"

সলজ্জহাস্যে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে। চরিত্রবান, সদাচারনিষ্ঠ, অকপট-ধার্মিক, তান্ত্রিক-সাধক যে যেখানে আছেন, আমি সবাইকে কোটী কোটী প্রণাম করছি। তাঁদের সাধন-পদ্ধতি বোধ হয় আলাদা। কিন্তু বিন্দে-টিন্দে ক্লাশের সাধকদের জন্যেও তো একটা কিছু চাই। ভৈরবী-তন্ত্র-টন্ত্রগুলো বোধ হয়, এদেরই গায়ের মাপ দিয়ে তৈরী। অধিকারী-ভেদে সাধন-ভেদ শাস্ত্রেরই ব্যবস্থা।"

চিন্তিত হইয়া ঠাকুদ্দা বলিলেন, "তা'হলে বিম্‌লি আর ক্ষেমি—"

ব্রহ্মচারী যোড়হাত করিয়া বলিলেন, "দোহাই ঠাকুদ্দা! বেদান্তদর্শনে ও-প্রশ্নের কোন জবাব লেখে নি। ওটা আপনাদের বৈষ্ণব-মতে ব্রজের ভাব, না ব্রজলীলা কি বলে? তাও হতে পারে, কিংবা বিন্দের ভৈরবী-তন্ত্র-মতে অপর কিছু আধ্যাত্মিক ব্যাপারও হতে পারে। বিন্দেকে জিজ্ঞাসা করুন—"

গামছাখানা টানিয়া কাঁধে ফেলিলেন। রোয়াকের পৈঠা কয়টা ডিঙাইয়া উঠানে নামিলেন। পূজা-গৃহের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সামনের দুয়ার জানালাগুলো বন্ধ আছে, অর্থাৎ এখান হইতে নিতান্ত চীৎকার না করিলে অতদূর পর্যন্ত কথা পৌঁছিবে না। তিনি আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুদ্দার উদ্দেশে হাসিমুখে চুপি চুপি বলিলেন, "বিন্দে শুধু থিওরী দিয়ে

ঠকাবে না। চাই কি আপনাকেও প্র্যাক্‌টিক্যালি অনেক কিছু তত্ত্বের রসাস্বাদ করিয়ে তৃপ্তি দেবে।"

বলিয়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে দে-ছুট্! চাপা গলায় শিবাপরাধ-ক্ষমাপণ স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে কুয়াতলায় ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি স্নান জুড়িয়া দিলেন। পিছনে ঠাকুদ্দা বিড় বিড় করিয়া কটু-কাটব্য ঝাড়িতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্নান করিয়া ব্রহ্মচারী নিম্নস্বরে স্তব-পাঠ করিতে করিতে নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। বিন্দের সঙ্গে ঠাকুদ্দার তখন মহা-রাগারাগি চলিতেছে। গ্রামের কে মুখুজ্জেদের যুবতী বিধবা-মেয়ে, ও-কে বোসেদের যুবতী বিধবা-ভ্রাতৃবধূ না-কি বৈষয়িক-কারণে জ্ঞাতি-শত্রুদের জব্দ করিবার জন্য সাধু বিন্দুমাধব ও সাধু শক্ত্যানন্দ-স্বামীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইঁহারা না-কি, কি-সব গুণ-তুক্ করিয়া, বাণ মারিয়া, বিধবা দুইটির সমুদয় শত্রু নিপাতের বন্দোবস্ত করিতেছেন। গ্রামে ইহা লইয়া কাণা-ঘুসা চলিতেছে! সাধু-সেবার অছিলায় উক্ত বিধবা দুটি এমন সব কাণ্ড অনুষ্ঠান সুরু করিয়াছেন, যাতে আত্মীয়-অভিভাবকরা ত' পরের কথা,—নিরপেক্ষ নিরীহ বৃদ্ধ ঠাকুদ্দাকে স্বচক্ষে কিছু 'আশ্চর্য ব্যাপার' দেখিতে হইয়াছে। বৃদ্ধ বিচলিত হইয়াছেন।

বিন্দুর সহিত এই ব্যাপার লইয়া ঠাকুদ্দা আলোচনা সুরু করিয়াছেন। সুনিপুণ অভিনেতার মত বিন্দু অসঙ্কোচে অনর্গল মিথ্যা কথা বলিতে পারে এবং সাধারণতঃ ভুলিয়াও সত্য কথা বলে না, কিন্তু নিজের বাহাদুরী প্রমাণ করিবার সময়, নিজের ঘৃণিত-গুপ্ত-কুকীর্তিগুলিও এক এক সময় প্রকাশ করিয়া ফেলে।

আজও ঠাকুদ্দার প্রশ্নের উত্তরে সে দম্ভ করিয়া উক্ত বিধবা দু'টির সম্বন্ধে এমন কথা প্রকাশ করিয়াছে, যাহা শুনিয়া ঠাকুদ্দা আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, অমার্জিত-বুদ্ধি, মূর্খ স্ত্রীলোক দু'টিকে অসৎপথে পরিচালিত করার জন্য ঠাকুদ্দা ক্রুদ্ধ হইয়া বিন্দুকে,—কটূক্তি করিতেছেন। উত্তরে বিন্দুও উষ্ণ হইয়া ভৈরবী-তন্ত্র, না কাপালিক-তন্ত্র, কোন্ তন্ত্র হইতে শ্লোকোদ্ধার করিয়া—সংশোধন করিয়া মদ্যপান এবং মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক জলবিন্দু দ্বারা পরস্ত্রীকে অভিষেক করিয়া লইলে, সে-যে "বিশুদ্ধা শক্তি" হইতে পারে এবং সেইরূপ "শক্তি" হইতেই যে সাধকের সমুদয় সিদ্ধি লাভ হইতে পারে, তাহা বিশদব্যাখ্যা দ্বারা বুঝাইতেছে। ঠাকুদ্দার স্বর্গগত পিতামহও সম্ভবতঃ কখনো

সে-সব তত্ত্ব শ্রবণ করেন নাই, সুতরাং রুচি ও সংস্কারে আঘাত লাগায় তিনি মর্মান্তিক রুষ্ট হইয়াছেন; চাপা গলায় উভয়ের মধ্যে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে।

ব্রহ্মচারীর তখনও শিবাপরাধ-ক্ষমাপণ স্তোত্র পাঠ চলিতেছে; কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কাপড় বদলাইয়া বাহিরে আসিলেন, দড়িতে কাপড় শুকাইতে দিলেন। তা'র পর ঠাকুদ্দার সামনে আসিয়া, তাঁহাদের বিতণ্ডা থামাইয়া দিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে যোড়হাতে আবৃত্তি করিলেন :—

"করচরণকৃতং-বাক্কায়জং-কর্ম্মজং বা
শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং-বাহপরাধম্।
বিহিতমবিহিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীঠাকুবদাদা।"

হাসিয়া বলিলেন, "অনেক রাগিয়েছি, এবার ক্ষমা চাইছি। আশীর্বাদ করুন, এবার মনঃস্থির করে যেন আমার আহ্নিকপূজাটি সারতে পারি। আসনে বস্‌তে চললুম। আপনারা যখন যাবেন, দয়া করে সদর দুয়ারটা ভেজিয়ে—"

ঠাকুদ্দা মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না—না। আমরা এখুনি যাচ্ছি, তুমি দুয়ারে খিল দিয়ে পুজোয় বস গে। আয় বিন্দে—"

ঠাকুদ্দা উঠানে নামিলেন। বিন্দে উঠিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না, নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিল। ঠাকুদ্দা পুনশ্চ ডাকিলেন, "আয় বিন্দে—"

বিন্দে জবাব দিল, "আপনি যান, আমি পরে যাব।"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "না—না, পরে নয়। আমার সঙ্গেই চল্। শাস্ত্রীয় যুক্তির দোহাই দিয়ে কোন কদাচারেই তোমার আপত্তি নাই। এদের ঘটিটা বাটিটায় 'দৃষ্টি' দেবে, সেটাও তোমার পক্ষে হয় ত' শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা—"

বিব্রত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আহা-হা কি করেন ঠাকুদ্দা—"

ক্রুদ্ধস্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "ঠিক কর্‌ছি। আমি তোর মত উদো-মাদা সন্নিসী নই,—সংসারী। বিন্দের মত বাইশ-শো বজ্জাতের পাল্লায় পড়ে ঢের ঠকেছি। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। বিন্দে আয়।"

অগত্যা বিন্দে উঠিল। উঠানে নামিতে নামিতে অত্যন্ত গম্ভীরমুখে বলিল, "চুরি যদি করি, নিজের মামার জিনিসই চুরি কর্‌ব।—তবে দোষ কি?"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "কি সাংঘাতিক আত্মীয়-মর্যাদা!—এমন যুক্তি-বিচার শিখ্‌লি কোথা? বাগ্দীপাড়ার শাস্ত্রে?"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ সহসা ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যে সদর-দুয়ারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন, সে কথা ভুলিয়া তিক্ত-তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "প্রসাদ, তোর ধর্মের দোহাই, তোর গুরুর দোহাই,—একটা সত্যি কথা বল্। পরস্ত্রীর ধর্মনাশ করে কখনো ধর্মলাভ হয়—এ কি বিশ্বাস-যোগ্য কথা?"

ব্রহ্মচারীর মুখের উপর কে যেন সবলে মুষ্ট্যাঘাত করিল, বিবর্ণমুখে মর্মান্তিক ক্লেশের সহিত তিনি বলিলেন, "নিজের পায়ে কুড়ুলের চোট মার্‌লে দৌড়ের ক্ষমতা বাড়ে, এ-কথা যে বিশ্বাস করে,—ও-কথাও সে বিশ্বাস করবে।"

বিন্দুমাধবের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় ব্রহ্মচারী থামিলেন। ক্ষণেকের জন্য ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আমার গুরুর অভিমত পরে আপনাকে জানাব। এখন আসনে বসবার সময়; স্থির হয়ে সব বলতে পারব না। তবে অতি-সহজ নৈতিক-বুদ্ধিতে এটা ত' বোঝেন, যা' অবৈধ,—সে রকম কাজের দ্বারা কখনো আত্মোন্নতিমূলক ধর্মলাভ হয় না।"

বিন্দু অতিশয় বিজ্ঞতার সহিত বলিল, "বাসনা-নিবৃত্তিই কর্মের উদ্দেশ্য। যার যা' বাসনা—"

ব্রহ্মচারী ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিলেন, "কুৎসিত, ঘৃণিত, অসংযত লালসা-পরিতৃপ্তির নাম কর্ম নয় বিন্দে। সেগুলো—কুকর্ম! পশু-ধর্মও ধর্ম,—সে ধর্মের সম্বন্ধে যেখানে যত খুশি লেক্‌চার ঝেড়ে বেড়া। সে ধর্ম উৎসাহের সঙ্গে পালন করবার মত পশু সংসারে যথেষ্ট আছে। কুতর্কের দ্বারা অতি-বড় প্রকাণ্ড মিথ্যাকেও অতি-বড় প্রকাণ্ড সত্য বলে চালানো যায়। তুইও পশু-ধর্মকে আত্মিক-ধর্ম বলে প্রচার করে, তোর উপযুক্ত শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি কর—ঝগড়া করব না। কিন্তু ভদ্রসমাজ বলে একটা সমাজ এখনো আছে। মা, বোন, স্ত্রী, কন্যার সম্বন্ধে তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান এখনো লোপ পায় নি; তাঁদের নীতিজ্ঞানকে, ভদ্র-রুচিকে জবাই করে কসাই-বৃত্তি চালাস্ নে। তোকে সাবধান করে দিচ্ছি।"

বিন্দুমাধব যথাপূর্বং তথাপরং অটল নির্বিকার। নিরুদ্বিগ্ন-মুখে বলিল, "আপনি পূজায় বসতে যাচ্ছেন, এখন বলা হোল না, একটা কথা আছে। কোন্ সময় এলে কথা হবে বলুন।"

ব্রহ্মচারী কিছু বলিবার পূর্বেই ঠাকুদ্দা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কোন সময়েই নয়। তোমার কথার মধ্যে ত' দেখি দুই কথা—এক কসাইখানার গল্প, আর এক টাকার দরকার।"

বিন্দু অম্লানবদনে বলিল, "হ্যাঁ! টাকা গোটাকতক দরকার। তা' ছাড়াও কথা আছে। ক্ষেমির ছেলের অসুখ হয়েছে, ডাক্তারের সঙ্গে ত' মামার বন্ধুত্ব আছে। ওঁকে বলে দেবেন যেন আজ গিয়ে দেখে আসে।"

ইহা অনুরোধ নয়, আদেশ। এ শ্রেণীর আদেশ প্রায়ই ব্রহ্মচারীকে নিজের পয়সা খরচ করিয়া পালন করিতে হইত,—শুধু অসমর্থের জন্য নয়, সমর্থের জন্যও। পল্লীগ্রামের অবস্থা যাঁহারা জানেন, এ-টুকু সত্য তাঁহাদের অবিদিত নাই যে, একজন সহৃদয় দানোৎসাহী, সামর্থবানকে হাতের কাছে পাইলে বিন্দুমাধব-শ্রেণীর অনেকেই তাঁর স্কন্ধের উপর দিয়া 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' প্রবাদ-বাক্যটি সার্থক করিয়া লইতে চায়।

একে আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ-প্রায়, তা'র উপর বিন্দুমাধবের গভীর গবেষণাচ্ছাদিত অসহনীয় ধৃষ্টতার অত্যাচার,—তা'র উপর আবার তা'র উপপত্নীর জারজ-সন্তানের জন্য চিকিৎসক! রুক্ষস্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমার হাতে টাকা নেই, নিজের ব্যবস্থা নিজে করগে।"

বিন্দু অতি সংযতস্বরে বলিল, "এখন আমার হাতেও টাকা নেই।—ডাক্তার আপনার বন্ধু, যদি আপনি বলে-কয়ে দেন—উপকার হয়।"

ব্রহ্মচারী দুয়ার বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "বন্ধুত্বের খাতিরে অন্যায় জুলুম করে কাউকে পরোপকারে প্রবৃত্ত করাবার সামর্থ আমার নেই। ডাক্তারকেও পয়সার জন্য খাটতে হয়।"

তা'র পর আর বাদানুবাদের অবকাশ না দিয়া তিনি দ্রুতপদে পূজার ঘরে চলিয়া গেলেন।

সাতাশ

সেদিন সন্ধ্যার পর পূজাহ্নিক সারিয়া ব্রহ্মচারী বাহিরে আসিলেন। রোয়াকে উঠিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মচারিণী তখনও আসেন নাই, কম্বলও যথাস্থানে পাতা নাই। অনুমানে বুঝিলেন, ব্রহ্মচারিণী তখনও পূজাপাঠ সারিয়া উঠেন নাই। লণ্ঠন জ্বালিয়া, কম্বল ও একখানা মোটা বই আনিয়া রোয়াকে বসিয়া পড়িতে লাগিলেন।

কিন্তু পড়ায় মন লাগিল না। ক্ষণে-ক্ষণে অন্যমনস্ক হইয়া যাইতে লাগিলেন। বাতাসে দুয়ার-জানালার সামান্য খুট্‌খাট্ শব্দেও চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন, ব্যগ্র ঔৎসুক্যে বার বার পূজা-গৃহের দিকে চাহিতে লাগিলেন,—হয় ত' তিনি আসিতেছেন! কিন্তু না, তিনি নয়।

নিজের মানসিক চঞ্চলতা লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচারী নিজের মনেই হাসিলেন। আবার পড়ায় মন দিবার চেষ্টা করিলেন, এবং ব্যর্থ-চেষ্টায় আরও কিছুক্ষণ সময় কাটাইয়া শেষে উঠিলেন। মনে মনে কি একটা কৈফিয়ৎ স্থির করিতে করিতে পূজা-গৃহের দিকে চলিলেন।

পূজা-গৃহের বারান্দায় পা দিয়া ব্রহ্মচারী সহসা চমকাইয়া উঠিলেন। অন্ধকার বারান্দা দিয়া কে একজন তীব্রবেগে বাহিরে আসিতেছিলেন, ঠিক চৌকাঠের কাছেই তা'র সাম্‌নে পড়িলেন। যদিও অন্ধকারে মানুষ দেখা গেল না, কিন্তু তাঁর আঁচলের চাবি এবং হাতে জড়ানো রুদ্রাক্ষ মালার ঘষাঘষির শব্দে বুঝিতে বাকী রহিল না,—মানুষটি কে। ত্রস্তে ব্রহ্মচারী পিছু হটিয়া দাঁড়াইলেন; মৃদু-বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "এত দেরি?"

ব্রহ্মচারিণী ব্যস্ত-উদ্বিগ্নভাবে ধরা-গলায় বলিলেন, "আমায় ডাক্‌ছিলে?"

আশ্চর্য হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমি?"

"তুমি নও? তা'হলে?"—বলিয়া ব্রহ্মচারিণী হতবুদ্ধি-বিহ্বলের মত ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে-দৃষ্টিকে আর যাহাই বলা হউক, প্রকৃতিস্থের স্বাভাবিক দৃষ্টি বলা চলে না। ব্রহ্মচারী নিগূঢ় বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত দু'জনেই বিস্ময়াভিভূত,—স্তম্ভিত! ওই যে অনির্দিষ্ট

'তাহা হইলে'-টা কি,—সে প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিতে কেহই যেন সাহসী হইলেন না।

জোর করিয়া বিস্ময়-বিকল ভাবটা দমন করিয়া ব্রহ্মচারী ধীরে বলিলেন, "তোমার নিত্যক্রিয়া শেষ হয়েছে ত'? তা'হলে এস।"

ব্রহ্মচারিণী কি একটা কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গলায় যেন আট্‌কাইয়া গেল। উপরে নির্মল নীল আকাশে শুক্লাষ্টমীর উজ্জ্বল চন্দ্র হাসিতেছিল; বিহ্বল-দৃষ্টি তুলিয়া তিনি একবার সেই দিকে চাহিলেন। বার দুই ঢোক গিলিয়া আবার কি যেন বলিবার চেষ্টা করিলেন, এবারও বলিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচারী তাঁর চন্দ্রলোক-স্নাত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—ভাব-বিহ্বল দুই চোখে অশ্রুবিন্দু টল্ টল্ করিতেছে। মুখে এক অনির্বচনীয়, অপূর্ব-ভাব!

ব্রহ্মচারী উদ্বেলিত হৃৎস্পন্দন সবলে দমন করিয়া অধিকতর ধীর-স্বরে ডাকিলেন, "নীলিমা।"

সে ডাকে ব্রহ্মচারিণীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সহসা অস্বাভাবিক ব্যস্ত-উত্তেজিত হইয়া তিনি জড়িতস্বরে বলিলেন, "হাঁ—হাঁ, যাই, যাই। তোমার পায়ের ব্যথা কেমন আছে?"

ওবেলা সেক দিয়া পায়ের ব্যথা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল; সমস্ত দিনে ব্রহ্মচারী আর সেদিকে মনোযোগ দিবার সময় পান নাই। বিশেষতঃ কাল রাত্রের অনিদ্রার গ্লানিটুকু কাটাইবার জন্য সমস্ত দুপুর ঘুমাইয়াছেন; বৈকালে আহ্নিক-পর্বে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইয়াছে। কোথায় ব্যথা, কার ব্যথা, কে-ই বা স্মরণ রাখে?

কিন্তু এবার স্মরণ হইল। একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার সেকে উপকার হয়েছে, ব্যথা কমেছে।" রোয়াকের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন, "ওখানে বস্‌বে চল।"

"যাই। তুমি এগোও।" বলিয়া ব্রহ্মচারিণী হাতে জড়ানো জপের মালাটা নমস্কার করিয়া, হাত হইতে খুলিলেন। বাঁ-কাঁধের উপর হইতে চাবিশুদ্ধ আঁচলটা খসিয়া পড়িতেছিল, সেটা কাঁধে ঠিক করিয়া দিয়া মালাটাও তা'র সঙ্গে কাঁধে ফেলিলেন। সেটা আট্‌কাইবার মত কোন ব্যবস্থাই যে সেখানে নাই, তা' মনে পড়িল না। তা'র পর স্খলিত-পদে রান্নাঘরের দিকে চলিলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ওখানে কেন ?"

"এখুনি আস্‌ছি।" বলিয়া শিকল খুলিয়া তিনি রান্নাঘরের ভিতর ঢুকিলেন।

ব্রহ্মচারী ক্ষণেক দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। তা'র পর ধ'রে ধীরে বোয়াকে আসিয়া নিজের কম্বলে বসিলেন। দু'হাতে জানু বাঁধিয়া, তা'র উপর মাথা গুঁজিয়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মচারিণী গামছায় ধরিয়া এক কড়া আগুন লইয়া আসিতেছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আগুন কি হবে ?"

ব্রহ্মচারিণীর বাক্‌শক্তি তখনও যেন নিজের আয়ত্তাধীনে আসে নাই। কড়াই-টা ব্রহ্মচারীর পায়ের কাছে নামাইয়া, কি উত্তর দিতে হইবে একটু ভাবিয়া লইলেন। তা'র পর থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "এই—তোমার—পা।"

ব্রহ্মচারী সপরিহাসে বলিলেন, "কি—পা পোড়াতে হবে ?"

এই তুচ্ছ পরিহাসটাও আজ সহজভাবে গ্রহণ করিবার মত ব্রহ্মচারিণীর বাহ্যিক বোধশক্তি জাগ্রত ছিল না। ব্যাকুল হইয়া,—যেন কি করিয়া ব্রহ্মচারীর ভুল সংশোধন করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া,—শঙ্কিতভাবে বলিলেন, "না, না, সেক দিতে হবে।"

ব্রহ্মচারী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন লক্ষ্য করিলেন। তা'র পর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "হুঁ। কিন্তু সেক এখন থাক্। এস, একটু শাস্ত্র-তত্ত্ব-বিচার করা যাক্। আহা, তোমার মালা যে পড়ে যাবে। থাম, ঠিক করে দিই।—শিব, শিব"—

বলিতে বলিতে হাত বাড়াইয়া তিনি ব্রহ্মচারিণীর কাঁধের উপর হইতে মালাটা লইলেন। ব্রহ্মচারিণীর মাথা গলাইয়া সেটা গলায় পরাইয়া দিলেন; তাঁর মাথার সামনের দিকটা ধরিয়া আনত মুখখানা তুলিয়া আবার ডাকিলেন, "নীলিমা !"

মুহূর্তে ব্রহ্মচারিণী অবসন্ন ভাবে টলিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারী সম্ভবতঃ এ ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁর কাঁধ ধরিয়া সামলাইয়া লইয়া,—যেন কিছুই হয় নাই এমনি সহজভাবে হাসিয়া বলিলেন, "এ কি কাণ্ড ? এ যে তান্ত্রিকদের সুধাপানের ওপরে যাচ্ছে !" —

ব্রহ্মচারিণী উত্তর দিলেন না। ব্রহ্মচারীর হাত ছাড়াইয়া নিকটস্থ থামে ঠেস্ দিয়া, ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ বুজিলেন।

কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া কাটিল। একজন অভিভূতের মত নিজের ভাবে মগ্ন, আর একজন সতর্ক মনোযোগে তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণে তৎপর। কাহারও মুখে কথা নাই।

খানিক পরে ব্রহ্মচারিণী ধীরে ধীরে চোখ মেলিলেন। মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু বিষণ্ণ-ভাবে মৃদু-অনুযোগ পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিলেন।

ব্রহ্মচারী সে দৃষ্টির অর্থ কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, "বিবেক আর প্রজ্ঞার সাহায্যে নিজেকে স্থির কর। আনন্দের ছিটেফোঁটা পেয়েই যদি এম্নি আত্মহারা হ'য়ে পড়ো,—বড় বড় আনন্দ ভোগ কর্‌বে কে? তুমি না ভগবান শঙ্করাচার্যকে পূজা করো? বেদান্ত কি জীবন্মুক্ত-অবস্থা লাভ কর্‌তে বলে? না—জীবন্মৃত-অবস্থা লাভ কর্‌তে বলে?"

ব্রহ্মচারিণী উঠিলেন। জলের হাঁড়িটা আনিয়া আগুনে চাপাইয়া দিয়া ফ্লানেলের টুক্‌রা, রেকাবি সমস্ত গুছাইয়া লইয়া ব্রহ্মচারীর পায়েব কাছে বসিলেন। হেঁটমুখে নির্বাক হইয়া আবার কি ভাবিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচাবী বলিলেন, "কি ভাব্‌ছ? আমার সঙ্গে কথা বল।"

ক্লিষ্ট ভাবে ধীরে ধীরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "একটু চুপ করেই থাকি না।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "না। বাহ্য-জগতের ব্যাপারে নেমে এস। সমস্ত চিত্তবৃত্তি স্তম্ভিত ক'রে জডভবত ব'নে যাওয়াই কি ভাল? আমার পা টন্‌-টন্ করছে যে, সেক দেবে না?"

এলুমিনিয়মের পাৎলা হাঁড়িতে ইতিমধ্যে গবম জল ফুটিতে সুরু হইয়াছিল। ব্রহ্মচারিণী তা'র মধ্যে ফ্লানেল ভিজাইয়া যথাবীতি নিংড়াইয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমিই পায়ে দিই?"

ব্রহ্মচারী সহাস্যে বলিলেন, "আরে না—না, তুমি আমার পা ছুঁয়ো না। তোমার দাদাশ্বশুরের নামে একেই আমার পা টন্‌-টন্ করছে। আবার তুমি পা ছুঁলে হয় ত' দাঁত কন্‌-কন্, নয় ত' মাথা ঝন্‌-ঝন্—যাহোক্ কিছু বিভ্রাট ঘটবে। সেটা সুচিকিৎসা নয়। আমার হাতে দাও, আমি নিজে সেক দিচ্ছি।"

ব্রহ্মচারিণী এবার যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। তবুও ব্রহ্মচারীর কথাটা যেন ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তন্দ্রাভারজড়িত চক্ষু তুলিয়া অর্থশূন্য

দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "নিজের হাতে? সে ত' ভাল হবে না।"

ব্রহ্মচারী এবার রীতিমত কড়া-সুরে বলিলেন, "হবে। আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়া গেছে। ফ্লানেলটা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল, সেদিকে হুঁস্ আছে? উনি আবার আমায় বলেন, বেহুঁসিয়ার!"

বলিতে বলিতে তিনি আবার হাসিলেন। এক মাতালের নেশা দেখিয়া আর এক মাতালের নেশা ছুটিয়া যাওয়ার প্রচলিত প্রবাদটা স্মরণ হইল। বায়ু-ব্যাপারে এই অর্ধ-অচেতন, অর্ধ-সচেতন জীবটির কাণ্ডজ্ঞান উদ্বোধনের জন্য তাঁর নিজের কাণ্ডজ্ঞান যে আজ প্রখর-উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে,—ক্ষণেকের জন্য স্থির হইয়া সেটুকু উপলব্ধি করিলেন। বলিলেন, "ফ্লানেলটা রেকাবিতে রাখো। দেখি গরম আছে কি না।"

ব্রহ্মচারিণী আদেশ পালন করিলেন! ফ্লানেল তুলিয়া পায়ে চাপিয়া ধরিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আছে গরম। ও ফ্লানেলটা গরম করতে দাও।"

ব্রহ্মচারিণী এবারও নীরবে আদেশ পালন করিলেন এবং যথারীতি নিংড়াইয়া ফ্লানেল রেকাবিতে রাখিলেন। সেক চলিতে লাগিল। দু'জনেই নীরব। একজন মোহাবিষ্টের মত নিঝুম হইয়া যন্ত্র-চালিত পুতুলের মত কাজ করিতেছেন, আর একজন মনের উদ্বেগ-চাঞ্চল্য গোপন করিবার জন্য কাজের অছিলায় ব্যস্ত। শুধু ক্ষণে ক্ষণে তাঁর সতর্ক-দৃষ্টি গোপনে অপরকে লক্ষ্য করিতেছে।

দণ্ড-দুই এমনি করিয়া কাটিল। সেকের সরঞ্জাম নিজেই এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ওঠো। চল, দেখি তোমার ভাঁড়ার-ঘরটা। রাত্রের ব্যবস্থা সেরে নিয়ে একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হবে।"

ব্রহ্মচারিণী উঠিলেন। অভ্যাসমত ভাঁড়ার-ঘর খুলিয়া যথারীতি রাত্রের আহার্য সাজাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী দুয়ারের বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সমস্ত কাজই ঠিক নিয়মিত হইল; কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা গেল না। শুধু এইটুকু বোঝা গেল, যে মানুষটি কাজগুলো করিয়া যাইতেছেন—শুধু অভ্যাসবশেই করিতেছেন; তাঁর মন কিন্তু অপর কোন কিছু দুর্নিরীক্ষ্য ব্যাপারে তন্ময়-অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। খাইতে বসিয়া ব্রহ্মচারী আবার দেহযাত্রা নির্বাহের তুচ্ছাদপি-তুচ্ছ প্রসঙ্গ হইতে উচ্চাঙ্গের শাস্ত্রীয় তর্ক-বিচার পর্যন্ত নানা কথা তুলিলেন; কিন্তু দু'-একটা অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ছাড়া কিছুই

জবাব পাইলেন না, সে উত্তরগুলোর ভাষাও বেশ সামঞ্জস্য-পূর্ণ বা সুসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইল না। এই মানুষটাকে এখন কথাবার্তা বলাইবার চেষ্টা যে বৃথা, সেটুকু বুঝিলেন। অগত্যা নিরস্ত হইলেন।

তাঁর মুখ অজ্ঞাতেই বিমর্ষ-গম্ভীর হইয়া উঠিল। মনের গোপন কোণে, কোথায় যেন একটা কিসের ব্যথা অতি সঙ্গোপনে অতি সঙ্কোচের সহিত গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দৃঢ়শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া, অতঃপর কি কর্তব্য, তাই ভাবিতে লাগিলেন।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া, সমস্ত কাজ শেষ করিয়া, ব্রহ্মচারিণী নীরবে অন্য দিনের মত নিজের ঘরে যাইতেছিলেন, ব্রহ্মচারী ডাকিয়া বলিলেন, "শোনো। আহার-নিদ্রার সুনিয়ম রক্ষায় তোমার একটু মনোযোগী হওয়া দরকার। আজ রোয়াকে এই খোলা-হাওয়ায় ঘুমোও। আমি বারান্দায় এই থামের আড়ালে যাচ্ছি।"

ব্রহ্মচারিণী উত্তর দিলেন, "না।"

"না, কেন?"

"বাইরে ঘুমোন আমার অভ্যাস নাই।" বলিয়া ব্রহ্মচারিণী ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিলেন।

আঠাশ

অভ্যাস! অভ্যাস! সব-দিকে সব-ব্যাপারে অভ্যাসের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইতেছে। একাগ্র-অন্তরে ব্রহ্ম-চিন্তার শক্তি যে অভ্যাসের দ্বারা গঠিত হয়,—মাতালের মদ্যাসক্তি, লম্পটের বেশ্যাসক্তি, বিষয়ীর বিষয়াসক্তি, সংসারীর সংসারাসক্তিও সেই অভ্যাসের দ্বারা গঠিত।

ব্রহ্মচারী গুম্ হইয়া বসিয়া অনেক ভাবিলেন, এমন কি যাহা ভাবা তাঁর উচিত নয় বলিয়া মনে করিতেন, সেই অতীত—এবং ভবিষ্যতের সম্বন্ধেও অনেক কিছু ভাবিলেন। শেষে অজ্ঞাতেই কখন সব ভুলিয়া ইষ্ট-মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন যথাসময়ে ঘুম ভাঙ্গিল, যথানিয়মে নিত্যক্রিয়া সারিয়া ব্রহ্মচারী যখন বাহিরে আসিলেন, তখন দেখা গেল, ঠিক নিত্যকার নিয়মমত ব্রহ্মচারিণী জল-খাবার সাজাইয়া লইয়া রোয়াকে বসিয়া আছেন। তিনি পূর্বেই আহ্নিক-পূজা সারিয়া আসিয়াছেন।

পদশব্দে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। ব্রহ্মচারীর পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া সহজভাবে বলিলেন, "এই যে বেশ চল্‌ছ। আজ ব্যথা নাই?"

ব্রহ্মচারী চাহিয়া দেখিলেন, তাঁর মুখ-ভাব আজ স্বাভাবিক; দৃষ্টিতে সেই পরিচিত চিন্তাশীলভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্চিন্ত-চিত্তের মাঝে সহসা কি অভিমান ফেনাইয়া উঠিল কে জানে, ব্রহ্মচারী ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "আর আমার পায়ের দিকে নজর দিতে হবে না। যা' করছ, কর। তুমি কি পদার্থ, তা' কাল চিনে নিয়েছি। নিজে ত' গোল্লায় গেছই,—এবার তোমার দিকে চোখ রাখতে গিয়ে আমায় শুদ্ধ গোল্লায় যেতে হবে না-কি?"

জলখাবারের পাত্রটার দিকে ইঙ্গিত করিয়া ব্রহ্মচারিণী স্মিতমুখে বলিলেন, "নিবেদন করো!"

ব্রহ্মচারী আসনে বসিলেন। নিবেদন করিয়া শরবতের গ্লাসটা এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ করিয়া নামাইলেন। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যাক্, এবার ধাতে এসেছ ত? এখন মনের সুখে খানিক ঝগড়া-ঝাঁটি করা যাক্, কি বল?"

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ব্রহ্মচারি, জাগর্ত্তি কো?"

ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'যো সদসদ্ বিবেকী!' 'কিন্তু এর মধ্যে 'শিবোহহম্' বলে চুপ করে যাওয়া ত' পছন্দের ব্যাপার বলে মনে করছি না। বিশেষতঃ কাল তুমি যে কাণ্ড করেছ, তা'র প্রতিশোধ নেওয়া চাই। গীতায় সেই যাকে বলেছে—'আসুরিক ভাব' সেই অবস্থাটা দিনকতক উপভোগ করাই এখন আমার দরকার। নইলে তোমায় জব্দ করবার সুবিধে হচ্ছে না।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "উপভোগ? ছিঃ, কথাটা ভাল হোল না।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তা নয় ত' কি? ভোগ? তাতে যে কাণ্ডজ্ঞান স্মরণ রেখে, বিচার-বুদ্ধি আশ্রয় করে চল্‌তে হবে। উপভোগের পথে ত' সে বালাই নাই। দু-চক্ষু বুজে, দিব্বি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য হয়ে চল্‌লেই, ব্যস্! এমন চলা চল্‌ব যে তুমিও তারিফ করে বল্‌বে, 'বাঃ'!"

নিরুদ্বিগ্ন-মুখে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আচ্ছা, যখন তারিফ করাকরিব সময় আস্‌বে, তখন মনে থাকে ত' আট্‌কাবে না। এখন উঠি ?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আচ্ছা যাও। জল খেয়ে এস। তা'র পর আমার ঘরে এসে বসো। গোটাকতক কথা আছে।"

ব্রহ্মচারিণী চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী খাওয়া শেষ করিয়া নিজের ঘরে ঢুকিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারিণী নিজের কম্বল আনিয়া চৌকাঠের বাহিবে পাতিয়া বসিলেন। বলিলেন, "কি বল্‌বে, বল !"

ব্রহ্মচারী ঘরের মেঝেয় কম্বলে বসিয়া সামনে একখানা বই রাখিয়া, গম্ভীরমুখে কি ভাবিতেছিলেন। প্রশ্ন শুনিয়া চোখ তুলিলেন, বলিলেন, "কোথা বস্‌ছ ? বাইরে রোদের ঝাঁজ,—ঘরে এসে বসো না।" বলিয়াই গত রাত্রের কথা মনে পড়িল। পরিহাসভরে বলিলেন, "বল, অভ্যাস নাই !"

ব্রহ্মচাবিণী শান্তমুখে বলিলেন, "অভ্যাস ত' নাই-ই। তা' ছাড়া এখনো এত মাতব্বব হয়ে উঠিনি যে, সব নিয়মেব বাইরে যাওয়াটা সহ্য হবে। দেহ-মনের স্বাস্থ্য বাঁচিয়ে—যা' রয়, সয়, সেইটুকু ধরে চলাই ভাল।"

কথাটা সহজ, কিন্তু ইহাব মধ্যে কোথায় যে একটা প্রচ্ছন্ন-তিরস্কার ছিল, কেহই বুঝিতে পারিলেন না ; ব্রহ্মচারী সহসা গোপন-মর্মে আঘাত পাইলেন। যে মান-অভিমানকে চিরদিন দু'পায়ে মাড়াইয়া চলিবাব জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, সেই অভিমানই সহসা ক্রুদ্ধ-ভুজঙ্গের মত উদ্যত করিল। ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ থাকিয়া, কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য সংযম রক্ষা করিয়া বলিলেন, "আমিও স্বামী, সেটা মনে আছে ?"

ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, চপল-পরিহাসের ভিতর দিয়া এমন কথা ব্রহ্মচারী কতবার বলিয়াছেন ; কিন্তু আজ যেমন করিয়া বলিলেন, এমনভাবে কখনও বলেন নাই। ব্রহ্মচারিণী অবাক হইয়া কিছুক্ষণ ব্রহ্মচারীর আনতগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে বলিলেন, "এ প্রশ্ন কেন তোমার মনে জেগেছে, তা' বুঝতে পার্‌ছি। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কর্‌তে গেলে, অনেক তর্ক-ই করা যায়, কিন্তু মুখের কথায় এ তর্কের মীমাংসা হতে পারে না। আমি সমস্ত তর্ক-বিতর্কের প্যাঁচ এড়িয়ে সোজা কথা বল্‌ছি,—আমি অনিচ্ছায় হোক, অজ্ঞানে হোক, কোথাও যদি তোমার শান্তিভঙ্গের কারণ হয়ে থাকি,—ভাল ! অপরাধ স্বীকার করছি, ক্ষমা করো।"

ব্রহ্মচারী [illegible] হইলেন। অন্তরের লুক্কায়িত ভুজঙ্গের মাথায় পদাঘাত করিয়া, তা'র উদ্যত ফণা নোয়াইয়া দিলেন! ম্লান-হাস্যে বলিলেন, "কি পাপ! আমি কি তোমায় ক্ষমা চাইবার জন্যে ডেকেছি? আর আমিই বা তোমায় ক্ষমা করবার কে? যদিও বাঙালীর ঘরে জন্মেছি, কিন্তু স্বামীগিরির চাকরীতে এত [illegible] হই নি যে, কথায় কথায় নিজেকে জুতোর ঠোক্কর মেরে মনে পড়িয়ে দেব, যে আমি স্বামী, অতএব অন্ন-বস্ত্রের মূল্যে তোমার ইহ পরকালের সব কর্তৃত্ব-ভার কিনে নিয়েছি,—এত অহঙ্কারের ভার আমি বইতে অক্ষম।"

ঘরের দেয়ালে আটকানো ঘড়ির দিকে আঙুল দেখাইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "সাড়ে সাতটা বাজ্‌ল। কি দরকারী কথা আছে, বল।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঢোক গিলিয়া ব্রহ্মচারী খুব নিম্নস্বরে বলিলেন, "কাল ও-রকম অপ্রকৃতিস্থ হয়েছিলে কেন? এ কি স্নায়ুবিকার, না মস্তিষ্ক বিকলতা?"

মুহূর্তে ব্রহ্মচারিণী দৃষ্টি নত করিলেন। মনে হইল নিজের কি একটা অতি প্রিয় জিনিস, অপ্রিয় দৃষ্টির আক্রমণ হইতে লুকাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ঘাড় হেঁট করিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, "হতে পারে। কিন্তু আজ বোধ হয় আমায় প্রকৃতিস্থই দেখ্‌ছ? সে কথা আর কেন?"

"ভবিষ্যতের কথা ভাব্‌তে হচ্ছে।"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "সন্ন্যাসীকে ভবিষ্যৎ ভাব্‌তে নেই। ভবিষ্যৎকে—ভবিষ্যতের জন্যে রেখে দাও।"

"পুরো সন্ন্যাসী হলে তাই করতুম্। কিন্তু এই যে অর্ধেকটা সন্ন্যাস, অর্ধেকটা সংসার—এতে মুস্কিল হয়েছে। ভবিষ্যৎ ভাবা উচিত কি-না তাই ভাবছি।"—বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারী হাসিলেন। বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "শেষ পর্যন্ত বরাতে সন্ন্যাস টিক্‌বে কি সংসার টিক্‌বে, তা' ত' বুঝতে পার্‌ছি নে।"—এবং কণ্ঠস্বর আরও তরল-পরিহাসের অঙ্কে নামাইয়া বলিলেন, "ভাখো—ভদ্রলোকের মত সাধুভাষায় সাবধান করে দিচ্ছি,—সেই যে লাফিয়ে মগডাল ধরার উপমাটি আমার ওপর চালাতে,—সেটা এবার তোমায় মনে পড়িয়ে দেবার সময় এসেছে। বেশী বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। হাতটি ধরে ফিরিয়ে আনব—সেইটে কি ভাল কথা?"

ব্রহ্মচারিণী নিরুত্তরে মৃদু হাসিলেন।

সহসা উৎসুক-উত্তেজিত কণ্ঠে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কে বলেছিলেন বল ত,—'উপর দিকে উঠ্‌বার সময় মেয়েরাই আগে উঠে, কিন্তু নীচের দিকে নামবার সময় পুরুষরাই আগে নামে।'—কার কথা ?"

মুহূর্তের জন্য চোখ বুজিয়া ভাবিয়া লইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "বিবেকানন্দ স্বামীর। দেববাণী ছাখো—ওতেই পাবে।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "থাক দেববাণী। প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বয়ং টিকি ধরে নাড়া দিচ্ছে—"

বলিতে বলিতে কি মনে পড়ায় হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হইলেন। অন্যমনস্কভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "শক্ত্যানন্দ স্বামীও বলেন যে, এক শ্রেণীর মেয়ে আছে, যারা ভয়ানক এক-রোখা। ভালর দিকেই হোক, মন্দর দিকেই হোক, চরমে যাবার সঙ্কল্প করে এবং একবার যেটা ধরে, সেটা থেকে তাদের টলানো মুস্কিল। আর এক কথা—মন্দর দিকে যারা চরমে যায়, ভালর দিকে তারাই চরমে যেতে পারে।"

ব্রহ্মচারিণী মাথা হেঁট করিলেন। চিন্তিত মুখে একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "হুঁ। তা'র পর ?"

"তা'র পর আর কি ?"

"আর এক-শ্রেণীর মেয়েদের সমালোচনা সুরু করো।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ঠাট্টা হচ্ছে ?"

ব্রহ্মচারিণী অবিচলিত-শান্তস্বরে বলিলেন, "তোমার শক্ত্যানন্দ-স্বামী নানা-শ্রেণীর মেয়েদের ঠিকুজি-কুষ্ঠি চষে বেড়িয়েছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা অলৌকিক। যাদের টলানো মুস্কিল, তাদের কথা ত' শুনলাম। যাদের টলানো সহজ, তাদের সম্বন্ধে কিছু তত্ত্বজ্ঞান দান করো। তুমি তাঁর শিষ্য—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমি তাঁর শিষ্য ?"

"শাস্ত্র-মতে তাঁকেই শিষ্য বলা হয়, যিনি গুরুভক্ত। স্বামিজীর মতবাদগুলো নির্বিচারে ভক্তিভরে গলাধঃকরণ যখন করছ, তখন শিষ্য বলাটা কি ভুল ? তা'র পর ? স্বামিজীর অভিচার-টভিচার কি কতদূর এগুল ? খবর পেলে কিছু ?"

অকস্মাৎ এই যে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-বর্ষণ করা হইল, ইহাতে যথার্থ-ই ব্রহ্মচারী চমকিয়া উঠিলেন। শক্ত্যানন্দ স্বামীর ব্যাপার লইয়া সম্প্রতি মনে মনে তাঁহাকে যা' মনঃপীড়া ভোগ করিতে হইয়াছে, তা' শুধু অন্তর্যামীই

জানেন। যদি বা অন্য চিন্তার ভিড়ে মিশিয়া কিছুক্ষণের জন্য সে দুঃখটা ভুলিয়াছেন, আবার খোঁচা খাইয়া তাহা জাগিয়া উঠিল। ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ থাকিয়া, ক্ষোভ-পীড়িত-কণ্ঠে বলিলেন, "শঙ্ক্যানন্দ ঠাকুরের ভুলের জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে? তা'হলে বিন্দের দুশ্চরিত্রতার জন্যেও আমি দায়ী? তা' যদি হয়, তা'হলে তা'র উপপত্নীগুলোর মূর্খতার জন্যে তুমিও অপরাধী!"

ব্রহ্মচারিণী হাসিলেন। পূর্বের মতই শান্তস্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমি যদি তাদের মূর্খতাকে উৎসাহ দিয়ে বল্‌তাম 'বাঃ' বেশ করছ তোমরা! মূর্খতাই ত' পরম পাণ্ডিত্যের পরিচয়! চরিত্রহীনতাই ত' মানুষের জীবনের চরমোৎকর্ষের লক্ষণ!'—এ কথা যদি বলতাম, বা আস্কারা দেবার জন্যে তাদের ভুলকে সমর্থন করতাম, তা'হলে অপরাধী হতাম বৈ-কি! বিন্দুবাবাজীর উপপত্নী-মা-লক্ষ্মীদের ত' এমন অন্যায় আস্কারাও দিই নি।"

ব্রহ্মচারী নিজের কম্বলের উপর শুইলেন। হাতে মাথা রাখিয়া, ঘাড় উঁচু করিয়া বলিলেন, "আমিই কি শঙ্ক্যানন্দ ঠাকুরের অন্যায়কে আস্কারা দিচ্ছি? এ-সব ব্যভিচার-অভিচারের খবর কতটা যে সত্যি, তাও তো বুঝতে পারছি না। খাচ্ছি ত'—এক মুখে ঝাল্। তাঁর বিরুদ্ধে অনেকের মুখেই অনেক রকম শুন্‌ছি। কিন্তু তিনি নিজে এ সম্বন্ধে কি বলেন, সেটাও শোনা চাই।"

একটু থামিয়া বলিলেন, "এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপার,—যে ব্যাপারের সঙ্গে শুধু আমার নয়,—আরও দশজনের মঙ্গলামঙ্গল জড়িয়ে আছে,—সে ব্যাপারের মীমাংসা করতে গেলে, অনেকখানি মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। এ তো তোমায় দন্তনিষ্পেষণ করার মত নির্ভাবনার ব্যাপার নয়!"

তিনি হাসিলেন। পুনশ্চ বলিলেন, "দ্যাখো, বিন্দে শূয়ারকে একটা গুণে আমি যথার্থ-ই ভক্তি করি। যত বড় বিরুদ্ধ অবস্থাই হোক, তা'র কুক্রিয়ার জন্য যে যতই কটূক্তি করুক, সে অটল ধৈর্যে—স্থির। আমার মত অকস্মাৎ ক্রোধে জ্বলে ওঠে না।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তোমার অসহিষ্ণুতা, তোমার অনেক ক্ষতির কারণ। ওটা সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু বিন্দুর সহিষ্ণুতা? শুনেছি গণ্ডারের চামড়ায় তরোয়ালের চোট্ বসে না। সেটা কি তা'র সত্ত্বগুণের আতিশয্য?"

"আহা, আমার মত এমন রজোগুণের গোলামি ত' নয়।"

"না। ওই রকম শ্রেণীর অনেক অসৎ-স্বভাব লোকের প্রকৃতি আমি লক্ষ্য করেছি। তারা সাধারণ মানুষদের হিতাহিত বিচার, লৌকিক-সংস্কারকে গ্রাহ্য ত করেই না, কেউ কটূক্তি কর্‌লে তাও গায়ে মাখে না। নিজের ভুলকে ভুল বলে চেনবার শক্তি যখন মানুষের মধ্যে জাগ্রত থাকে না, তখন ভুলের শাস্তিকে, শাস্তি বলে অনুভব কর্‌বার শক্তিও জেগে থাকে না। অতিশয় ক্রূরকর্মা মানুষগুলোর প্রকৃতিতে ওই রকম সহিষ্ণুতার গিল্‌টি-করা অগাধ আলস্য-জড়তাই বল, মস্তিষ্ক-জড়তাই বল, বা অনুভব-শক্তির জড়ত্বই বল,—এরকম সহিষ্ণুতা আছে, যা' সহস্র নিন্দা-তিরস্কারেও টলে না। ন্যায়, সত্য, ধর্মের যুক্তি-তর্কেও গলে না। এ সহিষ্ণুতা, সত্ত্বগুণের অন্তর্গত কোন একটা বিশেষ উচ্চ অবস্থা বলে মনে করা ভুল।"

ব্রহ্মচারী চুপ করিয়া একটু ভাবিলেন। তা'র পর এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া দুঃখিতভাবে বলিলেন, "অখণ্ড ব্রহ্মচর্য,—এ ক্ষুরধার-ব্রত পালনের যোগ্যতা সকলের নাই, সেটা সত্য কথা। সাধারণ মানুষ, ভদ্র-পবিত্র-আদর্শ সামনে রেখে বিবাহ করুক, সংসারী হোক, কর্মীজীবনে জয়শ্রীলাভ করুক,—এটা আমিও সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনীয় বলে মনে করি। কিন্তু চরিত্র-বিশুদ্ধি, যেটাকে মানব-জীবনের সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য, সব চেয়ে বড় পবিত্রতা বলে আমি মনে করি, সেটাকে যখন স্বামিজী নিতান্তই তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করে শ্লেষভরে ভ্যাংচান, অবজ্ঞাভরে হেসে উড়িয়ে দেন, তখন বাস্তবিক বল্‌ছি আমি মর্মাহত হই। একদিন বড় দুঃখ পেয়ে তাঁকে বলেছিলাম যে, "ব্রহ্মচর্য-হীন সাধনা যে কি জিনিস, তা' আমার ধারণায় আসে না।"

দৃষ্টি তুলিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তিনি কি জবাব দিলেন?"

গভীর-হতাশের সহিত ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তোমার ধারণাশক্তি তা'হলে নিতান্তই স্থূল!"

ব্রহ্মচারিণী মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ব্রহ্মচারি, স্বামিজীর কথাবার্তা বলার ধরণটি বড় চমৎকার, কি বল?"

ব্রহ্মচারী সজোরে বলিলেন, "হাঁ! ওই একটি আশ্চর্য গুণ! যদিও আমাদের মতের মিল নেই, পথের মিল নেই, তবু লোকটিকে ভালবাসি ওই কথা বলার ধরণটির জন্যে। যদিও কথাগুলো আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, বৈদিক-মতবাদকে তিনি রীতিমত কুযুক্তির সাহায্যে খণ্ডন কর্‌ছেন, সব বুঝ্‌ছি। তবু তাঁর কথা একবার শুন্‌লে আবার শুন্‌তে ইচ্ছা হয়!—ভারি মিষ্টি কথা।"

ব্রহ্মচারিণী কৌতুকোজ্জ্বল-দৃষ্টি তুলিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ব্যবসা করতে হ'লে বণিক-সুলভ সদ্‌গুণ কতকগুলো চাই। কুহকী, ঐন্দ্রজালিক, যখন তাদের বিদ্যা শিক্ষা করে, তখন সব চেয়ে বেশী করে তাদের শিখ্‌তে হয় বাক্‌চাতুরীর কৌশল। কেননা, লোকের কাণে ধাঁধা লাগাতে পারলে, চোখে ধাঁধা লাগাতে পারলে, মনে রঙ্‌ ধরাণো সহজ। মনের স্বাভাবিক অবস্থাটা বিকৃত হয়ে গেল, তখন মানুষের বিচারবুদ্ধিকে স্তম্ভিত করে যা' খুশী তাই স্বীকার করানো সম্ভব!"

কথা-কয়টা শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মচারীর চক্ষু ক্রমশঃ বিস্ফারিত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন; এবং কি বলিবার উপক্রম করিতেই, ব্রহ্মচারিণী ঘড়ির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "আটটা বাজ্‌ল। এবার উঠ্‌তে হচ্ছে। হবিষ্যের যোগাড়টা গুছিয়ে রেখে নিজের কাজে যেতে হবে।"

সমস্ত তর্ক ও আলোচনার উদ্যম ওই এক কথায় স্তব্ধ হইল। উত্তেজিত মন ও উদ্যত রসনা সংযত করিয়া ব্রহ্মচারী নিরুপায়ভাবে বলিলেন,—"যাও।"

উঠিয়া নিজের কম্বলটা গুছাইয়া লইতে লইতে ব্রহ্মচারিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কই ব্রহ্মচারি? তুমি বক্‌লে না? আমি যে অনেক বকুনি খাবার প্রত্যাশা করেই এসেছিলাম।"

ব্রহ্মচারী আবার শুইয়া পড়িলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমিও কাল রাত্রি থেকে মনে মনে অনেক বকুনি,—ভদ্র, অভদ্র অনেক গাল মুখস্থ করে রেখেছিলাম। কোত্থেকে পরচর্চা টেনে এনে সব ভুলিয়ে দিলে। আচ্ছা, যাও এখন! আজ সন্ধ্যার পর মনুসংহিতা তোমার জন্যে রইল! স্ত্রীলোকদের অধিকার যে কতদূর, আর কর্তব্য যে কতখানি, তা' এবার তোমায় শেখাচ্ছি!—"

উঠান হইতে ঠাকুদ্দার পরিচিত কণ্ঠ অকস্মাৎ ধ্বনিত হইল, "তাই ত' শেখানো উচিত।"

দু'জনেই মহা-অপ্রস্তুত। এই বিশ্রাম্ভালাপের মাঝখানে বৃদ্ধ যে কখন নিঃশব্দ-পদে বাড়ী ঢুকিয়াছেন এবং কতক্ষণ হইতে যে দুষ্টামি করিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া আছেন, ঠিক বোঝা গেল না। শুধু বোঝা গেল—তিনি কতকগুলো কথা শুনিয়াছেন।

"ঠাকুদ্দা যে! আরে আসুন, আসুন,—" বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারী

সলজ্জ হাসিমুখে বাহিরে আসিলেন; পরমুহূর্তে ব্রহ্মচারিণীর বিস্ময়াহত নির্বাক্-দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন—ঠাকুদ্দা বোয়াকে উঠিতেছেন, তাঁব পিছনে ব্রহ্মচারিণীর-মা এবং তাঁর বৃদ্ধা পিসী-মা অর্থাৎ দিদি-মা ধীবে ধীরে আসিতেছেন!

ব্রহ্মচারী নিস্পন্দ, নির্বাক!

উনত্রিশ

বিস্ময়ে প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া, উভয়ে যখন এই গুরুজনের দলটিকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ইঁহাদের সংসারধর্ম ত্যাগ, গৈরিক-রুদ্রাক্ষ গ্রহণ, ব্রতপালন ইত্যাদি অপবাধেব বিরুদ্ধে বৃদ্ধা দিদি-মা ও ঠাকুদ্দা একযোগে যে অভিযোগ সুরু করিলেন, তাতে পরিহাসেব মাধুর্য যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত থাকিলেও, কেহ হাসিতে পাবিলেন না। মূর্তিমতী বিষাদ-প্রতিমাব মত প্রৌঢ়া-জননী অধোমুখে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিলেন না। তাঁর সেই নীবব-অশ্রুই মূর্ত-তিরস্কার হইয়া ইঁহাদের মর্মবিদ্ধ করিল।

সকলে আসন গ্রহণ করিলেন; প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়া ইঁহাদের এই অপ্রত্যাশিত আগমনের হেতুটা যাহা জানা গেল, তাহা এই—ঠাকুদ্দার ছোট বোন ও ভগিনীপতি ধর্মসঞ্চয়ের আশায় তীর্থে গিয়াছিলেন। কাশীধাম হইতে ফিরিবার পথে ট্রেণে মা ও দিদি-মার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ইঁহারা কোন নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়েব বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতায় যাইতেছিলেন। কুটুম্বিতার পরিচয় পাইয়া, সদাশয় দম্পতী বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ইঁহাদের একদিনের জন্য ধরিয়া আনিয়াছেন। প্রসাদের বিবাহে মাতা নিজে কন্যা-সম্প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং সন্তান না হওয়া পর্যন্ত কন্যার গৃহে তিনি জলগ্রহণ করিবেন না। অতএব ঠাকুদ্দার সাদর-আতিথ্য তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইয়াছে।

প্রশ্ন করিয়া ব্রহ্মচাবিণী আরও জানিলেন, ভোর চারটার সময় ইঁহারা বাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়াছেন। সংবাদটা শুনিয়া ব্রহ্মচারিণী অনুযোগের

স্বরে বলিলেন, "বাবাঃ! মা ভোরবেলা এসেছেন; ঠাকুদ্দা এতক্ষণ পর্যন্ত একটাও খবব পাঠান নি!"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "কেন পাঠাব? আমার মেয়ে তাঁর বাপের বাড়ী এসেছেন, তোমাদেব তাতে কি?"

দিদি-মা বয়সে ঠাকুদ্দার চেয়ে বড়, অতএব বৈবাহিককে বেশী লজ্জা কবিবাব প্রয়োজন দেখিলেন না। ব্রহ্মচাবীকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "ওই দেখুন না একজনকে। আড়ষ্ট কাঠ হয়ে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে আছেন ত' আছেনই। মুখে একটা বাক্যি অবধি নেই!"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "কোত্থেকে থাকবে?—আজ যে বামালশুদ্ধু গ্রেপ্তাব! কাল শুনে গেছি বেদান্তচর্চা,—আজ শুনলুম মনুসংহিতা! উঃ, কি ধড়িবাজ! লোকে ষোল আনা বুজরুকি কবে, ওব বুজরুকি বত্রিশ আনা!"

ব্রহ্মচারী থামেব আড়ালে সবিয়া আত্মগোপন কবিলেন এবং অদূরবর্তিনী শাশুড়ী-ঠাকুবাণীব দিকে ইঙ্গিত কবিয়া স্নানহাস্যে ঠাকুদ্দাকে নিবস্ত হইতে নিঃশব্দে অনুনয় কবিলেন।

ঠাকুদ্দার দয়া হইল। জিহ্বা সংযত কবিলেন। মাব দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কোন চিন্তা কব্বেন না, মা। আমাব মত সংসাবী ঠাকুদ্দা থাকতে প্রসাদ কখনো সন্ন্যাসী হতে পারে? ও যতই লম্ফ-ঝম্ফ করুক, যাবে কোথা? লোহাব শেকলে বাঁধা পড়েছে। সন্ন্যাসের পরমাই ওর ফুরিয়েছে, আর দিনকতক সবুব করুন। তা'র পর দেখবেন, 'কালে-কালে কতই হবে'!"

ব্যথিতা জননীকে সান্ত্বনা দিবাব জন্য ঠাকুদ্দাব আস্ফালনেব ঘটা উত্তবোত্তব প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। ব্রহ্মচাবী কোন প্রতিবাদ করিলেন না, ববঞ্চ এই আক্রমণের আঘাতে তাঁর অপবাধেব গুরুভার লঘু হইয়া যাইতেছে বলিয়া, যেন স্বস্তিবোধ কবিলেন। সকৌতুকে মৃদু মৃদু হাসিযা তিনি ঠাকুদ্দাকে উৎসাহ দিলেন। নিজের ভণ্ডামির অভিযোগ নিজেই নীরবে সমর্থন করিতে সুরু করিলেন।

ইহার মধ্যে কোথায় যে একটা ফাঁকি রহিয়া গেল, সাদাসিধা স্বভাবের ভালমানুষ দিদি-মা তাহা ধরিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী-উৎসাহী নাৎ-জামাইয়ের সংসারধর্মের দিকে মতি পবিবর্তনের সংবাদে তিনি আন্তরিক সন্তোষ বোধ করিলেন। সংসার-ধর্ম পালনই যে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ

কর্তব্য,—এ সংবাদটা নানা-ছন্দে কীর্তন করিয়া জ্ঞানবান নাৎ-জামাইয়ের প্রশংসা করিলেন। ব্রহ্মচারী হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

অদূরে মায়ের কাছে বসিয়া ব্রহ্মচারিণী আনতমুখে নির্বাক হইয়া রহিলেন। মাতাও অশ্রুসিক্ত-চোখে মাটীব দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া ইহাদেব আলাপ-আলোচনা শুনিলেন। চোখের জল মুছিয়া কন্যার উদ্দেশে ধীবে ধীবে বলিলেন, "নীলিমা কাপড়খানা বদ্‌লে এস মা। তোমাদেব দিকে আমি চাইতে পাব্‌ছি নে।"

কথাটা সকলেই শুনিতে পাইলেন এবং এই 'তোমাদের' বহুবচনটা যে নীলিমা ছাডা আব কাহাকে লক্ষ্য কবিয়া বলা হইল, তাও বুঝিতে কাহাবও বাকী রহিল না। ঠাকুদ্দা এবার মনে মনে শঙ্কিত হইলেন। কাবণ মুখে তিনি যতই আস্ফালন করুন, এবং প্রতিবন্ধকতাব চাপে কোণঠাসা হইয়া নাতিটি তাঁব তামাসায় যোগ দিযা নিজের ভণ্ডামিকে যতই স্বীকার করুক, আসলে সে-যে কি পাত্র, তা' ঠাকুদ্দা চিনিতেন। মাতার এই অনুবোধটাব সপক্ষে স্পষ্টাক্ষবে ওকালতি কবিতে তাঁব ভবসায কুলাইল না। সসঙ্কোচে, জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে ব্রহ্মচাবীব দিকে চাহিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ব্রহ্মচাবী কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। মৃদুস্বরে বলিলেন, "বেশ ত ঠাকুদ্দা, একখানা শাদা কাপডই পব্‌তে বলুন।"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "তা'হলে তুমিও পীতাম্বর-খানি ছাড়ো।"

ব্রহ্মচাবী ক্ষুণ্ণদৃষ্টিতে নিজের নকল গেরুয়া-বস্ত্রেব দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমাকেও ছাড্‌তে হবে? ভাল! একখানা শাদা কাপড় দিতে বলুন। কিন্তু আমার শাদা কাপড আ'ছে কি?"

নিজের কাপড়-চোপড কি-যে আছে, কি-যে নাই, ব্রহ্মচারী খোঁজ রাখিতেন না। ঠাকুদ্দা প্রশ্নপূর্ণ-দৃষ্টিতে পৌত্রবধূব দিকে চাহিলেন। ব্রহ্মচারিণী মাথা নাড়িলেন—অর্থাৎ নাই। মাতা অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কেন? জামাইষষ্ঠীব তত্ত্বে যা' পাঠিয়েছিলুম, সে কাপড?"

জামাতাব কল্যাণ স্মরণ করিয়া মাতা সে নিয়মটি এখনও পালন করিতেন। ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "সে যে জরিপাড় ঢাকাই। পব্‌বেন কি?"

দিদি-মা চোখ টিপিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "পব্‌বে পব্‌বে, তুমি নিযে এস।"

ব্রহ্মচারী ইঁহাদের কথা শুনিতে পাইলেন না। বলিলেন, "আছে—ঠাকুদ্দা?"

মধ্যস্থ ঠাকুদ্দা সাগ্রহে বলিলেন, "আছে বই কি। দিচ্ছেন।"

"আচ্ছা। একখানা শাদা চাদর থাকে ত' দিতে বলবেন।"

গৈরিক-উত্তরীয়ের ফাঁশ খুলিতে খুলিতে ব্রহ্মচারী নিজের ঘরে ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারিণী নিজের ঘরে গিয়া, ট্রাঙ্ক খুলিয়া, কোঁচানো ঢাকাই ধুতি-চাদর আনিয়া ঠাকুদ্দার সামনে রাখিলেন। ঠাকুদ্দা বললেন, "বাঃ, দিব্বি কাপড়। লক্ষ্মী-দিদিমণি আমার, তুমি ঘরে গিয়ে ওকে দাও।"

ব্রহ্মচারিণী চৌকাঠের কাছে কাপড় রাখিয়া সরিয়া আসিতেছিলেন। ব্রহ্মচারী ইসারা করিয়া তাঁকে ভিতরে ডাকিলেন। ক্ষণমাত্র দ্বিধা করিয়া কাপড়খানি পুনশ্চ তুলিয়া লইয়া তিনি ভিতরে ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারী বিষাদ-গম্ভীরমুখে চুপি চুপি বলিলেন, "এঁরা যে-যা বলেন, শুনে যাও। অবাধ্যতা করে কারুর মনে কষ্ট দিও না!"

ব্রহ্মচারিণী বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "কিন্তু যা' শোনবার নয়, তাও যদি শুনতে বলেন।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "পায়ে ধরে সন্তুষ্ট করে অনুমতি নাও। গুরুজনদের মনে ব্যথা দিয়ে আমি ঢের ভোগ ভুগেছি। তুমি আর কর্মফল সঞ্চয় কোর না।"

মাথা নাড়িয়া স্বীকার জানাইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন।

ঠাকুদ্দা চুপি চুপি বলিলেন, "কাপড় নিয়েছে?"

মাথা নাড়িয়া ব্রহ্মচারিণী জানাইলেন, "হাঁ।"

ঠাকুদ্দা বলিলেন, "ভাল। যাও—তুমি কাপড় বদ্‌লে এস।"

ব্রহ্মচারিণী নিজের ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিলেন।

একটু পরে ব্রহ্মচারী বাহিরে আসিলেন। পরণে সেই ঢাকাই ধুতি। জরিপাড় কোঁচানো চাদরটা খুলিয়া গলার রুদ্রাক্ষ মালা ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে গায়ে জড়াইয়াছেন। সামনে আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "দেখুন ঠাকুদ্দা, এবার ত' ঠিক আপনার নাতি হয়েছি।"

ঠাকুদ্দা সন্তোষ-তৃপ্ত-দৃষ্টিতে ক্ষণেক চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ। লক্ষ্মী ছেলে! এস।"

"ব্রহ্মচারী সসম্ভ্রমে ঠাকুদ্দার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিলেন। ঠাকুদ্দা হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন, কিন্তু আজ আপত্তি টিকিল না। তা'র পর যথাক্রমে দিদিশাশুড়ী ও শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া, একখানা আসন টানিয়া লইয়া

শাশুড়ীর সামনে বসিলেন। প্রসন্ন-হাস্যসুন্দর-মুখে বলিলেন, "এক মা তো আমার ওপর রাগ করে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আপনাকে কিন্তু মা ক্ষমা করে যেতে হবে। কর্মদোষে আমি আপনাদের অনেক দুঃখের কারণ হয়েছি, তা'র প্রতিফলও পেয়েছি। এখন আমার ক্ষমতায় যতটা সম্ভব, আপনাদের সন্তুষ্ট করতেই চাইছি। বলুন ত' মা, ক্ষমা কি আদায় করতে পারব না?"

ইহা শুধু সরল-বালকের মত আবদার-মাত্র! চোখের জল মুছিতে মুছিতে মা বলিলেন, "মার কথা মনে পড়ে বাবা? এখন তাঁর জন্যে দুঃখ হয়?"

ব্রহ্মচারী স্মিতমুখে বলিলেন, "না মা, দুঃখ আমার হয় না। তাঁর আয়ু শেষ হয়েছিল, চলে গেছেন। তিনি যাবেনই, তাও অনেক দিন আগে থেকে জেনে রেখেছিলাম। তাঁর অদৃষ্টের ভোগাভোগ—সেও তাঁর কর্মফল। শুধু দুঃখ এই, তাঁর মনোকষ্টের জন্যে আমায় নিমিত্তের হেতু হতে হয়েছিল। সাধন-গ্রহণ করে—আমি ভুল করেছি, কি ঠিক কাজ করেছি—তার বিচারের সময় এখনো আসে নি। শুধু এই কথাটা বলছি,—আপনাদের মনস্তাপে আমি শান্তি পাচ্ছি নে। যদি ভুলই করে থাকি, ভাল। সংসারে ক্ষমা বলেও ত' একটা কথা আছে,—আমি সেইটেই আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাইছি।

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারী দু' হাত একত্র করিয়া অনুনয়-হাস্যরঞ্জিতমুখে পুনশ্চ বলিলেন, "প্রসন্ন-চিত্তে শুধু এই আশীর্বাদটা করুন,—আমার কাজ সিদ্ধ হোক।"

মা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মাটীর দিকে চাহিয়া, নিঃশব্দে উদ্বেলিত মনোভাব দমন করিলেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু মেয়েটার কথাও ত' ভাবতে হয় বাবা! তোমার হাতে ওকে দিয়েছি, তুমি যদি ওকে গ্রহণ না কর, ওকে সুখী না কর—তবে ওর জীবনটা—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী অতি নিম্নস্বরে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "এইগুলো আপনাদের অত্যন্ত ভুল কথা মা। সংসারীদের ওই যে বাঁধা-গতের বচন,—ওই যে ত্যাগ-গ্রহণের আড়ম্বর আস্ফালন—অত বড় ভুয়ো ধাপ্পাবাজী আর নাই! আমার মা, ত্যাগেরও কিছু নেই, গ্রহণেরও কিছু নেই। শুদ্ধাচারে থেকে উপকার বোধ করি; তাই এই নিয়মগুলো পালন করি,—এই যা।"

একটু থামিয়া বলিলেন, "লোকাচার-মতে যাকে ত্যাগ করা বলা হয়, তাও তো কাউকে ত্যাগ আমি করি নি। আর সুখী করা? মা, এ পৃথিবীতে

কেউ কাউকে সুখী করতে পারে না। যে নিজের সুখ নিজে সৃষ্টি করে নিতে পারে,—সেই যথার্থ সুখী।”

মা মাটীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারী মাথা হেঁট করিয়া অধিকতর নিম্নস্বরে বলিলেন, “আপনি মা,—আপনাকে বল্‌তে আমাব কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে, আপনার স্নেহদৃষ্টিব সামনে আমরা সবাই ছোট, সবাই অনভিজ্ঞ। সব সত্য। কিন্তু তবুও বলছি মা—”

বলিয়া ব্রহ্মচাবিণীব ঘবেব বদ্ধ দুয়ারের দিকে কটাক্ষ করিয়া সসঙ্কোচে বলিলেন, “যাঁর জন্যে ভাবছেন, তাঁর জন্যে ভাববার কিছু নেই। পার্থিব-কামনায়, তিনি যে একেবারেই ভ্রূক্ষেপশূন্য।”

ব্রহ্মচাবী এত নিম্নস্বরে কথাগুলো বলিলেন যে, অদূববর্ত্তী ঠাকুদ্দা ত' কিছুই শুনিতে পাইলেন না, এমন কি অতি নিকটে থাকিয়া দিদি-মাও কিছু শুনিতে পাইলেন না। কথাগুলো ভালরূপে শুনিবাব জন্য তিনি আর একটু আগাইয়া বসিলেন। শুধু ঠাকুদ্দা যেথানে বসিয়াছিলেন, সেইখানে বসিয়া, গৈরিকধারী নাতির এই শাদা ধুতি-চাদব-পরিহিত মূর্ত্তিটি সস্নেহ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

দুয়াব খুলিয়া ব্রহ্মচাবিণী বাহিরে আসিলেন। ব্রহ্মচাবী ছাড়া সকলেই মুখ তুলিয়া তাঁব দিকে চাহিলেন,—হাঁ, তিনি কাপড় বদলাইয়াছেন, তবে শাদা কাপড় পবেন নাই। সেই পুবাতন গবদের শাড়ীখানি পরিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী মাব সঙ্গে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত। তিনি সেজন্য সরিয়া গেলেন, ভাঁড়ার-ঘবে ঢুকিলেন। হবিষ্যেব আয়োজন গুছাইয়া লইয়া রান্না-ঘরের দিকে চলিলেন। তিনি যখন বারান্দা অতিক্রম করিয়া রোয়াকে নামিয়াছেন, তখন ঠাকুদ্দা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “কই দিদি, তুমি শাদা শাড়ী পব্‌লে না?”

ব্রহ্মচারিণী ঠাকুদ্দার সামনে থামেব আড়ালে দাঁড়াইলেন। হাসিমুখে চুপি চুপি বলিলেন, “পরেছিলুম, আবার ছেড়ে এসেছি। এখন অনেক কাজ। হবিষ্যেব ডাল বেঁটে রেখে আহ্নিক-পূজায় যেতে হবে, আকাচা-কাপড়ে ত' এগুলো করা চল্‌বে না। এর পব কাপড়খানা কেচে রাখব, সব কাজ সাবা হলে সেটা পব্‌ব। আপনারা রাগ করবেন না।”

ঠাকুদ্দা বলিলেন, “এখন তোমার কাজে যাও, কিন্তু ওবেলা যখন মা আসবেন, তখন যেন তোমার ভৈরবীমূর্তি দেখতে না হয়, বুঝলে?”

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী চলিয়া গেলেন। ঠাকুদ্দা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া

বিপত্তি

বলিলেন, "এবার এঁদের সব ঠাকুর-দেবতাদের সঙ্গে আলাপচারী করবার সময় হয়েছে। আর ত' এঁরা এখন মর্ত্যের মানুষদের মুখদর্শন করবেন না। চলুন মা, আমরা এবার উঠি, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি।"

ব্রহ্মচারী একটু হাসিয়া বলিলেন, "মা তো এ পাষণ্ডের আশ্রমে জলগ্রহণ করবেন না, কিন্তু দিদি-মার আপত্তি কি? দিদি-মার সঙ্গে ত আমার কোন শত্রুতা নাই।"

দিদি-মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আছে বই কি! সন্ন্যাসীর দান গ্রহণ করব? আগে সংসারী হও, তবে তোমার বাড়ীতে জলগ্রহণ করব।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এমন জরিপাড় ঢাকাই-ধুতিতেও সন্ন্যাসের অপবাদ খণ্ডন হোল না? না, না, দিদি-মা আপনার ওজর করা চলবে না—"

ঠাকুদ্দা এক ধমক দিয়া বলিলেন, "তুই ষ্টুপীড্ তো ভয়ানক পাজী! আমার অতিথি ভাঙাচ্ছিস্! আমার কত পুণ্যের ফলে, এই তীর্থবাসিনী পুণ্যব্রতা তপস্বিনীর পায়ের ধূলোয় আজ আমার বাড়ী পবিত্র হয়েছে, তোর অমনি লোভ জাগল!—নাঃ, বেন-ঠাকরুণ, উঠুন। আপনাকে আর একদণ্ডও এখানে রাখ ছি নে। ও-ছোঁড়া পুণ্যের লোভে মানুষ খুন করতে পারে।"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "এত বড় অবিবেচক-মতের উপাসনা আমি করি বলে বিশ্বাস হয় না। আচ্ছা, আপনার পুণ্য-অর্জনে বাধা দেব না, কিন্তু ওবেলা,—রাত্রে?"

ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া ঠাকুদ্দা বলিলেন, "না। নিদ্রার ব্যবস্থা বরঞ্চ এখানে হতে পারে, কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা কক্ষনো নয়।—"

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ত্রিশ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অল্পক্ষণ পূর্বে খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে। গ্রীষ্মের গুমট কাটিয়া বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে।

আহ্নিক-পূজা সারিয়া আসিয়া ব্রহ্মচারী বারান্দায় উঠিলেন। সামনাসামনি দুই ঘরেই আলো জ্বলিতেছিল। ব্রহ্মচারীর ঘরের মেঝেয় কম্বল বিছাইয়া রাখা হইয়াছিল। বৃষ্টির জন্য আজ রোয়াকে বসিবার স্থান নাই।

ব্রহ্মচারিণী পূজাহ্নিক সারিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি নিজের ঘরে বসিয়া দিদি-মার সহিত কথা কহিতেছিলেন। বৃষ্টির পূর্বেই মা ও দিদি-মা নিরালায় পূজাহ্নিক করিবার জন্য এ বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। দিদি-মার আহ্নিক সারা হইয়াছে, মা এখনও ব্রহ্মচারিণীর পূজার ঘরে আছেন।

দিদি-মার সাড়া পাইয়া ব্রহ্মচারী আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইলেন। দিদি-মা চৌকাঠের কাছে বসিয়াছিলেন, বাহির হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া দিদি-মার পায়ের ধূলা লইয়া ব্রহ্মচারী আনন্দোৎফুল্ল-মুখে বলিলেন, "আহ্নিক সেরে উঠে, গুরুজনদের কাউকে সাম্‌নে পেলে আমার বড় আনন্দ হয় দিদি-মা। মা কই?"

দিদি-মা বলিলেন, "তিনি নীলিমার পূজোর ঘরে। তাঁর উঠ্‌তে একটু দেরি হয়। কই, নীলিমা, তুমি প্রসাদকে প্রণাম কর্‌লে না?"

ব্রহ্মচারিণীর রুদ্রাক্ষ-মালাটা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। আলোর সামনে হেঁট হইয়া বসিয়া তিনি নূতন সূতায় মালা গাঁথিতেছিলেন। অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আমি জপের আসনেই মনে মনে সব গুরুজনদের নমস্কার করে আসি।"

ব্রহ্মচারী কথাটা শুনিতে পাইলেন। বাহির হইতে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ওই জন্যে আসন থেকে ওঠবার সময় রোজ আমার পায়ে ঝিন্‌ঝিনি ধরে।"

দিদি-মা হাসি মুখে বলিলেন, "তা বাইরে কেন? ঘরে এসে বস, ঝগড়াটা মুখোমুখি হোক, ভাল করে একটু শুনি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "পরের সীমানায় পা বাড়ানো নিরাপদ নয় দিদি-মা।"

ব্রহ্মচারিণী হেঁট হইয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে বলিলেন, "ঘরে কম্বল পেতে রেখে এসেছি দিদি-মা, গিয়ে বস্‌তে বলুন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তার মানে? আমায় বিদেয় করে দিয়ে তুমি একা দিদি-মাকে ভোগ-দখল করবে? দিদি-মা এজমালির সম্পত্তি, সেটা মনে আছে?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "দিদি-মাও ও-ঘরে গিয়ে বসুন না।"

ব্রহ্মচারী হাসিমুখে একটু ভাবিলেন। দুয়ারে হাত রাখিয়া ঘরের ভিতর মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "তা' দিদি-মা যে একটু ঝগড়া শুন্‌তে চাইছেন, তা'র ব্যবস্থা কি হবে? মা আসন থেকে ওঠ্‌বার আগেই সে কাজটা সেরে নিলে ভাল হয় না? কি দিদি-মা, ঝগড়ার জন্যে যোড়হাত করে সসম্মানে নিমন্ত্রণ কর্‌তে হবে না কি?"

ব্রহ্মচারিণী একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ, মা শুনতে পাবেন যে? দিদি-মা আপনি ও-ঘরে গিয়ে কথাবার্তা বলুন, আমি এইখানে থাকি। মা হয় ত এখুনি উঠে আসবেন।"

দিদি-মা হাসিমুখে বলিলেন, "না রে বাছা না, মা এখন আসবে না। প্রসাদ, তুমি এখানে বস। নীলিমা, তোমার কম্বলখানা দাও।"

নিরুদ্বিগ্নমুখে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমার কম্বল নেবেন না।"

দিদি-মা অবিশ্বাস-ভরে বলিলেন, "নাঃ, নেবে না! নিতে কি হয়েছে?"

ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত নিরীহভাবে বলিলেন, "দেখুন দেখি দিদি-মা, কেউ কিছু দিয়ে দেখেছেন কখনো নিই কি না নিই?"

ব্রহ্মচারিণী এবার মাথা তুলিয়া চাহিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভণ্ডামির একটা সীমা আছে দিদি-মা, সেটা আর কেউ ভুললেও আমি ভুলি নি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ভুলি নি বলে অহঙ্কার জেগেছে, তখন ভুলতে আর দেরি নেই! যাক্, আমার এখন 'যাইতে উত্তরে বলিবি দক্ষিণে, দাঁড়াবি পূবব মুখে' নীতি-বাক্যটা স্মরণ রেখে চলতে হবে। কই আমার সেই শাদা কাপড়খানা? গেরুয়া ছেড়ে এবার মা'র 'জামাতা বাবাজী' সাজতে হবে যে। ইনি শাদা কাপড় পরেছেন দিদি মা?"

ব্রহ্মচারিণী দুয়ারের পাশে দেয়াল ঘেঁষিয়া বসিয়াছিলেন, বাহির হইতে তাঁকে দেখা যাইতেছিল না। দিদি-মা তাঁর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "পরেছে। ছাখো না প্রসাদ, কেমন মানিয়েছে?"

হতাশ-কণ্ঠে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আর দিদি-মা! নিজের সাজ-পোষাকের ধাক্কাতেই জখম হয়ে রয়েছি, পরের সাজ-সজ্জায় আর দৃষ্টি দিয়ে কাজ নেই। নিজের সখ মেটাবার জন্য গেরুয়া ধরলে, পরের সখের ঠেলায় তাকে ছাপান্নবার ছাড়তে হয়,—আমারও সেই দুর্দশা। কতদিনেই যে গুরুর কাছ থেকে যথার্থ গৈরিক-বস্ত্র আদায় করবার যোগ্য হব, যা' একবার ধরলে আর ছাড়তে হবে না।"

ব্রহ্মচারিণী ঘরের ভিতর হইতে চাপা গলায় বলিলেন, "আর একটু কপটাচার আশ্রয় করে চললে সে যোগ্যতাটা শীঘ্র এসে পড়বে। 'যাইতে উত্তরে বলিবি দক্ষিণে, দাঁড়াবি পূবব মুখে' নীতি-বাক্যের জোরে দিদি-মাকে ঠকানো চলে, ভগবানকে ঠকানো চলে না।"

ব্রহ্মচারী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা! অভিশাপ দিচ্ছি, একবার এই অবস্থায় পড়ো। দায়ে ঠেকে যেন ওই নীতিবাক্যই পালন করতে বাধ্য হও, দর্প যেন চূর্ণ হয়।"

ব্রহ্মচারিণীর হাত হইতে সহসা মালা খসিয়া পড়িল! শুষ্ক-বিবর্ণ মুখে মাটীর দিকে চাহিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারী তাঁর অবস্থা দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন, "আচ্ছা আপনি বসুন দিদি-মা, আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি।"

"ব্রহ্মচারী চলিয়া গেলেন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মচারিণী মালা তুলিয়া লইলেন। আলোর সামনে ঝুঁকিয়া নতমুখে আবার মালা গাঁথিতে লাগিলেন।

একত্রিশ

একটু পরে ব্রহ্মচারী কাপড় বদলাইয়া নিজের কম্বলখানি হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। দিদি-মা তাড়াতাড়ি ভিতর দিকে সরিয়া বসিয়া বলিলেন, "এসো ভাই ভেতরে এসে বসো।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কিন্তু মা যখন আসবেন—"

দিদি-মা বলিলেন, "এলে তখন দেখতে পাব। এখন বসো ত'।"

ব্রহ্মচারী চৌকাঠ পার হইয়া কম্বল পাতিয়া দুয়ারে ঠেস দিয়া বসিলেন। হাসিমুখে বলিলেন, "দিদি-মা, বিশ্বেশ্বরের রাজত্ব থেকে এলেন, সেখানকার খবরাখবর একটু বলুন। আচ্ছা, বিশ্বেশ্বরের বাঁদরগুলো সব আছে কেমন? তারা আপনার সঙ্গে কিছু খুনসুটি করে না ত?"

দিদি-মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে করে না, তবে আমার নাৎনীর সঙ্গে করে বটে!"

"এঃ, ছি, ছি, ছি!—" বলিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া ব্রহ্মচারী হাসিলেন। বলিলেন, "কুচুণ্ডে বুদ্ধিতে দেখছি দিদি-মা আমার ওপর যান!"

দিদি-মা হাসিমুখে বলিলেন, "তা' তো যাই। এখন আমার কথা শোন দেখি,—গুরু হয়েছে, সাধন-ভজন করছ, সবই তো বেশ ভাল! এবার দিনকতক সংসারী হও, আমরা দেখি। তা'র পর আমরা কাশীলাভ করলে—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "উহুঁ. এই বর্ষায় কাশীলাভ নয়, শুধু সর্দিলাভই ভাল। মা কতক্ষণ বসেছেন? তুমি উঠে আসবার পর না-কি?"

তিনি ব্রহ্মচারিণীর দিকে চাহিলেন। ব্রহ্মচারিণী হেঁট হইয়া কাজ করিতে করিতে, নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, "হাঁ।"

দিদি-মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া মার জীবনের গভীর বিষাদবহ দুঃখ অশান্তির কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। একমাত্র কন্যা ও জামাতার সংসার-বৈরাগ্যই যে তাঁর মর্মান্তিক ক্লেশের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, জামাতার মতি পরিবর্তনের জন্য বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে তিনি কি আকুল প্রার্থনাই যে অহোরাত্র জানাইতেছেন, সে-সব কথার বিস্তারিত ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী বিমর্ষ-গম্ভীর-মুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারিণী নির্বিকার-মুখে মালা গাঁথা শেষ করিয়া, সুতার দুই মুখ একত্র করিয়া যথারীতি গ্রন্থি বন্ধন করিলেন। তা'র পর একটু হাসিয়া বলিলেন, "মা'র ছেলেমানুষির ইতিহাস ওই পর্যন্তই থাক্ দিদি-মা, কাশীর ভাল ভাল সাধুদের গল্প একটু বলুন দেখি, শুনি।"

ব্রহ্মচারী বিষাদ-ভরা-মুখে ম্লান-হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কি নিষ্ঠুর দেখছেন দিদি-মা? মার কথা শুনে, আমি পরের ছেলে,—আমার কষ্ট হচ্ছে। উনি মার নিজের মেয়ে ওঁর গ্রাহ্যই নাই। সাধে কি আর আমায় সংসার ছাড়তে হয়েছে দিদি-মা!—"

দিদি-মা আশান্বিতমুখে আগ্রহের সহিত বলিলেন, "ওরই দোষে, নয় প্রসাদ? আমরাও তাই বলাবলি করি,—যত দোষ এই মেয়েটার। ও ইচ্ছা কর্‌লে—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ব্রহ্মচারী সহাস্যে বলিলেন, "এই মুহূর্তে আমায় সংসারী কর্‌তে পারেন। কিন্তু সে চিন্তা ত নাই—"

ব্রহ্মচারী পুনশ্চ কৌতুকভরে বলিলেন, "তপস্বিনী ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কিরও বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু লোকের ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, পীড়াপীড়িতে উত্যক্ত হয়ে, তিনিও রাগের মাথায় সে সৎকার্যটা করে ফেলেন। তাও একবার নয়,—দু'—দু'বার!—"

ব্রহ্মচারিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রাগের মাথায় যে সৎকার্যেই তিনি সিদ্ধিলাভ করে থাকুন—সংসার-ধর্মে অনুরাগটায় সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারেন নি। দু'-দফাতেই—প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই যবনিকা পতন হয়ে গিয়েছিল!"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তা যাক্। কিন্তু 'সর্পে-সর্পে ন মাণিক্যং', সংসারে সবাই ত ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি নয়। অন্ততঃ তুমি ত নও-ই। লোকের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা,—নিদেন মার দুঃখের দোহাই দিয়েও রাগের মাথায়—" বলিয়া ব্রহ্মচারী হাসি-মুখে চুপ করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী নিম্নস্বরে বলিলেন, "কি? সংসার-ধর্মে অনুবাগ?"

ব্রহ্মচারী হাসিমুখে বলিলেন, "অনুরাগে না পার, ঘোরতব বিরাগের সঙ্গেই নীরস-কঠোর কর্তব্য পালন করো। তা'র পর থাকে ফাঁড়া উৎরে যাবে। কাল থেকেই গয়না-কাপড়ের আব্দার নিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দাও! দেখি পুরোদস্তর সংসারী হতে পাবি কি-না?"

মুখে হাত আড়াল দিয়া হাই তুলিতে তুলিতে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তা'র পর?"

ব্রহ্মচাবী বলিলেন, "তা'র পর ভালবাসা-টাসার বায়না!"

"তা'র পর?—"

"তা'র পব দু'-একটা ছেলে-মেয়ে হয়ে বোগে ভুগে-ভুগে মরুক,—তখন নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে অখণ্ড মনোযোগে শোক-চর্চা! কি বলুন দিদি-মা, এই সবই ত সংসার-ধর্ম?"

দিদি-মা নিরুত্তবে হতবুদ্ধিব মত চাহিয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারিণী প্রশান্তমুখে সদ্যগাঁথা মালার গ্রন্থিগুলি পরীক্ষা কবিতে করিতে বলিলেন, "শুধু ওই-সব নয়। একেই ত ক্রোধ-চর্চায় উৎসাহের সীমা নাই, তা'র ওপর লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য-চর্চার জন্য বিস্তর উপাদান চাই। বিষয়ের ভাগীদারদের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ করবার জন্যে প্যাঁচালো বুদ্ধি চাই। নিরীহকে তা'র ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে আইন সঙ্গত কূট বুদ্ধি চাই। যে আমাব অন্যায়ের প্রতিবন্ধকতাচরণ করবে, তার সর্বনাশ করবার জন্যে মিথ্যাচার-কৌশলে অগাধ পাণ্ডিত্য চাই সংসার কি করলেই হোল? ওর মার-প্যাঁচ আগে মুখস্থ চাই!"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বাপ! কি ভয়ানক সুসংবাদ! আমার পা[...]চারিণী চন্‌চনিয়ে মাথায় উঠ্‌ছে যে!"

মাথা হইতে একটা চুলের কাঁটা খুলিয়া ব্রহ্মচারিণী স্মিত-[...]া দাঁড়াইয়া "শুধু সংবাদেই এই? কার্য-ক্ষেত্রে আরও কত কি হবে।"

কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া দিদি-মা ধীরে ডাকিলেন, "প্রসাদ—"

"এসো, ঘরে বসো।"

ব্রহ্মচারী নীরবে আসিয়া পূর্বস্থানে বসিলেন। অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দিদি-মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, "কি ভাবছ প্রসাদ?"

ব্রহ্মচারী ম্লান-হাস্যে বলিলেন, "শুনেছি পাগ্‌লামির ভান কর্‌তে কর্‌তে লোকে সত্যিই পাগল হয়ে যায়। তাই ভাবছি—বাঁদরামির ভান কর্‌তে কর্‌তে সত্যিই বাঁদর হচ্ছি না ত? না দিদি-মা, আর নয়। চলুন, এবার আমার ঘরে।—একটু জ্ঞানযোগ,—না ভক্তিযোগই আপনার ভাল লাগবে বোধ হয়, কি বলুন? তাই চর্চা করা যাক্।"

দিদি-মা কৌতূহলী-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "নীলিমা তোমায় কি ইসারা কর্‌লে বল ত? হঠাৎ তুমি এমন দমে গেলে কেন।"

মাথা হেঁট করিয়া বিষণ্ণভাবে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "রসনার অসংযমে মানুষকে অনেক দুঃখ পেতে হয়। আমি বড় অপরাধী!"

নাৎজামাইয়ের বিমর্ষতা মোচনের জন্য দিদি-মা প্রবল তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিলেন, "ওঃ। ভারি ত' মানুষ, ওর শাসনকে আবার গেরাজ্জি করে!"

ব্রহ্মচারী ম্লানহাসি হাসিলেন। বাহিরের দিকে কাণ পাতিয়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "মার আহ্নিক হয়ে গেছে, কথার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ওঁকে প্রণাম করে আসি।"

উঠিয়া গিয়া পূজার-বারান্দায় ঢুকিতে উদ্যত হইয়া তিনি থামিলেন। মা ঘরের বাহিরে আসিয়াছিলেন। সুরু বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া হাতে মাথা রাখিয়া আড় হইয়া শুইয়া আছেন, কন্যা পায়ের কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতেছেন। উভয়ে নিম্নস্বরে কি কথাবার্ত্তা হইতেছে।

ব্রহ্মচারী বাহির হইতে ডাকিলেন, "মা—"

"এসো বাবা" বলিয়া মা উঠিয়া বসিলেন। মেয়ে মাথায় কাপড় টানিয়া মাথা হেঁট করিলেন। পরিহাসের পীড়নে দায়ে ঠেকিয়া, দিদি-মা ও ঠাকুদ্দা'র সামনে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কথা বলিতে হইয়াছে। কিন্তু মার সামনে সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

ব্রহ্মচারী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আপনার আহ্নিক হয়ে গেছে? নতুন জায়গায় এসে কাজের কিছু অসুবিধা হয় নি ত?"

মা বলিলেন, "না, তোমার বাড়ী বেশ নিরিবিলি। বেশ কাজ হয়েছে।"

নম্রভাবে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তা এখানে শুয়েছেন কেন মা? জায়গা বড় সঙ্কীর্ণ যে। ওখানে চলুন। আমি আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি।"

আপত্তির সুরে মা বলিলেন, "আমি এম্নিই আশীর্বাদ কর্‌ছি বাবা—"

ব্যগ্র-অনুনয়ের সহিত ব্রহ্মচারী বলিলেন, "না মা, আমি পায়ের ধুলো নেব যে।"

বলিয়া কিসের অপেক্ষায় যেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহার অর্থ মাতা বুঝিলেন না, কন্যা বুঝিলেন। ব্রহ্মচারিণী বিনাবাক্যে মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া, পূজার ঘরের চৌকাঠ ঘেঁষিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যাপারটা মার দৃষ্টি এড়াইল না। কন্যা-জামাতার মধ্যে স্পর্শদোষ বিচারের আড়ম্বরটা যে কত বড় প্রকাণ্ড হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিলেন। অন্তরে অন্তরে আহত হইয়া, তিনি অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

জামাতা প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইতেই, তিনি সহসা তাঁর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া আর্ত-ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিলেন, "বাবা—"

ব্রহ্মচারী অত্যন্ত সহজভাবে বলিলেন, "কেন মা?"

মা ব্যথিতস্বরে বলিলেন,—"বাপ-মার একমাত্র ছেলে তুমি! বংশলোপ কোরো না বাবা,—এবার সংসারী হও।—"

মাটীর দিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; তা'র পর বিষণ্ণমুখে শুষ্কস্বরে বলিলেন, "কিন্তু মনে হয়—মনে হয় ভগবানের ইচ্ছা অন্য রকম। সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলবার সাধ্য ত আমাদের নাই।"

মর্মান্তিক ক্ষোভের সহিত মা বলিলেন, "কেন এমন সাধন নিয়েছিলে বাবা?"

এবার ব্রহ্মচারী হাসিলেন। শান্তস্বরে বলিলেন, "নিজের ইচ্ছেয় কি কেউ এ সাধন নিতে পারে মা? একটা অদৃশ্য ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, আমাকে এ পথে আসতে হয়েছে। আর তাই যদি কর্মে থাকে,—আবার ফির্‌ব সংসারে। কিন্তু আপনি চোখের জল ফেলবেন না মা, আপনাদের চোখের জলকে আমি বড় ভয় করি।"

মা চোখের জল মুছিতে মুছিতে ব্যথার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কেন যে

চোখের জল ফেল্‌ছি তা' তো জানো না বাবা। আশীর্বাদ করি হোক একটি মেয়ে, আর এম্নি একটি জামাই।—তা'র পর নিজেদের যখন চোখ থেকে জল পড়বে, তখন বুঝতে পারবে,—কত দুঃখ!"

জামাতা সলজ্জ-স্মিতমুখে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। মাতার পিছন হইতে নিঃশব্দ পদে সরিয়া কন্যা পূজাগৃহের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মাতা মৃদু আক্ষেপের স্বরে বলিলেন, "আব পোড়া মেয়েও আমার বরাতে হয়েছে তেম্নি! না মানুষ, না জন্তু! কি যে ওর মতি-গতি, কিছু বুঝতে পারি না।"

ইহাব উত্তরেও জামাতা নিঃশব্দে হাসিলেন। মা আবার কি একটা কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন,—এমন সময় বাহির হইতে ঠাকুদ্দা'র ভগিনী ও পত্নী ডাক দিলেন, "কই গো আমাদের মেয়ে কই? বেন্‌ঠাকৃরুণ কোথা? রাত হয়েছে, এবার চলুন।"

বত্রিশ

খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প-গুজব করিয়া মা ও দিদি-মা যখন ঠাকুদ্দা'র বাড়ী হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী ইহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় জাগিয়া বই পড়িতেছিলেন। ডাক শুনিয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন।

সঙ্গে ঠাকুদ্দার চাকর ও পুত্র আসিয়াছিল, ইঁহাদের পৌঁছাইয়া দিয়া তাহারা ফিরিয়া গেল।

দুয়ার বন্ধ করিয়া সকলে আসিয়া রোয়াকে উঠিলেন। রোয়াকের ধারে জলের বাল্‌তি ও ঘটি ছিল। পা ধুইতে ধুইতে অন্যান্য কথার পর দিদি-মা বলিলেন, "তোমাদের খাওয়া হয়েছে প্রসাদ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"নীলিমা কই?"

ব্রহ্মচারিণীর শোবার ঘরের দিকে আঙুল দেখাইয়া ব্রহ্মচারী সংক্ষেপে বলিলেন, "ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

তা'র পর নিজের ঘরে ঢুকিতে উদ্যত হইয়া পুনশ্চ বলিলেন, "আপনারা শুয়ে পড়ুন দিদি-মা, বারোটা বেজে গেছে, আমি শুতে চল্লাম।"

তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী কখনও দুয়ারে খিল দিতেন না, ইহা সকলেই জানিতেন। দিদি-মায়েদের শয়নের স্থান ব্রহ্মচারিণীর ঘরে নির্দিষ্ট ছিল।

দিদি-মা ও মা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইলেন। নিম্নস্বরে কি দু-একটা কথাবার্তাও হইল। দিদি-মা গুটি-গুটি চরণে আসিয়া ব্রহ্মচারীর দুয়ারের কাছে দাঁড়াইলেন। চুপি চুপি ডাকিলেন, "প্রসাদ—"

ব্রহ্মচারী প্রদীপ নিবাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ডাক শুনিয়া ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া ত্রস্তে বলিলেন, "আজ্ঞে ?"

অত্যন্ত মিনতির সুরে দিদি-মা বলিলেন, "একটা কথা আছে ভাই।"

পুনশ্চ প্রদীপ জ্বালিয়া চাদরটা টানিয়া গায়ে জড়াইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ভেতরে আসুন।"

দুয়ার ঠেলিয়া ভেতরে ঢুকিয়া দিদি-মা পরম-সৌজন্যের সহিত বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আহা, তুমি শুয়ে পড়েছিলে ? আবার জ্বালাতন কর্‌তে এলুম ভাই, রাগ কোর না "

তা'র পর মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া অতিশয় বিনয়ের সহিত বলিলেন, "তোমার শাশুড়ী দুঃখ করছেন ভাই। লক্ষ্মী-মাণিক আমার, আজকের মত একটি কথা রাখো।"

"কি বলুন।" ব্রহ্মচারী উদ্বিগ্ন-দৃষ্টিতে চাহিলেন।

অতিশয় মিনতিভরা সঙ্কোচের সহিত দিদি-মা বলিলেন, "রাগ কোর না। নীলিমাকে,—এই আজকের মত এ ঘরে দিয়ে যাই। কি বল ?—"

ব্রহ্মচারীর মুখ গম্ভীর হইল। নিজের পায়ের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া দুঃখিতভাবে বলিলেন, "এইগুলো অন্যায় ছেলেমানুষি নয় দিদি-মা ? আমরা কি ছেলেখেলা কর্‌ছি ? না,—মান-অভিমানের পালা চল্‌ছে, তাই মিটমাট কর্‌তে এসেছেন ?"

দিদি-মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না না, সে-সব ত কিছু নয়, তা' জানি। কিন্তু ছাখো ভাই, গুরুজনদের মনে কষ্ট দিলে, তাতেও কিছু ধর্ম হয় না। আর লোকে এমনও একটা কথা বলে যে, এক ঠাঁই মেয়ে-জামাইকে দেখলে মায়ের হরগৌরী দর্শনের পুণ্যফল হয়—"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া ফেলিলেন! বলিলেন, "তাই না কি? তা' সে পুণ্যফল ত ঘরে ঘরে নিত্যই ফল্ছে, আপনারা কে-কত পুণ্য অর্জন কর্‌বেন করুন-না। কিন্তু না দিদি-মা, আপনাদের লোকাচার-শাস্ত্রের ও-সব অনুশাসন আমার ওপর চালাবেন না। মাকে বুঝিয়ে বলুন।"

নিরুপায় ব্যাকুলতার আতিশয্যে অধীর হইয়া, দিদি-মা বলিলেন, "দোহাই প্রসাদ, আমার মাথার দিব্য,—আজকের মত কথা শোনো। 'না' বোল না।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আঃ, ছি ছি, দিদি-মা। কিন্তু 'না' বল্‌তে না পার্‌লেও, আমি 'হাঁ' বল্‌তে পার্‌ব না। ব্রত আমার একার নয়। এর দায়িত্ব কতখানি তাও তিনি জানেন। আর তিনি—"

কি বলিতে উদ্যত হইয়া ব্রহ্মচারী থামিলেন। নিকটস্থ শেলফের উপর হইতে একখানা বই পাড়িয়া লইলেন। প্রদীপের কাছে হেঁট হইয়া তা'র পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তাঁব ইচ্ছা হয়, এ ঘরে আস্‌তে পারেন। আপনাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্যে আমি এইটুকুমাত্র বল্‌তে পারি, ঘরে স্থানাভাব হবে না।"

পাছে ব্রহ্মচারী আবার বাঁকিয়া বসেন, সেই ভয়ে দিদি-মা আর বেশী কথা বলিতে সাহস করিলেন না। ব্রহ্মচারীর ভদ্রতা ও নম্রতার জন্য সাধুবাদ কীর্তন করিয়া সত্বর প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দুয়ারের কাছে আসিয়া ব্রহ্মচারিণী নিম্নস্বরে ডাকিলেন, "ব্রহ্মচারি—"

বই পড়িতে পড়িতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হুঁ। এস।"

ব্রহ্মচারিণী ঘরে ঢুকিলেন। অপক্ক নিদ্রার জ্বালাভরা-আরক্তচক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "ব্যাপার কি? কি বুঝিয়েছ এঁদের?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মচারী ম্লানহাসি হাসিয়া, মুখ তুলিয়া চাহিলেন; বলিলেন, "ছাখো, আজ সমস্ত দিনটা আমি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করেছি যে, 'হে ভগবান, একটা দিনেব জন্যে এঁদের সন্তুষ্ট করবার ধৈর্য আমায় দাও।' ধৈর্য পেয়েছি বটে, কিন্তু পরীক্ষা এবার বড় কঠিন। মার যে এতদিনের পর হরগৌরী দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগবে, এমন আশঙ্কা ত আমার ছিল না।"

বলিয়া সংক্ষেপেই দিদি-মার মার্ফৎ শ্রুত মাতার আবেদন-কাহিনী বর্ণনা

করিলেন। ব্রহ্মচারিণী নিকটস্থ দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিলেন। দু'হাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে অপ্রসন্নমুখে বলিলেন, "আমাকেও মার চোখের জলের তাড়া খেয়ে উঠে আস্‌তে হোল। ক'দিন থেকে ভাল ঘুম হয় নি, আজ বর্ষা-বাদলে মনে ক'রেছিলুম ঠাণ্ডায় স্বস্তিতে ঘুমিয়ে বিশ্রাম পাব। কি যে সব গোলমাল জুড়ে দিলে—"

ব্রহ্মচারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সহানুভূতির-স্বরে বলিলেন, "আহা, তোমাব ঘুম পেয়েছে? ঘুমোও আমার এই কম্বলে। আমি ও-ই ইজি-চেয়ারে আর একখানা কম্বল পেতে রাতটা কাটিয়ে দিচ্ছি।"

ইহা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। ব্রত, উপবাস, শাস্ত্রচর্চা উপলক্ষে, তীর্থের পথে, ধর্মশালায়, উভয়েব একত্রে রাত্রিযাপন বহুবার হইয়াছে। কেহ বিশেষ অসুস্থ হইলে অপরকে তাঁর শুশ্রূষার জন্য কদাচিৎ রাত্রে নিকটে থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু এ-গুলো প্রয়োজনের অনুরোধে, ব্রতের অনুকূলে, বৈধ কর্তব্যপালন মাত্র।

ব্রহ্মচারিণীব মনে পড়িল গতকল্য রাত্রে তাঁকে অসুস্থ অনুমান করিয়াই, ব্রহ্মচারী নিজের চোখের সামনে তাঁকে বিশ্রাম করিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি যেভাবে প্রত্যাখ্যান জানাইয়াছিলেন, তাও মনে পড়িল! কার উপর বলা শক্ত, সহসা রুষ্ট হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, দাও তোমার কম্বল! ওটা আজ আমায় নিতে হবে, মা ভয়ানক কটু শপথ দিয়েছেন। তা'র পর যাও,—তুমি তোমার কর্মফল ভোগ কর, আমি আমার কর্মফল ভোগ করি। কি শাপই দিয়েছ সন্ধ্যাবেলায়!"

ব্রহ্মচারী কম্বল ছাড়িয়া ঘরের অন্য প্রান্তে ইজি চেয়াবটার দিকে যাইতেছিলেন। ব্রহ্মচারিণীর শেষ কথা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি ত আচ্ছা পাগল!"

"হুঁ, তোমার মাথাটা ঠিক থাকলেই আমি যথেষ্ট উপকৃত হব।" বলিতে বলিতে কম্বলটা তুলিয়া একবার ঝাড়িয়া ব্রহ্মচারিণী পুনরায় বিছাইলেন।

ব্রহ্মচারী ঘাড়ের নীচে দু'হাত রাখিয়া ইজিচেয়ারে শুইলেন। চোখ বুজিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আমি বিন্দে-শূয়ার নই। অনুরোধ করছি, রাগারাগি কোর না। তোমার আজকের রাগ কাল থাক্‌বে না, কিন্তু আজ যা অশান্তি সৃষ্টি করবে, তা মার চিরদিনের জপমালা হয়ে থাক্‌বে। তাঁর

প্রত্যেকটি দীর্ঘশ্বাস, প্রত্যেক ফোঁটা চোখের জল,—আমাদের পক্ষে এক একটা বজ্র হয়ে দাঁড়াবে।"

ব্রহ্মচারিণী ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "কিন্তু এ কি হচ্ছে বল ত? ধর্মের দোহাই দিয়ে—"

ব্রহ্মচারী বাধা দিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "আস্তে। মা শুন্‌তে পাবেন! ছাখো, তোমায় মিনতি করে বলছি, মনের মধ্যে পুত্রশোকই হোক, কন্যাশোকই হোক আজকের মত ধৈর্য ধরো।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমি নিজের জন্যে ভাবছি কি?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "না। আমার জন্যে ভাবছ, তা' বুঝতে পারছি। কিন্তু নিশ্চিন্ত হও, আত্মা-অনাত্মার বিবেক-বিচারটা আপাততঃ স্মরণ আছে। আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘুমোও।"

"দুয়ারটায় খিল বন্ধ করি? দিদি-মা হচ্ছেন মার ভগ্নদূত। হয় ত আড়ি পাতবেন, কে কোথা রয়েছি দেখে গিয়ে মাকে খবর দেবেন।"

ব্রহ্মচারী চোখ বুজিয়াই উত্তর দিলেন, "তবে খিল বন্ধ করো। কিন্তু কাল সকালে কি কি কৈফিয়ৎ দেওয়া যাবে—"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "কাল বৃহস্পতিবার। তুমি গুরুবারে এবার মৌনব্রত নাও!"

ব্রহ্মচারী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সেই ভাল। নিজের রসনাকেও সংযম শেখানো যাবে, দিদি-মাকেও জব্দ করা হবে। নইলে আজ হরগৌরী-দর্শনের বায়না ধরেছেন, কাল হয় ত নেড়ানেড়ীদের আড্ডা থেকে কোন নতুন তত্ত্ব ধার করে এনে তাই আব্দার ধরবেন। হে ভগবান, একবার দেশটায় জ্ঞান-যোগের আলো জ্বালো, অজ্ঞান কুসংস্কারগুলো দূর করো। আমাদের রক্ষা কর নারায়ণ!"

দুয়ারে খিল বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া ব্রহ্মচারিণী শুইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ
নিজ হস্তে রজ্জু যাহে আকর্ষণ।"

ব্রহ্মচারী স্তব্ধ! ওই ক্ষুদ্র সঙ্কেত-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অকস্মাৎ তাঁর মন যে কোন্ দুর্নিরীক্ষ্য চিন্তা-রাজ্যের মাঝে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল এবং সেখানে কি বিপুল গভীর-আনন্দ তন্ময়তায় তিনি বিভোর হইলেন, তিনিই জানেন,—

অনেকক্ষণ তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। তা'র পর কতকটা সংবিৎ পাইয়া ভাবাচ্ছন্নের মত,—যেন আপনাকে আপনি লক্ষ্য করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—

"অতএব ত্যজ বৃথা শোক-রাশি
ছেড়ে দাও রজ্জু-বল হে সন্ন্যাসি—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।"

তা'রপর দু'জনেই নীরব, নিস্পন্দ!

বাহিরে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। ঠাণ্ডা বাতাস চলাচল বন্ধ হইয়াছিল। ঘরের ভিতর গ্রীষ্মের গুমট আবার ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ পরে কাণের কাছে মশকের গুঞ্জন-গান অনুভব করিয়া, তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন। অন্ধকারে মেঝের দিকে যথাসাধ্য দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "তুমি মশারী টাঙাও নি? মশার উৎপাতে ঘুমুতে পারবে কি?"

ব্রহ্মচারিণীর কোন উত্তর পাওয়া গেল না। ব্রহ্মচারী উঠিলেন; অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া সাবধানে ব্রহ্মচারিণীর কম্বল এড়াইয়া ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়া পেরেকে গুটান রেশমি মশারী পাড়িলেন। অন্য তিন দিকের দেওয়ালে পেরেকে রেশমি ফিতা পূর্বেই বাঁধা ছিল। মশারীর কোণগুলো তাহাতে বাঁধিয়া, মশারীটা কম্বলের চারিপাশে ছড়াইয়া দিলেন। তা'র পর আবার আসিয়া ইজি-চেয়ারে শুইলেন। চাদরখানা সর্বাঙ্গে ঢাকা দিয়া, অন্যমনে তন্দ্রালসজড়িত-কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন—

"লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে;
জানিনা কখন, ডুবে যাবে মন
অকূল গরল পাথারে!

তুমি, বিশ্ব-বিপদহন্তা,
এস, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা
তব শ্রীচরণ-তলে, নিয়ে চল মোরে,
মত্ত বাসনা নিভায়ে।"

বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর আরও জড়াইয়া আসিল। নিঃশ্বাস আরও ধীর—গভীর হইয়া আসিল। ক্রমে কণ্ঠধ্বনি থামিল। নিঃশ্বাস গভীর হইতে গভীরতর হইয়া দীর্ঘচ্ছন্দে পড়িতে লাগিল।

ব্রহ্মচারিণী যেন এইটুকুর জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতি সন্তর্পণে, নিঃশব্দে মশারী তুলিয়া বাহিরে আসিলেন। একখানা পাখা লইয়া চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া, অতি সাবধানে, নিঃশব্দে, নিদ্রিতকে বাতাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারীর নিঃশ্বাস আরও গাঢ় হইয়া উঠিল, তিনি অগাধে ঘুমাইতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারিণী অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। একটা অস্বাভাবিক ভয়, সঙ্কোচ ও উৎকণ্ঠায় তাঁর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। যদি হঠাৎ ব্রহ্মচারীর ঘুম ভাঙিয়া যায়, যদি হঠাৎ তিনি চোখ মেলেন, তবে? অসময়ে, এত নিকটে আসিয়া, পত্নীর এই সেবার আয়োজন, ইহা তাঁর কতটা দৃষ্টি-কটু হইবে? হয় ত বিরক্তির আতিশয্যে আর ঘুমাইতে পারিবেন না, নিদ্রাহীনতার জন্য হয় ত কাল অসুস্থ হইবেন। তা'র পর কয়দিন ধরিয়া যে সেই অসুস্থতার জের চলিবে, তাঁর সাধন-ভজনের কত বিঘ্ন হইবে, সেই ক্ষতিই যে সব চেয়ে বেশী আশঙ্কাজনক।

আর যদি তিনি পাখার বাতাস বন্ধ করিয়া সরিয়া যান, তাতেও ফল ভাল হইবে না। ব্রহ্মচারী মশার উপদ্রবে ঘুমাইতে পারিবেন না। ব্রহ্মচারিণী বাহিরে থাকিলেও তিনি মশারীর ভিতর যাইবেন না, ইহাও সুনিশ্চিত। মশারীও এখানে একটা ছাড়া দু'টা নাই।

কি নিষ্করুণ উভয়-সঙ্কট!—

ধাঁ করিয়া মনে পড়িল ব্রহ্মচারীর সেই পরিহাসচ্ছলে বর্ষিত অভিশাপ!

ব্রহ্মচারিণী মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিঃশব্দে হাসিলেন। শক্তিশালী সাধক, তোমায় শতকোটী নমস্কার! তোমার সদুদ্দেশ্যকে কপটাচার বলিয়া বিদ্রূপ করিলে, সে আঘাত—'সাপকে মারিতে শিবকে' লাগিয়া যায়! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর সাধক! তোমার এই সেবার সুযোগটুকু হইতে আজ যেন বঞ্চিত হইতে না হয়! তোমার শান্তিময় নিদ্রার যেন ব্যাঘাত না ঘটে! তুমি ঘুমাও, ঘুমাও!

ব্রহ্মচারীর নিদ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। ব্রহ্মচারিণী বিনা বাধায় বাতাস করিতে লাগিলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ক্রমে ভোরের আলো দেখা দিল। পাখা রাখিয়া ব্রহ্মচারিণী মশারী, কম্বল গুটাইয়া যখন ঘরের মেঝে ঝাঁট দিতেছেন, তখন শব্দ পাইয়া ব্রহ্মচারীর ঘুম ভাঙিল। অভ্যাস-বশে ঘুমের ঘোরেই

প্রাতঃস্মরণীয় স্তব-স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে উঠিলেন। ব্রহ্মচারিণী হেঁট হইয়া ঘর ঝাঁট দিতে লাগিলেন, ব্রহ্মচারী অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া স্নান করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

তেত্রিশ

পূজা সারিয়া ব্রহ্মচারিণী সবে মাত্র বাহির হইয়াছেন, ব্রহ্মচারী নিজের পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া হাস্যোৎফুল্ল মুখে বলিলেন, "আরে শোনো, শোনো। মাথায় একটা চমৎকার ফন্দি এসেছে।"

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "হোল সঙ্কল্প-ভঙ্গ! গুরুবারে মৌনব্রত নেবার কথা ছিল না?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ছিল বটে, কিন্তু সঙ্কল্প কর্‌তে গিয়ে বাধা পড়ল। মাথায় দুষ্টু-বুদ্ধির আবির্ভাব হোল। চল তো মা'র কাছে! মা কাল রাত্রে অভিশাপ দিয়েছেন যে, একটি মেয়ে হোক। তা'র জন্যে যেন আমাদের চোখ থেকে জল পড়ে।—আচ্ছা! মা'র শাপই ফলাবো। মাকে বল্‌বে চল,—মাকেই আমরা পোষ্য-কন্যা গ্রহণ করব।—"

ব্রহ্মচারিণী সলজ্জহাস্যে বলিলেন, "আমায় বলতে হবে? পার্‌ব না, ছি ছি! ইচ্ছে হয় তুমি বল গিয়ে।"

ব্রহ্মচারী হাসি চাপিয়া কপট-অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "আহা, আমার কি এতটা ধৃষ্টতা সাজে! তুমি হচ্ছ মা'র নিজের মেয়ে—"

"কাজেই ধৃষ্টতাগুলো প্রকাশ করা আমাকেই সাজে!"

ব্রহ্মচারী গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুদ্দা একাই মা'র বাবা হতে পারেন? আমি মা'র বাবা হতে পারি না?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "বাবাগিরির দখলিস্বত্ব নিয়ে ঠাকুদ্দা'র সঙ্গে মামলা কর, আমার কাছে চ্যাঁচাচ্ছ কেন?—মা শুনতে পাবেন যে!"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "মা যে আমার এখানে জল গ্রহণ করতে চাইছেন না। এটা ত ভাল কথা নয়। তুমি মা'কে বলবে চলো। আজ এখানে মায়ের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তা'র জন্যে আমিও মা'র বাবা হতে রাজী আছি, তুমিও মা'র মা হতে—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমি পারব না, যাও! মা'র মত আব্দেরে মেয়ের মা হতে গেলে, মেয়ের বায়না সাম্‌লাতে আমায় স্নানাহার বন্ধ কর্‌তে হবে! এক বায়নার তাড়ায় কাল রাত্রে উৎকণ্ঠা অস্বস্তিতে ঘুমুতে পারি নি, কলিক্‌ ধরবার যোগাড় হয়েছে। আর হাঙ্গামা বাধায় না।"

ব্রহ্মচারীর হাসি বন্ধ হইল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ব্রহ্মচারিণীর মুখের ম্লান-শুষ্কতা লক্ষ্য করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি ঘুমুতে পার নি, নয়? আমি ওই ভয়ই করেছিলাম। কিন্তু একবার বোধ হয় ঘুমিয়েছিলে, আমি ডেকে সাড়া পাই নি—"

ব্রহ্মচারিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সাড়া দিয়ে তোমার শুদ্ধ ঘুম নষ্ট করা উচিত ছিল কি?"

সংশয়ভরা-দৃষ্টিতে ক্ষণেক তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "অর্থাৎ—অ! বুঝেছি। যাও, ব্যথা ত যোগাড় হয়েছে, আর দুর্ভোগ বাড়িও না। ঘুমোও গিয়ে। হবিষ্যের জন্যে তাড়াহুড়ো করে ব্যস্ত হয়ো না। আজ আমি নিজেই সব করে নেব, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিও।"

একটু দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "এই জন্যে নিজের অসুখ-বিসুখের কথা তোমায় বল্‌তে ইচ্ছে করে না। মা দিদি-মার সামনে এ সব কথা নিয়ে গোলমাল কোর না, তোমায় মিনতি কর্‌ছি—"

বলিতে বলিতে পাশের ছোট জানালা দিয়া উঠানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এই যে এঁরা উঠেছেন। নাওয়া হয়ে গেছে। বেরিয়ে চল, এবার ওঁরা আহ্নিক করতে আস্‌বেন। আমি আগে যাই—"

ব্রহ্মচারিণী বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্কোচের সহিত মিনতি করিয়া বলিলেন, "দ্যাখো, আমার 'কলিকের' কথা ওঁদের জান্‌তে দিও না। ব্যথা এমন কিছু বাড়েনি, চেষ্টা করে দেখি চুপি চুপি সামলে নিতে পারব, বোধ হয়।"

তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সদ্যঃস্নাতা মা ও দিদি-মা কুয়াতলার কাছে দাঁড়াইয়া গোবরের মার সহিত কথা কহিতেছিলেন। গোবরের মা প্রাত্যহিক নিয়মমত আসিয়া গরুর কাজ করিয়া উঠান ঝাঁট দিয়া বিচালি কাটিতে বসিয়াছিল। দিদি-মা সুমিষ্ট

বচনে মুগ্ধ হইয়া সে প্রাণ খুলিয়া নিজের ঘরকন্না নাতি, নাতিনীদের সম্বন্ধে গল্প জুড়িয়াছিল। দিদি-মা ও মা আগ্রহের সহিত শুনিতেছিলেন।

ব্রহ্মচারিণী আসিয়া উভয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বেলা হয়ে যাচ্ছে দিদি-মা, যান পূজা সেরে আসুন।"

মা মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রসাদ কখন উঠ্‌বেন? তাঁর জল খাওয়া হলেই তুমি জল খেও।"

নতমুখে মেয়ে উত্তর দিলেন, "উঠেছেন। এখুনি বেরিয়ে আসবেন। আপনারা যান মা।"

ব্রহ্মচারিণী চলিয়া যাইতেছিলেন, দিদি-মা তাঁর পাছু লইলেন। ভাঁড়ার ঘরের কাছে আসিয়া নিভৃতে বলিলেন, "হ্যাঁরে, প্রসাদ রাগ করে নি ত?"

ব্রহ্মচারিণী ভাঁড়ার ঘর খুলিয়া ব্রহ্মচারীর জলখাবার সাজাইতে বসিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাতিক আর কাকে বলে? যান, আগে ইষ্টদেবতার পাওনাটা চুকিয়ে আসুন, তা'র পর কে রাগ করেছে, কে তাপ ক'রেছে, তা'র খোঁজ নেবেন।"

দিদি-মা উৎসুক হইয়া বলিলেন, "বলি, প্রসাদ কথা বলেছিল ত?"

"কথা ত দিনরাতই বল্‌ছেন। আপনি আহ্নিক-পূজো সেরে আসুন দেখি, নইলে আমি আর কথা বল্‌ব না। এইখানে আপনার জলখাবার সাজিয়ে রাখ্‌ছি দিদি-মা, আপনি আজ এইখানে—"

"তোমার মা—"

"ওঁকে বলবার যো নেই। আমি বলতেও পারব না বাপু।"

ব্রহ্মচারী বারান্দায় উঠিয়া দিদি-মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আবার দিদি-মা এখানে গল্প সুরু করলেন? ইষ্টদেবতার যে ওধারে তেষ্টায় ছাতি ফাটছে। যান, যান, পূজাপাঠ সেরে নিন।"

তাড়া খাইয়া দিদি-মা প্রস্থান করিলেন। ভাঁড়ার ঘরের ভিতর উঁকি দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "মাকে বলে এলুম, কিন্তু বৃথা। ঠাকুদ্দার বাড়ীতেই ওঁর ব্যবস্থা হোক্‌।"

ব্রহ্মচারীকে আসন পাতিয়া জলখাবার দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তুমি বসো।"

ব্রহ্মচারী বসিলেন। বলিলেন, "তুমি সরবৎ খেয়ে একটু ঘুমোও। এঁরা আহ্নিক করে উঠলেই আমি তোমায় জাগিয়ে দেব, যাও।"

ব্রহ্মচারিণীর শরীর সুস্থ ছিল না। প্রস্তাবটায় আপত্তি করিলেন না। সরবৎ খাইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িলেন। প্রবল নেশারমত গভীর-তন্দ্রাভাবে শীঘ্রই দুই চক্ষু বুজিয়া গেল।

জল খাইয়া ব্রহ্মচারী নিজের ঘরে ঢুকিলেন। একটুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া সাবধানে নিঃশব্দপদে আসিয়া ব্রহ্মচারিণীর ঘরের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইলেন। বাহির হইতে কাণ পাতিয়া শুনিলেন; নিদ্রাভিভূতের মৃদু-কাতরধ্বনি কাণে গেল। বোধ হইল ঘুমের ঘোরেই তিনি কোনরূপ শ্বাসকষ্ট বোধ করিতেছেন। নিদ্রিতের নিদ্রাঘোর ছাপাইয়া তা'রই অস্ফুট অভিব্যক্তি ধ্বনিত হইতেছে।

ব্রহ্মচারী নিঃশব্দে দুয়ার খুলিয়া ভিতরে ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারিণী শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন। সামনের খোলা জানালা দিয়া প্রভাতের রৌদ্রতাপ-তপ্ত তীব্র আলো ঠিকরাইয়া আসিয়া মুখের উপর পড়িতেছিল। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন পরিস্ফুট। কপাল কুঁচকাইয়া উঠিয়াছে, সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মচারী বুঝিলেন, অসুস্থের এই যন্ত্রণাদায়ক নিদ্রা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবে না, এই ঘুম ভাঙিয়া গেলে যন্ত্রণা দ্বিগুণবেগে বাড়িয়া উঠিবে। অতএব যে কোনরূপেই হউক এখন ইঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখাই নিরাপদ।

আকস্মিক অসুস্থতা নিবারণের জন্য গোটাকতক ঔষধ হাতের কাছে প্রস্তুত করা থাকিত। নিঃশব্দে নিজের ঘরে ফিরিয়া ব্রহ্মচারী ঔষধের বাক্স খুলিলেন। নিদ্রাকারক আরকে ভিজাইয়া একটা তূলার গুটিকা প্রস্তুত করিয়া লইলেন। নিজের কম্বল ও পাখাখানা লইয়া আবার ব্রহ্মচারিণীর ঘরে ফিরিলেন। অতি সন্তর্পণে নিদ্রিতের নাকের কাছে তূলাটুকু ধরিয়া মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন।

কয়েক মুহূর্তেই ঔষধের ক্রিয়া দেখা গেল। নিদ্রা গাঢ় হইল, যন্ত্রণা-ধ্বনি দূর হইল। ব্রহ্মচারী নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঔষধ রাখিলেন। নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া হাত-পায়ের উত্তাপ দেখিয়া বুঝিলেন—আপাততঃ আশঙ্কার কারণ নাই। এখন দীর্ঘনিদ্রাই প্রয়োজন।

ব্রহ্মচারিণীর মাথার নীচে একটা বালিশ দিয়া ব্রহ্মচারী তাঁর মাথার কাছে কম্বল বিছাইয়া বসিলেন। বাঁ-হাতে পাখা লইয়া মাথায় বাতাস করিতে করিতে ডান-হাতে নিজের মালা লইয়া জপ করিতে লাগিলেন। তাঁর চোখ বোজাই রহিল, শুধু মাঝে মাঝে চোখ খুলিয়া সতর্কভাবে এক-একবার

ব্রহ্মচারিণীর অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন মাত্র। তিনি ঘুমাইতেছেন কি-না, বিনাবাধায় পাথার বাতাস পাইতেছেন কি-না,—শুধু এইটুকু মাত্র দেখিয়া আবার চোখ বুজিয়া নিজের ধ্যানে মগ্ন হইতে লাগিলেন।

তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, মা বা দিদি-মা কেহ পূজার ঘর হইতে বাহির হইলেই তিনি এখান হইতে সরিয়া পড়িবেন। কিন্তু তাঁহারা কে কখন বাহির হইবেন এবং বাহির হইলে, সে সংবাদটা জানিবার জন্য ব্রহ্মচারীকেই যে বাহিরের দিকে চোখ রাখিতে হইবে, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গভীর নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া যে কতখানি সময় কাটিয়া গেল, কোন হিসাবই রাখেন নাই।

সহসা পিছনে মৃদুশব্দ পাইয়া ব্রহ্মচারী ফিরিয়া দুয়ারের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন, দিদি-মা কৌতুকস্মিতমুখে দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের লক্ষ্য করিতেছেন। মা তাঁর পিছন হইতে উঁকি দিতেছিলেন, ব্রহ্মচারীকে ফিরিয়া চাহিতে দেখিয়াই, তিনি সত্বর অদৃশ্য হইলেন।

লজ্জায় ব্রহ্মচারীর আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল! পাখা রাখিয়া ত্রস্তে উঠিলেন। মাথা হেঁট করিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে নিম্নস্বরে বলিলেন, "কি দিদি-মা, আহ্নিক হোল?"

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মা অন্তর্হিত হইয়াছেন। সলজ্জ-বিস্ময়ে চুপি চুপি বলিলেন, "মা কোথা গেলেন?"

দিদি-মা হাসিমুখে নীরবে ভাঁড়ার-ঘরের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। অর্থাৎ তিনি ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিয়াছেন। ব্রহ্মচারী সলজ্জ-অনুযোগের স্বরে চুপি চুপি বলিলেন, "ছি-ছি দিদি-মা, আপনি বোধ হয় আগে এসেছেন? আমায় একটু সাবধান করতে নেই? মা আপনার পিছন থেকে—ছি-ছি! কি মনে করলেন বলুন ত।"

অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে দিদি-মা বলিলেন, "আমিই ত ওকে ডেকে এনেছি। দেখুক, মেয়েকে জামাই কত ভালবাসে। মেয়ে ঘুমুচ্ছে, জামাই বসে বাতাস করছে, আহা—"

ব্রহ্মচারী সজোরে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "ঘুমুচ্ছেন? অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন!—কলিক-ব্যথা ধরেছে।"

দিদি-মা চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ব্যথা ধরেছে?"

মা ভাঁড়ার-ঘর হইতে বাহির হইয়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিলেন, "কতক্ষণ?"

ব্রহ্মচারী দেখিলেন ব্রহ্মচারিণীর অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলে আর চলে না। আত্মরক্ষার জন্য সত্য প্রকাশ করাই মঙ্গল। বলিলেন, "ব্যথা জানিয়েছিল, আমায় জানিয়ে এসেছিলেন। আপনারা ভাববেন বলে আপনাদের জানান নি, চেপে-চুপে রেখেছিলেন। আমায় জল খেতে দিয়েই শুয়ে পড়েছেন।"

মা ব্যথা-কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "তখন থেকে ব্যথা ধরেছে? তাই বাছার মুখখানা অত শুক্‌নো দেখ্‌লুম্‌! কিছু খায়-ও নি বোধ হয়?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "শরবৎ খেয়েছেন।"

তা'র পর সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "আজ আর ভয়ের কারণ নেই, সঙ্গে সঙ্গেই টের পেয়েছি। ওষুদ দিয়েছি, এখন নেশার ঝোঁকে খুব ঘুমুবেন। ঘুম ওঁর বড় দরকার। খান কম, ঘুমোন কম, আর খাটেন বেশী। এই করেই ব্যথাটি টেনে আনেন। কাল রাত্রেও ঘুমোতে পারেন নি; তা'র প্রতিক্রিয়া যাবে কোথা?—"

ব্রহ্মচারী বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু মুহূর্তে তা'র ছিদ্র ধরিয়া দিদি-মা প্রচ্ছন্ন-ব্যঙ্গভরে বলিলেন, "কাল রাতে ঘুমোতে পায় নি? অ!—তা' অত রাত কি জাগায়?"

ব্রহ্মচারী থতমত খাইলেন এবং ক্ষণমধ্যেই উপলব্ধি করিলেন—এ আক্রমণের লক্ষ্য তিনি নিজেই। সামনেই মা দাঁড়াইয়া। সুতরাং কথাটা যেন শুনিতেই পান নাই, এমনিভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "চলুন মা, আপনাকে ঠাকুদ্দার বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি। দিদি-মা, আপনার আজ এখানে জলখাবার ব্যবস্থা হয়েছে, চলুন ভাঁড়ার ঘরে। আপনাকে বসিয়ে দিয়ে যাই।"

দিদি-মাকে লইয়া তিনি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিলেন। গভীর ক্ষোভের সহিত বলিলেন, "দিদি-মা, বিশ্বনাথের ঘরের লোক হয়ে, এই কি আপনার দয়াধর্ম হোল? মা'র সামনে আমায় কি অপ্রস্তুতেই ফেল্‌লেন, বলুন দেখি!"

দিদি-মা প্রসন্নবদনে বলিলেন, "বলি আমার নাৎনীকে তুমি রাত জাগিয়েছ ত? সত্যি কথাটি কবুল কর! ফুলশয্যা ত কর নি—এত দিনে কম্বলশয্যা ত কর্‌তে হয়েছে?"

দু' হাতে নিজের দু' কাণ চাপিয়া ধরিয়া ব্রহ্মচারী দারুণ দুঃখের সহিত বলিলেন, "রাম, রাম, রাম!"

ব্রহ্মচারিণীর ঘর হইতে মা ডাকিলেন, "প্রসাদ, একবার এখানে এস ত, বাবা।"

চৌত্রিশ

ব্রহ্মচারী তটস্থ হইয়া উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে যাই।"

হৃতচৈতন্য কন্যার পাশে মা মাথায় হাত দিয়া অভিভূতের-মত বসিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী আসিয়া দুয়ারের বাহিরে মুখ হেঁট করিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "কি বল্‌ছেন মা?"

মা হতাশ-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন, "এ যে একবারে অজ্ঞান অভিভূত! ডেকে সাড়া পাচ্ছি না।"

ব্রহ্মচারী আশ্বাসের স্বরে বলিলেন, "ভয় নেই মা। ওটা ওষুদের দরুণ হয়েছে। ও ঘোর কেটে যেতে বেশীক্ষণ লাগ্‌বে না। আপনি আসুন, আপনাকে ঠাকুদ্দার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি, বেলা হয়েছে।"

মা বলিলেন, "আমায় এখন বোল না বাবা। আমি এর কাছে এখন বসি। এম্নি কপাল আমার! একদিনের জন্যে এলুম, তাও মেয়েটাকে ভাল দেখ্‌তে পেলুম না?"

নিজের দুরদৃষ্টের জন্য তিনি অনেক আক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মচারী বিপন্নভাবে বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মা বলিলেন, "বাইরে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? ঘরে এস।"

ঘরে ঢুকিতে উদ্যত হইয়া ব্রহ্মচারী আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারিণীর মাথায় কাপড় মা খুলিয়া দিয়াছেন, দৃশ্যটা চোখে ঠেকিবামাত্র ব্রহ্মচারী অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া নীরবে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

মা বুঝিলেন। দুঃখের সহিত বলিলেন, "তুমি এস বাবা। এই কি লজ্জার সময়? কেই-বা লজ্জা কর্‌বে? ওর কি জ্ঞান-গোচর আছে?"

ব্রহ্মচারী মনে মনে বলিলেন, ওঁর না থাক্, আমার ত আছে!—

মুখে স্বীকার করুন না করুন, পত্নীর সদ্‌গুণ-রাশিকে তিনি মনে-মনে সম্মান করিতেন। তাঁর ভদ্র, মহৎ, পবিত্র স্বভাবকে সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন। পত্নীর এই পবিত্র, তেজস্বী স্বভাব, ব্রহ্মচারীর জীবনের উচ্চতর চরিতার্থতালাভ-চেষ্টার পথে কতখানি সহায়তা করিতেছে,—তাঁর সাময়িক দৌর্বল্য, তাঁর আকস্মিক আত্ম-বিস্মৃতির মোহকে কতবার কতভাবে সংশোধন

করিয়া দিয়াছে, তা'র হিসাব ব্রহ্মচারী মনে রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু মোটের মাথায় সেজন্য অন্তরে কৃতজ্ঞ আছেন। নিজের ত্রুটি-দৌর্বল্য, আত্মগ্লানির জ্বালায় অধীর হইয়া পত্নী-সম্পর্কটার উপর রূঢ় দুর্ব্ব্যবহার করিতে বা রসনার সংযম হারাইতেও তাঁর আপত্তি ছিল না, পরে সেজন্য ক্ষমা চাহিতেও বাধিত না। কিন্তু পত্নীর অসামান্য রূপলাবণ্যকে যতই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করুন, সে সৌন্দর্যের প্রবল ঐন্দ্রজালিক-আকর্ষণী শক্তিকে তিনি মনে মনে ভয় করিতেন।

ব্রহ্মচারী বাহিরে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মা বুঝিলেন, জামাতা প্রয়োজনের অনুরোধে অসুস্থের সেবা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু শিষ্টাচারের সীমালঙ্ঘনে প্রস্তুত নহেন। অগত্যা কন্যার মাথায় কাপড়টা টানিয়া দিয়া, পুনশ্চ জামাতাকে ডাকিলেন। সেই সময় দিদি-মাও বাহিরে আসিলেন। দিদি-মাকে আগাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী মাথা হেঁট করিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

ব্রহ্মচারী নিজের পরিত্যক্ত কম্বলেই আবার বসিলেন! মা মেয়ের পাশে রহিলেন। দিদি-মা অন্যদিকে দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিলেন।

ব্রহ্মচারিণীর অসুখের বিষয় লইয়া ভীতি-বিহ্বলা মাতা দিদি-মার সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই দুর্জয়-শূলরোগ ব্রহ্মচারিণীর মাতামহীর ছিল, মাতার আছে এবং ব্রহ্মচারিণীকেও ধরিয়াছে। এই রোগের পীড়নে মাতামহী অকালে গত হইয়াছেন, মাতার স্বাস্থ্য ভাঙিয়াছে, কন্যার এই অবস্থা। এখন এই একমাত্র কন্যাকে ও জামাতাকে রাখিয়া কি করিয়া সকাল সকাল ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবেন, এই দুর্ভাবনাতেই মাতা অস্থির। তিনি অনেক আক্ষেপ করিলেন, অনেক চোখের জল ফেলিলেন। ব্রহ্মচারী নতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

সকলে অন্যমনস্ক। ইতিমধ্যে ব্রহ্মচারিণীর ঔষধের নেশা কতকটা লঘু হইয়া গিয়াছিল। তিনি মাথা ঝাঁকাইয়া চোখ বুজিয়াই বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিলেন, "সরো, সরো ব্রহ্মচারি, পথ দাও। আসনে বসবার সময় হয়েছে,— আসন, আমার আসন—"

সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক কাতরশব্দ করিতে করিতে ব্যস্ত ভাবে উঠিবার চেষ্টা করিলেন।

যথার্থ-ই আসনে বসিবার সময় হইয়াছে। খুব সম্ভব অভ্যস্ত সংস্কার-বশেই এ কথা তাঁর মনে জাগিয়াছে। ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া তাঁর মাথাটা

বালিশে চাপিয়া অন্য হাতে ঔষধসিক্ত তুলাটা নাকের কাছে ধরিয়া ধীরে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই যে আসন। বসো। বল, অস্থাসন মন্ত্রস্য—"

ব্রহ্মচারিণীর উত্তেজনা-চাঞ্চল্য মুহূর্তে দূর হইল। প্রসন্নমুখে বিড়্ বিড়্ করিয়া আসন-শুদ্ধির মন্ত্রাদি আওড়াইতে আওড়াইতে, আবার নিদ্রাভিভূত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘর্মাক্ত শিথিল হাতের আঙুলগুলি কর-জপিবার ভঙ্গীতে ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল।

ব্যাপার দেখিয়া মা ও দিদি-মা হতবুদ্ধি, নির্বাক। ব্রহ্মচারীও সহসা এমন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, যে ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

ব্রহ্মচারিণীর নিঃশ্বাস খুব ধীর ও গভীর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, ব্রহ্মচারী ঔষধ রাখিলেন। আবার অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঘাড় গুঁজিয়া বসিলেন।

দিদি-মা নিজেকে সামলাইয়া লইয়া—একটু অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "উঃ, এত যাতনার মাঝেও 'আসন আসন' কর্‌ছে? কি শিক্ষেই শিখিয়েছ প্রসাদ!"

"আমি?" ব্রহ্মচারী ম্লান হাস্যে বলিলেন, "জন্মান্তরের সংস্কার সকলকেই তা'র উপযুক্ত পথে টানে। আপনার সংস্কার, আপনাকে তীর্থবাসে আনন্দিত করে রেখেছে। মা'র সংস্কার মাকে সন্তান-বাৎসল্যে মায়া-মমতায় অভিভূত করেছে, মা চোখের জল ফেলছেন। আর ওই এক মূর্তিকে দেখুন, ওঁর মন কোন্ দিকে ছুটেছে। তবু মা এই মেয়ের জন্যে কাঁদ্‌বেন? কর্মভোগ আর কি!"

মা'র দিকে চাহিয়া যোড়হাতে অনুনয় করিয়া বলিলেন, "এবার উঠুন মা, অনেক বেলা হয়েছে।"

মা বিব্রত হইয়া বলিলেন, "উঠ্‌ছি বাবা উঠ্‌ছি। তোমার হবিষ্যের আজ কি হবে?"

"আমার স্বপাক অভ্যাস আছে মা। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে এসে নিজের কাজে বসিগে। দিদি-মা কষ্ট ক'রে একটু এইখানে বসুন।"

বলিতে বলিতে ঠাকুদ্দা'র ভৃত্য ও পুত্র আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মচারী মাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া উঠাইয়া তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। দিদি-মা রহিলেন।

ব্রহ্মচারী স্নানের জন্য উঠিলেন। পুনরায় যন্ত্রণা-কাতরতা প্রকাশ করিলে

বিপত্তি

ঔষধ শুঁকাইবার জন্ম যথারীতি উপদেশ দিয়া, তিনি বাহিরে যাইতে যাইতে বলিলেন, "ভাগ্যে দিদি-মা এসেছিলেন, তাই আজ নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কাজে যেতে পার্‌ছি। অন্তদিন হ'লে আমার কাজ বন্ধ রাখ্‌তে হোত। কি দিদি-মা, হরগৌরী দর্শনের বায়না আর ধর্‌বেন? সখ্‌ মিটেছে?"

দিদি-মা মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "আর বড়াই কোর না, যাও।"

ব্রহ্মচারী হাসিমুখে বলিলেন, "কেন কর্‌ব না? আপনারা যে ওঁকে সংসারী হ'তে বলেন, ছেলেমেয়ে হবার আশীর্বাদ করেন!—ওই শূল-ব্যাধি—ও সম্পত্তি ভোগের জন্ম উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করতে গেলে' উনি কি আর ভবধামে থাক্‌বেন?"

দিদি-মা বলিলেন, "ষাট্‌ ষাট্‌ মা'র বাছা! কেন ভবধামে থাক্‌বে না? কার ধার ক'রে খেয়েছে শুনি?"

হতাশ হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "নাঃ, এ-সব কুতার্কিকের সঙ্গে কথা বলা দায়! আচ্ছা, ও যুক্তিটা যদি পছন্দসই না হয়, তা'হলে দয়া করে মাকে এই কথাটা বুঝিয়ে দেবেন যে, সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসী থাকাই মঙ্গল। তারা সংসারী হলে তাদের সর্বনাশ হয়!"

প্রবল তাচ্ছিল্যের সহিত দিদি-মা বলিলেন, "কে সন্ন্যাসী? তুমি? পোড়া কপাল আমার! তোমার বাইরের ভড়ং কেবল আমাদের জ্বালাবার জন্তে বই ত নয়! কিন্তু মন যে তোমার কোথায় বাঁধা পড়েছে, তা' তো মনে মনে বুঝ্‌ঝি!"

ব্রহ্মচারী বিরুদ্ধ-ভাব-সংঘাতে নিজের অন্তরের রোখটা সন্ন্যাসের অনুকূলে ভাল করিয়া ঝালাইয়া লইতেছিলেন। তা'র মাঝখানে দিদি-মা অকস্মাৎ এই যে আঘাতটি করিলেন, ইহার নিগূঢ় সত্যতা সহসা মর্ম-কেন্দ্রে পৌঁছিয়া তাঁহাকে চম্‌কাইয়া দিল।

অবস্থা দেখিয়া দিদি-মা বল পাইলেন। বলিলেন, "যা করবার তা' করেছ ভাই। এখন এ-সব মতি-গতি ছাড়। ত্যাগী হবে, বেশ ত, অন্তরে ত্যাগী হও। সেই ত্যাগই ত যথার্থ ত্যাগ। বাইরে ভোগী হও, সবদিক বজায় রাখ, সবাইকে সুখী কর, তবে ত মানুষের যোগ্য কাজ হবে!"

ধাঁ করিয়া ব্রহ্মচারীর মনে পড়িল শঙ্করানন্দ-স্বামীর যুক্তি! মন অশান্ত-বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি আর দাঁড়াইলেন না, স্নান করিয়া আসনে বসিতে ছুটিলেন।

যথাসময়ে পূজাহ্নিক সারিয়া বাহিরে আসিয়া ব্রহ্মচারী দেখিলেন, ইতিমধ্যে মা ফিরিয়া আসিয়াছেন। রান্নাঘরে উনানে আগুন দিয়া, ভাঁড়ার-ঘর হইতে খুঁজিয়া-পাতিয়া বার্লি, দুধ, সব বাহির করিয়া ব্রহ্মচারিণীব জন্য পথ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার জন্য হবিষ্যের আয়োজন গুছাইয়া লইয়া, হবিষ্য চাপাইয়া দিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীর ঘরে গিয়া তাঁব অবস্থা পবীক্ষা করিলেন। হাঁ, তাঁর যন্ত্রণা দূর হইয়াছে। ঔষধ প্রভাবে এখন গাঢ় নিদ্রামগ্ন।

মা'র পীড়াপীড়িতে হবিষ্য গ্রহণের জন্য বসিতে হইল। মাকে সন্তুষ্ট কবিবাব জন্য আজ নির্দিষ্ট পরিমাণেব অনেক বেশী দুধ, ঘি, হবিষ্য ব্রহ্মচাবীকে গ্রহণ করিতে হইল। কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিলেন না।

ঠাকুদ্দার বাড়ী হইতে লোক আসিল। মা ও দিদি-মা আহার করিতে গেলেন। ব্রহ্মচাবিণী তখনও নিদ্রাভিভূতা।

দুয়াবের বাহিরে কম্বল পাতিয়া ব্রহ্মচাবী শয়ন কবিলেন। মধ্যে মধ্যে উঠিয়া রোগিণীর তত্ত্বাবধান কবিতে লাগিলেন ও সময়োচিত সেবা শুশ্রূষাসহ ঔষধ দিলেন।

বেলা তিনটাব পব মা ও দিদি-মা এ বাড়ীতে আসিলেন। ব্রহ্মচারিণী ততক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া চেতনালাভ কবিয়াছেন। পথ্য সেবন করিয়া তিনি এবাব উঠিয়া স্নানাহ্নিকেব উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁব শরীর এবং স্বাস্থ্য যেমনই হউক,—জীবনীশক্তিব প্রাচুর্য ছিল অদ্ভুত। যত বড় কঠিন ব্যাধিই হউক, স্বাস্থ্যলাভ করিবাব সময় তিনি আশ্চর্য দ্রুতগতিতে সুস্থ হইয়া উঠিতেন।

সেদিন বৈকালেব ট্রেণে মা ও দিদি-মাব চলিয়া যাওয়ার কথা ছিল; কিন্তু ব্রহ্মচারিণীর অসুস্থতাব জন্য তাহা হইল না। আগামী কল্য প্রত্যূষে তাঁহাদেব যাত্রা করা স্থির হইল।

সন্ধ্যায় স্নানাহ্নিক পর্বেব পব বিশ্রামেব জন্য ব্রহ্মাচাবিণী ও দিদি-মা রোয়াকে বসিয়াছিলেন। ব্রহ্মচাবী আসিয়া দিদি-মাকে প্রণাম করিয়া নিজের কম্বলে শুইয়া পড়িলেন। হাই তুলিয়া বলিলেন, "উঃ, ঘুম পাচ্ছে যে। মা'র কৃপায় ওবেলা আমাব যা' হবিষ্য করা হয়েছে,—সাংঘাতিক! এখন দিন দুই নির্জলা উপবাস করলে তবে—"

দিদি-মা মহা অপ্রসন্ন হইয়া প্রতিবাদ জুড়িয়া দিলেন, কেবল উপবাস

করিলেই কি ধর্ম হয়? ষোল বৎসর বয়স হইতে তিনি বিধবা এবং প্রায় ষাট বৎসর ধরিয়া বিস্তর উপবাস করিয়া দেখিয়াছেন—নিয়মিত উপবাসে যথেষ্ট উপকার হয় বটে, কিন্তু অনিয়মিত উপবাসে কেবল দেহের শক্তিক্ষয়—তথা সাধনায় সামর্থ হারানো হয় মাত্র। নিজের যৌবনের কঠোর কৃচ্ছ সাধনার কাহিনী তিনি বলিতে লাগিলেন,—ইহার ফলে ক্ষীণস্বাস্থ্য হইয়া নিজের সাধনা পর্যন্ত যখন তিনি পণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন দৈবক্রমে এক জ্ঞানী সাধকের দর্শন পান এবং কিরূপভাবে তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইয়া চৈতন্যলাভ করেন, স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোযোগ দিতে বাধ্য হন, সে-সব কথা বিস্তারিতভাবে বলিয়া—শেষে সস্নেহে ভৎর্সনার স্বরে বলিলেন, "তোমাদের সব ভাল,—শুধু বড় খাওয়া কম, ওইটে ভাল নয়। তাই নীলিমাকে বল্‌ছিলাম যে, শূলবোগকে তাড়াতে হলে, সুনিয়মে খেতে হয়, ঘুমুতে হয়,—নিয়মমত খাট্‌তে হয়।"

ব্রহ্মচারী ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "সব পার্‌বেন দিদি-মা, শুধু সুনিয়মে খাওয়া আর ঘুম্‌,—ওটা পার্‌বেন না! দেখুন না, কেমন থামে ঠেস দিয়ে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন, যেন এ পৃথিবীর জীব ন'ন।"

ব্রহ্মচারিণী চোখ বুজিয়া সুপ্তি-জড়তাচ্ছন্নের মত বসিয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই বলিলেন, "আস্তে। মা কাজে বসেছেন।"

ব্রহ্মচারী কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন, "বুঝ্‌লেন দিদি-মা, ইনি ভয়ানক এক-রোখা একল্‌ষেঁড়ে হয়ে পড়েছেন। এঁকে সঙ্গে করে একবার বাইরের জগৎটা ঘুরিয়ে আনতে পারেন?"

ব্রহ্মচারিণী এবার দৃষ্টি খুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, "তুমি বাইরের জগৎটার যে অংশে ঘুরে বেড়াচ্ছ, সে অংশে ঘুরতে যেতে আমার মোটে প্রবৃত্তি নেই, দিদি-মাকে অনুরোধ করা বৃথা। বরঞ্চ দিদি-মা যদি আমাকে তীর্থে নিয়ে যেতে রাজী থাকেন, তবে যেতে পারি।"

দিদি-মা বলিলেন, "তোকে তোর সব চেয়ে বড় তীর্থ—এই স্বামীর কাছে রেখেছি। আবার তীর্থ কি?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "বড় তীর্থ বটে; কিন্তু এখানকার পাণ্ডার খাঁই বড় বেশী।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমার স্নায়ুমণ্ডলী স্বভাবতঃই উত্তেজনা-প্রবণ—"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "সুতরাং এ কথা নিয়ে আলোচনা করা নিরাপদ নয়।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি দিদি-মার সঙ্গে গিয়ে বিয়ে-বাড়ীটা ঘুরে এস। দেখে এস, সেখানে—মেয়েদের জাতীয় বিশেষত্বটা কি?"

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "সংসারীদের সংসার-ধর্মের মাঝে অসংসারীদের গিয়ে অধিষ্ঠান হওয়া—কেবল উৎপাত করা।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তবু যাবে না?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া দিদি-মা বলিলেন, "ঢের জপিয়েছি প্রসাদ, ও তোমায় ছেড়ে এখান থেকে নড়্বে না। ও তোমাকে বড্ড ভালবাসে।"

ব্রহ্মচারী সবিদ্রূপে বলিলেন, "সত্যি ভালবাস?"

ব্রহ্মচারিণী নির্বিকারমুখে বলিলেন, "ভগবানের রাজ্যে যা কিছু ভাল,—তা ভালবাসি বই কি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কি মুস্কিল! ও কথাব অর্থ যে ভয়ানক ব্যাপক! আমায়—শুধু আমায় ভালবাস কি না, বল।"

ব্রহ্মচারিণী শান্ত-স্বরে বলিলেন, "আগে জবাব দাও, তুমি কে?—ওই হাত পা ক'খানা? না, দন্ত-নিষ্পেষণ, না, বৃথা বাক্যবাগীশতা? কোন্‌টা তুমি?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "না, তোমায় নিয়ে আমার এক জ্বালা হয়েছে। মনে করেছিলাম দিদি-মাকে সাক্ষী রেখে এই ভালবাসার হুজুগ নিয়ে একটা ঘোরতর উৎকট মামলা সৃষ্টি কর্‌ব, দিদি-মা একাধারে আমার সাক্ষী আর উকীল হবেন,—ব্যস্! তোমায় হারিয়ে দিয়ে সোজা শ্রীঘরবাসের ব্যবস্থা ক'রে দেব! সব পণ্ড কর্‌লে!"

সেই সময় মাকে পূজাগৃহের বাহিরে আসিতে দেখা গেল। ব্রহ্মচারিণী চট্ করিয়া ঘোমটা টানিয়া সরিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারী সংযত হইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পঁয়ত্রিশ

পরদিন ভোরে মা ও দিদি-মা তাঁহাদের বাড়ীর সরকারের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মচারীও সহসা ভয়ানক গম্ভীর হইয়া শাস্ত্র-চর্চায় মগ্ন হইলেন। মন অত্যন্ত অশান্ত-বিক্ষিপ্ত হইলে, তিনি এইরূপই করিতেন। মনঃস্থির না হওয়া পর্যন্ত সাধ্যপক্ষে বাহিরের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করিতেন না। ব্রহ্মচারিণীর সহিত বিশেষ প্রয়োজনে কথা চলিত মাত্র।

ব্রহ্মচারিণী অচঞ্চল, স্থির।

কয়দিন এই ভাবে কাটিল। ব্রহ্মচারীর মনের দ্বন্দ্ব ঘুচিল না, বিমর্ষতা উত্তরোত্তর বাড়ীতে লাগিল।

বর্ষা পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর বাহিরে ভিজা রোয়াকে বসা চলে না। ব্রহ্মচারী নিজের ঘরে আশ্রয় লইলেন। ব্রহ্মচারিণী নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এমনি করিয়া যখন মানসিক দ্বন্দ্বের মাঝে দিন কাটিতেছে, তখন হঠাৎ একদিন স্বামিজীর নিকট হইতে আহ্বান আসিল, 'বিশেষ প্রয়োজন' আজই আশ্রমে যাওয়া চাই। ব্রহ্মচারী যাইবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া লোক ফিরাইয়া দিলেন। যাইলেন না। তিন দিন গেল, আবার ডাক আসিল। এবারও ব্রহ্মচারী গেলেন না। আবার ডাক আসিল, তথাচ নয়। পরদিন স্বামিজী স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। তিনি এবার বাড়ী ঢুকিলেন না। বাহির হইতে ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া, কি যে বলিলেন, কি যে করিলেন,—ব্রহ্মচারিণী জানিতে পারিলেন না। সেই দিন, দুপুরেই ব্রহ্মচারী মহাব্যস্ত হইয়া আশ্রমে ছুটিলেন।

এবার ব্রহ্মচারিণী শঙ্কিত হইলেন, কিন্তু নিষেধ করিতে সাহস পাইলেন না। ওই প্রচণ্ড শক্তিশালী, অভিচার-দক্ষ, হীনস্বার্থপ্রিয় তান্ত্রিকের তীব্র ইচ্ছাশক্তির নিকট ব্রহ্মচারীর পবিত্র-নির্মল উচ্চ-ব্রতাবলম্বী ইচ্ছাশক্তি যে সহসা কেমন নিস্তেজ, কত অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহা ব্রহ্মচারিণী একাধিকবার লক্ষ্য করিয়াছেন। শক্ত্যানন্দ-স্বামী যদি উচ্চ উদ্দেশ্য সাধনে নিজের এই শক্তিকে নিযুক্ত করিতেন, তবে উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতেন সন্দেহ নাই। চিত্ত-

শুদ্ধির অভাবে, নীচ-কামনার তাড়নায়, শক্তির অপ-প্রয়োগেই তিনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। এই শক্তি-প্রয়োগের ফলে আধ্যাত্মিক শক্তিহীন, দুর্বল-চেতা মানুষদের আকস্মিক সর্বনাশ সাধন করা যায়। তাহাদের মনুষ্যত্ব লোপ করিয়া পশুত্বের সর্বনিম্নতম স্তরে পাঠান যায়,—চাই কি রোগ বা মৃত্যু ঘটানও অসম্ভব নয়। শক্ত্যানন্দ-স্বামী কি উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচারীর উপর শক্তিচালনা করিতেছেন তিনিই জানেন, তবে আপাততঃ ব্রহ্মচারীর দেহমনের উচ্চ লক্ষ্য ও পবিত্রতা-নাশের দিকেই যে তাঁর আক্রোশপূর্ণ ক্রুর কটাক্ষ স্থির হইয়া আছে, —এটুকু ব্রহ্মচারিণী যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছিলেন।

ব্রহ্মচারিণী নিজের আসনে বসিলেন। কিন্তু আজ চিত্ত চঞ্চল হইতে লাগিল, কিছুতে তার একাগ্র-স্থিরতা আনা গেল না। কেবল মনে হইতে লাগিল, ব্রহ্মচারীর জীবনের পবিত্র ব্রতের উপর স্বামিজীর এত আক্রোশ কেন? দুষ্টগ্রহ-কোপে ব্রহ্মচারীর এখন সাধনায় মনোযোগ নাই। সাধন-বল নিস্তেজ। সম্বল আছে শুধু—ওই অজেয় পবিত্রতা-বলটুকু। ওই শক্তি-বলেই ব্রহ্মচারী এখনও সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছেন। ওই বলটুকু কোনরূপে ধ্বংস হইলে,—তিনি যে কোথায় গিয়া পড়িবেন ভাবিতেও আতঙ্ক হয়! হয় ত তাঁর জীবন-সংশয় অবস্থা উপস্থিত হইবে, হয় ত তাঁর ইহজন্মের উচ্চতর সার্থকতালাভ চেষ্টা নষ্ট হইবে;—সে ক্ষতির তুলনা নাই। মূষিককে সিংহের শক্তি বুঝান যায় না,—চরিত্রহীনকে ব্রহ্মচর্যের দিব্যশক্তি বুঝান অসম্ভব। স্বামিজীর চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে,—নিজে তিনি ব্রহ্মচর্যের কোন ধার ধারেন না, পরের ব্রহ্মচর্য-নিষ্ঠাও তাঁর কাছে একান্ত অসহনীয়!—হয় ইহা একান্ত নির্বুদ্ধিতা, নয় নিগূঢ় ঈর্ষা-কাতরতা! অথবা অপর কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে কি?

ব্রহ্মচারিণী ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে গত দিনের অনেক স্মৃতি মানস-পটে ভাসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রখর অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি জাগিয়া সেই সব ঘটনার রীতিমত তদন্ত সুরু করিল। দৃষ্টি—দূর দূরান্তরে প্রসারিত হইতে লাগিল;—ব্রহ্মচারিণী অনেক দূর অবধি দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া হাসিলেন! তাই ত, স্বামিজী ব্রহ্মচারীর জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, এতটা পরিশ্রম অপর কোন সাধারণ ব্যক্তির জন্য করিলে, সে ব্যক্তি এতদিনে চূর্ণ হইয়া যাইত! কিন্তু ব্রহ্মচারীর কি হইয়াছে? হইয়াছে,—সাময়িক মোহ-উৎপাদন মাত্র! স্বামিজীর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির আঘাতে ব্রহ্মচারী টলিয়াছেন,

পথভ্রষ্ট হইতে উদ্যত হইয়াছেন,—কিন্তু তাঁর অজেয় পবিত্রতা-বল যথাসময়ে তাঁর নিদ্রিত বিবেককে জাগাইয়া তুলিয়াছে। স্বামিজীর প্রভাবের নিকট ব্রহ্মচারী সাময়িক বশ্যতা স্বীকার করিলেও—স্থায়ীভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই! অতএব—?

ব্রহ্মচারিণী আবার হাসিলেন! জন্মান্তরের কর্মফলে ব্রহ্মচারীর এখন বড় দুঃসময় পড়িয়াছে, তাই স্বামিজী তাঁকে ভৌতিক উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত করিবার অধিকার পাইয়াছেন! কিন্তু এ ভৌতিক উপদ্রবের জীবনীশক্তি কতটুকু?—করিয়া লউন, স্বামিজী, করিয়া লউন! যতক্ষণ আপনার সুসময় আছে, এবং যথেচ্ছ শক্তি পরিচালনার অধিকার আছে,—ততক্ষণ দুষ্প্রবৃত্তির খেলা দেখাইয়া, নিরীহ মানুষের সৎপ্রবৃত্তিকে হত্যা করিবার চেষ্টা করুন। কিন্তু ভগবৎ-শক্তি নিদ্রিত নয়, এবং এ ভৌতিক শক্তি-বলে সেই চির অপরাজেয় শক্তিকে পরাস্ত করা চলে না। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনে—সে শক্তি চির-জাগ্রত আছে বলিয়াই, ব্রহ্মচারিণী বিশ্বাস করেন!

ভাবিতে ভাবিতে অনন্ত বিশ্বাস-নির্ভরতায় অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইল। তা'র কাছে সব-কিছু অমঙ্গল আশঙ্কাই অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ বোধ হইল। ব্রহ্মচারিণী আবার হাসিলেন। মনকে সমস্ত বাহ্য ব্যাপার হইতে টানিয়া লইয়া যথানিয়মে স্থির করিলেন। তাঁর পর জপে নিযুক্ত হইলেন।

পবিত্র—পবিত্রম ভাবসত্তার অতলস্পর্শ গভীরতায় ডুবিয়া, মন অন্য রাজ্যে চলিয়া গেল। কোথায় রহিলেন শক্ত্যানন্দ-স্বামী, কোথায় রহিল তাঁর নীচ-স্বার্থ-সাধনকারী অভিচার শক্তি! ঝড়ের মুখে কুটার মত সে সমস্ত স্মৃতি কোথায় উড়িয়া গেল, তা'র খোঁজ রহিল না।

বৈকালে আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। গৃহস্থালীর খুচরা কাজকর্ম করিয়া স্নানের জন্য যাইতেছেন, এমন সময় গোবরের-মা বাড়ী ঢুকিয়া বলিল, "ওগো মা-ঠাকুরুণ, বাবা-ঠাকুর কোথা? পাটনা থেকে লোক এসেছে, তেনাকে খুঁজ্‌ছে।

পাটনার লোক!—একটু চেষ্টা করিতেই স্মরণ হইল, কয়দিন পূর্বে সংবাদ পাইয়াছেন, সেখানে ভাশুর-ঝির বিবাহ-উৎসব লাগিয়াছে। তাঁহাদের যাইবার জন্য বিশেষ জিদ করিয়া বা-ঠাকুরাণী পত্র লিখিয়াছেন! পত্রখানা তিনি ব্রহ্মচারীর কাছে পৌছাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মচারী যাওয়ার সম্বন্ধে এখনও কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই বলিয়া, উত্তর দেওয়া হয় নাই। ইহার মধ্যে সহসা লোক উপস্থিত!

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তিনি ত বেরিয়েছেন, সন্ধ্যার আগে বোধ হয় ফিরবেন। কে লোক এসেছেন, বাড়ীর মধ্যে ডাক। ক'জন এসেছেন ?"

উত্তরে গোবরের-মা জানাইল একটি বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী কর্মচারী, আর একটি আট নয় বৎসরের বালক আসিয়াছে।—ছেলেটির নাম মণি।

মুহূর্তে ব্রহ্মচারিণীর মুখ আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মন উচ্চ ভাব-রাজ্য ছাড়িয়া, নিমেষ মধ্যে সেই অতীতের সংসার-রাজ্যে, সহস্র স্নেহবন্ধনের মধ্যে, একান্ত-নিরীহ বধূ-জীবনের অঙ্কে ফিরিয়া আসিল। সেখানে গুরুজনদের নিত্য-কল্যাণবর্ষী দৃষ্টির সামনে তিনি কত যত্নের পাত্রী ছিলেন—সেখানে পরিবারস্থ প্রিয় পুত্রকন্যাগণের কত অন্তরঙ্গ, কত মমতার 'ছোট-মা' ছিলেন।

ব্রহ্মচারিণী সাগ্রহে বলিলেন, "মণি! সে যে আমাদের সেজ ছেলে। ডাক, ডাক, দেখি তার চাঁদমুখখানি! কতদিন দেখিনি—"

একটি পাৎলা ছিপ্‌ছিপে সুন্দর সুকুমার বালক ব্যগ্রভাবে দুয়ারের পাশ হইতে উঁকি-ঝুঁকি দিতেছিল, ব্রহ্মচারিণীর সাড়া পাইয়া সলজ্জ-হাসিমাখা-মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। ব্রহ্মচারিণী বাঁ-হাতে বালকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডান হাতে চিবুক স্পর্শ করিয়া, চুমা খাইয়া হর্ষোচ্ছ্বাসিত-কণ্ঠে বলিলেন, "আমার ক্ষুদে বাবাটি! তুমি এসেছ! এস, এস,—সঙ্গে কে এসেছেন ?"

বালক লজ্জায় ব্রহ্মচারিণীর বাহুপাশে মুখ লুকাইয়া উত্তর দিল, "বুধন তেওয়ারী!"

বুধন, জ্যাঠা-মহাশয়দের কারবারের দীর্ঘকালের পুরাতন কর্মচারী, জ্যাঠা-মহাশয়দের বিশ্বস্ত মন্ত্রী, অতএব সংসারের একজন গণ্যমান্য মুরুব্বি বিশেষ। ব্রহ্মচারিণী সসম্ভ্রমে মাথায় কাপড় টানিয়া বলিলেন, "তেওয়ারী-ঠাকুরকে বাড়ীর ভিতর ডাক। হাত-পা ধুয়ে জল খান। গোবরের-মা তুমি একটু দাঁড়িয়ে যেও বাছা!"

তেওয়ারী ডাক শুনিয়া বোঁচকা বুঁচ্‌কি লইয়া বাড়ীর ভিতর আসিলেন। ষাট পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ কণৌজ-ব্রাহ্মণ। শুধু কারবারের লোক নহেন,— প্রভুগোষ্ঠির ছেলে-পিলেদের কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। পরিবারস্থ সকলেই এই বৃদ্ধকে সমীহ করিয়া চলে। ব্রহ্মচারিণী দূর হইতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন, হাত-পা ধুইবার জল দিলেন। বৃদ্ধ সসঙ্কোচে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অস্ফুটস্বরে 'জয়স্তু' বলিয়া প্রণামের অত্যাচার সহিলেন, কিন্তু পা ধুইবার জল গ্রহণ করিলেন না। নিজেই খোঁজ করিয়া

কুয়াতলায় গিয়া জল তুলিয়া হাত-মুখ ধুইলেন! তা'র পর আসনে বসিয়া ভাঙা বাংলায় বলিলেন, "সংসারে ফিরিয়ে নিতে এসেছি মা, আপনাদের মেয়ের বিয়ে। আর তো এই বন-বাদাড়ে লুকিয়ে থাকলে চল্‌বে না!"

ব্রহ্মচারিণী ঘোমটার ভিতর হইতে নিঃশব্দে মৃদু হাসিলেন। তেওয়ারীকে জল খাইতে দিলেন, মণিকে জলযোগে বসাইলেন। খাইতে খাইতে তেওয়ারী বলিলেন, "মণি, ছোটমাকে জিজ্ঞাসা কর তো ছোটবাবু কতদূরে গেছেন? আমাকে কেউ সেখানে নিয়ে যেতে পারে না?"

ছোটমার কাছে কথাটার উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়া মণি জবাব দিল. "ছোট্‌কা" বোধ হয় এখুনি ফির্‌বেন। তোমায় আর কষ্ট করে যেতে হবে না। বাইরের ঘর খুলে বসে তামাক খাও, জিরোও এখন।"

বাহিরের বৈঠকখানা ঘবটা চাবিবন্ধ থাকিত। পাছে পাড়ার নিষ্কর্মা লোকেরা আসিয়া আড্ডা দিয়া সময় নষ্ট কবায়, সেই ভয়ে ব্রহ্মচারী সে ঘর খুলিয়া কখনও বসিতেন না। কালে-ভদ্রে কেহ আসিলে সেখানা ব্যবহৃত হইত।

তেওয়ারী জল খাইয়া বাহিরের ঘরে যাইতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, "এই বড় বোঁচকায় আপনার গহনাব বাক্স, খরচের টাকা, আর কি সব জিনিসপত্র দিয়েছেন, মণির পকেটে চাবি আর চিঠি আছে, দেখে শুনে মিলিয়ে নেন্‌ মা। বড়বাবু আমাদের নামিয়ে দিয়ে কলকাতায় বিয়ের বাজার কর্‌তে গেছেন। পর্শু ফিরবেন। ফের্‌বার পথে আমাদেব তুলে নিয়ে এক সঙ্গে বাড়ী যাবেন। আপনি ছোটবাবুকে বলে বুঝিয়ে পড়িয়ে যেতে রাজী করান মা,—আমি এই কথা আপনাকে বলবাব জন্যে এসেছি। কর্তাবাবুরা, গিন্নি-মায়েরা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, আপনাকে যেতেই হবে।"

ব্রহ্মচাবিণী ঘোম্‌টা দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তেওয়ারী তামাক ইত্যাদির সরঞ্জামপূর্ণ ছোট বোঁচকা লইয়া বাহিবে চলিয়া গেলেন।

মণি চিঠি ও গহনার বাক্সের চাবি দিল। খামের ভিতর একরাশি পত্র। বাড়ীর প্রত্যেক কর্তা ও গৃহিণী উভয়কে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন। ব্রহ্মচারিণীর নিবাভরণা-গৈরিকধারিণী-মূর্তি তাঁহাদের সহনীয় হইবে না বলিয়া, তাঁর অলঙ্কারও পাঠাইয়াছেন। এ গুলি পরিয়া তিনি যেন বিবাহবাটীর উপযুক্ত হইয়া অতি অবশ্য আসেন, ইত্যাদি অনুরোধ।

শেষে লেখা হইয়াছে, মণি স্বয়ং গিয়া ছোটমাকে আনিবার জন্য অত্যন্ত

উপদ্রব করায়, বাধ্য হইয়া তাহাকে পাঠান হইল। আসিতে যেন অন্যথা না হয়।

চিঠিগুলি পড়িয়া ব্রহ্মচারিণী খামে মুড়িয়া রাখিলেন। ব্রহ্মচারীর মতামতের উপরই এ ব্যাপারের চরম মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। অবস্থা যা' দাঁড়াইয়াছে, তাতে যে কোন উপলক্ষেই হউক, স্বামিজীর সংস্রব হইতে ব্রহ্মচারীকে বিচ্ছিন্ন করাই মঙ্গল। কিন্তু দুষ্ক্রিয়াশীল অসংসারীর সংসর্গ অপেক্ষা, সৎকর্মশীল সংসারীদের সংসর্গ যে নিরাপদ, এ কথা ব্রহ্মচারীকে বুঝান সহজ নয়।

ব্রহ্মচারিণী রোয়াকের সিঁড়িতে বসিয়া মৌন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। মণি নিকটে বসিয়া একান্ত মনোযোগে ব্রহ্মচারিণীকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া শেষে অভিমানভরা অনুযোগের-স্বরে বলিল, "হ্যাঁগা ছোট-মা, তুমি এমন হয়ে গেলে কেন?"

ব্রহ্মচারিণী চিন্তা-গতি সংযত করিলেন। সস্নেহে বালকের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "কেমন হয়ে গেছি বাবা?"

বালক গভীর অভিমান-ভরে বলিল, "এই রোগা হয়ে গেছ, কালো হয়ে গেছ,—আর এমন ভিকিরীদের মত কাপড় পরেছ কেন?"

ব্রহ্মচারিণী হাসিলেন। সস্নেহে তা'র মাথাটি কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "বালাই ষাট্! আমার এমন রাজা-বাবা থাক্‌তে আমি ভিখারী হতে যাব কেন?"

বালক দারুণ অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তবে কেন এমন কাপড় পরেছ? এ, আমার ভাল লাগে না। তুমি ভাল কাপড় পর্‌বে চল।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "পর্‌ব—পর্‌ব। তুমি আমার ছোট্ট বাবা—তোমার হুকুম মানব বই কি!"

"তবে ভাল কাপড় পরো, গয়না পরো—"

"পর্‌ব এখন। যখন তোমার বিয়ে হবে,—আমার বৌমা আস্‌বে—"

সজোরে মাথা নাড়িয়া বালক বলিল, "না,—তোমার বৌমা আস্‌বে না। আমি ছোট্‌কা'র মত বিয়ে কর্‌ব না।"

ব্রহ্মচারিণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ছোটকাকা বিয়ে করেন নি? তা'হলে আমি কোত্থেকে এলাম?"

বালক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "তুমি ত আমাদের বাড়ী থেকে এসেছ। তুমি ত আমাদের ছোটমা।"

ব্রহ্মচারিণী স্তব্ধ !

বালক নিজের মনেই মাথা নাড়িয়া হাসি-হাসিমুখে বলিল, "আমিও এবার থেকে কম্বলে শোব, হবিষ্যি কর্‌ব, দেশান্তরী হ'ব। কেমন ছোটমা, তা'হলে আমি ছোট্‌কা'র মত হ'ব ত ?"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "কিন্তু যথার্থ সন্ন্যাসী হওয়া অত সহজ কথা নয় বাবা। এ সব দুর্বুদ্ধি ছেড়ে দাও। হবিষ্য কর্‌বে কি ? দেশান্তরী হবে কি দুঃখে ?"

বালক তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া আগ্রহের সহিত বলিল, "কেন ? তা'হলে তুমি আমার কাছে থাক্‌বে। কেমন, থাকবে ত ছোটমা ? আর আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না ত ? তোমার জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করে, বড় কান্না পায়।—খালি খালি কান্না পায় ছোটমা !"

ব্রহ্মচারিণী নির্বাক ! বালকের এত বড ত্যাগ বৈরাগ্যের মূলে কত বড় অন্ধ-মমতা লুকাইয়া আছে তাহা বুঝিলেন, দু'হাত বাডাইয়া, এই অন্ধ স্নেহশীল বালককে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইলেন।

বালক কোলের উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল, "বল ছোটমা, আর কোথাও যাবে না ? এবার যদি যাও, আমি লাঠি দিয়ে, তোমার পা খোঁড়া করে দেব।"

ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন হইতে কে বলিলেন, "দে খোঁড়া ক'রে,—হোক্ গতিরোধ !"

চকিতে দু'জনেই পিছন ফিরিয়া চাহিলেন ! দেখা গেল, বক্তা স্বয়ং ব্রহ্মচারী ! অদূরে দাঁড়াইয়া পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন !

ছত্রিশ

ছোটমার পা খোঁড়া করিবার মত সৎপ্রস্তাবটার মধ্যে ছোটকাকার আকস্মিক আবির্ভাব ও অযাচিতভাবে সেই প্রস্তাব সমর্থন করা, বালক মোটেই পছন্দের বিষয় মনে করিতে পারিল না। ব্যাপারটা তা'র কাছে দুঃসহ ঠাট্টার মত মনে হইল। লজ্জায় লাল হইয়া লুকাইবার পথ পাইল না, অগত্যা—যাঁর পা খোঁড়া করিবার জন্য এই লজ্জা, তাঁরই কোলে মুখ লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

কথাটার গৌণ অর্থ বালক যাহাই বুঝিয়া থাকুক, ব্রহ্মচারিণী বুঝিলেন—তার মুখ্য অর্থ কি। তিনি হাসিলেন। ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—সে মুখ আজ অস্বাভাবিক উৎসাহ-চাঞ্চল্য-প্রদীপ্ত! সে দৃষ্টিতে আজ, এ কি? সে,—বৈরাগ্যপূত প্রশান্ত-ঔদাস্যের দিব্য-জ্যোতিঃ আজ কোথা? এ দৃষ্টি যে আজ গোপন-অপরাধ-লাঞ্ছিতের লজ্জা-ম্লান-দৃষ্টি! ব্রহ্মচারিণী বিস্মিত হইলেন,—এ কি তাঁর ভ্রান্তি, না যথার্থ সত্য?

ব্রহ্মচারিণীর সেই তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু-দৃষ্টি ব্রহ্মচারী সহ্য করিতে পারিলেন না। মুখ ফিরাইয়া দূরে সরিয়া গেলেন। উঠানের আমগাছটার নীচে আসন পাতিয়া বসিলেন।

ব্রহ্মচারিণীর দৃষ্টি নীরবে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছিল। ধীরে বলিলেন, "ওখানে কেন?"

ব্রহ্মচারী কুণ্ঠিত-হাস্যে বলিলেন, "চারিদিকেই সংসারীর ভিড় লেগে গেছে, এবার আমার পক্ষে 'তরুমূল নিবাস'ই শ্রেয়ঃ। আশ্রমে স্বামিজীর স্ত্রী এসেছেন, এখানে তুমি গণেশ-জননী-মূর্তি ধরেছ,—বাইরে তেওয়ারী সংসারীদের সংসার-ধর্মের নিমন্ত্রণ নিয়ে, দৈত্যরাজ শুম্ভের সুগ্রীব দূতের মত হাজির। ব্যাপার চূড়ান্ত।"

ব্রহ্মচারিণীর মুখের দিকে বক্রকটাক্ষ হানিয়া বলিলেন, "তুমি হ'লে এ অবস্থায় কি করতে?"

ব্রহ্মচারিণী সংযতস্বরে বলিলেন, "আমায় ত দৈত্যদূত কেউ নিমন্ত্রণ করতে আসে নি।—এই বাচ্চা দেবদূতটিকে নিয়ে বেশ আনন্দে আছি।" বলিয়া সস্নেহে বালকের পিঠ চাপড়াইলেন। সে তখনও কোলে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল!

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আহা, দৃষ্টিটা আর একটু নীচে নামাও। আরও কেউ মুখ চেয়ে অপেক্ষা করছে যে! তাকে দেবদূত বলে সন্দেহ করলে ভুল হবে। সেও একটা জবাব চাইছে।"

ব্রহ্মচারিণী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণেক কি যেন লক্ষ্য করিলেন। তা'র পর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তা'হলে অসুরনাশিনী মহাশক্তিকে প্রণাম করে, তাঁরই ভাষায় জবাব দিই—

"কিং তত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা॥

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি॥"

যাও, প্রভু অসুর-রাজকে সংবাদ দাও!"

ব্রহ্মচারীর মুখের উৎসাহ-দীপ্তি তৎক্ষণাৎ নিভিয়া গেল। আত্মগোপনের জন্য তিনি হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হাসিতে পারিলেন না। মাথা হেঁট করিয়া বিকৃতস্বরে শুধু বলিলেন, "হুঁ।"

ব্রহ্মচারিণী তাঁকে নীরব থাকিবার অবকাশ দিলেন না। বলিলেন, "শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরের স্ত্রী এসেছেন? ছেলে মেয়েরাও এসেছে?"

ব্রহ্মচারী ঢোক গিলিয়া লজ্জার বাধা ঠেলিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "তান্ত্রিক সাধনার মাঝে ছেলেমেয়েরা এসে কি কর্‌বে?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "হুঁ, বুঝেছি। কেমন দাম্পত্য-লীলা দেখে এলে?"

প্রশ্নটার মধ্যে বেশ একটু শ্লেষাত্মক বিদ্রূপের সুর ধ্বনিত হইল! ব্রহ্মচারী একবার সন্দিগ্ধ-দৃষ্টি তুলিয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিলেন, কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। সসঙ্কোচে মাথা হেঁট করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী পুনরায় সেই প্রশ্ন করিলেন, তবুও উত্তর নাই! তা'র পর বোধ হয় সে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্যই ব্রহ্মচারী শুষ্ক-হাস্যে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। পূর্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া বলিলেন, "যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি—" দেবীর এই কথার উত্তরে দৈত্যদূতকে বল্‌তে হয়েছিল, "অত গর্বিতা হবেন না দেবি, কারণ 'ত্রৈলোক্যেকঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ'।"

ব্রহ্মচারিণী হাসিলেন! বলিলেন, "অতএব সেই খবরেই দেবী কাহিল! নিরুপায় হয়েই বলেছেন, "কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা।" বুঝ্‌লে ব্রহ্মচারি, উপায় নেই। সিংহ সিংহ-ধর্মেরই উপাসক; তাদের দলের কেউ যদি ছাগল-ভেড়ার পালে গিয়ে মেশে,—যদি কোন বিজ্ঞ ছাগল তাকে বশীভূত ক'রে ছাগধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর উপদেশে হয়রান করে দেয়,—তবে দুঃখের বিষয়! কিন্তু সব সিংহ ত ছাগমন্ত্রে মোহিত হয়ে আত্ম-ধর্ম বিস্মৃত হতে পারে না।"

ব্রহ্মচারী নতমুখে নিজের খড়ম যোড়ার শোভা নিরীক্ষণে মনোযোগী হইলেন। মুখ তুলিয়া চাহিলেন না, কোন উত্তর দিলেন না।

বালক ইহার মধ্যে মুখ তুলিয়াছিল এবং মিটি মিটি চক্ষে এদিক ওদিক তাকাইতেছিল। ছোটকাকাকে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক দেখিয়া, এবার তা'র ভরসা

হইল। আদর করিয়া দু'হাতে ব্রহ্মচারিণীর চিবুকের দু'পাশ ধরিয়া সানুনয়ে বলিল, "ওগো ছোটমা, তুমি আজ রাত্রে আমাকে একটা সিঙ্গির গল্প বোলো। কতদিন তোমার গল্প শুনি নি।"

ব্রহ্মাচারিণী সাদরে বালকের মুখখানি দু'হাতে ধরিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "সিঙ্গির গল্প শুনবে? আচ্ছা, এখন এই চিঠিগুলো তোমার কাকাকে দিয়ে এস মণি।"

মণি চিঠি লইয়া ব্রহ্মচারীকে দিতে গেল। ব্রহ্মচারী এক হাতে চিঠি লইয়া পাশে রাখিলেন; অন্য হাতে মণির হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "এস বংশধর, এর পর পিণ্ডি-টিণ্ডি দিয়ে তোমরাই ত উদ্ধার করবে। তোমাদের সঙ্গে মস্ত বড় স্বার্থের সম্পর্ক। এস, দিন থাক্‌তে একটু আদর-টাদর ঘুষ দিয়ে রাখি।"

মহা লজ্জিত হইয়া চোখ মিট মিট করিয়া মণি হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল. "দাঁড়াও, তোমায় পেন্নাম করি, ছাড়।"

ব্রহ্মচারী ছাড়িলেন না। তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "আমি প্রণাম নেব না, তুই বোস্।"

মণি মুখ কাঁচু-মাঁচু করিয়া অত্যন্ত জড়সড় হইয়া, ব্রহ্মচারীর কোলে আড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

ব্রহ্মচারী তাকে বাড়ীর সকলকার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আশ্রিত-প্রতিপালিত সকলে কে কেমন আছে, কে কি করিতেছে,—প্রত্যেকের সম্বন্ধে যা' যতটা মনে পড়িল জিজ্ঞাসা করিলেন।

খুড়া ভাইপো'র কথা চলিতে লাগিল, চিঠি পড়ার কোন উদ্যোগ নাই। ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "চিঠিগুলো পড়ে নাও।"

ব্রহ্মচারী নতমুখে বলিলেন, "ওসব এখন পড়লে মন খারাপ হয়ে যাবে। আহ্নিক-পূজো সেরে এসে পড়্‌ব।"

"মন খারাপ হ'তে এখনও কিছু বাকী আছে কি?"

ব্রহ্মচারী তেমনি হেঁটমুখে উত্তর দিলেন, "না, আজ আর কিছু বাকী নেই। স্বামিজীর ওখানে আজ জ্যোতিষী আমার করকোষ্ঠি বিচার করে এক সর্বনেশে কথা বলেছেন। সন্তান আগত!"

ব্রহ্মচারিণী উঠিলেন। স্নানের জন্য কূয়াতলার দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন, "তাহ'লে, জ্যোতিষীকে ধন্যবাদ। কা'ল খবর দিও,—এসেছে।"

মণির দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "কি বল মণি বাবা, তুমি ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়েছ! বেশ করেছ। ছাখো বাবা,—আমি এখন নেয়ে পূজোয় বস্তে চললুম। তুমি যেন এখন মনে মনে 'ছোটমা' 'ছোটমা' জপ কোর না, তা'হলে আমার জপ-তপ সব গোল হয়ে যাবে। তুমি ববঞ্চ তেওয়ারী-ঠাকুরের কাছে গিয়ে,—ইন্দ্রজিৎ বধের গল্প শোন। দেখো,—যেন আমার কথা মনে কোর না।"

তিনি কাপড় গামছা লইয়া কুয়াতলায় ঢুকিলেন।

স্নান করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মচারী গামছা কাঁধে লইয়া উঠানে পায়চারি করিতেছেন। মণি বাহিরে গিয়াছে। ব্রহ্মচারিণী নীরবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। ব্রহ্মচারী কুয়াতলার দিকে যাইতে উদ্যত হইয়া বলিলেন,—"আজ ক'দিন হোল, স্বামিজীর স্ত্রী এসেছেন। স্বামিজীর উপযুক্ত স্ত্রীই বটে! শ্লীলতাজ্ঞানে দু'জনেই কি সমান পরিপক্ব! ওঁরা দুই মূর্তি যেখানে থাকবেন, সেখানে কোন ভদ্রলোকের তিষ্ঠাবার স্থান নাই।"

গম্ভীরমুখে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "উত্তম সংবাদ! দর্শন-শ্রবণ অনেক কিছুই করে এসেছ ত? এবার জপের আসনে গিয়ে—সেই সব মনন আর নিদিধ্যাসন কর।"

ব্রহ্মচারী কুয়াতলার দিকে যাইতে যাইতে হাসিমুখে ফিরিয়া চাহিলেন। বলিলেন, "উহুঁ—মনটায় অন্ততঃ—" তা'র পর বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া, ব্রহ্মচারিণীর মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া, পুনশ্চ একটু হাসিয়া দ্রুত অন্তর্হিত হইলেন।

ব্রহ্মচারিণী আরও গম্ভীর হইলেন। সেইখান হইতেই ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে শান্তস্বরে বলিলেন, "কৃতার্থ হলাম। 'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপ-জায়তে' ব্রহ্মচারি! তোমার মন পড়ে আছে শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরের আড্ডায়, ধ্যান করছ তাঁর কদর্য রসিকতা,—তোমার কাছে এর বেশী শিষ্টাচার আশা করাই বৃথা। রাত্রে তেওয়ারী কি খাবেন, তা'র খবর নিও।"

ব্রহ্মচারী কুয়াতলা হইতে উত্তর দিলেন, "নিয়েছি। তোমার হাতে রুটী তরকারী খাবেন।"

"ভাল।" বলিয়া ব্রহ্মচারিণী পূজাগৃহে চলিয়া গেলেন।

একটু শীঘ্র শীঘ্র আহ্নিক-পূজা সারিয়া আসিয়া ব্রহ্মচারিণী উনান ধরাইয়া

তেওয়ারী ও মণির জন্য ডাল চড়াইয়া দিলেন। রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া আটা মাখিতেছেন, এমন সময় মণি বাড়ী ঢুকিল। সাহ্লাদে বলিল, "তোমার পুজো হয়ে গেছে ছোটমা? আমি তিনবার এসে ফিরে গেছি। বাবাঃ, তুমি এত দেরি কর কেন? মায়ের ঠাকুর ত অত দেরি করান না।"

ব্রহ্মচারিণী একখানা পীঁড়া মণিকে বসিতে দিয়া বলিলেন, "মায়ের ঠাকুর মাকে বাইরে অনেক কাজ দিয়ে রেখেছেন। আমার ত বাইরে অত কাজ দেন নি, তাই ভিতরের কাজ সারতে একটু সময় যায়। মণি, তোমায় গরম-গরম লুচি তরকারী করে দিই—"

মণি বলিল, "না, আমি তোমার সঙ্গে হবিষ্য করব।

"রাত্রে হবিষ্য করবে কি?"

মণি বলিল, "তবে? কাল দিনের বেলা বুঝি? আমি মাছ খাব না ছোটমা, আমায় হবিষ্য দিও—

অত্যন্ত রাগ জানাইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ছাখো, ও-সব অনাছিষ্টি বায়না কোর না। ওপর-ওলারা শুন্‌তে পেলে আমার গর্দান যাবে। ছোট ছেলে, মাছ খাবে না কি?"

"তুমি যে খাও না।"

ব্রহ্মচারিণী অত্যন্ত বিব্রত হইলেন। নানা ওজর দেখাইয়া জানাইলেন, ছোট বয়সে তিনি ও-সব খাইয়াছেন। অতএব মণিকেও ছোট বয়সে মাছ খাইতে হইবে।

মণি বলিল, "আগে খেতে, এখন খাও না কেন?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "সাধন-ভজনের অসুবিধা হয় বলে ছেড়ে দিয়েছি।"

মণি উৎসাহের সহিত বলিল, "তবে আমিও কাল থেকে সাধন-ভজন করব। মাছও খাব না—লেখাপড়াও করব না।"

মুহূর্তে এক ধমক! মণি স্তব্ধ!

ব্রহ্মচারিণী রাগতভাবে বলিলেন, "তবে আর কি? লেখাপড়া ছাড়বার এমন হুজুগ ত আর নেই! ছাখো, সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য, মানুষ গড়া,—মূর্খ গড়া নয়,—ভূত প্রেত গড়া নয়। যদি সাধন-ভজন করতে চাও,—আগে মন দিয়ে লেখাপড়া শেখো। মনুষ্যত্ব জিনিসটা কি বোঝো। হুজুগে পড়ে অনর্থক খেয়াল নিয়ে লাফালাফি করার নাম সাধন-ভজন নয়।"

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মচারী সামনে আসিয়া দেখা দিলেন। এইমাত্র

তিনি আসন হইতে উঠিয়াছেন,—দূর হইতে তিরস্কারগুলো শুনিতে পাইয়া-ছিলেন। বলিলেন, "কি রে মণে, বকুনি খাচ্ছিস্? পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়,—আমার কাছে আয়।"

যদিও ছোটমার কাছে বকুনি খাইয়া মণির দুঃখের সীমা ছিল না, কিন্তু কাকার হাসি ও আহ্বানে সে মহাখাপ্পা হইল। নিজের দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া সরোষে বলিল, "না, যাব না।"

ব্রহ্মচারিণী ময়দা ভিজাইয়া ঢাকা দিয়া বঁটী ও তরকারী লইয়া কুটনায় বসিলেন। মণির কথা শুনিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "মিথ্যে ভাংচি দিচ্ছ ব্রহ্মচারী। ও আমার কাছে বকুনি খাবে, গাল খাবে। তারপর কাঁদতে হয়, আমার কাছে বসেই কাঁদ্‌বে! কিন্তু আমায় ছেড়ে নড়্‌বে না।"

"নড়্‌বে না বই কি! আয় শূয়ার, আমি ধরে নিয়ে যাব।" বলিয়া ব্রহ্মচারী হাসিমুখে অগ্রসর হইতেই, মণি প্রমাদ গণিল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া এক লাফে ছোটমার কাছে উপস্থিত হইল। বিনাবাক্যে দু'হাতে তাঁর কটি বেষ্টন করিয়া কোলে মুখ লুকাইল।

ব্রহ্মচারিণী হাঁ হাঁ করিয়া বঁটি কাৎ করিয়া সামলাইয়া লইলেন। সভয়ে বলিলেন, "ওকে অমন করে তাড়া দিয়ো না ব্রহ্মচারী, এখুনি এক কাণ্ড হয়ে যেত।"

ব্রহ্মচারিণী হাসিলেন। সকাতরে বলিলেন, "উঃ, গেল আমার শিরদাঁড়া ভেঙে! ওরে ক্ষুদে পরশুরাম, মাতৃহত্যা করিস নে। কে তা'হলে সিঙ্গির গল্প বলবে?"

মুহূর্তে নিঃশব্দে বাহু-বন্ধন শিথিল হইল। চট করিয়া মাথা তুলিয়া ক্ষুদ্র-পরশুরাম একবার দেখিয়া লইল—কাকা কত দূরে? কাকা তখন অতি নিকটে। ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া হাসিমুখে সামনে ঝুঁকিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, ব্রহ্মচারিণীর জন্য স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। অভ্যস্ত সংস্কার-মাহাত্ম্য!

বালক ভয় পাইল, কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক ভীষণতার আভাস ফুটাইয়া মহা তর্জন করিয়া বলিল, "খবর্দার বল্‌ছি, ছোটমাকে ছুঁয়ো না।"

বালক জানে, বাড়ীর ছোট ছেলেরা এবং বৃদ্ধ পিতামহরা ছাড়া—আর কাহারও ছোটমাকে ছুঁইতে নাই।

তর্জন করিয়াই বীর শিশু আবার মুখ লুকাইল। দু'জনেই হাসিলেন।

ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে অর্থসূচক কটাক্ষক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "শাসন-কর্তার আদেশ শুনেছ ত? যাও, সবে পড়ো ব্রহ্মচারী। আমায় কাজ করতে দাও।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ওকে ছেড়ে দাও।"

ব্রহ্মচারিণী সস্নেহে বালকের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আশ্রিতকে ত্যাগ করা ধর্ম নয়। ওকে আমার কাছে থাকতে দাও!"

বালক মুখ লুকাইয়া বলিল, "ছোটকা', তুমি তেওয়ারীর কাছে যাও। তেওয়ারী তোমায় ডেকেছে।"

ব্রহ্মচারীর স্মরণ হইল তেওয়ারী তাঁহাকে বহুক্ষণ ডাকিয়াছে। এখানকার পাড়া-প্রতিবেশী জ্ঞাতি-কুটুম্বদের দ্বারস্থ হইয়া কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করিবার ও নিমন্ত্রিতদের গুছাইয়া লইয়া পাটনায় পাঠাইবার ভার তাঁহার ও ঠাকুদ্দার উপর পড়িয়াছে। কাজ অনেক, সময় অল্প,—শীঘ্রই সেগুলো সারা চাই বটে। এখনই ঠাকুদ্দার কাছে যাইতে হইবে।

বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়া ব্রহ্মচারী আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারিণীর দিকে চাহিয়া সপরিহাসে বলিলেন, "দৈত্যদূতকে ত হাঁকিয়ে দিয়েছ। তোমার দেবদূতের নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে কি কর্‌বে? যাবে মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "যজ্ঞের নিমন্ত্রণ ত আমি খাই নে। নিমন্ত্রিতদের খাওয়াতে যাব কি না, তাই জিজ্ঞাসা করো।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তাই—তাই। যাবে?"

ব্রহ্মচারিণী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "যাব বই কি। আমাদের মেয়ের বিয়ে যে!"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "একেই বলে স্ত্রীজাতির জাতীয়-বিশেষত্ব! তা', তোমাকেও কি হরগৌরী-দর্শনের পুণ্য অর্জনের জন্য আড়ি পাত্‌তে হবে?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "গলায় দড়ি আমার! আমি—আমিই! আমি দিদি-মা নই!"

ব্রহ্মচারী প্রস্থান করিলেন।

সাইত্রিশ

রান্নাবান্না শেষ হইল, ব্রহ্মচারী ও তেওয়ারী তখনও ফিরেন নাই। মণি তখন খাইতে চাহিল না, অগত্যা রোয়াকে আসিয়া ব্রহ্মচারিণী তাহাকে সিংহের গল্প শুনাইতে লাগিলেন।

গল্প চলিতেছে, কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী ফিরিলেন। ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তেওয়ারী ফিরেছেন ?—তাঁকে ডাক, খেতে দিই।"

ব্রহ্মচারী নিজের কম্বলে শুইয়া বলিলেন, "নিষ্কর্মা বুড়ো এর মধ্যে ফিরবে ? ঠাকুদ্দার কাছে গিয়ে তা'র ভাব-সমাধি লেগেচে, দু'জনেই দু'জনকে পেয়ে বসেছেন! পুরোনো আমলের কাহিনী সব চলছে, বেগতিক দেখে সরে পড়লুম। কবে ফুলশয্যার দিন ওদের ভাঙ্ আর লাড্ডু খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে সরে পড়েছিলুম,—এখনো সে কথা বুড়োর মনে আছে! তাই নিয়ে ভজনগান চলছে, সে কাহিনী এখন শেষ হবে না। তুমি মণেকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে শোও-গে। আমার আর তেওয়ারীব ঢাকা দিয়ে রেখে যাও।"

ইহা সম্ভব নয়। ব্রহ্মচারিণী নিরুত্তব রহিলেন।

কাকাকে দেখিয়াই আসন্ন-বিপদাশঙ্কায় মণি ছোটমার পিঠে মুখ লুকাইয়াছিল। এবার উভয়কে নীবব দেখিয়া, ছোটমার বাহুমূলে মৃদু চাপ দিয়া চুপি চুপি বলিল, "হ্যাঁ ছোটমা, তা'র পর সিঙ্গিটার কি হোল ?"

ছোটমা কিছু অন্যমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আষাঢ়ের আকাশ সেদিন মেঘশূন্য পরিষ্কার। শুক্লা-চতুর্দশীর চাঁদ উজ্জ্বল কিরণ ঢালিতেছিল। শায়িত ব্রহ্মচারীর মুখের উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছিল, মুখ সহসা ভয়ানক বিমর্ষ-গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে। বাহিক প্রফুল্লতার আড়ালে তিনি যতই আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করুন, ভিতরে ভিতরে একটা তীব্র দুশ্চিন্তা-পীড়ন যে চলিতেছে, তা'র সন্দেহ নাই। সেই দিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারিণী একাগ্র মনোযোগে কি লক্ষ্য করিতেছিলেন।

মণির ব্যবহার প্রথমে তাঁর অনুভূতিগোচর হইল না। মণি অধীর হইয়া আরও উপদ্রব জুড়িল, তিনি সচেতন হইলেন। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া

তা'র দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "রাত হয়েছে। আর গল্প নয়, খাবে চল। ব্রহ্মচারী, তুমিও ক্লান্ত হয়েছ, একেবারে খেয়ে শোও।"

ব্রহ্মচারী চোখ বুজিয়া উত্তর দিলেন, "না, তেওয়ারী আসুক। তুমি মণেকে খাইয়ে দাও।"

গল্পের নেশায় মণির তখন মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ। আহার নিদ্রায় আগ্রহ ছিল না। সে বলিল, "না, আমি ছোটকা'র সঙ্গে খাব।"

ব্রহ্মচারীর জেদ টলান দুরূহ। সে সমস্যা মীমাংসার একটা ছুতা পাইয়া ব্রহ্মচারিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। প্রীতমুখে বলিলেন, "তোমার কাকাকে টেনে তোল ত' বাবা,—দুজনে একসঙ্গে খেতে বসো, তা'র পর গল্প বলছি।"

"বাঃ, বেশ ষড়যন্ত্র!—" বলিয়া ম্লানহাস্যে ব্রহ্মচারী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ব্রহ্মচারিণী কি একটা উত্তর দিবার জন্য তাঁর দিকে চাহিতে গিয়া সহসা উঠানের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই চমকিলেন! জুতা চাপিয়া সাবধানে নিঃশব্দ-পদে শক্ত্যানন্দ-স্বামী আসিতেছেন! মুখে তাঁর সেই সর্বজন-মুগ্ধকর অদ্ভুত হাসি, দৃষ্টিতে ক্ষুধার্ত-লালসা! তিনি ব্রহ্মচারিণীকেই লক্ষ্য করিতেছেন!—একটা অজ্ঞাত-আতঙ্কে এবং তীব্র-অস্বস্তিতে ব্রহ্মচারিণীর আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল!

ত্রস্তে মাথায় কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া, মণিকে সরাইয়া দিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারী হতবুদ্ধির মত উঠিয়া বসিলেন।

স্তব্ধ-বিমূঢ় মানুষগুলিকে কোন প্রশ্ন করিবার অবকাশ না দিয়া, স্বামিজী নিজেই কৈফিয়ৎ ছন্দে বলিলেন, "প্রসাদ, বইখানা আশ্রমে ফেলে এসেছিলে, তাই দিতে এলাম।"

ব্রহ্মচারিণীর দিকে চাহিয়া প্রীতহাস্যে বলিলেন, "আপনি বেশ ভাল আছেন? এ ছেলেটি কে?"

ব্রহ্মচারিণী দূর হইতে নিঃশব্দে প্রণাম করিলেন। স্বামিজী আসিয়া ব্রহ্মচারীর কম্বলের উপরে বইখানা রাখিয়া নিজেও সেই কম্বলে বসিলেন। ব্রহ্মচারীর মুখ শুকাইল।

স্বামিজী ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, "এ ছেলেটি কে?"

ব্রহ্মচারী সংক্ষেপে মণির পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। তা'র পর মণির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মণে, যা খেয়ে আয়। আর রাত করিস্ নি।"

অর্থাৎ ইঁহাদের সরাইয়া দিবার ইঙ্গিত! ব্রহ্মচারিণী বুঝিলেন। মণির হাত ধরিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী ও স্বামিজী নিম্নস্বরে কথা কহিতে লাগিলেন।

মণি রান্নাঘরে গিয়া খাইতে বসিল। কিন্তু সিংহের গল্প আর জমিল না। ছোটমা বড় অন্যমনস্ক। গল্পের মধ্যে অসহনীয় রকমে ভুল হইতে লাগিল। মণি বার বার ভুল সংশোধন করিয়া দিল, আবার ভুল হইল। আবার সংশোধন, আবার ভুল! ক্রমাগত ইহাই চলিল।

খাওয়া শেষ হইলে মণিকে আঁচাইয়া দিবার জন্য রান্নাঘরের বাহিরে নর্দমার কাছে ব্রহ্মচারিণী লইয়া আসিলেন। সেখান হইতে উভয়ের উত্তেজিত তর্ক-বিতর্কের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। স্বামিজীর কি কথার উত্তরে ব্রহ্মচারী ব্যগ্র-আপত্তির স্বরে বলিতেছেন,—"আমায় বল্‌বেন না আর!"

স্বামিজী বলিলেন, "কেন বল্‌ব না? তুমি স্বামী!"

ব্রহ্মচারী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"স্বামিজী, স্বামীর উপরে স্বামী একজন আছেন! এ আসুবিক-দৌবাত্ম্যের অপরাধ তিনি স্বয়ং গ্রহণ কর্‌বেন! তাঁর বিচার, তাঁর দণ্ডে পরিত্রাণ পাব কি?"

অবজ্ঞাসূচক হাস্যে স্বামিজী বলিলেন, "কি চিত্ত-দৌর্বল্য! কি ভ্রান্তি! এ বুজরুকি তোমায় শেখালে কে?"

অধিকতর উত্তেজিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কি বলেন মশাই! মনের ভেতর একটা অপবিত্র কামনা রেখে ওঁর মুখের দিকে আমি চাইতে পারি নে! ভয়ে বুক দুরদুর করে, মনে হয় হৃৎপিণ্ডটা বুঝি ভেঙে গেল!"

উত্তর হইল, "হৃদ-দৌর্বল্য মাত্র! এ চক্ষুলজ্জা শাদা চোখে ঘোচ্‌বার নয়?"

"গাঁজা টেনে চোখ লাল কর্‌ব?" বলিয়া ব্রহ্মচারী হাসিলেন।

স্বামিজী হাসিলেন না। গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "গুরুর আদেশে তাও কর্‌তে হয়। যদি গুরু বলে স্বীকার করো,—তবে যা আদেশ কর্‌ব, অন্ধ-বিশ্বাসে চোখ বুজে তাই পালন কর্‌তে হবে। তাতে মৃত্যু ঘটে, সেও স্বীকার! বল্‌তে পাবে না—"না!"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "মৃত্যুকে ডরাই না, কিন্তু অপমৃত্যু প্রার্থনীয় নয়!—অন্ধ-বিশ্বাসকেও ভয়ানক ডরাই। দেহজ্ঞান যাঁর সম্পূর্ণ লয় হয়ে গেছে, খুব উঁচু অবস্থায় যাঁরা উঠে গেছেন, এ-সব সাঙ্ঘাতিক ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা আত্ম-পরীক্ষা করে,—আত্ম-জয়ে তাঁরাই কৃতকার্য হ'তে পারেন। সাধারণ মানুষ এ-সব

নিয়ে অনধিকার-চর্চা করতে গেলে নিজেকে কলুষিত, অভিশপ্ত করে বলেই আমার আশঙ্কা।"

স্বামিজী উত্তর দিলেন, "অনুপযুক্ত গুরুর দোষেই সে হয়। উপযুক্ত গুরু পিছনে থাকলে কোন আশঙ্কা নাই। তবে শিষ্যের পক্ষে চাই, অন্ধ-নিষ্ঠায় গুরু-ভক্তি,—চাই প্রাণপণে আদেশ পালন। পারবে না, সেটুকু? আমায় একবার বিশ্বাস করেই ছাখো।"

ব্রহ্মচারী দমিলেন। কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "আমায় আর একটু সময় দিন, স্বামিজি!"

স্বামিজী গর্জন করিয়া বলিলেন, "একেই বলেই মতিচ্ছন্ন! আহাম্মক, 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি!' ওঁকে ডাক, আমিই বোঝাচ্ছি।"

ঠিক সেই মুহূর্তে বাহির হইতে বুধন ডাক দিলেন, "মণি বাবু—"

ব্রহ্মচারণী ধীরে-সুস্থে মণিকে আঁচাইয়া হাত পা ধোয়াইয়া, মুখ হাত পা মুছাইতে মুছাইতে স্থিরকর্ণে উভয়ের আলাপ শুনিতেছিলেন। যা শুনিলেন, ইহাই যথেষ্ট। বুধনের ডাক শুনিয়াই বলিলেন, "তেওয়ারীকে বাড়ীর ভেতর ডাক মণি, খেতে দিই।"

মণি উচ্চকণ্ঠে ডাকিল। তেওয়ারী বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে পুনশ্চ সাড়া দিলেন, "ছোটবাবু।"

ব্রহ্মচারী থতমত খাইলেন। বলিলেন, "হাঁ! এস তেওয়ারি।"

স্বামিজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি তা'হলে এখন আসুন। পারি ত পরে গিয়ে দেখা করব।"

মূর্তিমান বিঘ্নরূপী তেওয়ারীর দিকে একবার তীব্র-দৃষ্টিপাত করিয়া স্বামীজী বিনাবাক্যে উঠিলেন। অপ্রসন্নমুখে তেওয়ারীর পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তিনি পাশ কাটাইয়া যাইবামাত্র, তেওয়ারীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। স্বামিজী অদৃশ্য হইলে, ব্রহ্মচারীর দিকে বেশ একটু কড়া দৃষ্টিপাত করিয়া তেওয়ারী বলিলেন, "ঠাকুরজী কে ছোটবাবু? বাড়ীর ভেতর এসেছিলেন কেন?"

ব্রহ্মচারী বুঝিলেন এ প্রশ্ন তেওয়ারীর পক্ষ হইতে হয় নাই। জ্যাঠা-মশাইদের পক্ষ হইতে হইতেছে। সসঙ্কোচে বলিলেন, "আমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।"

ব্রহ্মচারীর দিকে একটা ভৎর্সনার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তেওয়ারী বলিলেন,

"লোকটা দারু পিয়ে এসেছিল, গন্ধ টের পেয়েছ? পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বুঝলাম।"

ব্রহ্মচারিণী সেই সময় জল ও পীঁড়া লইয়া রোয়াকে উঠিয়া তেওয়ারীর ঠাঁই করিয়া দিলেন। তিনি সরিয়া গেলে, ব্রহ্মচারী সসঙ্কোচে বলিলেন, "তেওয়ারী, জ্যাঠা-মশাইদের কাণে যেন এ কথা ওঠে না, দেখো বাপু। উনি যে খেয়ে এসেছিলেন, তা আমি বুঝতে পারি নি। তা'হলে বাইরে নিয়ে যেতাম।"

তেওয়ারী অসন্তোষের সহিত বলিলেন,—"মাতালের সব থাকে,—মনুষ্যত্ব থাকে না। সব জ্ঞান থাকে,—কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এ-সব লোক, ভদ্র-লোকের বাড়ীতে ঢুক্‌বে, এটা ভাল কথা নয়। আর তুমিই বা ওদের সঙ্গে মিশ্‌ছ কেন?"

ব্রহ্মচারী মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, উত্তর দিলেন না।

ব্রহ্মচারিণী আহার্য আনিয়া দিলেন। তেওয়ারী ছোটবাবুকেও আহারে বসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন; ব্রহ্মচারী যথাবিহিত ওজর আপত্তি করিয়া তেওয়ারীকে বসাইলেন।

খাইতে খাইতে নানা কথার পর বৃদ্ধ বলিলেন, "তা'হলে পশু ছোট-বৌমাকে নিয়ে, যাচ্ছ ত?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "সে বিয়ে বাড়ীর হট্টগোলের মধ্যে যাব কোথায়? আমার কাজ-কর্মের ব্যাঘাত হবে, আমি যাব না। তোমাদের ছোট-বৌমা যেতে চান ত নিয়ে যাও।"

"তুমি কোথা থাক্‌বে?"

"এইখানে।"

"একলা?"

একটু ভাবিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দিন কতকের জন্যে শ্রীক্ষেত্রে ঘুরে এলে মন্দ হয় না। দেখি, পারি ত তাই যাব।"

গম্ভীর হইয়া তেওয়ারী বলিলেন, "হুঁ। তা'র পর, কর্তাবাবুরা মাথা চাপ্‌ড়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। ও-সব হবে না। এখানকার ডেরা-ডাণ্ডা তুলে, চল পাটনা। তোমায় একা ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস নেই।"

ব্রহ্মচারিণী দুধ ও মিষ্ট পরিবেশন করিতে আসিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিলেন। পরিবেশন করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া গেলেন।

তেওয়ারী বলিতে লাগিলেন, "কর্ত্তাবাবুরা বুড়া হয়েছেন, কোন্ দিন

আছেন, কোন্ দিন নেই। বড়গিন্নিমা বাতে পঙ্গু। কেবল তোমাদের জন্যে কাঁদেন। আর ক'দিনই বা তাঁরা আছেন? এখন তাঁদের ছেলে তাঁদের কোলের কাছে থাকবে চল। তা'র পর তাঁরা ফৌত হ'লে তোমার এই বাতিক নিয়ে যেখানে খুশী হৈ-হৈ করে বেড়িও।-

তেওয়ারী অনেক বুঝাইলেন। ব্রহ্মচারী চুপ করিয়া রহিলেন।

তেওয়ারী আঁচাইয়া বাহিরে গেলেন। ব্রহ্মচারীও কম্বলটা ঝাড়িয়া পাতিলেন। তা'র পর গামছা লইয়া কূয়াতলায় গেলেন।

একটু পরে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারিণী তখন কম্বলের কাছে তাঁর আহার্য রাখিয়া অদূরে থামে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারীর দিকে একবার চাহিলেন। অসময়ে স্নানের অর্থ বুঝিলেন, কোন প্রশ্ন করিলেন না। মণি তাঁর গায়ে ঠেস দিয়া তন্দ্রালস চক্ষে ঝিমাইতেছিল। ব্রহ্মচারী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি রে, তুই এখনো জেগে আছিস? এতক্ষণ ছিলি কোথা? রান্নাঘরে?"

রান্নাঘরেই ছিল বটে। কিন্তু যা'র হাতে ধরা পড়িবার ভয়ে লুকাইয়া ছিল, তা'র কাছেই সে কথা স্বীকার করা, মোটেই সমীচীন বোধ করিল না! ছোটমাকে আর একটু ঠাসিয়া বসিল এবং তাঁর আঁচলটা টানিয়া নিজের মুখে আড়াল দিল।

ব্রহ্মচারী হাসিলেন, বলিলেন, "কেবল মায়েদের আঁচলের তলায় লুকিয়ে রয়েছিস্! তুই কি ছেলে রে? কাঙ্গাক-শাবক না কি?"

কাপড় ছাড়িবার জন্য তিনি নিজের ঘরে ঢুকিলেন। মণি মুখের কাপড় সরাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "হ্যাগা ছোটমা, কাঙ্গাক-শাবক মানে কি?"

ব্রহ্মচারিণী অন্যমনস্ক হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন, সংক্ষেপে বলিলেন, "কাল বল্‌ব।"

মণি বলিল, "রাত্তিরে বল্‌তে নেই বুঝি?"

ব্রহ্মচারীকে বাহিরে আসিতে দেখা গেল। মণি তৎক্ষণাৎ মুখে আঁচল চাপা দিয়া, ছোটমার কোলে মাথা রাখিয়া পুনশ্চ নির্ঝুম।

ব্রহ্মচারী আসিয়া আহারে বসিলেন। নিবেদন করিয়া হেঁট হইয়া খাইতে খাইতে বলিলেন, "মণেকে শুইয়ে দাও। ওর ঘুম এসেছে যে।"

আঁচলের আড়াল হইতে মণি ফোঁস করিয়া উঠিল, "নাঃ, ছোটমার খাওয়া হলে আমি ছোটমার সঙ্গে শোব।"

"ওরে শুয়ার, তুই এখনো টাট্‌কা আছিস্! আয়, আমার কম্বলে শো।"

"না।"

"না কেন?"

"তোমার কম্বল ভাল নয়।"

"তোর ছোটমার কম্বল বুঝি বৈকুণ্ঠের আমদানি?"

বৈকুণ্ঠ যে কোথা এবং সেখানে কম্বল নামক কোন বস্তু যথার্থ-ই প্রস্তুত হয় কি না, মণি জানিত না। অসঙ্কোচে উত্তর দিল, হ্যাঁ।"

ব্রহ্মচারী হাসিলেন। ব্রহ্মচারিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ও কি সত্যিই কম্বলে শোবে? পারবে ঘুমুতে?"

ব্রহ্মচারিণী অন্যমনে উত্তর দিলেন, "একখানা চাদর পেতে নেব।"

দু'হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া হেঁট হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী কুণ্ঠিত হইলেন। তাঁর আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কেন কে জানে,—বলিতে বাধিল। হেঁট হইয়া নীরবে খাইতে লাগিলেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন বালক এই অবকাশে সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল।

আহার শেষ করিয়া ব্রহ্মচারী উঠিলেন। বলিলেন, "বাসন-কোসন যেখানে যা পড়ে রইল থাক; এ' দু'দিন গোবরের মাকে দিয়ে কাজ করাও। যাও, খেয়ে এস।"

ব্রহ্মচারিণী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, "ত্যাগ-ব্রতের লক্ষ্য অনেক বড়। সে পথে এগোতে চাইলে সকলের আগে চাই,—অপবিত্র, মলিন-বাসনা ত্যাগ করা। শুদ্ধ পবিত্র-বাসনা ত্যাগ করা নয়,—তা'হলে মুক্তির পথে এগোন অসম্ভব হয়ে পড়ে,—নয় কি?"

ব্রহ্মচারী উঠিতেছিলেন, আবার বসিলেন; শুষ্কমুখে ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "শক্ত্যানন্দ-ঠাকুর এত রাত্রে তোমায় ভৈরবীতন্ত্র দিতে এসেছিলেন কেন? আমায় পড়াবার জন্যে?"

ব্রহ্মচারী বিষম খাইয়া কাশিয়া উঠিলেন। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "কি মুস্কিল!"

অতি ধীরস্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ঠিক তাই! কিন্তু আমি জল পড়ার ভূত নয়! রাজ-দর্শনে যেতে হয়, শুচিশুদ্ধ হয়ে ভদ্র-আচারে দরবারের পথ দিয়ে যাব, মেথর খাটবার পথ দিয়ে যাবার প্রবৃত্তি নেই। নিজের কার্যসিদ্ধির

জন্যে তিনি যা' ইচ্ছা করুন, কিন্তু আমার কার্যহানির জন্যে উপদ্রব করতে নিষেধ কোরো।"

ব্রহ্মচারী মহা ব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে বলিলেন, "কি বিপদ, বইখানা গেল কোথা ?"

হাত বাড়াইয়া পিছনে থামের আড়ালটা দেখাইয়া ব্রহ্মচারিণী সংযত-স্বরে বলিলেন, "এইখানে আছে। বইখানা কম্বলের পাশে রেখে তুমি অন্যমনস্ক হয়ে নাইতে গেছ, তোমার এই ছেলে এসে—কৌতূহলী হয়ে বইয়ের মাঝখানটা খুলে কুৎসিত-অশ্লীল শ্লোকোদ্ধার করে আমায় জিজ্ঞাসা করছে এর মানে কি ?"

ব্রহ্মচারী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মুহ্যমান,—স্তব্ধ রহিলেন।

সজোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ভাল, ব্রহ্মচারী, ভাল ! তোমাদেব কারুর মধ্যে সাধু সাজবার লোভ হয়েছে, কারুর মধ্যে কর্মফল-লব্ধ দুঃখ-কষ্ট এড়াবার লোভ হয়েছে, কারুব মধ্যে সস্তায় কিস্তিমাৎ করে বৈধ, অবৈধ ভোগ-সুখের লালসা জাগ্রত হয়েছে ; অতএব সবাই—লোভের খাতিরে মহাপুরুষেব শরণাপন্ন হয়ে, তাঁর কৃপা-কটাক্ষের জোরেই কার্যসিদ্ধি করো। তোমার টাকাকড়ি তাঁর কারণ-সলিলে সমাধিলাভ করুক, তোমার মূল্যবান কাজের সময় তাঁর লীলা-খেলা দর্শনে সদ্ব্যয় হোক,—কিছুই বলবার নেই আমার ! কিন্তু তুমি যে ভদ্র, তুমি যে জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র-স্বভাব, এটুকু বিশ্বাস রাখার অধিকারে আমায় বঞ্চিত কোরো না। তা যদি করো তা হলে, পৃথিবীতে আমার সব চেয়ে নিরাপদ আশ্রয়টাই সব চেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।"

ব্রহ্মচাবী নির্বাক, নতশির।

নিদ্রাচ্ছন্ন মণিকে উঠাইয়া ব্রহ্মচাবিণী নিজের শোবাব ঘরে যাইতে উদ্যত হইলেন। এবার ব্রহ্মচাবী সসঙ্কোচে বলিলেন, "খাবে কখন ?"

"মন সুস্থ হলে।"

ঘরে ঢুকিয়া তিনি দুয়ার বন্ধ করিলেন। সে রাত্রে আর বাহির হইলেন না। জলস্পর্শ করিলেন না।

আটত্রিশ

ভোরে উঠিয়া ব্রহ্মচারিণী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ইহার মধ্যে ব্রহ্মচারী উঠিয়াছেন। গোবরের-মাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। সে এঁটো বাসন গুছাইয়া লইয়া ঘাটে মাজিতে যাইতেছে। ব্রহ্মচারী উঠানে আমগাছের নীচে পায়চারি করিতে করিতে নিমকাঠি দিয়া দাঁত মাজিতেছেন।

কেহ কাহারও দিকে চাহিলেন না, কেহ কথা কহিলেন না। ব্রহ্মচারিণী রান্নাঘর ধুইয়া যথারীতি ঘর দুয়ার ঝাঁট দিয়া, স্নান করিয়া পূজার বারান্দায় ঢুকিলেন।

ব্রহ্মচারী তা'র আগেই স্নান করিয়া আসিয়াছিলেন। পূজার ঘরের দুয়ারে বসিয়া ধুনাচিতে আগুন দিয়া বাতাস করিতেছিলেন। ব্রহ্মচারিণী বারান্দায় ঢুকিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরে ঢুকিবার পথ পাইবার জন্য নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী সঙ্কেতটা বুঝিলেন, কিন্তু সরিলেন না। নতমুখে নিম্নস্বরে বলিলেন, "তুমি কি ঠিক করলে? এদের সঙ্গে যাবে?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "সে আলোচনা পরে হবে। তুমি সরো, আমি এখন আহ্নিক সেরে নি।"

মাটিব দিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "পরে কখন হবে? মণে উঠ্‌লে সে ত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্‌বে।"

"ঘুর্‌লেই বা। তোমার যা' বলবার আছে, তা'র সামনেই বলো।"

ম্লান-হাস্যে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "উহুঁ। সে গিয়ে জ্যাঠামশাইদের কাছে বলে দেবে। তাঁরা একেই ত আমার ওপর কত সন্তুষ্ট, হয় ত আরও চটে যাবেন।"

সংযতস্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "চটবার মত কথা না বল্‌লেই পারো। তাঁদের অনেক জ্বালাতন করেছ, এখন যতটা পারো সন্তুষ্ট রেখে চলো।—তাঁদের প্রসন্ন-আশীর্বাদের উপর আমাদের জীবনের অনেক কল্যাণ নির্ভর করে।"

বিমর্ষভাবে ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারী নতমুখে বলিলেন, "সত্যিই তোমার যেতে ইচ্ছা আছে?"

"তোমার মত কি?"

এবার ব্রহ্মচারী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সে মুখ উদ্বেগ-দুশ্চিন্তায় এবং বোধ হয় রাত্রি জাগরণের অবসাদে আচ্ছন্ন। মুখের দিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তুমি কি রাত্রে ভাল ঘুমোও নি?"

বিষণ্ণহাস্যে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "সারারাত নয়!"

"কেন? কাল রাত্রে ত বেশ ঠাণ্ডা ছিল। শরীর অসুস্থ হয় নি ত?"

মাথা হেঁট করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "না।"

পুনশ্চ দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, "সংসারীদের সংস্রব আর কেন?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ক্ষণেক ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারিণী দৃষ্টি ফিরাইলেন। বলিলেন, "দুয়ার ছাড়, আমি ঘরে ঢুকি।"

ব্রহ্মচারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু সরিলেন না। বিষাদ-করুণকণ্ঠে বলিলেন, "বিষয়ীদের সংস্রবে আর না যাওয়াই ভাল।"

ব্রহ্মচারিণী ঘরে ঢুকিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, ব্রহ্মচারীকে নিশ্চল দেখিয়া আবার পিছাইয়া দাঁড়াইলেন; ধীরস্বরে বলিলেন, "বিষয়হীনের নিঃশ্বাসেও যখন কামনার উত্তাপ ভোগ করতে হচ্ছে, তখন বিষয়ীদের সংস্রবে আপত্তি কেন? গুরুজনরা আমাব কাছে গুরুজনই! তাঁরা বিষয়ী কি বিষয়-ত্যাগী, তা' দেখবার দরকার নাই; আমার অধিকার—মাত্র সেবায়। গুরুজনদের সংস্রবে বাস করে, তাঁদের সেবা-শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করায় আমাদের যথেষ্ট উপকার।"

ব্রহ্মচারী ম্লানমুখে পরিহাস-ভরে বলিলেন, "উপকার কি? সংসাবাসক্তি?"

"না। চিত্তবিকার সংশোধনের সুযোগ!"

ব্রহ্মচারী নতশিরে স্তব্ধ রহিলেন।

ব্রহ্মচারিণী পুনশ্চ বলিলেন, "অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে শীঘ্রই কিছু পরিবর্তন আবশ্যক! নইলে—"

নতমুখে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "নইলে কি?"

"জীবনের গুরুতর অকল্যাণ-আশঙ্কা। অতি কষ্টে ধাপে ধাপে উঠে, যেখানে এগিয়ে গেছ, সেখান থেকে অনেক নীচে নেমে পড়তে হবে।"

ব্রহ্মচারী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আবার এগিয়ে যেতে কতক্ষণ?"

"সামর্থ নষ্ট হলে এগিয়ে যাবে কিসের জোরে? সাধনার জন্যে কি চাই, না চাই, সব খবরই ত জানো। শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরের ইঙ্গিতে"—বলিয়া ব্রহ্মচারিণী নিজের অধর দংশন করিয়া থামিলেন। ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "অপব্যয়ে সাধনপথের সব পাথেয় যদি উজাড় করে দাও, তা'হলে জীবনটাই যে দেউলিয়া হয়ে যাবে।"

ব্রহ্মচারী ক্লেশভবে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "যায় যাবে। সন্ন্যাস না হয়,—সংসার ত হবে।"

তীক্ষ্ণ-বিদ্রূপের স্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "বাঃ, বাঃ, ব্রহ্মচারি! এই সঙ্কল্প স্থির করতেই বুঝি সাবারাত জেগে ছিলে? শক্ত্যানন্দ-ঠাকুর ক্ষমতাবান্ লোক বটে! তোমার শক্তি-হরণে তিনি কৃতকার্য হয়েছেন!"

ভয়ঙ্কর চমকিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কি বল্লে? শক্তি-হরণ?"

ধীর-স্থিরকণ্ঠে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "হুঁ। নইলে তোমার মুখ থেকে এ কথা বেরোয়? তোমায় বার বার সাবধান করেছি, সঙ্গত্যাগী হয়ে কাজ করবার জন্যে অনেক অনুরোধ করেছি,—কথা গ্রাহ্য কর নি। এখন ভোগ কর তা'র প্রতিক্রিয়া! চেয়ে দ্যাখো ব্রহ্মচারি! যেখানে এসে দাঁড়িয়েছ, সেখানে যথেচ্ছাচারের শাস্তি অতি কঠিন, অতি ভয়ঙ্কর! তোমার শক্ত্যানন্দ-ঠাকুর যতই বিজ্ঞতার ভাণ করুন,—এখানকার খবর জান্‌তে তাঁর এখনো ঢের দেরি! সময় নষ্ট হচ্চে, পথ দাও।"

অন্ধকারমুখে ব্রহ্মচারী সরিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রহ্মচারিণী ঘরে ঢুকিলেন। ঘর ঝাঁট দিয়া, হাত ধুইয়া, আসনে বসিলেন। তাড়াতাড়ি বলিয়া ধুনাচিতে আগুন দিলেন না, শুধু একটা ধূপ জ্বালাইয়া আচমন করিয়া পূজাহ্নিকে প্রবৃত্ত হইলেন।

একটু পরে ব্রহ্মচারী জ্বলন্ত ধুনাচি লইয়া নিঃশব্দে সেই ঘরে ঢুকিলেন! ব্রহ্মচারিণীর আসনের নিকট হইতে শূন্য ধুনাচিটা তুলিয়া লইয়া, নিঃশব্দে তাঁর আসনের পিছনে বসিলেন। নিজের ধুনাচি হইতে আগুন লইয়া তাতে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন।

অতর্কিতে তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। নিজের কাজে একান্ত তন্ময় ব্রহ্মচারিণী সেই শব্দে চমকিয়া চোখ মেলিলেন। পিছন ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিলেন। সহসা অধীরভাবে উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, কি?"

ব্রহ্মচারী বিস্মিত হইলেন। ম্লানমুখে বলিলেন, "কিছু নয়! তোমার ধুনুচিতে আগুন দিচ্ছি। ও কি, উঠ্‌ছ কেন?"

ব্রহ্মচারিণী ততক্ষণে আসনের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ব্রহ্মচারীও সসঙ্কোচে উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারিণী জানু পাতিয়া আবার আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং পর মুহূর্তে অশ্রুসজল-নয়নে যোড়হাত করিয়া আর্তকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার পায়ে পড়ছি ব্রহ্মচারি, ঘৃণ্য প্রলোভনে আত্মহারা হয়ো না, শান্ত হও। তোমার নিঃশ্বাসেও আমায় দারুণ যন্ত্রণাভোগ কর্‌তে হয়। সরে যাও।"

মাথা হেঁট করিয়া বাহিরে গিয়া ব্রহ্মচারী দুয়ার ভেজাইয়া দিলেন; একটি কথাও বলিলেন না।

আহ্নিক-পূজা সারিয়া ব্রহ্মচারী আজ অনেক বিলম্বে উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—ব্রহ্মচারিণী যথারীতি তাঁর ও মণিব জলখাবার সাজাইয়া বসিয়া মালাজপ করিতেছেন। তাঁর মুখভাব সম্পূর্ণ প্রশান্ত, নির্বিকার! কিছুক্ষণ পূর্বে উভয়েব মধ্যে যে অশান্তিকর ভাব-সংঘর্ষ ঘটিয়া গিয়াছিল, তা'র কথা বোধ হয় স্মরণ ছিল না। ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া, মালা নমস্কার করিয়া গলায় রাখিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন, "তেওয়ারী উঠেছেন কি না একবার খবর নাও। এখন যদি জল খান, ডেকে আন।"

ব্রহ্মচারীব মুখমণ্ডল বিষাদ-গম্ভীর। দৃষ্টি নামাইয়া শুষ্কস্বরে বলিলেন, "মণি উঠেছে?"

"উঠেছে। কুয়াতলায় মুখ ধুতে গেছে। তুমি তেওয়ারীকে ছাখো। একটু শীঘ্র ফিরো।"

ব্রহ্মচারী বাহির হইয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তেওয়ারী ধীরে-সুস্থে স্নানাহ্নিক করে তবে খাবে। বেলা বারোটার কমে ওর গায়ত্রী জপবার ব্রাহ্মমুহূর্ত আসবে না।"

আসনে বসিয়া বলিলেন, "ঠাকুদ্দা এসেছেন। ওঁব পুকুরে আজ মাছ ধরা হচ্ছে, অতএব ওঁর বাড়ীতে আজ দু'-বেলাই তেওয়ারী আর মণির নিমন্ত্রণ। অতিথি দু'টিকে ধার দেবার জন্য তোমায় অনুরোধ জানালেন।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "সেদিন তাঁর অতিথি ধার চাওয়া হয়েছিল বলে ঝগড়া করেছিলেন নয়। আজ আমি ঝগড়া কর্‌ব। কই তিনি?"

ব্রহ্মচারী ম্লানহাস্যে বলিলেন, "তেওয়ারীর সঙ্গে কথা কইছেন। পরে ঝগড়া কোরো। আগে জল খেয়ে এস। সেই কাল দুপুরে হবিষ্য করেছ, রাত্রে রাগের মাথায় আর জলস্পর্শ কর্‌লে না, মনে আছে?"

মনে ছিল না, এবার মনে পড়িল। এই অতি তুচ্ছ ব্যাপারটা ব্রহ্মচারী এখনও স্মরণ রাখিয়াছেন দেখিয়া ব্রহ্মচারিণী একটু লজ্জিত হইলেন; নীরবে হাসিলেন।

কাপড় বদলাইয়া ব্রহ্মচারিণীর ঘরের ভিতর হইতে মণি বাহির হইল। এক ছুটে আসিয়া ব্রহ্মচারিণীর কম্বলের কাছে বসিয়া সসম্ভ্রমে সানুনয়ে বলিল, "এবার তোমায় ছোঁব ছোট মা?"

ব্রহ্মচারিণী স্মিতমুখে বলিলেন, "ছোঁও।"

ছোঁয়া আর কিছুই নয়, শুধু ঠেস দিয়া বসা মাত্র।

দু'জনে খাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী নীরব। সস্নেহে মণির পিঠে হাত বুলাইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আজ আমাদের ঠাকুদ্দার বাড়ীতে তোমাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে মণি, দুপুরে নিমন্ত্রণ খেতে যেও।"

নাঃ, আমি নেমন্তন্ন খেতে যাব না, আমি তোমার সঙ্গে হবিষ্যি কর্‌ব।"

মিনতি করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আজ পূর্ণিমা। আমাদের হবিষ্য নেই বাবা।"

মহা তর্ক বাধিল।—অনেক কষ্টে অনুনয়-বিনয় করিয়া, নিজেদের মহামান্য ঠাকুদ্দার সম্মান রক্ষার জন্য মণিকে নিমন্ত্রণে রাজী করিয়া, ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমাদের এখানটা তোমার কেমন লাগ্‌ছে মণি?"

মণি দুঃখের সহিত বলিল, "সব ভাল। শুধু তোমার একটা ছোট ছেলে থাকলে বেশ হোত, তাকে নিয়ে আমি খেলা করতুম।"

ব্রহ্মচারিণী সস্নেহে মণির মাথা চাপড়াইয়া বলিলেন, "ওবে বাপ্‌রে! এই সব ধাড়ি ছেলেদের সাম্‌লাতেই অস্থির, আবার ছোট ছেলে! মানুষ কর্‌বে কে?"

মণি তৎক্ষণাৎ বলিল, "আমি কর্‌ব! তুমি শুধু একটু করে দুধ খাইয়ে দিও। আমি তাকে সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যাব। বেঞ্চিতে কাঁথা পেতে শুইয়ে রেখে, পড়ব! সে খেলা কর্‌বে, ঘুমুবে। মেজদা বলেছে ছোটমার ছেলে হলে কাঁধে করে নিয়ে বেড়াবে।"

ব্রহ্মচারী মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তা'হলে ত সব দিকেই নির্ঝঞ্ঝাট পাকা বন্দোবস্ত।"

গম্ভীর হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "সেটা অবিবেচক অনভিজ্ঞের কাছে—সুবিবেচক অভিজ্ঞের কাছে নয়। মা-বাপের দায়িত্ব এত সোজা, এত সহজ হলে পৃথিবীর সব ছেলেই—'মানুষ' হোত, 'ভূত প্রেত' হোত না।"

তা'র পর মণির দিকে গোপনে ইঙ্গিত করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "কিন্তু এখানে আসল কথা—সেখানকার বাড়ীর ভাই-বোনদের জন্যে মন কেমন করছে। তাই 'নানা-বাহানা' সুরু হয়েছে। একবার সঙ্গে নিয়ে ঠাকুদ্দার বাড়ীতে চরিয়ে আনতে পারো? সেখানে ছোট ছেলেদের সঙ্গে ভাব হলে হাঙ্গামা মিটে যাবে।"

ব্রহ্মচারী জল খাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। মণিকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সমস্ত দিনে উভয়েব আর কোন কথা হইল না। বিবাহের নিমন্ত্রণ ব্যাপার লইয়া, ব্রহ্মচাবী ঠাকুদ্দার সঙ্গে সারাদিন বাহিরে ঘুরিলেন। আত্মীয়-কুটুম্বদের মধ্যে যাঁহারা নিষ্কর্মা, তাঁহারা কালই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাদের কাল পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। যাঁহারা কাজের লোক, তাঁহারা এতদিন থাকতে পারিবেন না। তাঁহাদেব সকলকে বিবাহের পূর্বদিন ঠাকুদ্দার সহিত পাঠাইবাব ব্যবস্থা হইল।

উনচল্লিশ

পরদিন সকালে যথাসময়ে আহ্নিক-পূজা শেষ করিয়া ব্রহ্মচারিণী পূজার ঘরের দুয়ার খুলিতেই দেখিলেন, দুয়ারের সামনে সরু বারান্দায় ব্রহ্মচারী কম্বল বিছাইয়া শুইয়া আছেন। অন্য দিনেব চেয়ে আজ শীঘ্র শীঘ্র তিনি উঠিয়াছেন।

ব্রহ্মচারিণী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এখানে শুয়ে? মাথা ঘুরছে না কি?"

"না" বলিয়া ব্রহ্মচারী উঠিয়া দুয়ার চাপিয়া বসিলেন। বলিলেন, "বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

ব্রহ্মচারীর স্বর গম্ভীর—ধীর।

ব্রহ্মচারিণী তাঁর মুখের দিকে চাহিলেন ;—না, সে মুখ, বর্বর, ঔদ্ধত্যে-উদ্ধত, অপরাধীর মুখ নয়। সে মুখ, আত্মজয়ে দৃঢ়-সঙ্কল্প স্থিরপ্রতিজ্ঞ মানুষের মুখ!

ব্রহ্মচারিণী আশ্বস্ত-চিত্তে পূজার আসন বিছাইয়া ঘরের মেঝেয় বসিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "অত দূরে নয়। তেওয়ারী বাড়ীর ভেতর এসেছে, মণির কাছে আছে। বেশী চেঁচিয়ে কথা হবে না।"

ব্রহ্মচারিণী আসনখানা টানিয়া দুয়ারের কাছে বসিলেন। বলিলেন, "বল।"

"তুমি এদের সঙ্গে আজ যাওয়াই ঠিক করেছ ত?"

নম্রভাবে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "না গেলে কি ভাল দেখায়? এইটি বাড়ীর বড় মেয়ে। এর পর অন্য ছেলেমেয়েদের বিয়েতে না দাঁড়ালে চলে যাবে, কিন্তু প্রথম কাজটায় না দাঁড়ালে সকলেরই মনে দুঃখ হবে।"

ব্রহ্মচারি বলিলেন, "সামাজিকতা, লোক-লৌকিকতা, কুটুম্বিতা, আমি বুঝি না। তুমি ভাল বোঝ,—যাও। বারণ করব না। কিন্তু সেখানে বড়মা'র অসুখ, গেলে তুমি সহজে ফিরতে পারবে না, ফেরা উচিতও নয় বোধ হয়।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আগে চল তো সেখানে, তা'র পর—"

"কে চল্‌বে, আমি?" বলিয়া ব্রহ্মচারী ম্লানহাসি হাসিলেন। বলিলেন, "আর নয়। সংসারের হট্টগোলে বাস করবাব মত মনের অবস্থা আর নাই। এবার সংসারীদের সংস্রবে বাস করতে গেলে, হয় পুরো সংসারী হতে হবে, নয় অহর্নিশি অশান্তি ভোগ করতে হবে।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "গঙ্গার দু'কূলে একসঙ্গে বেড়ানো চলে না। এ কূলের শোভা দেখ্‌তে হলে, ও-কূল ছাড়তে হয়,—ও-কূলের শোভা দেখ্‌তে হলে,—এ কূলের মায়া রাখা চলে না। যে কূল ছেড়েছ, সেখানকার উদ্দাম অশান্তিকর ঝড়ঝাপ্টা—উচ্ছৃঙ্খল আবহাওয়া তোমার স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। বরঞ্চ এই কূলের এই স্নিগ্ধ-শান্তিবহ আব্‌হাওয়ায় যদি শান্ত-স্বচ্ছন্দ হয়ে বাস করতে পারো, তবে নিজেকে সুস্থ, সবল, দীর্ঘায়ু লাভের উপযুক্ত করে গড়ে নিতে পারবে। আমিও সেটা প্রার্থনীয় বলে মনে করি।"

একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিলেন, "সংসার তোমার নয়, তুমিও সংসারের নও। তা' যদি হোত, তা'হলে এত কাণ্ড ঘট্‌ত না। তবে গুরুর প্রতীক্ষায় যখন বসেই রয়েছ, তখন নিরাপদ স্থানে বস্‌বে চল। গুরুজনদের কাছ থেকে অনাসক্ত নির্লিপ্ত হয়ে—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তোমার বুকের জোর থাকে, তুমি যাও। আমায় যেতে বলো না। আমার যখন মনে পড়ে, তাঁরা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দিয়েছেন, অনর্থক একটা নিরাপরাধ ভদ্রলোকের মেয়ের জীবনটা পিষে দিয়েছেন,—তখন তাঁদের সমস্ত সংস্রব আমার কাছে বিষ হয়ে ওঠে!"

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, চোখে জল আসিল।

ব্রহ্মচারিণী হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি করছ কি ব্রহ্মচারী? কাকে কর্তা সাজাচ্ছ? তাঁরা নিমিত্তের হেতু মাত্র। আমার কর্ম আমায় ঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের দোষ কি? তাঁরা কোনখানে আমার সম্বন্ধে কর্তব্যে ত্রুটি করেন নি। স্নেহ, যত্ন, মমতা, ভরণ-পোষণের ভার—কোনখানে তাঁরা কর্তব্যে ত্রুটি করেছেন, বল?"

ব্রহ্মচারী চোখের জল সামলাইয়া বিষাদভরে বলিলেন, "তোমায় চিনি। লোকে আত্মত্যাগ করে,—তুমি স্বহস্তে আত্ম-বলিদান করে বসে আছ!"

সবিদ্রূপ-হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "দোহাই তোমার! আমি জীব-হিংসার বিরোধী। বলি দেওয়া যদি সত্যিই ঘটে থাকে, সেটা আমার কর্ম নয়, জেনো।

ব্রহ্মচারী সনিঃশ্বাসে ম্লান-হাস্যে বলিলেন, "তবে আমারই কর্ম। আব এও জানি, সাধনের পথে তোমায় সহধর্মিণী পেয়েছি, কিন্তু যথেচ্ছাচারের পথে তোমায় সঙ্গিনী পাব না।"

ব্রহ্মচারিণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "সেটা আশাও কোরো না।"

তা'র পর দু'জনেই নীরব।

অনেকক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী জোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "এই উপলক্ষে তুমি স্বেচ্ছায় আমায় ভারমুক্ত কবে যাচ্ছ,—এটা ভালই হোল। আমাকেও অনুমতি দিয়ে যাও, আমিও এই সুযোগে বেরিয়ে পড়ি।"

"কোথা?"

"আপাততঃ পুরুষোত্তম।"

"তা'র পর?"

"যেখানে হোক।"

"অজ্ঞাতবাসে?"

"অন্ততঃ আত্মীয় বল্‌তে যেখানে একটীও প্রাণী আছে, সেখানে আর বাস কর্‌ব না। যতদিন না চিত্ত স্থির হয়; ততদিন আমার খবরও কেউ পাবে না, তোমাদেরও খবর আমি নেব না।"

ব্রহ্মচারিণী অত্যন্ত নিরীহভাবে বলিলেন, "মন্দ কি? তা' এ-সব বিষয়ে মতামত দেওয়ার অধিকার ত আমার নাই। মাথার ওপর যাঁরা অভিভাবক আছেন—"

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমি তাঁদের কারও স্বার্থহানি কর্‌ছি নে।

হচ্ছি। কিন্তু হঠকারিতা কোন ক্ষেত্রেই প্রশংসনীয় নয়। যথার্থ ভ্রমণশীল যোগী হতে গেলে যতখানি অবিকৃত চিত্ত, যতখানি সুদৃঢ় স্বাস্থ্য দরকার, তোমার এখনো সে অবস্থা আসে নি।"

"অবস্থা আকাশ থেকে পড়ে না, তাকে গড়ে নিতে হয়।"

"তোমার মনের যা অবস্থা দেখ্‌ছি, তাতে আত্মগঠনের উপাদানটা আপাততঃ কোন্ রকম পছন্দ কর্‌বে সেইটে চিন্তার বিষয়। শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরের মন্ত্রণায় মন ত উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, ভৈরবীতন্ত্রের আসবাব-পত্রও হাতের কাছে মজুত—"

"আঃ! কেন জ্বালাতন কর? যাচ্ছি ত জন্মের মত, এ সময় ও-সব কথা আর তুলো না।"

"কেন তুল্‌ব না? যত অনর্থের মূলই হয়েছে ওই সব চর্চা।"—বলিয়া জিহ্বা দংশন করিয়া ব্রহ্মচারিণী থামিলেন। একটু নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "হয় ত তোমার দোষ নয়, গ্রহকোপের ফল। তাই এই অসৎ সঙ্গ জুটেছে, অবিবেক-মতের গোলকধাঁধায় পড়ে নিজের শান্তি নষ্ট করছ, আমায়ও অশান্তি-পীড়িত করে তুলেছ!"

ব্রহ্মচারী প্রতিবাদ করিবাব জন্য মুখ তুলিয়া কি বলিতে উদ্যত হইলেন! ব্রহ্মচারিণী বাধা দিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "কুতর্কের জোরে ভগবানকেও ভূত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, সেটা আমার জানা আছে। কুতর্কে আমি অক্ষম, ক্ষমা করো,—ব্রহ্মচারি, এই চপল-মনোবৃত্তির ক্ষণস্থায়ী প্রেতলীলা,—এ ইন্দ্রজাল এক নিঃশ্বাসে ব্রহ্মাকাশে উড়িয়ে দেওয়াই উদাসীনের কর্তব্য! কোথায় বসে আছ সন্ন্যাসি? ওঠো।"

বলিতে বলিতে নিজের ললাটে তর্জনী ঠুকিয়া ব্রহ্মচারিণী এক অদ্ভুত সঙ্কেত-সূচক কটাক্ষে ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিলেন। মুহূর্তে তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত ব্রহ্মচারীর আপাদ মস্তকে তীব্র শিহরণ খেলিয়া গেল! তা'র পর স্থির নিস্পন্দ হইয়া চোখ বুজিলেন্। কয়েক মুহূর্ত পরে ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, সংযত ধীরস্বরে বলিলেন, "যত্নশীল মোক্ষার্থীকে পরাস্ত করে দুর্জয় ইন্দ্রিয়গণ মন আকর্ষণ করে নেয় সত্য!—কিন্তু অপরাজেয়;—চির-অপরাজেয় এই আত্মিক-শক্তি!"

ভাবাভিভূত তন্দ্রাচ্ছন্নের মত উঠিয়া, পুনরায় নিজের পূজার ঘরে ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারিণী নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

চল্লিশ

ব্রহ্মচারী যখন আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, তখন বেলা সাড়ে নয়টা। ছয় ঘণ্টাব্যাপী সুকঠোর পরিশ্রম, দারুণ ক্লান্তিতে মস্তিষ্ক অবসন্ন। মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিয়া নিজের ঘরে শুইয়া পড়িলেন।

ব্রহ্মচারিণী প্রস্তুত ছিলেন। প্রশ্ন করিলেন না। সামনে জলখাবার ধরিয়া দিয়া মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী অনেকক্ষণ স্তব্ধ-নির্ঝুম থাকিয়া ক্লিষ্টস্বরে বলিলেন, "মণে কই, জল খেয়েছে?"

"খেয়েছে। ঠাকুদ্দার বাড়ী বেড়াতে গেছে।"

"তেওয়ারী?"

"আজ সকাল সকাল স্নানাহ্নিক ক'রে রাঁধ্‌তে বসেছেন। জল খেয়েছেন।"

"তুমি?"

ব্রহ্মচারিণী নীরব। ব্রহ্মচারী এ নীরবতার অর্থ বুঝিলেন। উঠিলেন, নতমুখে জলযোগ করিয়া বলিলেন, "যাও, খেয়ে এস?"

"যাচ্ছি। ব্রহ্মচারী, এতদিনে গুরুর আদেশ পালনের কথা মনে পড়্‌ল? আজ থেকে সঙ্কল্প করে গ্রহ-স্বস্ত্যয়ন সুরু কর্‌লে?"

ব্রহ্মচারী বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "নিজের পার্থিব কল্যাণ-কামনায় স্পৃহা নেই বলে তাঁর আদেশ এতদিন অবহেলা করেছি। সেই নিঃস্বার্থ স্বর্গীয়-করুণার বিরুদ্ধে অনেক কৃতঘ্নতা করেছি। কিন্তু আজ আর পার্‌লুম না। তাঁর জন্যে আজ বড় প্রাণ ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগল, জানিনা তিনিও এ হতভাগাকে স্মরণ করছেন কি না। তিনি যা' যা' কর্‌তে আদেশ দিয়েছিলেন, আজ সব করে এসেছি। এর পর ভালই হোক, মন্দই হোক, আর আমার দুঃখ নেই। আদেশ পালন করতে পেরেছি, এতেই আমি কৃতার্থ।"

দৃঢ়-স্থিরস্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন,—

"শাস্ত্র শিক্ষা তৎপরতা, গুরুবাক্যে একাগ্রতা
নিজ যত্ন প্রগাঢ়তা, এই তিন ধরিলে।
এ জগতে কি না হয়? হয় ত্রিভুবন জয়
অসাধ্য সাধন হয় ঋষিবাক্য শুনিলে॥"

"সঙ্কল্প করে ত কাজে বস্‌লে, এখন আর ত আসন ছেড়ে এখান থেকে সর্‌তে পার্‌বে না।"

"না। অন্ততঃ এক মাস নয়। তুমি পাটনা গিয়ে তাঁদের বুঝিয়ে বোলো,—যেন তাঁরা বিরক্ত না হন। আমি কাজ শেষ করে এক মাস পরে গিয়ে, তাঁদের পায়ের ধুলো নেব।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "এক মাস পরে? পাটনা যাবে ত ঠিক?"

"হাঁ, নিশ্চয়। নিজের গরজে যেতে হবে। বড়মা অসুস্থ, বুড়ো ব্যাটাদেরও ঢের জ্বালাতন করেছি। কর্মফলের দেনাগুলো এবার চুকিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হতে চাই।" বলিয়া ব্রহ্মচারী প্রসন্ন-হাসি হাসিলেন।

"ভাল। এখন বিশ্রাম করো।" ব্রহ্মচারিণী প্রস্থান করিলেন।

একটু পরে ঠাকুদ্দা মণিকে লইয়া বাড়ী ঢুকিলেন। ব্রহ্মচারিণী আগাইয়া গিয়া ঠাকুদ্দাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আসুন। আপনাকেই খুঁজ্‌ছি ঠাকুদ্দা! দায়ে ঠেকেছি, উপদেশ প্রার্থনা করছি।"

ঠাকুদ্দা আসন গ্রহণ করিলে এ-কথা ও-কথার পর, ব্রহ্মচারিণী তেওয়ারীর রন্ধনের সংবাদ লইবার ছুতা করিয়া মণিকে সরাইয়া দিলেন। তা'র পর অত্যন্ত নিম্নস্বরে ঠাকুদ্দার সঙ্গে কিছুক্ষণ পরামর্শ করিলেন। ঠাকুদ্দা সেখান হইতে বিদায় লইয়া ব্রহ্মচারীর ঘরে আসিয়া দর্শন দিলেন।

ব্রহ্মচারী পুনশ্চ স্নানে যাইবার জন্য মাথায় তেল মাখিতেছিলেন। ঠাকুদ্দা কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া বলিলেন, "কি রে প্রসাদ, তুই এখন পাটনা যাবি না? মাস খানেক পরে যাবি?"

প্রণাম করিয়া একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এর মধ্যে খবর পেয়েছেন? হাঁ, ঠাকুদ্দা, আমার ভয়ানক কাজ পড়েছে। আপনি যখন যাবেন, জ্যাঠা-মশাইদের বুঝিয়ে বলবেন। এ ক্ষেত্রে যেন অপরাধ ক্ষমা করেন, মাসখানেক পরে আমি নিশ্চয় যাব।"

"নিশ্চয় ত? আচ্ছা। তা' আমি তাঁদের বুঝিয়ে বল্‌ব। তা'হলে নাৎবৌ এখন থাকুন। তুই যখন যাবি, সঙ্গে করে নিয়ে যাস্‌।"

প্রতিবাদ করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "সে কি! বাড়ীতে বিয়ে, উনি যাবেন না! না ঠাকুদ্দা, ওঁকে আজ পাঠিয়ে দেন। মণে ওঁকে ছেড়ে যাবে না। দোহাই ঠাকুদ্দা, ছোট ছেলেকে কাঁদাবেন না।"

"ছোটকেও কাঁদাব না, বড়কেও কাঁদাব না। তুই গোলমাল করিস্‌ নি,

থাম্! আমি তেওয়ারীকে ইসারা করে দিয়ে যাচ্ছি, ও ভুলিয়ে-ভালিয়ে সব ঠিক করে নেবে।”

ঠাকুদ্দা বাহিরে গিয়া ডাকিলেন, “কই হে মণীন্দ্র কই?”

মণি তখন মহা ব্যস্ততার সহিত ছোটমার বসিবার কম্বল, শুইবার কম্বল, কাপড় গামছা সব টানাটানি করিয়া আনিয়া মোট বাঁধিবার জন্য এক স্থানে স্তূপাকার করিতেছিল। বলিল, “আজ্ঞে।”

ঠাকুদ্দা বলিলেন, “মোট-পুঁটুলি তোমার কাকা বাঁধবে এখন। তুমি সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে তেওয়ারীকে নিয়ে এগিয়ে ষ্টেশনে যাও! তোমার ছোটমার জন্যে গাড়ী রিজার্ভ করগে, তা'র পর তোমার কাকা আহ্নিক-পূজা সেরে তোমার ছোটমাকে নিয়ে যাচ্ছে। তেওয়ারী কোথা গেল? তাকে বলে যাই।”

ঠাকুদ্দা তেওয়ারীর সন্ধানে রান্না ঘরে গেলেন। ব্রহ্মচারী চিন্তিত মুখে গামছা লইয়া স্নানের জন্য কূয়াতলায় চলিলেন। মণি বারান্দায় মোট বাঁধিবার দুশ্চেষ্টায় বিব্রত রহিল।

ব্রহ্মচারিণী স্নান করিয়া কূয়াতলার বাহিরে আসিতেছিলেন। ব্রহ্মচারী নিম্নস্বরে বলিলেন, “ঠাকুদ্দার এ ঘটকালির মানে কি? তিনি যে তোমার যাওয়া বন্ধ করছেন, শুনেছ?”

গম্ভীর হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, “শুনেছি। বিজ্ঞ গুরুজনদিগের আদেশ মেনে চলাই ভাল!”

“কিন্তু এই অবিজ্ঞ লঘুজনটি যে মারা যাবে। তোমার জ্যাঠশ্বশুররা—”

বাধা দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, “সে দায়িত্ব ঠাকুদ্দার।”

“তা'হলে তুমিও এ অঘটন ঘটনার মধ্যে আছ? কি উদ্দেশ্যে রয়ে গেলে বল ত?”

ব্রহ্মচারিণী কোন উত্তর না দিয়া পূজা করিতে গেলেন।

যথাসময়ে ব্রহ্মচারিণী উঠিয়া যত্নপূর্বক বাঁধিয়া-বাড়িয়া মণিকে খাওয়াইয়া দিলেন। তা'র পর ব্রহ্মচারীর হবিষ্য নিজের হবিষ্য শেষ হইলে তিনি মণিকে যাত্রার জন্য সাজাইতে বসিলেন। চঞ্চল বালক মহা আপত্তির সহিত সাজসজ্জার উপদ্রব সহিতে সহিতে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতে লাগিল, “দেখো ছোটমা, তুমি বেশী দেরি করো না। আমি গাড়ী রিজার্ভ করে ওদের সব্বাইকে তুলে নিয়ে বসে থাক্‌ব।”

ব্রহ্মচারিণী সংক্ষেপে বলিলেন, “কাজ ক'টা সারা হলেই বেরিয়ে পড়ব।”

তেওয়ারীকে গোপনে যথাকর্তব্য উপদেশ দিয়া, আত্মীয় কুটুম্বদের সহিত মণিকে গরুর গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া, ব্রহ্মচারী বাড়ী ফিরিলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মচারিণী চুপ করিয়া বারান্দায় বসিয়া, একাগ্র দৃষ্টিতে নিজের কাপড় কম্বলের মোটটা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

ব্রহ্মচারী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিজের মনেই বিষণ্ণ হাস্যে বলিলেন, "ধোপার পাটায় আছড়ে অনেক কষ্টে যে কাপড়ের ময়লা সাফ করা হয়েছে, সে কাপড় পরে কয়লার ঘরে ঢুক্‌লেই মুস্কিল! যতই সাবধানে থাকা যাক্, নড়্‌তে চড়্‌তে কাপড় ময়লা হয়ে যায়! মণে শূয়ারের জন্যে আমার মন কেমন করছে।"

ব্রহ্মচারিণী নীরব।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "অত তন্ময় হয়ে কি দেখ্‌ছ?"

সামনের মোটটার দিকে আঙুল দেখাইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "এটা। এতক্ষণ তাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তার কাজের দিকে লক্ষ্য করি নি। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে কর্মিষ্ঠ ছেলের কীর্ত্তি দেখ্‌ছি। আমার যেখানে যা-কিছু ছিল, সব টেনে-টুনে এনে জড় করে মোট বেঁধেছে। জপের আসন, মালা, মায় আসনের গ্রন্থগুলো পর্য্যন্ত বাদ দেয় নি! গাঁঠরিতে বিশ গণ্ডা গাঁটের বাহার দ্যাখো!"

বলিতে বলিতে তিনি একটা ছোট নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "খোল, খোল! যেখানে যত মায়াবন্ধনের গ্রন্থি আছে, সব মোচন করো। 'ভেঙে ফেল শীঘ্র চরণ-শৃঙ্খল'!"

"ভাঙ্‌ছি। তুমি আজ অনেক খেটেছ, বড় ক্লান্ত হয়ে আছ। দেহটার বিশ্রাম দরকার, ঘরে যাও।"—বলিয়া ব্রহ্মচারিণী মোট খুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রহ্মচারী নিজের ঘরে ঢুকিলেন।

একচল্লিশ

দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল। ব্রহ্মচারীর সাধন-ভজন, গ্রহস্বস্ত্যয়ন নির্বিঘ্নে চলিতে লাগিল। পরিশ্রম গুরুতর,—সাধনার নিয়মানুসারে এ অবস্থায় অতিরিক্ত অধ্যয়ন বা বাক্যব্যয় নিষিদ্ধ। সে সামর্থও থাকে না। অবসর-কালে অবসন্ন-দেহে নীরব-বিশ্রাম এবং সকালে সন্ধ্যায় উঠানে নীরবে পায়চারি

বা ব্যায়াম করিতেন। লোকসঙ্গের ভয়ে বাহিরে যাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। হাটবাজার গোবরের-মা করিতে লাগিল। শক্ত্যানন্দ-স্বামী আর আসিলেন না, কয়দিন পরে ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মচারীর এবার যথার্থ-ই সামর্থ্যের অভাব, যাইতে পারিলেন না। লোক ফিরিয়া গেল।

ব্রহ্মচারিণীকে এ অবস্থায় অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইল। নিজের নিত্যক্রিয়া সারিয়া, বাকী সব সময় সাবধানে ব্রহ্মচারীর অবস্থা লক্ষ্য করা ও নীরবে প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রূষা করিয়া যাওয়াই তাঁর প্রধান কাজ হইল। সময় সময় ব্রহ্মচারীর নির্দেশমত শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতে হইত মাত্র, তা'র পর ছু'জনেই নীরব। বহির্জগৎ বাহিরে পড়িয়া রহিল। অন্তর্মুখী মন লইয়া, ছু'জনেই অন্তর্জগতের রহস্য-বৈচিত্র্যে তন্ময়-মুগ্ধ হইয়া রহিলেন।

কর্মবীর ঠাকুর্দ্দা গ্রামের বাকী কুটুম্ববর্গকে লইয়া যথাসময়ে পাটনা গেলেন এবং নির্বিঘ্নে বিবাহ-কার্য সমাধা করিয়া দিন-পনের পরে ফিরিলেন। সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়কুমার আসিয়াছে, সংবাদ পাওয়া গেল। সে ছেলেটি বি-এ পাশ করিয়া এবার 'ফাইন্যাল্ ল' পরীক্ষা দিয়াছে।

ছুটির অবকাশে এই ছেলেটি যখনই গ্রামে আসিত, তখনই গ্রামে একটা হৈ-চৈ বাধিয়া যাইত। "আনন্দ মঠের" সন্তান-ধর্মের লক্ষ্যটা এই ছেলেটির যেন আংশিকভাবে অস্থি-মজ্জায় জড়িত ছিল। অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, সুকঠোর ন্যায়-পরায়ণতা এবং অদ্ভুত কৃতিত্ব-বলে সে অসাধ্য সাধন করিত। দল বাঁধিয়া পল্লী-সংস্কার, নৈশ-বিদ্যালয় পরিচালন, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, জঙ্গল সাফ ইত্যাদি মামুলি কাজ ত আছেই,—তা' ছাড়া রীতিমত ডিটেক্‌টিভ-বৃত্তি করিয়া সকলের 'হাঁড়ির খবর জানা' এবং অটল ন্যায়পরায়ণতার সহিত, নির্ভীকভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তা'র যথেষ্ট 'হাতযশ' ছিল।

সদ্‌গুণের জন্য এই ক্ষুদে-খুড়শ্বশুরকে ব্রহ্মচারিণী স্নেহ করিতেন, তাঁর সঙ্গে কথা কহিতেন। খুড়শ্বশুর দেখা করিতে আসিলে আগ্রহের সহিত তাঁর প্রত্যেক কাজের খুঁটিনাটি খবর লইতেন; তাঁর সৎসাহস, সৎ উদ্যমে উৎসাহ দিতেন। সমবয়স্কা হইলেও এই ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূটির, স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা ও গুণের জন্য খুড়শ্বশুর তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। যদিও ইহাদের জপতপগুলো তিনি প্রাচীন ভ্রান্ত-মতের অন্তর্গত কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু ন্যায়পরায়ণতার খাতিরে কাহারও ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করিতেন না। বরঞ্চ শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে বংশবৃদ্ধির চেষ্টায় নিরস্ত হইয়া ইঁহারা যে

বিপত্তি

ম্যাল্‌থসের মতটা প্রকারান্তরে সমর্থন করিতেছেন, সেজন্ত ইঁহাদের ভদ্র-রুচি ও সভ্যতা-জ্ঞানের মনে মনে প্রশংসা করিতেন।

খুড়শ্বশুর অন্ত বারে গ্রামে আসিয়া সকলের আগেই এখানে আসিতেন, কিন্তু এবার আসিলেন না। ঠাকুদ্দাও পাটনা হইতে ফিরিয়া দেখা দিলেন না, বাড়ীর ঝি-এর দ্বারা শুধু ইঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন মাত্র। খুড়শ্বশুরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, তিনি বাহিরের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, পরে দেখা করিতে আসিবেন। ঠাকুদ্দার সম্বন্ধে সেই উত্তর পাওয়া গেল।

বহির্জগতের ব্যাপারে উদাসীন ব্রহ্মচারী এ-সব সংবাদে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিলেন না ; কিন্তু ব্রহ্মচারিণী একটু যেন চিন্তিত হইলেন।

গোবরের-মা আসে, যায়, কাজ করে। কিন্তু আজকাল সে একেবারে নিঃশব্দ। ব্রহ্মচারিণীও সময়াভাবে তা'র সঙ্গে বাহিরের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারেন না। সুতরাং বাহিরের সংবাদ চাপা রহিল।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। ব্রহ্মচারীর আরব্ধ কার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর দুই দিন মাত্র বাকী। ব্রহ্মচারীব দেহ অবসাদ-ক্লিষ্ট, কিন্তু মন অপার্থিব-প্রসন্নতায় শান্ত, সমাহিত। ব্রহ্মচারিণী নিস্তব্ধ, প্রফুল্ল।

সেদিন দুপুরে হবিষ্যের পর উভয়ে নিজেব নিজের ঘরে ঢুকিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। স্বামিজী আসিয়া বাহিব হইতে ডাকাডাকি সুরু করলেন। ব্রহ্মচারী সাড়া দিলেন। নিজের আসন ও একখানা কম্বল ঘাড়ে ফেলিয়া বাহিরের ঘরের চাবি লইয়া বাহিরে চলিলেন।

দুয়ার খুলিয়া, স্বামিজীর সহিত তিনজন স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। অভ্যাসবশে ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নত করিলেন। স্বামিজী বলিলেন, "আমার স্ত্রী তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। সঙ্গে ওঁর দু'টি বন্ধু এসেছেন। চল বাড়ীর ভেতর যাওয়া যাক্।"

তেওয়ারীর তিরস্কার ব্রহ্মচারীর স্মরণ ছিল। তাড়াতাড়ি চৌকাঠ ডিঙাইয়া বাহিরে গিয়া স্ত্রীলোকগুলির উদ্দেশে বলিলেন, "আপনারা বাড়ীর ভেতর যান্ মা। আসুন স্বামিজি, আমরা দু'জনে বাইরের ঘরে বসি।"

স্বামিজী স্মিতমুখে বলিলেন, "বাইরের ঘরে কেন? বাড়ীর ভেতর চল। যখন কষ্ট করে আসা গেছে, তখন সবাই মিলে এক সঙ্গে বসে একটু আমোদ-আহ্লাদ করা যাক্।"

ব্রহ্মচারীর কথাটা ভাল লাগিল না। সৌজন্যের সীমা লঙ্ঘন না করিয়া তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন, "আমার স্বাস্থ্য মজবুত নয়। হট্টগোল সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না, মাথা ধরে যায়! নিরিবিলিতে চলুন।"

স্ত্রীলোক তিনটি ততক্ষণে চৌকাঠ পার হইয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ওই কথার উত্তরে সহসা ঘোম্‌টা সরাইয়া চাপা গলায় এমন এক কদর্য ইঙ্গিত-সূচক পরিহাস করিলেন,—যার মাধুর্য-রস উপলব্ধির প্রমাণ-স্বরূপ আর স্ত্রীলোক দু'টি রসিকতা করিয়া, হাসিয়া কাশিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন। স্বামিজীও তাহাতে যোগ দিয়া হাসিতে লাগিলেন, দু'-একটা টীকা-টিপ্পনীও যোগ করিলেন।

স্বামিজীর ধৃষ্টতা-অত্যাচার সহ্য করা ব্রহ্মচারীর অভ্যাস হইয়াছিল, কিন্তু এই অপরিচিত ভদ্র-গৃহের স্ত্রীলোকগুলির এ কি উন্নত রুচির পরিচয়? স্তম্ভিত-বিমূঢ়ের মত মাথা হেঁট করিয়া, ক্ষণেক নির্বাক থাকিয়া, ব্রহ্মচারী ধীরে সরিয়া গেলেন। বাহিরের ঘর খুলিয়া কম্বল বিছাইয়া ডাকিলেন, "এখানে আসুন স্বামিজি!"

অগত্যা স্বামিজীকে বাহিরে বসিতে হইল। কুশল-প্রশ্নাদির পর ব্রহ্মচারী বলিলেন,—"মা-ঠাকুরুণের সঙ্গে অন্য যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কি এই গ্রামের?"

স্বামিজী বলিলেন, "হাঁ, ওই মুখুজ্যেদের মেয়ে একটি, আর ওপাড়ার বোসেদের বৌ একটি। দু'জনেই বেশ শিক্ষিতা, রসিকা-স্ত্রীলোক। তোমার সঙ্গে পরিচয় নেই আলাপ কর্‌বে?"

মুখুজ্যেদের মেয়ে! বোসেদের বৌ! বিন্দুমাধবের জবানবন্দী অলক্ষিতে ব্রহ্মচারীর স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিল। গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এরা কি আপনার শিষ্যা?"

"হুঁ। সাধন-ভজন নিয়েছে। বেশ কাজকর্ম কর্‌ছে। অল্প দিনেই বেশ উন্নতি করেছে।"

তা'র পর ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে স্থির-মর্মভেদী-দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন, "বলেছি ত আগেই। আমাদের ক্রিয়া-কলাপ যেন শর্টহ্যাণ্ডে লেখা। তোমাদের মত বেশী খাটতে হয় না, অল্প খাটুনিতেই কার্য্য সিদ্ধি!"

এ কথা ব্রহ্মচারী অনেকবার শুনিয়াছেন এবং অনেকবার এ মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া নিজের আরব্ধ-সাধনায় অবহেলা করিয়াছেন। কিন্তু আজ কথাটায়

কিছুমাত্র মনোযোগ দিলেন না। অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "আমার ভাগ্‌নে বিন্দু এঁদের চেনে।"

স্বামিজী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ চিন্‌বে বই কি। ওই বোসেদের বিধবা বৌটির বিষয়-সম্পত্তি ওর জ্ঞাতি শত্রুরা বেদখল করেছিল। তাই বিন্দু ওর পিছনে দাঁড়িয়েছে। তদ্বির ক'রে ওঁর স্বত্ব বজায় রাখবার জন্যে সে লড়্‌ছে। অনাথা, বিধবা,—তাকে আশ্রয় দিয়ে বিন্দু মানুষের মত কাজ করেছে। কি বল? করে নি?"

"ধর্ম আর নীতি-সঙ্গতভাবে আশ্রয় দিলে বিপন্নকে আশ্রয়দানটা মানুষের যোগ্য কাজই বটে। তবে বিন্দুর ধর্মজ্ঞান আর নৈতিক-বুদ্ধি যে রকম সূক্ষ্ম, তাতে তা'র আশ্রয় নেওয়াটা মানুষ বা মেয়ে মানুষ কারুর পক্ষেই নিরাপদ নয়, মনে হয়। তাতে অরক্ষিতা, অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক!"

একটু ভাবিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বিধবাব স্বামী ত বিষয়-সম্পত্তি বদমাইসি করে সব উড়িয়ে গেছেন। বিস্তর দেনা করে গিয়েছিলেন, জ্ঞাতিরাই ত তা' শোধ করেছেন। তাঁরাই ত ওঁকে এতদিন প্রতিপালন করছিলেন জানি। তাঁরা ত বেশ শিক্ষিত, বিশিষ্ট-ভদ্রলোক।"

ব্যঙ্গভরা শ্লেষের-স্বরে স্বামিজী বলিলেন, "হুঁ, বিশিষ্ট-ভদ্রলোক! এইবার দেখ না, তাদের ভিটেয় ঘুঘু চরাবার ব্যবস্থা করছি। ওই বৌটা প্রতিজ্ঞা করেছে, তাদের সাত-গুষ্টির মুখ পোড়াবে, তাদেব মানইজ্জৎ নষ্ট কর্‌বে। ও তাদের বিরুদ্ধে বলাৎকারের অভিযোগ আন্‌ছে। সাক্ষীও যোগাড় হয়েছে। আমরাও সাক্ষী দেব, তোমাকেও সাক্ষী দিতে হবে।"

স্তম্ভিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "স্বামিজি, কথাটা সত্যি?"

ধূর্ত স্বামিজী তৎক্ষণাৎ অসাধাবণ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সত্যি বলেই ত শুন্‌ছি। বিন্দু নিজের চোখে দেখেছে।"

"কি ক'রে দেখ্‌লে? সে ত থাকে বাগ্দী-পাড়ায়। উনি ভদ্রবরের কুলবধূ, থাকেন ভদ্রপরিবারের ভেতর—" উৎকণ্ঠায় ব্রহ্মচারীর শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

স্বামিজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বিন্দু রাত-বিরিতে গোপনে ওর বাড়ীতে যায়। বুঝলে কি না?"

রুদ্ধশ্বাসে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "অর্থাৎ? স্ত্রীলোকটি দুশ্চরিত্রা?"

উত্তরে স্বামিজী অম্লান-বদনে বলিলেন, "তাতে কি হয়েছে? চরিত্রহীনতাই

চরিত্র-নিষ্ঠার মূল ভিত্তি, মনুষ্যত্ব-বিকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়,—এ কথা বড় বড় পণ্ডিতও আজকাল স্বীকার করছেন।"

তা'র পর অতিশয় বিজ্ঞভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "জগতে সতী কে আছে বল ?"

স্বামিজী অবলীলাক্রমে কথাটা বলিলেন ; কিন্তু কথাটা কাণে ঢুকিবামাত্র ব্রহ্মচারীর আপাদমস্তক যেন তীব্র বিদ্যুত্তাড়নে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল ! ক্ষণেক তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। স্তম্ভিত আড়ষ্টভাবে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন মাত্র। কষ্টে আত্মদমন করিয়া সনিঃশ্বাসে বলিলেন, "মাথায় বজ্রাঘাত হবে স্বামিজি ! এত বড অপরাধী-বাক্য উচ্চারণ করবেন না। না, বৃথা তর্কে আমার ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করবেন না। জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র-স্বভাব নরনারী এ পৃথিবীতে আছেন কি না, এ প্রশ্ন নিয়ে অজিতেন্দ্রিয়দের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করা কত ভয়ানক মূঢ়তা, সেটা ভগবান্ আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। কুৎসিত প্রসঙ্গ চুলোয় যাক্। অন্য কথা বলুন।"

চতুর স্বামিজী তৎক্ষণাৎ সপ্তম-স্বরে বীণা বাঁধিয়া সাধন-ভজনের তান-আলাপ সুরু করিলেন। কিন্তু আজ আর ব্রহ্মচারীকে পূর্বের মত মোহিত হইতে দেখা গেল না ! স্বামিজীর কথায় তিনি সায় উত্তর দিলেন না। চোখ বুজিয়া দেয়ালে ঠেস্ দিয়া তন্দ্রাচ্ছন্নের মত চুপ করিয়া রহিলেন।

স্বামিজী অনেকক্ষণ বকিয়া শেষে বলিলেন, "কথা বল্‌ছ না কেন ?"

সংক্ষেপে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আজকাল বেশী কথা বল্‌তে পারি নে। কঠোর-পরিশ্রমে শরীর বড অবসন্ন হয়ে আছে।"

স্বামিজী কৌশলে অন্য কথা পাড়িলেন। গ্রামের লোক-সম্বন্ধে অনেক হৃদয়োত্তেজক কাহিনীর অবতারণা করিলেন। আরও কিছুক্ষণ কথা চলিল। ব্রহ্মচারী সৌজন্যের অনুরোধে এবার অল্প দু'-একটা কথা বলিলেন।

বৈকালের বেলা পড়িয়া আসিতেই ব্রহ্মচারী কোন অনুরোধ উপরোধ না মানিয়া স্নানের জন্য উঠিয়া পড়িলেন। অগত্যা স্বামিজীও উঠিলেন। স্ত্রীলোকদের বাড়ীর ভিতর হইতে ডাকিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মচারিণীর সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছায় স্বামিজী একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মচারী আজ সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। স্বামিজী ক্ষুণ্ণ হইলেন।

সন্ধ্যার স্নানাহ্নিকের পর ব্রহ্মচারী আজকাল সকাল সকাল খাইয়া শয়ন

করিতেন, নচেৎ ভোরে উঠিবার সুবিধা হইত না। আজও পূজাপাঠ সারিয়া আসিয়া, সকাল সকাল খাইতে বসিলেন।

ব্রহ্মচারিণী অন্য দিনের মত মৌন হইয়া রোয়াকের সিঁড়িতে বসিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী খাইতে খাইতে বলিলেন, "স্বামিজীর স্ত্রীকে কেমন দেখ্‌লে ?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "পশু´ তোমার কাজ শেষ হোক। তা'র পর সে আলোচনা হবে।" একটু থামিয়া বলিলেন, "কাল সকালে একবার বেড়াতে বেরুবে ?"

"কেন ? দরকার আছে ?"

"আছে। ঠাকুদ্দার খোঁজ-খবর ক'দিন পাই নি। কে কেমন রইলেন, একবার খোঁজ নিয়ে আস্‌তে। খুড়শ্বশুরকে অনেক দিন দেখি নি, একবার ধ'রে আন তো ভাল হয়।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চাচা এবার এসে অবধি এদিকে মাড়ায় নি। বিয়ে-থা'র হুজুগ মাথায় চড়েছে না কি ? ছোক্‌রা কর্‌ছে কি ?"

"খোঁজ নিলেই জানতে পাববে। একবার ডেকে দিও, তোমার লাইব্রেরীর চাঁদাগুলো তাঁকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

মাথা চুলকাইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তা' তো দেবে। আমারও গোটা-পঁচিশেক টাকার দরকার। পশু´, না হয় তশু´ দিতে পারবে ?"

স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "কেন ? স্বামিজীর জন্যে ?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "কি মুস্কিল !"

ধীরভাবে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তা'হলে স্বামিজীর জন্যেই ! জনসমাজের সংশ্রবে বাস করছ, পারো জনসমাজেব মঙ্গল সাধন করো। না পারো,—চুপচাপ্‌ নিজের কাজ করে যাও। নিজের নীচ-স্বার্থবশে যিনি জনসমাজের অনিষ্ট-সাধন-ব্রতী, তাঁর সাহায্যের চেষ্টা না করাই ভাল। যে খুন করে, সে-ই শুধু অপরাধী নয়, যে খুনীর পৃষ্ঠপোষকতা করে, সেও দণ্ডনীয়। সেদিন পাঁচশো টাকা উড়িয়ে যা' কর্মভোগ যোগাড় করেছ—" বলিয়াই তিনি সহসা থামিলেন।

ব্রহ্মচারিও থতমত খাইলেন। বুঝিলেন, পাঁচশো টাকাব গোপন সদ্গতির ইতিহাসটা যেরূপে হউক ব্রহ্মচারিণীর গোচরীভূত হইয়াছে। সন্দেহ হইল,—হয় ত স্বামিজীর স্ত্রীই উহা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কথাটা লইয়া নড়াচাড়া করিতে সাহস হইল না।

একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আর্থিক ব্যাপারে যাদের এত পাটোয়ারী বুদ্ধি, তাদের সাধন-ভজনে কোন উন্নতি হয় কি না সন্দেহ।"

ব্রহ্মচারিণী উত্তর দিলেন, "আমায় বোকা ঠকিয়ে জুয়াচোররা জিতে গেলেই আমার ধর্মোন্নতির পথ প্রশস্ত হবে, এই কথাই কি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করব?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া ফেলিলেন! বলিলেন, "হায়! চণ্ডীপাঠের সঙ্গে রোজ বিশ্বজননীর পাদপ্রান্তে প্রার্থনা জানাচ্ছি,—"ভার্যাং মনোরমাং দেহি, মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্"—উল্টো ফল হচ্ছে কেন?"

ব্রহ্মচারিণী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোমাব অদূরদর্শিতার উপযুক্ত সহধর্মিণী চেও না ব্রহ্মচাবী! তুমি নিষ্কাম-সাধক। নিষ্কাম-মনোবৃত্তির অনুসরণকারিণী ভার্যালাভই তোমার মঙ্গল।"

"কিন্তু, তাঁর যে মনোরমা হওয়া উচিত। মন-জ্বালানো অপ্রিয়বাদিনী হওয়া ত উচিত নয়।"

"যথেচ্ছাচাবী মনেব উপযুক্ত মনোরমা চাও? তা'হলে নিজের অক্ষমতার জন্যে ত্রুটি স্বীকাব কবতে হচ্ছে। ভদ্রলোকেব মত বিয়ে করতে রাজী থাক তো বল, দেখে শুনে স্বামিজীব ফরমাস-মত একটা উপযুক্ত কনে ঠিক করে দিই।"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কৃতঘ্ন আর কাকে বলে? হাঁ, ভাল কথা। আজ আমি স্বামিজীব কাছে—কথায় কথায় অভিচারের কথা তুলে-ছিলাম। কথার ভাবে বোধ হ'ল, উনি ও-সব কবেন না। অভিচাবের নামে ভয়ানক ঘৃণা প্রকাশ করলেন।"

ব্রহ্মচারিণী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "তা' তো করবেন-ই। চাণক্য মরেছেন, তাঁর নীতি মরে নি। সিগারেটের বাক্সর সেই চিরকুটখানার কথা তুলেছিলে?"

ব্রহ্মচারী রাগ কবিয়া বলিলেন, "তাই কি তোলা যায়? চক্ষু-লজ্জা ত একটা আছে? বিশেষতঃ ভদ্রলোক এখন বড বিপন্ন। কত দুঃখ করছিলেন, বলছিলেন 'ত্যাখো ভাই, এখানকার লোকগুলো এম্নি পাজী,—আমার স্ত্রী এসেছেন, তাঁকে বলছে আমার রক্ষিতা! এখানকার লোকেরা হিংসা ক'রে আমার মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে শত্রুতা করছে, করুক। কিন্তু ঈশ্বর ঘুষখোর নন, তিনি আমায় কখনই পর্যুদস্ত করবেন না, এ বিশ্বাস আমি রাখি'।"

মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ঈশ্বর ঘুষখোর নন, তিনি কাউকেই পর্যুদস্ত করেন না। তবে পাপই পাপীকে শাস্তি দেয়, ঈশ্বরের এই নিয়মটা নির্ঘাৎ সত্য।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "পৃথিবীতে বিনা-পাপেও অনেককে শাস্তি পেতে হয়। শনির কোপে পড়ে' শ্রীবৎস রাজার কি দুর্গতি না হয়েছিল, কলির কোপে পড়ে' নল রাজার কি দুঃখই না হয়েছিল!"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "দন্ত নিষ্পেষণটা কিছুকাল যাবৎ মুলতুবি আছে, নয়? মন কেমন করছে তার জন্যে?"

"অর্থাৎ? রাগাবার চেষ্টায় আছ? না। আর রাগ্‌তে পারি নে। বড় মাথা টন্ টন্ করে। ঠাট্টা যাক্। উনি আমায় বড্ড ধরেছেন যে, 'তোমার সাহসেই আমার সাহস, তোমার জোরেই আমার জোর। তুমি যদি আমার পক্ষে না দাঁড়াও, তা'হলে এখানে তিষ্ঠাতে পারব না'।"

ব্রহ্মচারিণী আলস্য ভাঙিয়া, হাই তুলিয়া, নিজমনেই কবিতা আওড়াইলেন,—

"সাধিতে স্বকার্য খল তোষামোদ করে;
তাহে মুগ্ধ প্রতারিত বোধহীন নরে।"

অপ্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ওই তোমার এক কুসংস্কার। লোকটা এখন বিপন্ন, লাঞ্ছিত—"

তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি তুলিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "জেলখানাগুলোয় অনেক চোর, ডাকাত, খুনে,—বিপন্ন, লাঞ্ছিত অবস্থায় আছে। তাদের জন্য আমরা করুণাবোধ করতে পারি, কিন্তু সেই খাতিরে তাদের অন্যায়কে ন্যায় বলে সমর্থন করতে পারি নে।"

"তারা ত আমার—শরণাগত নয়।"

"ইনি শরণাগত বটে! উদাসীনের মত আত্মাভিমান! কিন্তু উদাসীন হতে হবে ব'লে, ন্যায়-অন্যায় বিচার-বুদ্ধিকে বলিদান করলে চল্‌বে না। শরণাগত ব'লে অন্ধ-স্নেহে পাপাচারীর পৃষ্ঠপোষকতা করলেও চল্‌বে না। 'মিত্র হোক্ ভণ্ড যে, তাহারে দূর করিয়া দে, সবার বাড়া শত্রু সে'—এই কঠোর ন্যায়-পরায়ণতাও, সময়-বিশেষে লোক-বিশেষের জন্যে দরকার।"

ব্রহ্মচারী আর কথা বলিলেন না, আঁচাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারিণী নীরবে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া, খাইয়া, শয়ন করিতে গেলেন।

বিয়াল্লিশ

পরদিন সকালে নিজের নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ শেষ করিয়া, জল খাইতে বসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "শোন। কাল বলছিলে নয়,—'মিত্র হোক ভণ্ড যে, তাহারে দূর করিয়া দে, সবার বাড়া শত্রু সে' কেমন? আচ্ছা। যদি মনের বাঁদরামিতে ভুলে আমিই কোনদিন ভণ্ড হই? আমায় নিয়ে সেদিন কি করবে বল দেখি?"

ব্রহ্মচারিণী হেঁট হইয়া বাদামের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন, "কি করব, তুমিই অনুমতি দাও।"

"আমিই অনুমতি দেব?"—বলিতে বলিতে সিংহের ন্যায় গ্রীবা উচ্চ করিয়া, ব্রহ্মচারী দৃঢ়-স্থিরস্বরে বলিলেন, "যেদিন দেখবে আমিও পথভ্রষ্ট, ভণ্ড হয়েছি,—সেদিন নির্দয়-নির্মম হয়ে আমাকেও দূ—র ক'রে দিও! পারবে?"

ব্রহ্মচারিণী নির্বিকার-মুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারী পুনশ্চ বলিলেন, "বল, পারবে ত? তা' যদি পারো, তা'হলে বুঝ্‌ব 'হাঁ'! আমার আত্মোন্নতিসাধনব্রতের যথার্থ সহধর্মিণী তুমিই। তা'হলে হিতৈষী বন্ধু ব'লে কৃতজ্ঞ হয়ে জন্ম-জন্মান্তর তোমার পূজা করব।"

বাদামগুলি রেকাবিতে রাখিয়া, ব্রহ্মচারিণী হাত ধুইলেন। প্রসন্নমুখে ব্রহ্মচারীর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিয়া বলিলেন, "সহধর্মিণীরা স্বামীর আত্মোন্নতি-সাধন-ব্রতের সহধর্মিণীই হয়, বাঁদরামি-ব্রতের উৎসাহ-দায়িনী হয় না। ভগবান না করুন, যদি তেমন দুর্দিন কখনো আসে, আর তাই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়,—সেদিন তোমার কর্মফলই তোমায় দূর করবে। আমি দূর করবারও কেউ নই, নিকট করবারও কেউ নই,—"

স্মিতমুখে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তা'হলে কর্তৃত্বাভিমান প্রকাশ করে আমিই ঠকেছি! যোড়হাত করে এবার বল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে, 'এয়সে প্রেমধন কেয়সে মিলে, বল্‌রে চণ্ডাল বন্ধু ভাই'!"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "প্রেমধন লাভ করতে হ'লে, প্রেমের উল্টামুখী আকর্ষণটা জয় করে কাজে লাগলেই যথেষ্ট। তখন প্রেমকে খুঁজতে হবে না,

প্রেম নিজেই এসে মানুষকে খুঁজে নেবে! যোগ্য হও, পূর্ণ যোগ্যতায় নিজেকে গড়ে নাও। কোথায় গুরু খুঁজছ? গুরু ত সঙ্গেই—"

বলিতে বলিতে সহসা অব্যক্ত ভাবাবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। আত্ম-বিস্মৃতের মত ক্ষণেক নির্বাক থাকিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "না, না,—সে কথা এখন নয়। সেটা বোঝবার সময় এখনও আসে নি। থাক্, —থাক্।"

তা'র পর সুপ্তোত্থিতের মত চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "নাও, নিবেদন করো।"

ব্রহ্মচারী একটু অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিলেন, "কথা বলতে বলতে তুমি কি রকম যে অন্যমনস্ক হয়ে যাও,—কার কথার জবাব যে কাকে দাও, বুঝতে পারি নে।"

একটু ব্যস্ত হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। পৃথিবীর মধ্যে বাস করতে হ'লে পার্থিব ব্যাপারে যতখানি সচেতন থাকা উচিত, সব সময় তা'র মাত্রা ঠিক রাখ্‌তে পারি নে। নীচের ব্যাপারে মনকে টেনে নামিয়ে আন্‌তে আমার ভারি কষ্ট হয়, ভারি কষ্ট হয়। নাও, বসো।"

ব্রহ্মচারী নিবেদন করিয়া ভোজনে মন দিলেন, ব্রহ্মচারিণী উঠিয়া গেলেন।

জলযোগের পর যে যার নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতে গেলেন। আজ অষ্টমী, হবিষ্যের হাঙ্গামা নাই! একটু পরে উঠান হইতে ঠাকুদ্দার ডাক শোনা গেল—"প্রসাদ!" সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পরিচিত কণ্ঠের স্নেহময় আহ্বান ধ্বনিত হইল, "ছোট-মা।"

দু'জনেই বাহিরে আসিলেন; দেখিলেন ঠাকুদ্দা ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়কুমার আসিয়াছেন। যথারীতি আদর-অভ্যর্থনা করিয়া উভয়কে বসান হইল।

প্রথমেই ঠাকুদ্দা পাটনার বিবাহ-বাটীর সংবাদ লইয়া পড়িলেন। নির্বিঘ্নে শুভ-বিবাহ শেষ হওয়া,—ইঁহাদের না যাওয়া, প্রতারিত মণির রাগ, দুঃখ,—জ্যাঠা-মহাশয়দের নরম-গরম মন্তব্য, জ্যাঠাই-মাতাদের অশ্রু-বিসর্জ্জনের ইতিহাস শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মচারী হাই তুলিয়া বলিলেন, "ঘায়েল হয়ে পড়েছি। চাচা, অনুমতি দাও বাবা,—একটু আড়ালে গিয়ে জিরিয়ে আসি।"

বিনয় রাগ জানাইয়া বলিলেন, "বিদেয় হও। তোমার এ সব কথা শুনতে হবে না।"

ঠাকুর্দ্দা শশব্যস্তে বলিলেন, "আঃ, কি করিস্ বিনে? বলিস্ না, বলতে নেই।"

বিনয় বলিলেন, "আপনাব নাতি সত্যিই দেবতা বনে যাচ্ছেন, কি মনুষ্যত্ব জবাই ক'বে জন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তা'র হিসেব জনসমাজ চায়। আমিও চাই।"

এত বড কথা! ঠাকুর্দ্দা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন! কিন্তু ব্রহ্মচারী স্মিতহাস্যে বলিলেন, "মনুষ্যত্বের হিসাব দুনিয়ার কারবারে তোমরা দাও চাচা। আমি রিটায়ার্ড। তুমি যতো পাবো তোমাব মা, বাবার কাছে বসে চিল্লাও। আমি বিশ্রামে চল্লুম।"

সত্যই ব্রহ্মচাবী গিয়া নিজেব ঘবে শয়ন করিলেন।

ঠাকুর্দ্দাও কম্বলের উপর আড হইয়া শুইলেন। উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "প্রসাদ, নাৎ-বৌ আমাব গোটাকতক পাকা চুল তুলে দেবেন কি?"

ব্রহ্মচারী নিজেব ঘব হইতে বলিলেন, "সেটা আমাব অনুমতি-সাপেক্ষ নয়। আপনার নাৎ-বৌয়েব উপবুক্ত ছেলে সামনে বসে আছেন, তাঁর অনুমতি নিন্।"

বিনয় বলিলেন, "খুব হয়েছে জ্যেষ্ঠতাত! এখানে যখন বস্‌বে না, তখন ছোট-মা কেন ঘোম্‌টা দিয়ে হাঁপিয়ে সাবা হন। দুয়ারটা ভেজিয়ে দাও।"

ব্রহ্মচারী নিজের দুয়ার ভেজাইয়া দিলেন। ব্রহ্মচারিণী ঘোম্‌টা সরাইয়া ঠাকুর্দ্দাব মাথার কাছে বসিয়া পাকা চুল তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিনয় পিতার পায়ের কাছে বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ এ-কথা ও-কথার পব বিনয় নিম্নস্বরে বলিলেন, "ছোট-মা, শক্ত্যানন্দ-স্বামী তিনজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে হানা দিয়েছিলেন কেন গা?"

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "সেই কথা বলবার জন্যেই আমি আপনাদের খুঁজ্‌ছিলাম বাবা, আপনি যে তদন্তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তা'র সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য খবর আমি আপনাকে দেব!"

বিনয় বলিলেন, "আমি তদন্তে প্রবৃত্ত হয়েছি, আপনাকে কে বললে?"

"রোগীর মুখেই রোগ ব্যক্ত হয়েছে। আপনার বিরুদ্ধে তাঁরা নালিশ করতে এসেছিলেন, আমার কাছে। উঃ, সে কি নির্মম-আক্রোশ! বিশেষতঃ ওই মুখুজ্জেদের মেয়েটির—"

ঠাকুদ্দার আর পাকা চুল তোলানো হইল না; মাথা টানিয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। চুপি চুপি বলিলেন, "সেও এসেছিল? আস্তে, আস্তে,—আর বোসেদের বিধবা বৌটা? তাকে কেমন দেখ্‌লে বল দেখি?"

একটু হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "এমন সুশ্রী গঠন খুব অল্প মানুষের মুখে দেখেছি, আর এমন ভয়ঙ্কব পৈশাচিক ক্রূর ভাবও খুব অল্প মানুষের মুখে দেখেছি। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' এই মহৎ পণে আবদ্ধ হয়ে এই দলটি ধর্ম, নীতি, সমাজ, সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করেছেন। তাঁরা চরমে যাবার জন্যে প্রস্তুত। যতদূব বুঝলাম, শক্ত্যানন্দ তাঁদের মাথাগুলি একেবারে খেয়েছেন।"

একটু থামিয়া বলিলেন, "আপনার নাতিটীও তাঁর বশীকবণ-শক্তি প্রভাবে অভিভূত হয়ে গেছেন। চোখ থাকতেও উনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, কাণ থাকতেও কিছু শুন্‌তে পাচ্ছেন না, একেবারে মোহাচ্ছন্ন অবস্থা!"

বিনয় বলিলেন, "যাকে বলে 'হিপ্নোটাইজড্‌!' শক্ত্যানন্দ 'পাওয়ারফুল ইভ্‌ল স্পিরিট' বটে! কিন্তু এইবার বাছাধনকে বুঝতে হবে যে, বাবার ওপর বাবা আছেন।"

ব্রহ্মচারীর ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন, "আব, এই ভক্ত-বৎসল শ্রীমানকে এবার আমি সায়েস্তা করব।"

ঠাকুদ্দা ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "উহুঁ, উহুঁ। প্রসাদ আর যা-হোক, তা-হোক,—আসলে বেচাবা নিষ্কপট সরল!"

বিনয় বলিলেন, "ঈশপেব গল্পের সেই বোকা ছাগল আর কি! যাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কূয়ার মধ্যে টেনে এনে, ধূর্ত্ত শেয়াল যার কাঁধে চড়ে পালিয়েছিল।"

দুঃখিত হইয়া ঠাকুদ্দা বলিলেন, "বেদ-বেদান্ত নাড়া-চাড়া করে ও-বেচারা সহজবুদ্ধি জিনিসটা হারিয়েছে।"

বিনয় সবিনয়ে বলিলেন, "সেটা মুনি-ঋষিরাও হারিয়েছিলেন বাবা। দুর্বাসা থেকে ব্যাস পর্যন্ত অনেকেই তা'র প্রমাণ দিয়ে গেছেন। কাশী গড়্‌তে ব্যাসকাশী গড়েছেন, শিব গড়্‌তে বাঁদর গড়েছেন। যজ্ঞ করতে বসেছেন,

দৈবশক্তি বিকশিত কর্ছেন,—অসীম ক্ষমতা! কিন্তু যেই অসুররা রাক্ষসরা এসে হানা দিলে, অমি কর্তাদের চক্ষু ছানাবড়া!"

ব্রহ্মচারিণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "পুরাকালে ঋষিরা যজ্ঞ কর্তে বস্তেন, তখন যজ্ঞ-রক্ষার জন্য সত্যই দেবতাদের ডেকেডুকে কুলোত না। অস্ত্রবিশারদ ক্ষত্রিয় রাজাদের ডেকে আন্তে হোত। শুধু দৈবশক্তির দ্বারা আসুরিক শক্তি সব সময় পর্যুদস্ত করা চলে না,—চললে স্বয়ং দেবতারা অসুরের হাতে বারবার লাঞ্ছিত, স্বর্গচ্যুত হতেন না। আসুরিক শক্তি বিধ্বস্ত করতে হলে, চাই ক্ষাত্র-শক্তির অভ্যুত্থান। তাই দেবতাদেরও দায়ে ঠেকে, চণ্ডী-রূপের উপাসনা কর্তে হয়েছিল।"

তা'র পর বিনয়ের দিকে চাহিয়া সস্নেহে বলিলেন, "নিন বাবা খুড়শ্বশুর, ক্ষাত্রশক্তির প্রতীকরূপে আপনারা তৈরী হয়ে দাঁড়ান ত। ধর্ম আর নীতির পক্ষ অবলম্বন ক'রে আসুরিক উপদ্রবের বিরুদ্ধে আপনারা যুদ্ধ ঘোষণা করুন। দেব-দৈত্যের লড়াই ঢের দেখেছি, এবার দৈত্য আর মানুষের লড়াই দেখি!"

উৎসাহিত হইয়া বিনয় বলিলেন, "এই ত বীর-জননীর বাণী! কিন্তু দয়া ক'রে নিজেরাও একটু কাজ করুন। দেশের মূর্খ মেয়েদের হিতাহিত-বুদ্ধি উন্মেষের জন্য, কার্যকরী জ্ঞান উদ্বোধনের জন্যে একটু শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করুন দেখি। ওদের পক্ষি-ঝিকে দিয়ে তামাক সাজানো পা টেপানোর গরজে শক্ত্যানন্দঠাকুর তাকে 'শিক্ষিতা মেয়ে' উপাধি দিয়েছেন। তা'র অধিকতর সুশিক্ষার ব্যবস্থা কর্তে গিয়ে, তাকে এমন অবস্থায় দাঁড় করিয়েছেন, যাকে বলে—উন্নতির চরম সীমা। পক্ষি শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরের ফরমাস মত শিক্ষিতা হয়ে নিজে ত উৎসন্ন গেছেই, তা'র সমবয়স্ক পাড়া ঘরের মেয়েগুলোকে নিজের দলে টেনে নেবার জন্যে সে এমন জোর প্রোপাগাণ্ডা সুরু করেছে যে স্তম্ভিত হয়ে গেছি।"

একটু হাসিয়া খুড়-শ্বশুর পুনশ্চ বলিলেন, 'শক্ত্যানন্দ প্যাটার্ণের' এই শিক্ষার মোহ থেকে মেয়েগুলিকে উদ্ধার করা বড় দরকার।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "হাঁ, বড় দরকার। সেদিন ওই যে দলটী এসেছিল, তাদের কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি লক্ষ্য ক'রে আমারও তাই মনে হোল। সহজ বুদ্ধিতে আমরা যেটাকে সৎ পথ বলে মনে করি, যে পথকে শ্রদ্ধা করি,—সে পথটার ওপর এঁদের মর্মান্তিক ঘৃণা বিদ্বেষের যেন সীমা নেই।"

বিপত্তি

ঠাকুদ্দা বলিলেন, আচ্ছা দিদিমণি, শক্ত্যানন্দ-স্বামীর স্ত্রীকে কেমন দেখ্‌লে বল দেখি?”

প্রশ্নটা শুনিয়া বিনয় আগ্রহের সহিত ব্রহ্মচারিণীব দিকে চাহিলেন। ব্রহ্মচারিণী অনুযোগের স্বরে বলিলেন, “আমায় এ প্রশ্ন কেন ঠাকুদ্দা? তাঁর প্রকৃত পরিচয় ত আপনারা জানতেই পেরেছেন।”

অর্থসূচক-দৃষ্টিতে পিতাপুত্রে একবাব পরস্পবেব মুখের দিকে চাহিলেন। বিনয় বলিলেন, “তবুও আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।”

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, “ইনি আমার অপরিচিতা নয়। কলকাতায় সোনাগাছিব মোড়ে মামারা একবার কিছুদিনের জন্যে বাড়ীভাড়া করেছিলেন, বিয়ের আগে আমি সেখানে থেকে স্কুলে পড়্‌তাম। তখন পাশের বাড়ীতে একদল মেয়েব সঙ্গে এঁকে বাস কবতে, ঝগড়া কবতে, মারামারি করতে দেখেছিলাম। তারা কোন্ শ্রেণীব মেয়ে তা' বুঝতেই পারছেন! তাদের সবাইকে দেখ্‌লে এতদিনেব পর চিন্‌তে পারব কি না সন্দেহ, কিন্তু এঁকে বিশেষ ক'বে চিনে রেখেছিলাম; যেহেতু একজন মাতাল নেশার ঝোঁকে মদের বোতল ছুঁড়ে একদা এঁর পা জখম কবেছিল। তাই নিয়ে কিছু হাঙ্গামা হয়। সে সময় আমরা ছোট, আমাব মামাত বোনরা আব আমি দোতলাব জানালার ফাঁক দিয়ে দিন রাত এই বিশেষ দ্রষ্টব্য, আহত-জীবটিকে আগ্রহের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতাম।”

একটু থামিয়া সসঙ্কোচ-হাস্যে বলিলেন, “ভুল করবার সম্ভাবনা নাই। এখানে এঁকে দেখে প্রথমটা চমকে গিয়েছিলাম, তা'র পর পায়ের দিকে লক্ষ্য ক'রে বুঝ্‌লাম সংশয় নাস্তি; সেই ক্ষত-চিহ্নই বর্তমান।”

বিনয় বলিলেন, “চাচাকে এ সব কাহিনী বলেছেন?”

ব্রহ্মচারিণী ধীরে বলিলেন, “না! নৈমিত্তিক কাজে বসেছেন, মাথা এখন অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে। এখন চিত্তবিক্ষেপকর কোন কথা বলাও নিষেধ, শোনাও নিষেধ। দপ্‌ ক'রে আগুন জ্বলে ওঠে ত, কেউ না কেউ ভস্ম হবেই!”

ঠাকুদ্দা বলিলেন, “দেখ্‌লে নে, বাড়ীর কথা শুনে সরে পড়্‌ল। না বিনে, প্রসাদকে আজ উত্ত্যক্ত করিস নে, ওর কাজ আগে শেষ হোক।”

তা'র পর আরও কিছুক্ষণ তিনজনে নিম্নস্বরে নানা কথা হইল। বিনয় খুঁটিয়া খুঁটিয়া শক্ত্যানন্দ-স্বামী ও ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা

করিলেন। ব্রহ্মচারিণী যতটুকু জানিতেন, অকপটে প্রকাশ করিলেন। বিনয়ের কাছে অনেক নূতন সংবাদও জনিতে পারিলেন। দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরের এতখানি স্পর্ধা প্রকাশের জন্য প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে যে আপনার ভাইপো দায়ী, তা'র সন্দেহ নাই।"

ঠাকুর্দা বলিলেন, "ঠিক কথা। প্রসাদ তাকে মহাপুরুষ বলে খাতির না কর্‌লে কে চিন্‌ত শক্ত্যানন্দ-স্বামীকে? প্রসাদ যাকে শ্রদ্ধা করলে, জন-সমাজ অন্ধ-ভক্তিতে সসম্ভ্রমে তা'র পূজা জুড়ে দিলে! বিচার-বুদ্ধিব বালাই ত কারুর নেই! যার পূজা করছে সে যে কি পদার্থ, কেউ একবার বাজিয়ে দেখ্‌লে না। দু' চক্ষু বুজে সবাই প্রসাদের গোড়েই গোড় দিলে!"

বিনয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা'হলে বল্‌তে হচ্ছে, শক্ত্যানন্দ অকৃতজ্ঞ নয়! আমার পরোপকার-উৎসাহী চাচার সাধুভক্তির উপযুক্ত পুরস্কারই সে দিয়েছে!"

ঠাকুর্দা সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "এই, থাম্‌!—চঃ, চঃ, আজ ওঠা যাক্‌। আর নয়।"

ব্রহ্মচারিণী যোড় হাত করিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'ঠাকুর্দা আর একটু বসুন। কথাটা চাপ্‌ছেন কেন? ঠারে-ঠোবে সবই ত বুঝতে পার্‌ছি। স্পষ্ট ক'বে নাম ক'টা বলে দিন, শুনে কর্ণ পবিত্র হোক!"

বিনয় উঠিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া জুতা পরিতে পরিতে বলিলেন, "ছোট-মা, আমারই ছোট-মা! কথাটা শুনিয়ে দিন না বাবা, দেখ্‌বেন ছোটমা-ও আমার মত খুশী হবেন।"

ঠাকুর্দা কুণ্ঠিত হইলেন, ইতস্ততঃ করিলেন। শেষে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত খুব নিম্নস্বরে আরও কি কতকগুলো কথা বলিলেন।

ব্রহ্মচাবিণী কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না, একটি মাত্রও প্রতিবাদ করিলেন না। নির্বিকার-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরস্বরে বলিলেন, "খুড-শ্বশুর আপনি ঠিক বলেছেন! শক্ত্যানন্দ-ঠাকুর অকৃতজ্ঞ নয়। আমি খুশী হলাম!"

ঠাকুর্দা ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিলেন, "ব্যস্‌! আর কিছু নয়? প্রসাদের চবিত্রেব বিরুদ্ধে এই ঘৃণিত মিথ্যাপবাদ, এ কি তুমিও বিশ্বাস কর?"

স্মিত-হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের মূল্য কি? শক্ত্যানন্দ-ঠাকুর যখন বাইবের ব্যাপাবে স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, তখন ঘরের ভিতর বসে তা'র প্রতিবাদ করাই মূঢ়তা!"

মৃদু মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিলেন, "আচ্ছা ছোট-মা, ও মূঢ়তার ভারটা আমার ওপরই থাক্!"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "কেন বাবা? আপনি কি এতই অবহেলার বস্তু?"

বিনয় বলিলেন, "আপনারা সকলেই যখন অন্যায়-নিষ্ঠ, মিথ্যাচারীদের স্পর্ধার প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তখন বাধ্য হয়েই নিজেকে অবহেলার বস্তু করে তুলতে হচ্ছে। গাম্ভীর্যপূর্ণ চালে সম্মানের পাত্র সেজে থাকবার সুযোগ দিলেন কই?"

একটু অন্যমনস্ক হইয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমরাই আপনার সে সুযোগ নষ্ট ক'রে দিচ্ছি, নয়? আচ্ছা, আপনি সত্য-মিথ্যার তদন্ত করেছেন, ন্যায়-সঙ্গতভাবে সেই তদন্তই করুন। অপনার বুদ্ধির প্রাথর্য, সুকর্মের শানে পড়ে' আরও উজ্জ্বল হোক। লোক-সমাজ ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার খাতির বুঝুক, ভাল কথা। কিন্তু অপরাধীর শাসন-বিচারের ভারটা নিজের হাতে নেবেন না, আমার অনুরোধ।"

বিনয় বলিলেন, "অমন অনুরোধ আমায় কর্‌বেন না। এই সব মিথ্যা-বাদীদের ছ্যাচড়া-কীর্তনের মীমাংসা কর্‌তে কোন্ জজ-সাহেব, কোন্ ম্যা'ষ্ট্রেট্-সাহেব আস্‌বেন বলুন ত?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরের বিশ্বাস,—এখানকার মানুষ হিংসা ক'রে যতই তাঁর শত্রুতা করুক, যতই মিথ্যাপবাদ দিক—ঈশ্বর কখনই তাঁকে পর্যুদস্ত কর্‌বেন না। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন,—সকলের চেয়ে বড় প্রত্যক্ষ-দর্শী সাক্ষী একজন আছেন, সকলের চেয়ে বড় নির্ভুল বিচারক একজন আছেন। শক্ত্যানন্দ ঠাকুর যেভাবে অগ্রসর হয়েছেন, তাতে মনে হয়,—তাঁর ত্রুটি সংশোধনের জন্য আপনাদের কাউকেই আর পরিশ্রম করতে হবে না। অন্ততঃ দু'টো দিন অপেক্ষা করুন!"

বিনয় বলিলেন, "তথাস্তু। ইতিমধ্যে আমার বাকী তদন্তও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বাবা উঠুন।"

ঠাকুর্দা উঠিলেন। ব্রহ্মচারীর ঘরের দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "প্রসাদ, আজ চললুম।"

তেতাল্লিশ

পরদিন সকালে ব্রহ্মচারী জল খাইয়া নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় নিঃশব্দে ব্রহ্মচারিণী আসিয়া দুয়ারের বাহিরে কম্বল পাতিয়া বসিলেন। ব্রহ্মচারী তখন এক মনে নিজের হাত-পায়ের পেশীগুলো ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সঙ্কুচিত-প্রসারিত করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন, ব্রহ্মচারিণীর আগমন টের পাইলেন না। ব্রহ্মচারিণী ধীরে ডাকিলেন, "ব্রহ্মচারি—"

ব্রহ্মচারী সবিস্ময়ে বলিলেন, "উঃ, তুমি করেছ কি গো ?"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "কি করেছি ?"

হাতের পেশী স্ফীত করিয়া দেখাইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ছাখো দেখি! ডবল বেড়ে গেছে ; এই ক'দিন ত খাওয়া-দাওয়ার দিকে মনোযোগ দিই নি। অন্যমনস্ক পেয়ে মনের সুখে খুব গিলিয়েছ! বল,—দুধ-ঘির বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়েছ ?"

ব্রহ্মচারিণী নিরুত্তরে মৃদু হাসিলেন।

ব্রহ্মচারী অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "না, না—কাজটা ভাল হয় নি। খাওয়া বাড়ানো আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি নে।"

"না দেখ্‌তে পারো, চক্ষু বুজে থাক্‌লেই হয়। ওদিকে তোমার মনোযোগ দেবার কিছুমাত্র দরকার নেই।"

ব্রহ্মচারী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নিজের দুই গালে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "হুঁ, আমার গাল ভারি হয়ে উঠেছে।"

"অপরাধ হয়েছে, স্বীকার কর্‌ছি। এখন ও কথা থাক্। শোনো—"

ব্রহ্মচারী বাধা দিয়া বলিলেন, "ছাখো, আমার নৈমিত্তিক কাজ শেষ হয়েছে। এখন শুধু নিত্যক্রিয়া মাত্র। এখন বেশী খাওয়া আমার সহ্য হবে না। খাওয়া কমিয়ে দাও।" বলিতে বলিতে অনুসন্ধিৎসু-দৃষ্টি তুলিয়া ব্রহ্মচারিণীর আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া ধীরে বলিলেন, "তোমায় এত কাহিল দেখাচ্ছে কেন ?"

ম্লান-হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘট্‌লে চেহারা

অমন কাহিল দেখায়। আমার আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। তোমার কাজ ত শেষ হয়েছে, এবার পাটনায় চলো।"

একটু অন্যমনস্ক হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হুঁ, এবার যেতে হবে।"

অনুরোধের-স্বরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "দেরি কোর না। মণিকে কথা দিয়ে রেখেছি, আমার সত্যরক্ষা করাও। ছেলেদের জন্যে আমার মন কেমন কর্‌ছে।"

ব্রহ্মচারী সকৌতুক-হাস্যে বলিলেন, "এর নাম সন্ন্যাস!"

লজ্জিত-হাস্যে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "বাচ্চাদের সম্বন্ধে আমার ভয়ানক দুর্বলতা আছে, অস্বীকার কর্‌ছি নে। নিজের দুর্বলতাকে আমি নিজেই ভয় করি।"

বাহির হইতে ডাক-পিওন হাঁকিল, "চিঠি আছে।"

ব্রহ্মচারী উঠিয়া গিয়া চিঠি লইয়া আসিলেন,—একখানি মাত্র পোষ্টকার্ড। চিঠিখানির উপর চোখ বুলাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই নাও! তোমার ধাড়ি-বাচ্ছা, কচি-বাচ্ছা সকলকার কাঁদুনী-গান শোনো। বাপ! আমায় যদি এত ভালবাসবার লোক থাকৃত, আমি মারা যেতাম।"

চিঠিখানি ব্রহ্মচারিণীর সামনে ফেলিয়া দিয়া, ব্রহ্মচারী নিজের ঘরে ঢুকিয়া কম্বলে বসিলেন। ব্রহ্মচারিণী চিঠি তুলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

বড়-জ্যাঠামহাশয় নিজে লিখিয়াছেন। ইঁহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় তাঁহারা সকলে ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। বাড়ীর পাশে বাগানে সম্প্রতি যে তেতলা বাড়ীখানি তৈরী হইয়াছে, সেইখানিই ইঁহাদের বাসের জন্য স্থির করিয়া দিয়াছেন। সেখানকার নির্জনতা, শান্তির যাতে ব্যাঘাত না হয়, ছেলেপিলেরা গিয়া সর্বদা যাতে উৎপাত না করে, সেজন্য তিনি যথোচিত প্রহরার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোনরূপ অসুবিধা ঘটিবে না। ইঁহারা যেন শীঘ্র যান। ছোট-মার জন্য মণি অত্যন্ত মন-মরা হইয়া আছে। সেজন্য তা'র স্বাস্থ্যও ভাল নাই। প্রায়ই রাত্রে ঘুমের ঘোরে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া "ছোট-মা ছোট-মা" বলিয়া কাঁদে। ছেলেটির জন্য তাঁরা উদ্বেগ-বিব্রত হইয়া আছেন। ছোট-মা সেখানে গিয়া পৌছিলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হন। ইত্যাদি।

চিঠিখানি মাথায় ঠেকাইয়া কোলে রাখিয়া ব্রহ্মচারিণী নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী সকৌতুক-হাস্যে বলিলেন, "কি ভাবছ? মন কেমন কর্‌ছে?"

ব্রহ্মচারিণী দৃষ্টি না ফিরাইয়া বলিলেন, "এতক্ষণ কারণ বুঝি নি, এখন কারণ বুঝতে পারছি, আর মন-কেমন করা অনুচিত।"

বাহির হইতে ব্যগ্র উত্তেজিত-কণ্ঠে বিনয় ডাকিলেন, "ছোট-মা—"

পরক্ষণে সম্ভবতঃ ত্রুটি সংশোধনের জন্যই পুনশ্চ ডাক দিলেন, "প্রসাদ-কাকা—"

ঈষৎ হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ত্মাখো ছেলের কাণ্ড! রাস্তা থেকে হাঁক পাড়ছেন—আগে 'ছোট-মা',—তা'র পর ভুল শুধরে 'অমুক কাকা'!—ডাক বাড়ীর ভেতর।"

ব্রহ্মচারী হাঁক দিলেন, "কে চাচা? ভেতরে এস।"

দু'খানা টেলিগ্রামের রসিদ হাতে লইয়া ছুটাছুটি করিয়া বিনয় বাড়ী ঢুকিলেন। কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া উৎকণ্ঠা-উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন, "বিন্দে আর শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরের খবর পেয়েছ?"

বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "না। কি খবর?"

বিনয় বলিলেন, "কাল সন্ধ্যাব পর বিন্দুবাবু বাগ্দী-পাড়ায় বিম্‌লির ঘরে বসে, বোসেদের বৌকে নিয়ে কি-সব মিথ্যে মামলা-মোকদ্দমার ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিলেন। ক'দিন বর্ষা হচ্ছে—হঠাৎ মাটীর ভিজে দেয়াল, খড়ের চাল, বাঁশ, বাখারি সব হুড়মুড় ক'বে ভেঙ্গে ঘাড়ে পড়েছে। বিন্দুবাবুব ডান-হাতটি আর চিবুক গুঁড়ো হয়ে গেছে, বোসেদের বৌয়ের বাঁ-পাটি—আর ঠোঁট দু'খানি থেঁতো হয়ে গেছে। দু'জনেই অজ্ঞান। খবর পেয়ে রাত্রেই সেখানে ছুটেছিলাম। অনেক চেষ্টায় এখন দু'জনেরই জ্ঞান ফিরেছে।"

একটু থামিয়া দম লইয়া পুনশ্চ বলিলেন, "সকালে খবর পেলাম, শক্ত্যানন্দ-ঠাকুর কাল রাত্রে শ্মশানে কার সর্বনাশ করবার জন্যে, কি-সব আভিচারিক ক্রিয়া কর্‌তে গিয়েছিলেন। তা'র পর—অতিরিক্ত মদ খাওয়ার জন্যেই হোক, বা কোন রকম ভয় পেয়েই হোক,—হঠাৎ আসনের ওপর ঘাড়-মোড় ভেঙে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন। সঙ্গে দু'-একজন কে ছিল, তারা তৎক্ষণাৎ চম্পট দিয়েছে। সারারাত সেই অবস্থায় শ্মশানেই পড়ে ছিলেন। ভোরে চাষারা দেখ্‌তে পেয়ে তুলে এনেছে। অবস্থা সাংঘাতিক। ডাক্তার বল্‌লেন, আর্টারি ছিঁড়ে এ্যাপোপ্লেক্সি। কবিরাজ বলছেন, বাতব্যাধি কিম্বা পক্ষাঘাত। বাঁচা সঙ্কট। শক্ত্যানন্দ-ঠাকুরকে আর বিন্দেকে ডাক্তার পাল্কী করে হাসপাতালে পৌছে দিতে গেছেন। বোসদের বৌকে তা'র আত্মীয়স্বজনদের জিম্মায় দিয়েছি।

বিন্দের বাপকে টেলিগ্রাম ক'রে খবর দিলাম, শঙ্কানন্দের কে এক ভাইপো না ভাগ্নে আছে, তাকেও টেলিগ্রাম কর্‌লাম। ওঁর স্ত্রী-পুত্রের ঠিকানা কেউ বল্‌তে পারছে না,—কেউ বল্‌ছে স্ত্রী-পুত্র আছে, কেউ বল্‌ছে নেই। তুমি ঠিক খবর বল্‌তে পারো ?"

আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে ব্রহ্মচারীর মন মুস্‌ড়াইয়া গিয়াছিল। বিনয়ের শেষ-প্রশ্নে হতভম্ব হইয়া বলিলেন, "ওঁর স্ত্রী-পুত্রের ঠিকানা ? স্ত্রী ত কাছেই রয়েছেন !"

নিজের ললাটে করাঘাত করিয়া ক্রুদ্ধহাস্যে বিনয় বলিলেন, "বৎস সত্যকাম ! তুমি তোমার ছান্দোগ্য-উপনিষদের পৃষ্ঠায় ফিরে যাও ! পথ ভুলে এ মাটীর পৃথিবীতে এসে, আমাদের বড় বিপদগ্রস্ত করেছ। ছোট-মা, এক গ্লাশ জল দিন ত ! বাবা, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।"

ব্রহ্মচারিণীর মুখে লেশমাত্র বিস্ময়ের চিহ্ন ছিল না, শুধু গভীর-বিষাদে সমস্ত মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। কিছু মিষ্ট ও জল আনিয়া আসন পাতিয়া বিনয়কে খাইতে দিলেন ; একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

বিনয় জল খাইয়া শ্রান্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "বসো বৎস, তোমার নৈমিত্তিক ক্রিয়া, না শান্তিস্বস্ত্যয়ন, কি কাণ্ড ছিল, সেটা শেষ হয়েছে কি ?"

ব্রহ্মচারী ম্লানভাবে হাসিয়া বলিলেন, "হয়েছে। কি বলবে বল ?"

বিনয় দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "বাপ ! তোমার এই খবরের জন্যে, কি ভয়ানক অবস্থায় পড়ে রসনাকে সংযমের তপস্যা শেখাচ্ছি, সে কেবল অন্তর্যামীই জানেন। গাঁ-শুদ্ধ লোকের রসনা মহোল্লাসে আস্ফালন কর্‌ছে—কেবল আমার এই বিখ্যাত বলা-মুখটি চুপ ! বাবা কেবল আমাকে সাম্‌লাচ্ছেন,—'সাবধান, প্রসাদের কাণে যেন এ-কথা না ওঠে। প্রসাদ শক্ত কাজে বসেছে, এ সময় কোন রকমে ওর মন চঞ্চল হলে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হবে,—' ইত্যাদি, ইত্যাদি ! কাজেই চুপ। ভেবেছিলাম আজ তোমার কাজ শেষ হবে, কাল সব্বাইকে ডেকে এনে যথাশাস্ত্র শঙ্কানন্দের পিণ্ডদান কর্‌ব। কিন্তু 'বিধির মায়্ ছুনিয়ায়্ বার'—বাবাজীর এমন হোল যে, শুধু 'কোয়াইট্ সেন্সলেস্' নয়, একেবারে বাক্‌রোধ ! চেয়ে আছেন, কথা বল্‌তে চেষ্টা করছেন,—একটা শব্দ উচ্চারণ হচ্ছে না ! বড় কষ্ট। দেখে দুঃখ হোল। আমার মত নাস্তিক কাফেরকেও স্বীকার করতে হোল যে, হাঁ, ভগবানের বিচার ব'লে একটা জিনিস আছে ! বাক্‌শক্তি অপব্যবহারের চমৎকার সাজা বটে !"

ব্রহ্মচারিণী বিষণ্ণ-দৃষ্টি তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "খুড়-শ্বশুর, এই জন্তেই আপনাকে বারণ করেছিলাম যে সত্যমিথ্যার তদন্ত করুন, কিন্তু শাসন-বিচারের ভার নিজের হাতে নেবেন না। শক্ত্যানন্দ-ঠাকুর উদ্ধত দম্ভে অনাচারী হয়ে যে রকম কর্মভোগ জোগাড় করছিলেন, তাতে বুঝাতে পারছিলাম,—এম্নি একটা আকস্মিক দুর্দৈব ঘটিয়ে তিনি নিজেই নিজের অপমৃত্যু ঘটাবেন।"

ব্রহ্মচারী আক্ষেপের-স্বরে বলিলেন, "ইস্! ছি-ছি-ছি! শক্ত্যানন্দ-ঠাকুব শেষে অভিচার কর্‌তে গিয়ে নিজেকে ধ্বংস করলেন?"

বিনয় বলিলেন, "শুধু অভিচার? অভিচার, ব্যভিচার, মিথ্যাচার— যা' খুঁজবে তাই! এক বড়লোকের বখা ছেলে—তা'র নাম হচ্ছে নিমাই,— সে মুখুজ্জেদের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়-বন্ধু কে হয় বটে! সে ছোঁড়া মুখুজ্জেদের বিধবা-মেয়ের ওপর বুঝি 'দিষ্টি' দেয়। শক্ত্যানন্দ তাকে বশীকরণ না কিসের লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলে' বিস্তব টাকা আদায় করেছে। তা'র পর মেয়েটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে হস্তগত ক'রে,—নিজেই তা'র সর্বনাশ করেছে। মেয়েটা ত গেছেই, আব ছোঁডাটা ওঁর অভিচাবের প্রকোপেই হোক, বা যে কারণেই হোক, বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে কেমন-যেন জড়পিণ্ড গোছ হয়েছে! স্তম্ভিত, জ্ঞানশূন্য— জীবন্মৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

ব্রহ্মচারী সবিস্ময়ে বলিলেন, "ও হো-হো? সে ছোক্‌রাকে যে আমিও দেখেছি। সে একদিন এ বাড়ীতে এসেছিল—"

বিনয় বলিলেন, "হুঁ। সব খবর রাখি। সেই ছোক্‌রা!—তোমার মত একজন নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচর্য-ব্রতী সাধকের অন্তঃপুরে যার অবাধ গতিবিধির অধিকার আছে,—সে লোক শক্ত্যানন্দ হোক, শয়তানানন্দ হোক, জনসমাজের চোখে তিনি স্বয়ং শঙ্করাচার্য। শক্ত্যানন্দের হাতের কি সিঁদ্‌কাটিই হয়েছিলে বাবা তুমি! তোমার বাড়ীর মধ্যে তিনি আস্‌তেন, অতএব গাঁয়ের প্রত্যেক বাড়ীর মেয়েরা তাঁর শ্রীচরণ-দর্শনে যাবার অধিকার পেয়েছিল। তিনিও সুবিধা পেয়ে, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মূর্খ মেয়েগুলোর মস্তক উত্তমরূপে চর্বণ করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক অল্পবয়স্কা বিধবাকে হিপ্নোটাইজ্ ক'রে সাফ্ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাদের স্বামীর আত্মাকে পরলোক থেকে আনিয়ে তিনি নিজের দেহে স্থাপন করেছেন। অতএব তিনিই তাঁদের ধর্মতঃ স্বামী! তা'র পর কি আর বল্‌ব?"

ব্রহ্মচারীর আপাদ-মস্তক তীব্র-আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল! কাণে হাত দিয়া

সক্ষোভে বলিলেন, "শিব শিব শিব! কি মহাপাপ!- এ শক্ত্যানন্দের এ শাস্তি হবে না ত হবে কার? তিনি ধর্মের ধাপ্পা দিয়ে এদের একটা জন্ম নষ্ট করে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে যে জন্মজন্মান্তর ধরে—"

ব্রহ্মচারিণী শশব্যস্তে উঠিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ ব্রহ্মচারী! থামো! শুধু শুনে যাও। বিচারের অধিকার তোমার নয়।—সেদিক দেখ্‌তে আর একজন আছেন। তুমি শুধু শিক্ষালাভ করো,—ভবিষ্যতের জন্যে একটু কাণ্ডজ্ঞান সঞ্চয় করো।"

ব্রহ্মচারী আত্মদমন করিয়া বসিলেন। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া তীব্র বেদনা-পীড়িত স্বরে বলিলেন, "ওঃ, ভগবান! কর্মদোষে আমিই শক্ত্যানন্দের পাপানুষ্ঠানে নিমিত্তের হেতু হ'লাম। আমার এ অপরাধের শাস্তি কি?"

ঈষৎ হাসিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "তোমাকেও তিনি উপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে গেছেন। চোখ খুলে চেয়ে দ্যাখো—খুব বেঁচে গেছ! যথার্থ-ই গ্রহশান্তি করেছ, এতদিনে তোমার ফাঁড়া কাট্‌ল! মাথাটি ঠাণ্ডা ক'রে এবার স্থিরচিত্তে নিজের মিথ্যাপবাদ শোনো। শক্ত্যানন্দকে ধন্যবাদ দাও, তিনি তোমার উপকার ক'রে গেছেন! আমি হবিষ্যের আয়োজন গোছাতে চললুম। খুড়-শ্বশুর আপনি বলুন।"

ব্রহ্মচারিণী প্রস্থান করিলেন।

খুড়-শ্বশুর একটু যেন থতমত খাইয়া গেলেন। ইঁহাদের কথাবার্তার মধ্যে কি যেন কিসের একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য-সূচক সঙ্কেতের আভাস অনুভব করিলেন, কিন্তু তা'র অর্থ বুঝিতে পারিলেন না; কুণ্ঠিতভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তোমার মহৎ দোষ, তুমি অতিরিক্ত সরল; আর সবাইকে নিজের মত সত্যনিষ্ঠ মনে করো।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "অন্যায় করেছি, ভুল করেছি, মূর্খতা করেছি।"

বিনয় বলিলেন, "চাচা! একটি কথা মনে রেখো, 'সকল মানুষ নয় কো মানুষ, কেবল মানুষের ছাপ। কারুর পেটে বাঘ-ভাল্লুক, কারুর পেটে সাপ!' আচ্ছা বল তো রত্না নাপ্‌তে ব'লে কোনও মূর্তিকে তুমি চেন কি? তিনি শক্ত্যানন্দের চরণাশ্রিত একজন,—সাধক চক্রবর্তী গো, চেন তাকে?"

ব্রহ্মচারী খানিকটা ভাবিয়া বলিলেন, "নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে, মানুষটা দেখেছি কি না মনে পড়ছে না।"

বিনয় বলিলেন, "শক্ত্যানন্দের ভেল্কি-বাজির জয়! ব্যভিচারাসক্ত একজোড়া

ঝি, চাকরকে তোমাদের স্কন্ধে চাপাবার জন্যে শক্ত্যানন্দ অনুরোধ করেছিলেন মনে আছে ? স্ত্রীলোকটা সন্তানসম্ভবা ছিল। ছোট-মাকে তার আঁতুড় তোলার ভার দেওয়া হয়েছিল, মনে পড়ে ?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "মনে পড়্ছে। তা'র পর ?"

বিনয় বলিতে লাগিলেন, "স্ত্রীলোকটা ভদ্রঘরের মেযে। '—' গ্রামের মুস্তফীদের বাড়ীর বৌ। শক্ত্যানন্দের কুহকে পড়ে বিপথে আসে, শেষে অবস্থা শোচনীয় দেখে ধূর্ত শক্ত্যানন্দ কোথা থেকে ওই রত্না ব্যাটাকে এনে সাবষ্টিচিউট্ দেয়। উদ্দেশ্য ছিল, তোমার স্কন্ধে ভর দিয়ে তোমার ভিটেয় ভ্রূণহত্যা করাবে। ছোট-মা আঁতুড় তোলার দায়িত্ব নিতে স্বীকার করেন নি। অতএব বাগ্দী-পাড়ায় বিন্দুবাবুর তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি সে কার্য সমাধা হয়েছে। গ্রামের অমঙ্গল আশঙ্কায় গ্রামশুদ্ধ লোক খাপ্পা হয়ে বিন্দে আর শক্ত্যানন্দকে চেপে ধরে।—শক্ত্যানন্দ সাফ জবাব ঝেড়ে দিয়েছে,—স্ত্রীলোকটা প্রসাদবাবুর উপপত্নী! প্রসাদবাবু পাঁচশো টাকা দিয়ে তাদের ভ্রূণহত্যা করবার আদেশ দিয়েছেন, তাই তিনি বন্ধুত্বের অনুবোধে নিঃস্বার্থ পরোপকার করেছেন। তাঁর দোষ কি ?"

ব্রহ্মচারীর পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত সমস্ত যেন পাথর হইয়া গেল। স্তম্ভিত, নিস্পন্দ, নিশ্চল হইয়া তিনি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন,—এক পা নড়িলেন না, একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন না।

বিনয় বলিয়া চলিলেন, "নিজে ঈশ্বব-ভক্ত হবার লোভে, শয়তান-ভক্ত, মিথ্যাচারী, ভণ্ডের পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলে বাবা ? তা'র শাস্তি যাবে কোথা ? হাওয়ায় খবর অনেক দিন থেকেই ভেসে বেড়াচ্ছে! বাবা অনেকের মুখেই অনেক গুজব তোমার বিরুদ্ধে শুনেছেন, তোমায় তা'র আভাসও দিয়েছেন। কিন্তু তুমি কথাটায় মোটে কর্ণপাত কর নি। আমি গ্রামে এসে দেখি, গ্রাম তোলপাড় হচ্ছে। হুজুগে লোকগুলো এই গুজব নিয়ে যেখানে সেখানে বৈঠক বসাচ্ছে, দুশ্চরিত্র লোকগুলোর হর্ষ-আস্ফালনের সীমা নাই। 'ব্রহ্মচারীর যখন এই দুর্দশা, তখন তা'রা ত বদ্মাইসি করবার জন্যে ফার্স্টক্লাস সার্টিফিকেট পেলে!' ওঃ, সে কি উল্লাস, উৎসব!"

একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিলেন, "আমায় ত চেন ? নামলাম ডিটেক্‌টিভ্ বৃত্তিতে। এই বর্ষাবাদল মাথায় ক'রে, নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে, সন্ধান নিয়ে

বেড়াতে লাগলাম। সকলেরই দেখি,—কাণ আছে, চোখ নাই। সবাই বলে প্রসাদবাবুর অধঃপতনের কথা কাণে শুনেছি, চোখে দেখি নি। দেখেছে শুধু বিন্দুবাবু। উত্তম, বিন্দুবাবুর দলে গিয়ে ভিড়লাম। খেলিয়ে খেলিয়ে অনেক কষ্টে ডাঙ্গায় মাছ তুল্‌লাম। রহস্য আবিষ্কৃত হোল--বিন্দুবাবু সত্য মিথ্যা কোন খবরই জানে না। মদ-মাংসের লোভে শক্ত্যানন্দের আড্ডায় ধর্ণা দেয়,—শক্ত্যানন্দ তাকে জপিয়ে-সপিয়ে প্রসাদবাবুর বিরুদ্ধে ঐ কথা রাষ্ট্র করতে বলেছেন, তাই সে বলেছে। উত্তম। রত্‌নার সাক্ষ্য নিলাম, সে প্রথমে মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিক্‌ল না। স্বীকার করলে—শক্ত্যানন্দের শিক্ষা মতই সে প্রসাদবাবুর নাম করছে, নইলে প্রসাদবাবু লোকটি যে কে—তাই সে জানে না। মেয়েটার সাক্ষ্য নিলাম। সে দায়ে পড়ে অকপটে শক্ত্যানন্দের শয়তানীর কাহিনী সব স্বীকার কর্‌লে। তা'র পর কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুলো। শক্ত্যানন্দের-স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিয়ে যে স্ত্রীলোকটি এখানে এসে রয়েছে, সে সোনাগাছির এক বিখ্যাত মা-ঠাকুরুণ।"

ব্রহ্মচারী সকাতরে বলিলেন, "ছি ছি! শক্ত্যানন্দ অপরাধী। তাঁকে যা' বল্‌বে বলো। কিন্তু তাঁর স্ত্রী—"

বিনয় বাধা দিয়া বলিলেন, "বৎস, শক্ত্যানন্দের শয়তানী চক্রান্তের কাছে তুমি দুগ্ধপোষ্য শিশু! তুমি শক্ত্যানন্দকে যে পাঁচশো টাকা দিয়েছিলে, সেই পাঁচশো টাকার তিনশো পঁচাত্তর টাকায়, ভুলো স্যাকরাকে দিয়ে কার্ণিশ প্যাটার্ণের চুড়ি গড়িয়ে, উপপত্নীকে উপহার দিয়ে তবে এখানে আনা হয়েছে। আরও শুনতে চাও? মা-ঠাকুরুণ এখানেও নিজের কেরামতি জাহির ক'রে আরও অনেককে—"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "রাম রাম! থাম, আমি আর শুনব না।"

"শুন্‌বে না কি? নিদেন আর একটু শুন্‌তে হবে। ছোট-মা এদিকে আসুন ত।"

ব্রহ্মচারিণী হবিষ্যের আলোচাল ধুইবার জন্য যাইতেছিলেন, ডাক শুনিয়া দাঁড়াইলেন। বিনয় এক নিঃশ্বাসে সোনাগাছির মোড়ে তাঁর মামাদের বাড়ীভাড়া করা এবং তা'র পাশের বাড়ীর অধিবাসিনীদের প্রকৃত পরিচয় বিবৃত করিয়া বলিলেন, "এই ত সেই মা-ঠাকুরুণটির কুল-শীল, বংশ, মর্যাদা, ব্যবসায়-গৌরবের পরিচয়?"

ব্রহ্মচারী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "চাচা বলে কি? এ সব কথাও সত্যি?

তা'হলে এখন নয়,—শক্ত্যানন্দ ঠাকুর অনেকদিন আগেই ধ্বংসের পথে রওনা হয়েছিলেন ! বড় দুঃখের বিষয় !"

ব্রহ্মচারীর দিকে স্নিগ্ধ কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "যাও, স্নান ক'রে পূজায় বস গিয়ে। খুড়-শ্বশুর, সোনাগাছির মায়েদের সোনাগাছিতে বিশ্রাম করতে দিন, আপনি যান, ঘরের মায়েব খবর নিন। উঠুন, ঢের বেলা হয়েছে।"

বিনয় উঠিলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চিন্ত থাক চাচা। শক্ত্যানন্দেব 'আন্‌কন্‌সাস্‌' অবস্থা দেখেই ইনি জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করেছেন।"

বিনয় প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মচারিণী কূয়াতলায় ঢুকিলেন।

চুয়াল্লিশ

স্নান করিয়া, পূজার ঘরেব দিকে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারিণী ডাকিলেন, "ব্রহ্মচারি, আসনে বস্‌বার সময় হয়েছে।"

সাড়া পাইলেন না। ব্রহ্মচারিণী ঘুরিয়া আসিয়া ব্রহ্মচাবীর দুয়ারের সামনে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মচারী কম্বলে বসিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া স্তব্ধ-নির্ঝুম হইয়া গাঢ় চিন্তামগ্ন।

ব্রহ্মচাবিণী ধীরে ডাকিলেন, "ব্রহ্মচাবি—"

ব্রহ্মচারী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। হতাশ-বিহ্বল-স্বরে বলিলেন, "উঃ, শক্ত্যানন্দ-ঠাকুবের হোল কি ? আমার মনে হচ্ছে, আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি।... সেদিন বাইরেব ঘরে কথা কইতে কইতে ফশ করে এমন কথা বললেন যে, আচম্‌কা আমাব মুখ দিয়ে বেবিয়ে গেল—"মাথায় বজ্রাঘাত হ'বে স্বামিজি, এত বড অপরাধী বাক্য উচ্চারণ কববেন না। এ যে সত্যই তাঁর মাথায় বজ্রাঘাত !"

স্মিত মুখে করুণা-শীতল কণ্ঠে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "প্রত্যক্ষ সত্যও যাকে-তাকে বল্‌তে নেই, স্পষ্ট করে সত্যি কথাও সব যায়গায় বলা চলে না। খুড়-শ্বশুর ছেলেমানুষ, কর্মযোগ-উৎসাহী। তাঁকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে, খুশী করে ঠিক পথে চালাবার জন্যে যতটুকু বলা উচিত, বলা গেছে। আর

ও-কথা কেন? কর্মশ্রান্ত বিবেকানন্দের অন্তরাত্মার মহা-বাণী আজ আমার মনে পড়্ছে—'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক, তুই সব ছেড়ে-ছুড়ে আমার কাছে চলে আয়।—' চল, ব্রহ্মচারি, আমরা নিজের কাজে ডুব দিই। "শ্রেয়াণ দ্রব্য ময়াদযজ্ঞাজ্‌,—জ্ঞানযজ্ঞঃ" ওঠো!"

খুব চড়াসুরে বাঁধা এস্‌রাজের একটা তারে মৃদু আঘাত করিলে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত তার সেই অনুরণনে যেমন ঝঙ্কার দিয়া ওঠে, ব্রহ্মচারীর আপাদমস্তকের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী—তেমনি ওই একটি কথায় সহসা অব্যক্ত ভাবাবেগে তীব্র ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল! তিনি উঠিলেন!

* * * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী নিত্যক্রিয়া শেষ করিয়া আসিয়া বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলেন। মন আজ বড় প্রশান্ত, মুখভাব আজ বড় প্রফুল্ল। দৃষ্টিতে অনির্বচনীয় পবিত্রতার জ্যোতিঃ খেলা করিতেছে।

ব্রহ্মচারিণী তখনও পূজাহ্নিক সারিয়া উঠিয়া আসেন নাই। ব্রহ্মচারী তাঁহার জন্যই অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন। কঠোর সাধনা-ক্লান্ত মস্তিষ্কের জড়তা-কুহেলি-ঘোর আজ কাটিয়া গিয়াছে। মনেই হউক, মস্তিষ্কেই হউক, অন্তরেই হউক—এক অভাবনীয় দিব্য-ভাব আজ অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বড় আনন্দ! এখন উপযুক্ত সাধকের সহিত একান্ত নিভৃতে, গভীর আনন্দবহ তত্ত্বালোচনার ইচ্ছা হইতেছে। ব্রহ্মচারিণীর সঙ্গ আজ বড় প্রয়োজন।

কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, ব্রহ্মচারিণী আসিলেন না। বর্ষাকাল, থাকিয়া থাকিয়া কেবলই এক এক পশলা বৃষ্টি হইতেছিল। বৃষ্টি আবার চাপিয়া আসিল। ব্রহ্মচারী ঘরে ঢুকিলেন। অনেক দিনের পর—আজ সেতার বাহির করিয়া সুর বাঁধিয়া গান ধরিলেন ;—

"মা কি তেম্‌নি শিবের সতী!...
সাবধানে মন, কর সাধন, হয়ে শুদ্ধমতি।"

বাহিরে বৃষ্টির শব্দে গান-বাজনার আওয়াজ ডুবিয়া গেল। অদূরে পূজাগৃহে নীরব-উপাসিকার উপাসনায় কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। বৃষ্টির প্রবল শব্দ ভেদ করিয়া ততদূর পর্যন্ত গানের সাড়া পৌঁছাইল না।

ব্রহ্মচারী গাহিতে লাগিলেন; গানের সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব তৃপ্তি ও শান্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। দু'চোখ হইতে টস্‌ টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল! কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির বেগ কমিল। ব্রহ্মচারী গান-বাজনা বন্ধ করিলেন।

অকস্মাৎ চমক-ভাঙা হইয়া মনে পড়িল, নির্দিষ্ট সময় বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারিণীর এতক্ষণ পর্যন্ত আসনে থাকা স্বাভাবিক নিয়ম নয়! তবে?

নিজের কম্বলখানা ঘাড়ে ফেলিয়া ব্রহ্মচারী ছুটিলেন। ব্রহ্মচারিণীর পূজা-গৃহের দুয়ারে আসিয়া দেখিলেন, যা' ভাবিয়াছেন, তাই। ব্রহ্মচারিণী আসনে নিস্পন্দ, স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন,—বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থা।

ক্ষণেক ভাবিয়া ব্রহ্মচারী নিজের কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। ব্রহ্মচারিণীর আসনের একটু দূরে নিজের কম্বল পাতিয়া বসিলেন। যথানিয়মে চিত্ত স্থির করিয়া, নিজেও উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

ঘণ্টায় পর ঘণ্টা কাটিয়া চলিল।

কতকক্ষণ পরে কে জানে,—ব্রহ্মচারিণী সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। অব্যক্ত-কাতর-শব্দে বার বার কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কথা বাহির হইল না। অবিরাম ধারায় দুই চোখ হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সতর্ক ব্রহ্মচারী আজ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। স্থিরচিত্তে ব্রহ্মচারিণীর অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করিতে করিতে ব্রহ্মচারিণীর বাক্যস্ফূর্তি হইল,—কিন্তু বড় অস্ফুট, বড় জড়িত-স্বর। বহু দূর-দূরান্তর হইতে কেহ প্রাণপণ ব্যাকুলতায় চীৎকার করিয়া ডাকিলে, যেমন অস্পষ্ট, ক্ষীণ-প্রতিধ্বনি শোনা যায়,—ব্রহ্মচারী কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, তেমনি অস্পষ্ট ক্ষীণ, আকুল-আহ্বান!—"এগিয়ে এস, এগিয়ে এস!—আমি জেনেছি। তুমি এগিয়ে এস, সব জান্‌তে পারবে।"

কোথায় অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে, ব্রহ্মচারী বুঝিলেন। আনন্দের আবেশে তাঁর কণ্ঠরোধ হইল, দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন হইল। কোন কথা বলিলেন না। শুধু ব্রহ্মচারিণীর আসনের আর একটু নিকটে অগ্রসর হইয়া বসিলেন।

ব্রহ্মচারিণী চোখ মেলিয়া চাহিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চোখের পাতা, চোখে যেন আটকাইয়া গিয়াছিল,—ভালরূপ চাহিতে পারিলেন না। নেশায় অভিভূত মাতালের মত ঢুলু ঢুলু চক্ষে চাহিয়া আড়ষ্ট জিহ্বা অতি কষ্টে সঞ্চালিত করিয়া অস্ফুট-জড়িতস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সাধকের সুধাপান ব্যাপারটা কি, জানবার জন্যে বাইরে ঘুরে ঘুরে বড়—বড় কষ্ট পেয়েছ। ভুল করেছ, ও তো বাইরের জিনিস নয়! আজ সমস্ত দেহ, মন, আত্মা দিয়ে আমি তা' টের

পেয়েছি!···আমি ভয়ানক নেশায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম!···শুধু দু' চার ফোঁটা মাত্র···তাতেই বাহ্যজ্ঞান লোপ!···অতি কষ্টে, বড় কষ্টে, অপার্থিব আনন্দরাজ্য থেকে নেমে এসেছি, তোমায় খবরটা দেবার জন্তে। মদের নেশায় বাহ্যজ্ঞান লোপ করা যায়,—কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হয় না।"

একটু থামিয়া ঢোক গিলিয়া, যেন গলার কাছে কি একটা জিনিস আটকাইয়াছিল, সেটা গলাধঃকরণ করিয়া, অধিকতর জড়িত-স্বরে বলিলেন, "কোথায় গুরু খুঁজ্‌ছ? গুরু ত তোমার জন্তে ব্যাকুল হ'য়ে প্রতীক্ষা করছেন! প্রস্তুত হয়ে এস, শুধু প্রস্তুত হয়ে এস। গুরু-সেবা? জানো না? 'আত্মা বৈ গুরুরেকঃ'—আত্মকর্ম······!"

অস্ফুটস্বরে কি একটা সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করিয়া তিনি ক্ষণেকের জন্ত স্থির হইয়া বলিলেন, "এই প্রকৃত গুরুসেবা! এই থেকেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়!"

ব্রহ্মচারীর আপাদ-মস্তক বার বার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু নিজের অবস্থার দিকে তখন লক্ষ্য করিবার সময় ছিল না। ব্রহ্মচারিণী টল্‌টল্ করিতেছিলেন—ব্রহ্মচারী হাত বাড়াইয়া তাঁর স্কন্ধদেশ ধরিলেন।

স্পর্শমাত্রেই মুহূর্তে একটা অভাবনীয় প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুত্তরঙ্গ ব্রহ্মচারীর সর্বশরীরে বিদ্যুদ্বেগে বহিয়া,—নিমেষে মস্তিষ্ক-কোটরে কেন্দ্রীভূত হইল! ললাটের অভ্যন্তর-দেশে ক্ষণমধ্যে লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতালোকে জ্বলিয়া উঠিয়া সহসা— এ কি!···

ব্রহ্মচারী বিস্ফারিত চক্ষে ঊর্ধ্বদিকে চাহিয়া—যেন কোন্ অদ্ভুত, আশ্চর্য দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

ভাবাভিভূতা ব্রহ্মচারিণী আবার ঢোক গিলিলেন, যেন আবার কোন অদৃশ্য বস্তু নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করিলেন। তা'র পর অধিকতর জড়িতস্বরে বলিলেন, "এই সুধা-পান! এ বাহ্য-জগতের বাহ্য-বস্তুজাত সুরা নয়! এ অ—পার্থিব, অপার্থিব—"

তিনি আর বলিতে পারিলেন না। প্রবল নেশায় অভিভূত হইয়া টলিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত-নির্বিকার-মুখে সেই পতনোন্মুখ দেহ নিজের বুকে গ্রহণ করিলেন। দেহজ্ঞান আজ [illegible] স্পর্শদোষ বিচারের প্রয়োজন আজ শেষ হইল।

শেষ